জাতিদর্পণ

বা

নিত্যদর্শন।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

রচিত।

মহানির্ব্বাণ মঠ।
মনোহরপুর, কালীঘাট—কলিকাতা।

নিত্যাব্দ ৭০। বঙ্গাব্দ ১৩৩০।

মূল্য— বাঁধা—২॥০
আবাঁধা—২৲

মনোহরপুর—মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে
ভক্তমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে
শ্রীমহেশ্বরানন্দ অবধূত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
কালীঘাট, কলিকাতা।
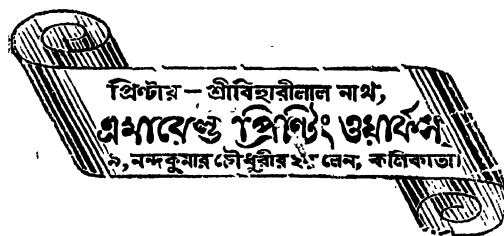
নিবেদন।

পরমপূজ্য যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের সংরক্ষিত শ্রীহস্তলিপির মধ্যে আমরা জাতিবিষয়ক **পাণ্ডুলিপি** এবং তৎসম্বন্ধীয় দুইটী '**নিবেদন**' ও একটী '**ভূমিকা**' প্রাপ্ত হইয়াছি; নিবেদনদ্বয় যথা,

(১)

"কোন সময়ে কাশীতে পরমপূজ্য অবধূতমহাশয়ের সমক্ষে মধুসূদন ন্যায়রত্ন এবং নবকুমার তর্কসিদ্ধান্ত কোন ভক্তিমান বৈশ্যকে নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন বলিয়া অবধূত-মহাশয় এই গ্রন্থস্থিত উপদেশাবলী তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। অবধূতমহাশয় কোন ভক্তকে অবজ্ঞা করিলে বিশেষ অসন্তোষ হন। তিনি মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ানুসারে অনেক সময়েই বলিয়া থাকেন "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥" ৬৫ ॥"

(২)

"নিত্যদর্শন।

(জাতিসম্বন্ধে)

এই গ্রন্থ নিত্যদর্শন অর্থাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে জাতীয় এক তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই জন্যই এই গ্রন্থের নিত্যদর্শন নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ এরূপ বিরোধভঞ্জক গ্রন্থ নিত্যদ্রষ্টব্য এবং পাঠ্য। কোন

ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মনোকষ্ট দিবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। শাস্ত্রীয় জাতিবিভাগের কারণ এবং উদ্দেশ্য নির্ণয় করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

"ভূমিকা।

এই গ্রন্থ কোন শ্রেণীর মনোকষ্টের জন্য প্রণীত নহে, ইহা কোন শ্রেণীকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রণীত নহে, ইহা কোন শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনার্থ প্রণীত নহে, ইহা কোন শ্রেণীকে অবমাননা করিবার জন্য প্রণীত নহে। ইহাতে যে সকল মন্তব্য আছে সে সকল কোন আর্য্যশাস্ত্রেরই প্রতিকূল নহে। শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব গ্রন্থকার নিজধারণানুসারে, নিজ-বিবেচনানুসারে, নিজবুদ্ধি অনুসারে, নিজবিশ্বাসানুসারে এবং নিজজ্ঞানানুসারে যে প্রকার বুঝিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি সেই প্রকার মন্তব্যসকলই প্রকাশ করিয়াছেন।"

আর বিগত সন ১৩১১ সালে মুদ্রিত তাঁহার স্বরচিত 'ভক্তিযোগদর্শন (প্রথম ভাগ)' নামীয় ভক্তিযোগবিষয়ক অপূর্ব্ব দার্শনিক গ্রন্থে '**জাতিদর্পণ** বা জাতিসম্বন্ধীয় সমালোচনা' নামক এক খানি গ্রন্থও যন্ত্রস্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। পরন্তু এ পর্য্যন্ত জাতিবিষয়ক স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। অধুনা সমগ্র গ্রন্থ '**জাতিদর্পণ** বা **নিত্যদর্শন**' নামে প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে "Arrange and Print at once" এই মন্তব্য পরমপূজ্য গ্রন্থকারের শ্রীহস্ত দ্বারা লিখিত আছে। আমরা অর্থাভাব-প্রযুক্ত এ যাবৎ এই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারি নাই, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। এই গ্রন্থস্থিত

জাতিতত্ত্বের প্রথম ভাগ এবং জাতিতত্ত্বের সমালোচনার প্রথম ভাগ, ও দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত রচয়িতার গ্রথিত; অবশিষ্ট অংশ সমুদায় আমরা তাঁহার শ্রীহস্তলিপির বিভিন্ন স্থানসমূহ হইতে লইয়া যথামতি সংযোজিত করিলাম। আমাদের সংযোজিত এই সমুদায় অংশের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ প্রথম প্রকরণ, এবং ১২৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ১৩৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ৩১৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ৩২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩৬০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ৩৬৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩৭৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ৪৩৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ও ৪৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত গ্রন্থকার কর্তৃক পাদরেখা সহ ক্রমান্বয়ে সজ্জিত ছিল; আমরা তদনুসারে এই সকলকে মাত্র অধ্যায়-সমূহে বিভক্ত করিয়াছি। পরন্তু এই সকল ও অন্যান্য অনেক অংশেরও শ্রীহস্তলিপির বহু স্থানে কোথাও ‘জাতি’, কোথাও ‘জাতিতত্ত্ব’, কোথাও ‘অসবর্ণ বিবাহ দ্বিতীয় প্রকরণ’, কোথাও ‘জাতিতত্ত্বের সমালোচনা’, কোথাও ‘জাতিসমন্বয়’, কোথাও ‘জাতিতত্ত্ব ২য় ভাগ’, কোথাও ‘জাতিতত্ত্ব ৩য় ভাগ’ এবং ‘বিবিধতত্ত্ব’ এই সকল মন্তব্য লিখিত আছে। এই সকল প্রধান কারণে এবং অন্যান্য নির্দ্দেশানুসারে এই গ্রন্থের ‘জাতিতত্ত্ব’ নামক প্রথমাংশে চারি ভাগ ও একটী বিবিধ, ‘জাতিতত্ত্বের সমালোচনা’ নামক দ্বিতীয়াংশে তিন ভাগ ও একটী বিবিধ এবং ‘জাতিসমন্বয়’ নামক তৃতীয় বা শেষাংশে মাত্র কতকগুলি অধ্যায় ও একটী বিবিধ দেওয়া হইল। তাঁহার উদ্ধৃত জাতিবিষয়ক শাস্ত্রীয় শ্লোকাবলী গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইল।

এই গ্রন্থের ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা পাঠকালে ‘শ্রীমদ্ভাগবত……তাঁহাদের দেবতা’ এই অংশ সম্বন্ধে, ১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠা পাঠকালে ‘কোন স্মৃতিতেই… কৃষ্ণা জন্মিলেন’ এই অংশসম্বন্ধে, ১৯০ পৃষ্ঠা পাঠকালে ‘শুক্লপক্ষে…রেবতী’ এই অংশ সম্বন্ধে এবং এই প্রকার আরও কতিপয় অংশ সম্বন্ধে মনে হইতে

পারে যে কি কারণে এই সকল বিষয়কে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তদুত্তরে আমরা বলিতেছি যে এই অংশসমূহের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক 'জাতি' শব্দে চিহ্নিত আছে ; সম্ভবতঃ তিনি এই সকল অবলম্বনে যুক্তি ও ভাবপূর্ণ সুবিস্তৃত আখ্যায়িকা সমূহ এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন। আমরা তাঁহার শ্রীহস্তলিপির কোন রূপ পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত মনে করি না বলিয়া অবিকৃত ভাবেই ঐ অংশসমূহকে গ্রন্থমধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছি। এই সকল কার্য্যে কোন ত্রুটী হইয়া থাকিলে করযোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

নানাশাস্ত্র হইতে জাতিসমূহের উৎপত্তিবিবরণ উদ্ধৃত করিয়া এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে জাতিতত্ত্বের সমালোচনা, মীমাংসা ও তাৎপর্য্য শাস্ত্র ও যুক্তিমতে বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় ইহা দ্বারা জাতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের অভাব সম্পূর্ণরূপেই দূরীভূত হইল। যদিও এই গ্রন্থে অনেক শাস্ত্রীয় সংস্কৃত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, তথাপি পরমপূজ্য গ্রন্থকার দয়াপরবশ হইয়া এরূপ সরল ও সুললিত ভাষায় ইহার রচনা করিয়াছেন যে অল্পশিক্ষিত নরনারীগণও ইহার ভাবগ্রহণ করতঃ নিজ নিজ কল্যাণ ও ইহা পাঠ করতঃ অসীম আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে ব্যভিচারোৎপন্ন সঙ্করজাতিসমূহ শাস্ত্রানুসারে বিবৃত ও শাস্ত্রীয় অসবর্ণবিবাহ সমর্থিত হইলেও, ইহাতে ব্যভিচার আদৌ অনুমোদিত হয় নাই, বরঞ্চ তাহা শাস্ত্রানুসারেও নিন্দনীয় ও গর্হিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্র ও যুক্তিমতে গুণকর্ম্মানুসারে জাতি-নির্ব্বাচনপদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আরও ইহাতে সমাজ ও আত্মকল্যাণার্থ বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, দ্বেষ ও অবজ্ঞাপরিহার নিমিত্ত শাস্ত্র ও যুক্তিমতে জাতিতত্ত্বের সমন্বয় ও আত্মজ্ঞান-

লাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ আবশ্যকীয় ও হিতকর গ্রন্থ নরনারী মাত্রেরই নিত্যসহচর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীভগবানের কৃপায় জনসমাজের সন্দেহভঞ্জন ও কল্যাণলাভার্থ এই গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইলে আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে।

পরমপূজ্য গ্রন্থকারের শ্রীহস্তলিপি অবিকল মুদ্রিত করা উচিত বিবেচনায় তদ্রূপই করা হইয়াছে। তজ্জন্য কোন কোন স্থানে দুই একটী অক্ষর বা শব্দ অতিরিক্ত মুদ্রিত হইয়াছে বা বাদ পড়িয়াছে ইত্যাদি কতকগুলি বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি ও প্রসঙ্গানুসারে সেই সকল স্থানের ভাবগ্রহণ করিতে অসুবিধা হইবে না। পরমপূজ্য গ্রন্থকারের শ্রীহস্তলিপির সম্মান রক্ষার্থ এরূপ করা হইলেও এ দৃষ্টান্ত নূতন নহে। ভগবান বা কোন মহাপুরুষের কোন রচনার প্রতি এরূপ সম্মান রক্ষা করা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বভাষায় প্রচলিত আছে। অতএব পুনর্মুদ্রণকালে এই গ্রন্থকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া এই নিবেদন সহ অবিকল মুদ্রিত করিতে হইবে। ইতি—

মনোহরপুর—মহানির্ব্বাণ মঠ।
৩০শে চৈত্র—শুভা নিত্যাষ্টমী।
নিত্যাব্দ—৭০। বঙ্গাব্দ—১৩৩০।

নিত্য-পদাশ্রিত—
সেবকমণ্ডলী।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মুদ্রাযন্ত্রের ভ্রম সংশোধনার্থ একটী শুদ্ধিপত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ নাই। পুনর্মুদ্রণকালে এই শুদ্ধি-পত্রানুসারে সংশোধনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত করিতে হইবে।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৯	দক্ষিণপার্শ	দক্ষিণপার্শ্ব
১৫	১৭	শেষমপ্যশ্রু	শেষমপ্যস্তু
২২২	৬	স্মর্ত্তাচার্য্যগণেরও	স্মার্ত্তাচার্য্যগণেরও
২২৫	১৬	বেদাবদী	বেদবাদী
৩১১	১০	নাই। তিনি	নাই তিনি

শাস্ত্রীয় শ্লোকাবলী।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।

কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরণ্।
তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥
মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ।

(অমরকোষঃ)

ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ)

বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে?
দ্বিবিধা ব্রাহ্মণা রাজন্ ধর্ম্মশ্চ দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।

(ম. ভা. মো. ধ. ২৬।৪০)

ব্যাস শুকদেবের প্রতি—

সর্ব্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রূষুর্ব্রহ্মচর্য্যবান্।
ঋচোযজুংসিসামানি ন যো বেদ ন বৈ দ্বিজঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

(ম. ভা. মো. ধ. ৬৩।২২)

বজ্রসূচীং প্রবক্ষামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্॥

কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ, কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিং ধর্ম্মঃ কিং পাণ্ডিত্যং কিং কর্ম্ম কিং জ্ঞানমিতি। করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিষট্‌কশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষ-বিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যদম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি,

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তজ্জ্ঞানতারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ।

সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

(শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৯ অধ্যায়)

বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।
ন চ মূর্খং নিরাহারং ষড়্‌রাত্রমুপবাসিনম্॥

(ব্যাসসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়)

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শিবে।
ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ॥
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্ব্বদেৎ॥
ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ॥
তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ।

(ম. নি. ত. ৯ম উল্লাস)

অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥

(ম. নি. ত. ৩।৩২)

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টু দীব্যতো বিভোঃ।
অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ॥
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্॥
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিয়োজয়েৎ॥
ইত্থমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্‌গুরুঃ।
শিষ্যং নিয়োজয়েদ্দেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু॥

(ম নি. ত. ৯ম উল্লাস)

আলম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাস্তু হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু তপোযজ্ঞাঃ দ্বিজাতয়ঃ॥

(ম. ভা. মো. ধ. ৫৮।৩৩)

কপিলদেব—

অনারম্ভাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংস্থিতাঃ।
ব্রহ্মণৈব স্ম তে দেবাংস্তর্পয়ন্ত্যমৃতৈষিণঃ॥

(ম. ভা. মো. ধ. ১৪।২০)

ঐ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকের টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—
ঈদৃশং ব্রাহ্মণ্যং অজ্ঞাত্বা মূঢ়া কর্ম্মসু সজ্জন্তে যোগঞ্চাবজ্ঞন্তে ইতি।

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥

(মনু ৪।২১)

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সতত ইন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥

(মনু ৪।২২)

ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিষয়ঃ।
নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং বিধির্দণ্ডবিধানমার্জ্জবং তপস্বিতা চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥

(ম. ভা. মো. ধ. ২।৩৭)

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥

(মনু ৩।১৩৪)

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥

(মনু ১১।২৩৬)

মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে ৬৪।১২ শ্লোকে লিখিত আছে—
"জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ।"

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

(অত্রিসং)

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

(ম. ভা. মো. ধ. ১৫।১৮)

ঐ শ্লোকের টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—
ধর্ম্ম এব বর্ণবিভাগে কারণং ন জাতিরিত্যর্থঃ।

রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠদেব—

তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিমল্লামপি শ্রিতাঃ।
সুপ্রযত্নবশাদ্ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিকজাতিতাম্॥

(যো. বা. স্থিতিপ্রকরণ)

বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। য ইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ়দ্বিমীঢ়পুরুমীঢ়াস্ত্রয়োঽস্তিনস্তনয়াঃ। অজমীঢ়াৎ কণ্ব, কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।

(বি. পু. ৪।১৯।১০)

অজমীঢ়স্যান্য ঋক্ষ্যনামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষ্যাৎ সংবরণঃ সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার॥

(বি. পু. ৪।১৯।১৮)

গর্গাচ্ছিনিঃ ততো গর্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভুবুঃ।

(বি. পু. ৪।১৯।৯)

ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও কোন কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

যথা, শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—

"ক্ষত্রিয়া এব কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণাশ্চ বভুবুঃ।
মুদ্গলাশ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভুবুঃ॥

(বি. পু. ৪।১৯;১৬)

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

(বি. পু. ৪।২১।৪)

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

(হ. ব. ১১ অধ্যায়)

ভৃগুর প্রতি ভরদ্বাজ—

কামক্রোধৌ ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তাক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভজ্যতে॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং চ শোণিতম্।
সমং স্যন্দতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভজ্যতে॥

(ম. ভা. মো. ধ. ১৪।৭,৮)

ভৃগু—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রীয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থা ততস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা॥

(ম. ভা. মো. ধ. ১৪।১০-১৬)

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্ ।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী ।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ।
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম ।
বক্ষস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥

(ভা. ১১।১৭।৮-১২)

ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি সর্ব্বশঃ ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্ ।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বসু যোনিষু শাম্যতি ॥

(মনু ৯।৩২০-৩২১)

রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মতে "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শূদ্রত্বম্ ।"

বিরাটকায়জবংশকায়স্থ ইতি বিশ্রুতঃ ।
আর্য্যাছন্দঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যবর্ত্তঃ প্রমুচ্যতে ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ ।
যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥

(মেরুতন্ত্র ১৯৯ পটল)

কায়স্থোৎপত্তয়ে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে ।
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
যথাসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভোঃ ॥

মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
মহাভীমো মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥ ইত্যাদি

(পদ্মপুরাণ)

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথসুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞশ্চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥

ইতি আপস্তম্বশাখা

স্কন্দপুরাণ হইতে—পরশুরাম উবাচ।
তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষে ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বৎ প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।

ততো দালভ্যঃ প্রত্যুবাচ—
দদামি বরমীপ্সিতম্॥
স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ শুভাঃ॥
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।

রামাজ্ঞয়া স দালভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্ বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥

(কায়স্থ কৌস্তুভ ধৃত স্কন্দপুরাণ)

ব্রহ্মোবাচ।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাদানাদিকা দশ॥
গর্ভাদানমৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংক্রিয়া।
মাসাষ্টমে স্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম্ম চ॥
শতাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকম্।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা॥
কৃত্বা তু মাতৃকাপূজাং বসো ধারাং বিধায় চ।
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ॥
কুর্য্যান্নান্দীমুখশ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্।
ততঃ প্রধানসংস্কারা কার্য্যা এষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ইত্যাদি

বিজ্ঞানতন্ত্রং।

গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু-
স্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ
কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকম্।
আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থেতি সমাখ্যাতঃ ইত্যাদি

ইতি আচারনির্ণয়তন্ত্র।

ক, ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ আ, পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ।
য়, জাতঃ স স্বরূপশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

ইতি মেদিনী।

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে॥

ইতি করণশব্দার্থে মেদিনী।

করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
কায়স্থে কচবন্ধেনা তথা শূদ্রাবিশৎ সুতে॥

(রভস কোষ)

কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ॥
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয়মনুষ্ঠিতম্।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তদ্বিজা দশ॥

(কবিভট্টশালিবাহনোক্তিঃ)-

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়াঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

ইতি কুলপীযূষ প্রবাহধৃত কুলাচার্য্যকারিকা।

ঘোষস্য পরিচয়ঃ।

সুকৃতালি কৃতাম্বর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবাচার্য্যগতিঃ॥

স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং।
প্রথিমেন্থযশঃ সুরলোকবশঃ॥
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ।
শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশাঃ॥

বসোঃ পরিচয়ঃ।

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈ নির্যতং তে জয়িনো ভবন্ত নঃ॥

দশরথো বিদিতো জগতীতলে
দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং জশসা জয়ী
বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥

মিত্রস্য পরিচয়ঃ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরৎশুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তমদ্বিষালিযোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিদাসচন্দ্রকঃ॥
দ্বিজালি পালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ॥

গুহস্য পরিচয়ঃ।

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতো।
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসভ্যহাস্যং ব্যভূৎ
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥

দত্তস্য পরিচয়ঃ।

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্॥

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

আদ্যাদ্যস্য গুণস্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্‌গুণঃ স্মৃতঃ॥

(মনু ১।২০)

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

(মনু ৩।১২)

অমরসিংহের মতে—

শূদ্রাশ্চাঽবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাস্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥

মনুস্মৃতি ৪র্থ অধ্যায় হইতে—

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্য প্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্॥ ৮৪॥

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যস্যাভক্তির্জনার্দ্দনে॥

(পদ্মপুরাণ)

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব রচিত

গ্রন্থাবলী।

১।	চৈতন্য বা সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার (২য় সংস্করণ)	আবাঁধা ১৲
২।	সাধক-সহচর (২য় সংস্করণ)	বাঁধা ।৶৹ আবাঁধা ।৹
৩।	উদ্দীপনী (২য় সংস্করণ)	৶৹
৪।	সাধনা ও মুক্তি (২য় সংস্করণ)	৶৹
৫।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সাধকসুহৃদ্	৷৷৶৹
৬।	ভক্তিযোগদর্শন (প্রথম ভাগ)	৷৷৹
৭।	সিদ্ধান্তদর্শন (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ একত্র)	১৷৹
৮।	জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন	বাঁধা ২৷৷৹ আবাঁধা ২৲
৯।	পাতঞ্জলদর্শন ও মণিরত্নমালা (মূল ও সরলবঙ্গানুবাদ)	।৶৹
১০।	প্রার্থনা-গীতা (প্রথম বিভাগ)—২য় সংস্করণ	।৶৹
১১।	ঐ (২য় ও ৩য় বিভাগ একত্র)	৷৷৶৹
১২।	নিত্যগীতি (প্রথম ভাগ)	১৲
১৩।	নিত্যউপাসনাবিধি	।৹

মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও ফটো প্রভৃতি।

১।	শ্রীশ্রীগুরুপুষ্পাঞ্জলি	৶৹
২।	শ্রীশ্রীনিত্যপদলহরী	।৶৹
৩।	নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা (১৩০৬—১৩০৭ সাল)	১৲

৪। শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক পত্র—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত, প্রতি বর্ষ সডাক ২

৫। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের দাঁড়ান ফটো

ব্রোমাইড্ (ক্যাবিনেট্)	১৲
ঐ (লকেট্)	৶০
হাফ্টোন্ (ক্যাবিনেট্)	⁄১০
ঐ (ছোট ২″ × ৪″)	৻১০

৬। ভগবান নিত্যগোপালের বসা ফটো

ব্রোমাইড্ (ক্যাবিনেট্)	১৲
ঐ (লকেট্)	৶০
হাফ্টোন্ (ক্যাবিনেট্)	১০
ঐ (ছোট ৩″ × ৫″)	⁄০

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীদেবের অন্য বহুপ্রকার ফটো বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার—মহানির্ব্বাণ মঠ,

পোঃ—কালীঘাট, কলিকাতা।

জাতিতত্ত্বের সমালোচনা।

বিবিধ।

গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে এবং মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যদি কেহ ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে এবং বাহু হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যদি কেহ ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে, উক্ত গীতাতেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে এবং উরু হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যদি কেহ বৈশ্য হইতেন, তাহা হইলে, উক্ত গীতাতেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে এবং পদ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যদি কেহ শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে, উক্ত গীতাতেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিলে, এক্ বর্ণে যে সকল গুণ আছে, অন্য কোন বর্ণে সেই সকল গুণের কোনটীও থাকা সম্ভব নহে। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার করিলে এক্ বর্ণ যে সমস্ত কর্ম্ম করেন, অন্য কোন বর্ণ দ্বারা সে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্নই হইতে পারে না। এক্ষণে গীতার সেই গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে বিভক্ত চতুর্ব্বর্ণ দৃষ্টিগোচরই হয় না। এক্ষণে দেখিতে পাই এক্ বর্ণে যে সকল গুণ আছে, অন্য ত্রিবর্ণেও সেই সকল গুণের অনেকগুলিই বিদ্যমান। এক্ষণে দেখিতে পাই এক বর্ণ, যে

সকল কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, অন্য ত্রিবর্ণও সেই সকল কর্ম্মের অনেক গুলিই সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালের চতুর্ব্বর্ণ কোন্ শাস্ত্র সম্মত, তাহাও ত বুঝিতে পারি না। এই বর্ত্তমান কালের চতুর্বর্ণ যদ্যপি পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতেন, তবে এক্ষণে তাঁহাদের সকলেরই উৎপত্তি এক অতি জঘন্য স্থান হইতে হয় কেন? এক্ষণে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতেই বা হয় না কেন? ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি বা ব্রহ্মার বাহু হইতেই বা হয় না কেন। বৈশ্যের উৎপত্তি ব্রহ্মার উরু হইতেই বা হয় না কেন। আর শূদ্রের উৎপত্তি বা ব্রহ্মার পদ হইতে হয় না কেন?

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ানুসারে মুখ বাহু উরু এবং পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ শ্লোকে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র বলা হয় নাই। মুখ বাহু উরু পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উৎপত্তি বলিলে, বুঝা যাইতে পারে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার বাহু হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার উরু হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহার পদ হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত অনেক প্রকার স্বভাববিশিষ্ট অনেক লোক আছেন কিনা, মনুর মতে হয়ত সকলেই মুখ হইতে উৎপন্ন নহেন। অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতে বারম্বার জন্মগ্রহণানুসারে কৃতকার্য্যনিচয়ের ফলানুসারে কত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বর্ণ এবং জাতি হইতে হয়। এ মতেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে উৎপত্তি বলিলে অসঙ্গত হয় না।

ঋক বেদের দশম মণ্ডলের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মণ্ডলেই চতুর্বর্ণের উল্লেখ নাই। অন্যান্য মণ্ডলের ভাষার ন্যায় দশম মণ্ডলের ভাষাও নহে। দশম মণ্ডলের ভাষা সে গুলি অপেক্ষা কত আধুনিক, তাহা ঋগ্বেদবিৎ

প্রত্যেক বিবেচক পণ্ডিতই বুঝিতে পারেন। যদি দশম মণ্ডলের পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডলগুলির ন্যায় দশম মণ্ডলের ভাষা হইত, তাহা হইলে দশম মণ্ডলটীকে বিবেচক পণ্ডিতগণ প্রক্ষিপ্ত বলিতেন না।

ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদীয় পুরুষের মুখ। তুমি যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলিতেছ, তাঁহারা ত কেবল মুখ নহেন। ক্ষত্রিয় ঋগ্বেদীয় পুরুষের বাহুদ্বয়। তুমি যাঁহাদের ক্ষত্রিয় বলিতেছ, তাঁহারা ত কেবল বাহুদ্বয় নহেন। বৈশ্য ঋগ্বেদীয় পুরুষের উরু। তুমি যাঁহাদের বৈশ্য বলিতেছ, তাঁহারা ত কেবল উরু নহেন। অধুনা ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

ঋগ্বেদের মতে ব্রহ্মা স্রষ্টা নহেন। ঋগ্বেদের মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মার উরু হইতে বৈশ্য এবং ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রও উৎপন্ন হন নাই।

ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারেন না বলা হয় নাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের অন্নভক্ষণ যদি নিষিদ্ধ ও দোষনীয় হইত, তাহা হইলে, উহা ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ করা হইত।

যদি নানা যোনিভ্রমণে নানা জন্ম হয়, তাহা হইলে, প্রকারান্তরে বলা হইল নানা যোনিভ্রমণ বারম্বার দেহধারণ কিম্বা বারম্বার জন্ম নয়। কারণ একের বারম্বার জন্মমৃত্যু উভয়ই হইতে পারে না। যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা আবার হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবের উৎপত্তিও একবার বিনাশও একবার। শাস্ত্রানুসারে প্রথমেই কোন জীব ব্রাহ্মণ হয় না। নানা নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি হইয়া তবে জীব ব্রাহ্মণ হয়। তবে কি প্রকারে বলি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছে? যদি শাস্ত্রে এরূপ নির্দ্দেশ থাকিত ব্রহ্মার মুখ হইতে

ব্রাহ্মণ হইয়াছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণ কোন নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করে নাই এবং পরেও করিবে না, তাহা হইলে, তাহাকে ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন বলিতে পারিতাম্।

আর্য্যশাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায়, যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব্বে কত অধম যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, আবার সেই ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট গুণকর্ম্মানুসারে পুনঃপুনঃ কত নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিতে পারেন। তবে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যদি ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়া থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহাকে নানা নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া, নিকৃষ্ট হইতে হইত না।

ইদানী মুখ, বাহু, মধ্যদেশ ও পদ হইতে কাহারো উৎপত্তি হয় না। তুমি যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলিতেছ তাহাদেরও যে স্থান হইতে উৎপত্তি, ক্ষত্রিয়. বৈশ্য ও শূদ্রেরও সেই স্থান হইতে উৎপত্তি। যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বল, তাহাদের যেমন পুরুষপ্রকৃতিসংযোগে জন্ম তদ্রূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও জন্ম। জন্মের কোন প্রভেদ নাই। যদি কর্ম্মানুযায়ীক বর্ণবিভেদ করিতে চাও তাহা হইলেও, দেখিবে অনেক ব্রাহ্মণউপাধিধারী অপেক্ষা যাহাদের অতি নীচ ক্ষুদ্র বল, তাহাদের মধ্যেও অনেক মহাত্মা দেখিতে পাইবে। সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষের ফলনিচয়ে যত বীচি হয়, সে গুলি পুতিলে, গাছ হইলে, সে সকল গাছে, যে সকল ফল হয়, সে গুলিও সুমিষ্ট হয়, টক্ত কোনটী হয় না। এবং সেই জাতীয় বৃক্ষ হইতে অপর জাতীয় ফল কোন কালেই হয় না। আদিতে ব্রাহ্মণ যদি মুখ হইতে হইত তাহা হইলে, পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত আজও মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইত এবং ঐ প্রকার ব্রাহ্মণের যে সমস্ত সদ্‌গুণ, সে সমস্তও বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণউপাধিধারীদের থাকিত। যে মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে

কখনই সত্যবাদী বলিতে পার না, দস্যুকে দস্যুই বল। তদ্রূপ ব্রাহ্মণের গুণসমস্ত, যাঁহাতে থাকিবে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। মুর্খ যেমন বিদ্যা শিক্ষা করিলে, বিদ্বান হইতে পারে তদ্রূপ অব্রাহ্মণও অভ্যাসযোগে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। অনেক চিকিৎসকের সন্তান চিকিৎসক নন, আবার কোন কোন চিকিৎসকের সন্তান চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করিয়া চিকিৎসক হন্, চিকিৎসকের সন্তান হইলেই চিকিৎসক হওয়া যায় না। অনেক অচিকিৎসকের সন্তানও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হন্।

যদ্যপি কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হওয়ার জন্য কতকগুলি লোককে ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বলা হইত তাহা হইলে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই দণ্ডী হইয়া অব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। তাহা হইলে দণ্ডী হইয়া কেহই জন্মমৃত্যুজাতিবিহীন হইতে পারিতেন না।

মুখ হইতে কত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নির্গত হয়, মুখ হইতে কত ভক্তি-প্রেমের উদ্দীপক উপদেশ নির্গত হয়। আর সেই মুখ হইতেই থুতু গয়ার বা নিষ্ঠীবন নির্গত হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সমস্ত দিব্যজ্ঞানীর, দিব্যভক্তের এবং দিব্যপ্রেমিকের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারাই শ্রদ্ধেয়, তাঁহারাই পূজ্য এবং তাঁহারাই ভক্তিভাজন। আর্ থুতু গয়ারের্ মতন যাঁহারা, তাঁহারা পরিত্যজ্য, তাঁহারা হেয় এবং তাঁহারা ঘৃণিত। তাঁহারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্ভ্রম এবং পূজা পাইবার যোগ্য নহেন্।

পদের যদি মুখের সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, তাহা হইলে, মুখকে পদের স্পর্শ করারও প্রয়োজন। মুখে পদ স্পর্শিত হইলে, যে তাহাতে লাথি মারা হয়। ব্রহ্মার মুখজ বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কি প্রকারে সেই ব্রহ্মার পদজ শূদ্রের সেবা শুশ্রূষা গ্রহণ করিবেন্, তাহাও ত বুঝিতে পারিনা, আর শূদ্রই বা কি প্রকারে তাঁহার সেবা করিবেন্ তাহাও বুঝিতে পারি না।

শূদ্র যত্তপি নারায়ণকে অপবিত্র করিতে পারিত, তাহা হইলে, এক প্রকারে শূদ্রকে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করা হইত।

শূদ্র নারায়ণকে স্পর্শ করিলে, নারায়ণ অপবিত্র হন্, এ কথা সঙ্গত নহে। পরম পবিত্র যে নারায়ণ, তাঁহাকে চণ্ডাল স্পর্শ করিলে পর্য্যন্ত সে পবিত্র হয়।

শূদ্রের বেদে অধিকার থাকিবে না সে কথা ঋক বেদেও বলা হয় নাই।

শূদ্র বেদে অনধিকারী, শূদ্র প্রণবোচ্চারণে অনধিকারী, এ কথা মনুসংহিতার কোন স্থলেই নাই।

শূদ্রদর্শনে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার ভোজন নিবিদ্ধ কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। তবে তোমার শূদ্রদর্শনে ভোজন হয় না কেন?

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রমতে ওং শব্দ শূদ্র ও কোন জাতীয় স্ত্রীলোক-গণকে উচ্চারণ করিতে নাই। কিন্তু ওঙ্কারের ওকার ত স্বরবর্ণে আছে। অনেক শব্দের সহিত ওঙ্কার সংযুক্ত ও একক আছে, সে সকল ত শূদ্র ও সকল জাতীয় স্ত্রীলোকগণের উচ্চারণ করনে নিষেধ নাই। ২. ওঁকার বলিতে দোষ হয় তবে ওকার বলিতে দোষ হইবে না কেন?

ঋক বেদের কোন স্থলে 'ওম্' শব্দ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। তবে ঋক বেদের মতে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের 'ওম্' শব্দ উচ্চারণে অধিকার নাই কিপ্রকারে বলিব?

ঋক বেদের কোন স্থলে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের ঐ বেদে অধিকার নাই বলা হয় নাই। ঋক বেদের কোন কোন সূক্তের ঋষিই স্ত্রীলোক। বিশ্ববারা নাম্নী কোন একটী স্ত্রীলোক ঋক বেদের কোন একটী সূক্তের ঋষি। সুতরাং ঋক বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

যে সকল ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী শূদ্রের নিকট বেতন গ্রহণপূর্ব্বক সূপকারের কার্য্য করেন তাঁহারাও পতিত কারণ শূদ্রের নিকট বেতন গ্রহণ করায় তাঁহাদের শূদ্রের দাস্য করা হয়।

শূদ্রই ব্রাহ্মণের দাস। প্রকৃত ব্রাহ্মণ শূদ্রের দাস হন্ না। কিন্তু ইদানী কত ব্রাহ্মণ যবন ও ম্লেচ্ছের পর্য্যন্ত বেতনগ্রাহী দাস হইয়াছেন্। তাঁহারা ম্লেচ্ছ যবনের উঁচু দরের চাকৃরি করা গৌরব মনে করেন্।

ব্রাহ্মণের কোন গুণই তোমাতে নাই, তুমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কোন কার্য্যও কর না। আবার তুমি অর্থলোভে ম্লেচ্ছের দাসও হইয়াছ। তবে তুমি বয়ঃজ্যেষ্ঠ শূদ্রদিগকে পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ কর কেন? মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণবংশেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভাবে অনেক আর্য্য শাস্ত্রের মর্ম্মও বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন বর্ণসঙ্কর পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন না। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলা যায় না। তোমার সমস্তই ব্রাহ্মণের বিপরীত আচরণ অথচ তুমি আপনাকে মহা ব্রাহ্মণ মনে কর এবং কৌশলে অব্রাহ্মণদিগকেও তাহা বিশ্বাস করাইতে চাহ।

মুশাচার্য্য ইহুদী ছিলেন তাঁকে ইহুদীরা যদ্রূপ মান্য করেন সকল ইহুদীদিগকেই কি করেন?

যিশুখৃষ্ট ইহুদীছিলেন। তাঁকে সাধু বলিয়া মানি বলে যে সকল ইহুদীকে মানিব এমন নহে। (রাম কৃষ্ণ ক্ষত্র ছিলেন তাঁদের অবতার বলা হয় সকল ক্ষত্রই কি অবতার?) ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণই পূজ্য। (সকল ব্রাহ্মণই কি পূজ্য?)

"দেহো দেবালয়ঃ" স্বীকার করিলে সেই দেহকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করিতে বলা যাইতে পারে না।

পদ্মপুরাণানুসারে বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠদ্বিজ হয় স্বীকৃত হইলে, চণ্ডালাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করসকল, চণ্ডালাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করসকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শূদ্রবিষ্ণুভক্তসকলই বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবেন না কেন? তাঁহাদেরই বা সর্ব্ব দেবদেবীর পূজায় এবং বেদে অধিকার হইবে না কেন? তাঁহারা বা প্রণব উচ্চারণেও অধিকারী না হইবেন কেন? তাঁহাদের অশ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের উপরে শ্রেষ্ঠতাই বা হইবে না কেন?

অনেক ব্রাহ্মণকে মুসলমানের পালিত গাভীর দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়াছি। মুসলমান নিজপালিত গাভীকে নিজ উচ্ছিষ্ট অন্নও খাইতে দিয়া থাকে, ভাতের ফেনও খাইতে দিয়া থাকে। কৈ সেজন্য মুসলমানের গাভীর দুগ্ধপানে ব্রাহ্মণের ত জাতি নষ্ট হয় না?

কত গাভী কত নীচ জাতির অন্ন এবং অন্ননির্যাস ভক্ষণ করে, অথচ সেই সকল গাভীর দুগ্ধ কোন্ শ্রেষ্ঠবর্ণ না পান করেন? নীচ জাতির অন্ন এবং অন্ননির্যাস গাভী ভক্ষণ ও পান করিতেছে অথচ সেই গাভীর দুগ্ধ পান করিলে, যদি শ্রেষ্ঠবর্ণদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না তবে কোন নীচ জাতির অন্ন কোন শ্রেষ্ঠজাতি ভক্ষণ করিলেই বা তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে কেন?

ঋগ্বেদের মতে বামদেবঋষি কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদীয় বামদেব কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়াও অপবিত্র হন নাই। তবে তুমি কুক্কুটভক্ষণেই বা অপবিত্র হইবে কেন? কুক্কুরাপেক্ষা কুক্কুট শুদ্ধ। কোন কোন পুরাণমতে কুক্কুর স্পর্শ করাও দোষণীয়। কুক্কুর এত হেয় যে, তাহা আধুনিক ম্লেচ্ছগণেরাও ভক্ষণ করেন না।

হীন বর্ণসঙ্কর মুর্দ্দাফরাসকেও কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিতে দেখি নাই। পার্ব্বতীয় বর্ব্বর গারো প্রভৃতিই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঋগ্বেদের মতে আর্য্যঋষি মহাত্মা বামদেবও কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া-

ছিলেন। বামদেবের সময়ে বর্ণবিভাগ ছিল না বলিয়া, তাঁহাকে জাতিভ্রষ্টও হইতে হয় নাই।

বৈদিক বামদেবঋষির কুকুরমাংসভক্ষণ দোষণীয় না হইলে, ম্লেচ্ছ যবনের স্পর্শিত অন্নভক্ষণই বা দূষ্য হইবে কেন?

হে ব্রাহ্মণ! তুমি যখন মুখে অন্ন দাও তখন তোমার বাহু, উরু এবং পদ তোমার অঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া অন্যত্রে রাখ না। অন্নভক্ষণ করিবার সময়, উহারা তোমার শরীরেই সংযুক্ত থাকে। উহাদের সংশ্রবে অন্ন ভক্ষণ করার জন্য তোমাকে ত জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না? ব্রহ্মার মুখ যেমন তাঁহার শরীরের এক অংশ, তদ্রূপ তাঁহার বাহুদ্বয়, তাঁহার উরুদ্বয় এবং তাহার পদদ্বয়ও তাঁহারই শরীরের নানা অংশ। ব্রহ্মার অন্ন ভোজনের সময়েও তিনি ঐ সকল অংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখার কোন উল্লেখ কোন শাস্ত্রেই নাই। ঐ সকলের সংস্পর্শে অন্নভক্ষণে ত তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না? তবে তাঁহার মুখজ ব্রাহ্মণই বা, তাঁহার বাহুজ ক্ষত্রিয়ের সংস্পর্শে অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন না কেন? তবে তাঁহার পদজ শূদ্রের সংস্পর্শেই বা তাঁহার মুখজ ব্রাহ্মণ অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন না কেন?

অতিশয় গ্রীষ্মবশতঃ তোমার মুখ হইতেও ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। তোমার বাহু হইতেও ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে, তোমার উরু হইতেও ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে এবং তোমার পদ হইতেও ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। তোমার শরীরের ঐ সকল অংশ নির্গত ঘর্ম্মই এক প্রকার ও এক শ্রেণীর! ব্রহ্মার মুখ হইতে যিনি নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য, ব্রহ্মার বাহু হইতে যিনি নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য, ব্রহ্মার উরু হইতে যিনি নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য। ব্রহ্মার পদ হইতে যিনি নির্গত হইয়াছেন, তিনিও মনুষ্য। ঐ চারেরই জাতিগত কোন প্রভেদই

নাই। যদ্যপি কেবল ব্রহ্মার মুখজই কেবল মনুষ্য হইতেন। ব্রহ্মার বাহুজ, উরুজ এবং পদজ অমনুষ্য ত্রিবিধ জন্তু হইতেন তাহা হইলে বলিতাম ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঐ তিনের জাতিগত পার্থক্য আছে।

শূদ্রকন্যার গর্ভে জন্মিয়াও বেদব্যাসকে নারকী হইতে হয় নাই। তবে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী কেবলমাত্র শূদ্রাণীকে মাতা বলার জন্যই বা নরকে গমন করিবেন কেন?

তোমার মতে ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণী শূদ্রাণীকে মা' বলিলে তাহাদের প্রত্যবায় আছে। সেজন্য তাহাদের নরকে গমন করিতে হয় বলিতেছ। যে বেদব্যাস নারায়ণের অবতার তাঁহার মাতা শূদ্রকন্যা ছিলেন। শূদ্রকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হওয়ার জন্য বেদব্যাসকে নরকে যাইতে হয় নাই।

অনেকের মতে গোপ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। সেই গোপকন্যা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। সেই রাধিকার পূজা কোন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ না (করিয়া থাকেন) করেন? শূদ্রকন্যা (শ্রী) রাধিকা যদ্যপি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রকৃত ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হইতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণপূজায় শূদ্র ভক্তেরই বা অধিকার থাকিবে না কেন?

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত গোপকন্যা রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন্। রাধিকার পূজা অনেক প্রকৃত ব্রাহ্মণও করিয়া থাকেন। শূদ্রকন্যা রাধিকাকে যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পার, শূদ্রকন্যা রাধিকার পূজা যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণও করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ পূজায় শূদ্র ভক্তেরই বা অধিকার নাই কি প্রকারে বলিতেছ? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষাও শ্রীরাধার মাহাত্ম্য অধিক। শ্রীরাধার মানভঞ্জনের সময় শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহার পায়ে ধরিয়াছিলেন।

ঋকবেদানুসারে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, দুই বাহু তাঁহার ক্ষত্রিয়, তাঁহার উরু বৈশ্য, দুই চরণ তাঁহার শূদ্র। তোমার মুখ ত তোমার চরণে প্রণাম করে না। সেইজন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রকে প্রণাম করিবেন্ না। চরণও মস্তকে প্রণাম করে না। এইজন্য শূদ্রও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন না। বাহুদ্বয় এবং উরু মুখকেও প্রণাম করেন না, চরণকেও প্রণাম করেন না। এইজন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের প্রণম্য নহেন। মুখ এবং চরণদ্বয়ও বাহুদ্বয় এবং উরুকে প্রণাম করেন না। এইজন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রণম্য নহেন।

নিকৃষ্ট চরণ উৎকৃষ্ট মুখকে প্রণাম করিতে পারে না। ঋগ্বেদীয় পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণকে ঋগ্বেদীয় পুরুষের চরণ শূদ্র কি প্রকারে প্রণাম করিবে?

মস্তক দ্বারাই পদে প্রণাম করিতে হয়। পদ দ্বারা মস্তককে কিম্বা মুখকে অতি অজ্ঞান ব্যক্তিও ত প্রণাম করেন না। পদ দ্বারা মুখকে প্রণাম করিলে প্রকারান্তরে মুখে লাথি মারাই হয়। আর্য্যশাস্ত্রমতেও ব্রহ্মার পদসম্ভূত শূদ্রের ব্রহ্মার মুখসম্ভূত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা উচিত ও কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে শূদ্রের বরঞ্চ পাপ হইবারই সম্ভাবনা। পদসম্ভূতের প্রণামও শ্রেষ্ঠ মুখসম্ভূতের গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকারান্তরে অপমানিত হইতে হইবে যে, তাহা হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠতার লাঘব হইবে যে। পদ দ্বারা প্রণাম বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা-বশতই করা যাইতে পারে।

কোন ব্রাহ্মণ ত নিজ পদ দ্বারা নিজ মস্তককে কিম্বা নিজ মুখকে ত প্রণাম করেন না! তিনি ত তাঁহার স্বজাতীয় কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও পদ দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক সে ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করেন না! দেখিতে পাই জগতের কোন জাতির মধ্যেই ও পদ্ধতি প্রচলিত নহে। স্বয়ং

ব্রহ্মাও ত কখন নিজ পদ দ্বারা নিজ মস্তককে কিম্বা নিজ মুখকে প্রণাম করেন নাই। তবে সেই ব্রহ্মার পদজাত শূদ্রই বা তাঁহার মুখজাত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া অমন যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার কেন অসম্মান ও অবমান করিবে? আর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বা স্ব ইচ্ছায় ঐ প্রকারে অসম্মানিত ও অবমানিত হইতে সম্মত হইবেন কেন?

মুখে পদস্পর্শ কোন্ বুদ্ধিমানই বা করিতে চাহেন? শূদ্রসেবাগ্রাহী ব্রাহ্মণও সে কার্য্য করিতে পারেন না। পদ দ্বারা মুখ ধৌত করাও যাইতে পারে না, পদ দ্বারা মুখ্ টেপাও যাইতে পারে না। তবে পদসম্ভূত শূদ্র মুখসম্ভূতের কি প্রকারে সেবা করিবেন? পদের মুখকে স্পর্শ করিতেই নাই। তবে শূদ্রই বা ব্রাহ্মণকে কি প্রকারে স্পর্শ করিবেন?

বাহুসাহায্যে কেবল যুদ্ধকর্ম্মই করা হয় না। সেইজন্য মেধাতিথির "ক্ষত্রিয়স্যাপি বাহুকর্ম্ম যুদ্ধং" বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত হয় নাই। তাঁহার "শূদ্রস্যাপি পাদকর্ম্ম শুশ্রূষা" বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। পাদদ্বয়ের কর্ম্ম শুশ্রূষা করা নয়, পাদদ্বয়ের কর্ম্ম বিচরণ প্রভৃতি। শূদ্রের যদি ব্রহ্মার হস্তদ্বয় হইতে উৎপত্তি বলা হইত তাহা হইতে বরঞ্চ মেধাতিথি শূদ্রের শুশ্রূষাকর্ম্ম বলিতে পারিতেন। বাহুদ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু পদ দ্বারা শুশ্রূষা করিবার ত পদ্ধতি নাই। শূদ্র ব্রহ্মার পদজ। তাঁহার শুশ্রূষা করা কার্য্য কি প্রকারে বলা হয়, তাহা বুঝিতেই পারি না। বরঞ্চ ক্ষত্রিয়ের শুশ্রূষাকর্ম্ম বলিলেও কতক সঙ্গত হইত।

পরশুরাম পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিবার অভিলাষে তিনসপ্তবার অনেক ক্ষত্রিয় বধ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি একেবারে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের

নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্রের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি একেবারেই হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরশুরামবিজেতা ভগবান রামচন্দ্রের বংশীয়গণ অদ্যাপি পৃথিবীর নানা স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। অন্যান্য কত ক্ষত্রবংশধরগণ পৃথিবীতে রহিয়াছেন। তোমাকে কে বলিল যে পরশুরাম একেবারে পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? পরশুরামের অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকেও ক্ষত্রবংশসম্ভূত বলা হইত। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অনেক পুরাণে প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে আরো কত ক্ষত্রিয় রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিবরণ পড়িলে জানা যায় এবং অন্যান্য কয়েকখানি পুরাণ পাঠেও জানা যায়। ক্ষত্রিয়বংশ একেবারে লোপ হইয়াছে, যিনি বলেন, তাঁহার শাস্ত্রে অতি অল্প অধিকারই আছে। তাঁহার ঐ প্রকার অসঙ্গত যুক্তি কেবল কিম্বদন্তীর উপরই নির্ভর করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য ও মনু হইতেই অনেক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন।

কোন বেদের মতেই সূর্য্য ক্ষত্রিয় নহেন। কোন স্মৃতিমতেও সূর্য্য ক্ষত্রিয় নহেন। কোন পুরাণমতেও সূর্য্য ক্ষত্রিয় নহেন, কোন তন্ত্রমতেও সূর্য্য ক্ষত্রিয় নহেন। তবে সূর্য্যবংশীয়গণকে ক্ষত্রিয় কি প্রকারে বলা হয়? অক্ষত্রিয়ের বংশে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব কখনই সম্ভব নহে। বেদস্মৃতি প্রভৃতি মতে চন্দ্রও ক্ষত্রিয় নহেন। তবে চন্দ্রবংশীয়গণকে কি প্রকারে ক্ষত্রিয় বলা হয়? কোন তন্ত্রানুসারেও চন্দ্র ক্ষত্রিয় নহেন।

যে সূর্য্যবংশীয়গণকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, সেই সূর্য্য দেবতা। সেই সূর্য্যের পূজা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরাও করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের মতে মন হইতে চন্দ্র হইয়াছেন। কোন বেদমতে, কোন পুরাণমতে, কোন তন্ত্রমতেই মন ক্ষত্রিয় নহেন। অক্ষত্রিয় মন হইতে যে চন্দ্র হইয়াছেন, তাঁহাকেও ক্ষত্রিয় বলিতে পার না। বেদপ্রমাণে, পুরাণপ্রমাণে, তন্ত্রপ্রমাণে যে চন্দ্র অক্ষত্রিয়, তাঁহার বংশাবলী ক্ষত্রিয় বলিতেছ, ইহা কি প্রকার কথা?

ঋগ্বেদের মতে পুরুষের চক্ষু হইতে সূর্য্য। সূর্য্যকে ক্ষত্রিয় কোন বেদেই বলা হয় নাই, অন্য কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। তবে সূর্য্য-বংশীয়দিগকে ক্ষত্রিয় কি প্রকারে বলা হয়?

কাশীখণ্ডমতে কোন ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে সে শূদ্রা হয়। তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন, তিনিও শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। দ্রৌপদীর অনেক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার বিবাহের অনেক পূর্ব্বে ঋতু হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। কাশীখণ্ডানুসারে ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহের অগ্রে কেবল ঋতু হওয়ার জন্য যদি তাঁহাকে শূদ্রাণী হইতে হয়, তাহা হইলে, ঐ ক্ষত্রিয়া দ্রৌপদীও শূদ্রাণী হইয়াছিলেন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাকে বিবাহ করার জন্য, তাঁহার পঞ্চপতিও শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়।

মুণ্ডমালাতন্ত্র এবং অন্যান্য নানা তন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত শাক্ত হইতে পারে। সর্ব্বকুলোদ্ভব শাক্তই শঙ্কর। সে সম্বন্ধে মুণ্ডমালাতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে—

"শাক্তাশ্চ শঙ্করা দেবি যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ। ২।"

পুরুষ শাক্তও শক্তির অংশ শক্তি, প্রকৃতি শাক্তও শক্তির অংশ শক্তি। মুণ্ডমালাতন্ত্রের মতে—

"তদংশাশ্চৈব শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি। ৩।"
"শাক্তাশ্চ শঙ্করা দেবি যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ।"

স্বীকার্য্য হইলে, শূদ্রশাক্ত এবং চণ্ডালশাক্তের অন্নও একজন ব্রাহ্মণ-শাক্ত আহার করিতে পারেন। কারণ মুণ্ডমালাতন্ত্রের ঐ শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণশাক্তও শঙ্কর, শূদ্রশাক্তও শঙ্কর এবং চণ্ডালশাক্তও শঙ্কর।

শাক্ত তান্ত্রিকগণ শবাসনে বসিয়া শক্তি উপাসনা করেন। তাঁহারা মড়ার খুলিতে রন্ধন করিয়া আহার করেন। ঘৃণা পরিত্যাগ করিবার জন্য পচা বিষ্ঠা এবং শব ভক্ষণ করেন। শক্তি উপাসকবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধপুরুষ যখন তাঁহারাই নিঘৃণ হইয়া যাহা তাহা ভক্ষণ করেন তখন সমস্ত শাক্ত সম্প্রদায়ের ঘৃণা করিবার (করার) বিশেষ কারণ দেখি না। যাঁহাদের ম্লেচ্ছ যবন ও ইংরাজ বলি এমন কি যাহাদের মুর্দ্দফরাস বলি তাহারা পর্য্যন্ত মৃত নরদেহ ভক্ষণ করে না।

(শাক্ত ব্রাহ্মণ আছেন, শাক্ত কায়স্থ আছেন, শাক্ত বৈশ্য আছেন এবং শাক্ত শূদ্রও আছেন।) ইঁহারা (এক) সকলেই শক্তির উপাসক; তথাপি পরস্পর একত্রে আহার করেন না।

কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে কোন জাতি রন্ধন করিলে ব্রাহ্মণে আহার করেন না। অথচ ব্রাহ্মণে রন্ধন করিলে সকলেই আহার করেন।

ক্ষত্রিয়া দ্রৌপদীর হস্তে বড় বড় ব্রাহ্মণ ঋষিগণও আহার করিতেন।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণের পরবর্ণ ক্ষত্রিয় (নীচে ক্ষত্র।) তাঁহারা ক্ষত্রের অন্নাহার করেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণের নীচে কায়স্থ। কায়স্থের অন্ন তাঁহারা ভক্ষণ করেন না কেন?

এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। যে জাতিই হউক না কেন (বৈষ্ণব হইলে সে জাতি যাইয়া এক বৈষ্ণব জাতি হইল) পরস্পর পরস্পরের হস্তে অন্নাহার করেন।

কাল্‌নার ভগবানদাস বাবাজির অনেক ব্রাহ্মণ গোস্বামী শিষ্য আছেন।

ভগবানদাস বাবাজি অন্য জাতি তাঁহার নিকট অনেক গোস্বামীও মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার (ভক্তগণের মধ্যে) জাতিভেদ ছিল না।

চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন অতি নীচ জাতি ও স্ত্রীলোককে প্রেমভক্তি দিবেন তাহারা বেদবেদান্তের (পার) অতীত উচ্চ উচ্চ কথাসকল অবিদ্বান ও অনক্ষর হইয়া বলিবে। চৈতন্য ফকিররূপে নীচ চাষা রামশরণপসাকে কৃপা করিয়া তাঁহার দ্বারা কর্ত্তাভজা পন্থী প্রবর্ত্তিত করত অতি নীচ এবং স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন।

চৈতন্যসম্প্রদায়ে কতক ভদ্র এবং কতক অভদ্র জাতীয় বৈষ্ণব ছিলেন।

কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ে(ধর্মে) লুকায়ে লুকায়ে সকল জাতি ভোজনের প্রথা আছে।

কর্ত্তাভজারা জগন্নাথক্ষেত্রে সকল জাতিতে একত্রে আহারের প্রথা থেকে লইয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে চণ্ডালের অন্ন ব্রাহ্মণে খায়। হাড়ির ঝাঁটা, তাড়ানি খায়। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খেতে হয়। দোকানে অন্ন বিক্রয় হয়। পান্তা ভাত (পাকাড় ভাত) পর্য্যন্ত যত এঁটো আটকে ভাঙ্গা ফেলে দেওয়া হোয়েছে। সেগুলা আবার কুকুরে চেটেছে। তাই কুড়ায়ে আন্‌ছে আর পান্তা তাইতে এক্ পয়সা এক্ পয়সা ভাগা দিতেছে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে বেদে যে বিষয়ে বিধিও নাই, নিষেধও নাই, সে বিষয়ে বিধি আছে, বুঝিতে হইবে। সে বিষয়ে নিষেধ থাকিলে অবশ্যই উল্লেখ

করা হইত। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করিতেও বলা হয় নাই, ভক্ষণ না করিতেও বলা হয় নাই। সুতরাং ঐ তিনের অন্ন ভক্ষণ করিতে আছে বুঝিতে হইবে।

ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করা বিধেয় কিম্বা অবিধেয়, সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের অন্নভক্ষণে রুচি হইবে তিনি অবশ্যই তাহা ভক্ষণ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই। ঐ তিনের অন্ন-ভক্ষণে যে ব্রাহ্মণের রুচি হইবে না, তিনি ভক্ষণ করিবেন না।

ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রাহ্মণীরও যদ্যপি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, তাঁহারও ঠাকুর পূজা করিবার, তাঁহার পুরোহিত হইবার অধিকার থাকিত।

অনেক পৌরাণিক শ্লোকানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অভেদ। কোন কোন পুরাণমতে বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। সেই বিষ্ণু-পদোৎপন্না গঙ্গাকে পতিতপাবনী বলা হয়। বিষ্ণুপদোৎপন্না গঙ্গা পতিতপাবনী স্বীকৃত হইলে, ব্রহ্মার পদোৎপন্ন শূদ্র জাতিকেই বা পতিতপাবন বলিয়া স্বীকার করিবে না কেন?

কায়াতে যিনি অবস্থান করেন তাঁহাকেই কায়স্থ বলা যায়। প্রত্যেক দেহীই কায়স্থ। গীতায় কায়াকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ব্যোমসংহিতার মতে) সেই কায়াক্ষেত্রে যিনি অবস্থান করেন তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়।

পরমেশ্বর যখন কায়াবিশিষ্ট হন তখন তাঁহাকেও কায়স্থ বলা যায়। সেই কায়স্থ পরমেশ্বরকে সাকার বলা যায়।

যদ্যপি জন্ম স্বীকার করা হয় তাহা হইলে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ প্রাণীগণের মধ্যে কে না দ্বিজ, কে না দ্বিজাত? প্রত্যেক

প্রাণীরই পিতামাতাসংযোগে জন্ম হয়। সেইজন্য প্রত্যেক প্রাণীই দ্বিজ বা দ্বিজাত। কেহই একজ বা একজাত নহে। কারণ জন্ম কেবল পিতা কর্তৃকই হয় না। প্রত্যেক প্রাণীরই জন্ম পিতা এবং মাতা উভয় কর্তৃকই হইয়া থাকে।

পুরাণানুসারে জানা যায় ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম। কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে জন্ম নয়্। পরশুরামের পিতামাতা ছিলেন এবং তিনি ক্ষত্রবৎ আচরণও করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে অব্রাহ্মণই বলা উচিত।

পুরাণপ্রতিপাদ্য জীবের বারম্বার জন্ম অর্থাৎ দেহধারণ স্বীকার করিলে জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর বেদান্তের মত দেখিলে জাতি বর্ণ একেবারেই লপাট্ হইয়া যায়।

আধুনিক চতুর্বর্ণ শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ অদ্যাপি নাই। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই।

জাতিসমন্বয়।

প্রথম অধ্যায়।

সুবর্ণপুত্তলিকার সর্ব্বস্থলেই সুবর্ণ আছে, হীরকপুত্তলিকার সর্ব্বস্থলেই হীরক আছে, মৃন্নির্ম্মিত পুত্তলিকার সর্ব্বস্থলেই মৃত্তিকা আছে। ব্রহ্মার অঙ্গের কোন স্থান ব্রহ্মার অঙ্গ নহে বলিবে? ব্রহ্মার অঙ্গের কোন স্থলে ব্রহ্মা বিদ্যমান নহেন? ব্রহ্মার অঙ্গের সর্ব্বত্রেই ব্রহ্মা বিদ্যমান। অতএব ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গই স্বরূপতঃ এক্ প্রকার। সেইজন্য তাঁহার মুখজ ব্রাহ্মণ যাঁহাকে বলা হইয়া থাকে স্বরূপতঃ তাঁহার বাহুজ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে, স্বরূপতঃ তাঁহার উরুজ বৈশ্যের সঙ্গে, স্বরূপতঃ তাঁহার পদজ শূদ্রের সহিত কোন প্রভেদ নাই। কোন প্রকার আম্রবৃক্ষে যত আম্র হয়, সকল আম্রই এক্ শ্রেণীর, ব্রহ্মার কলেবররূপবৃক্ষ হইতে যাঁহাদের উৎপত্তি স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই এক্ শ্রেণীর। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই পরস্পর অভেদ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র একই ব্রহ্মার একই কায়া হইতে হইয়াছে। সেইজন্য ঐ চারিই ব্রহ্মার কায়জ। সেইজন্য ঐ চারিই একই ব্রহ্মকায়ার চারি অংশ মাত্র। কিন্তু ঐ চারি চারি অংশ হইলেও একই। একই ব্যক্তির চারিটী সন্তান হইলে, স্বরূপতঃ ঐ চারি সন্তানই কি একই নহে। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র একই ব্রহ্মকায়ার চারি অংশ হইলেও ঐ চারি এক্ স্বরূপতঃ। এক ব্যক্তির একটী পুত্র এবং একটী কন্যা হইলে তাহার পুত্রকন্যা উভয়ই কি স্বরূপত একই তিনি নহেন?

ঐ প্রকারে ব্রহ্মকায়া হইতে যে চারি বর্ণ হইয়াছেন বলিতেছ সেই চারি বর্ণই সেই ব্রহ্মকায়ার চারি অংশ এবং স্বরূপত ঐ চারি অংশই সেই ব্রহ্মকায়া।

নানা প্রকার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি চতুর্ব্বর্ণের কোন না কোন বর্ণ হইতে। সেইজন্য প্রত্যেক বর্ণসঙ্করেরও ব্রহ্মকায়ার সহিত সংশ্রব আছে। কারণ চারি বর্ণই ব্রহ্মকায়াসম্ভূত। ব্রহ্মকায়াসম্ভূত চারি বর্ণ হইতে সমস্ত বর্ণসঙ্কর বলিয়া সমস্ত বর্ণসঙ্করেও ব্রহ্মকায়ার অংশও আছে অনেকে বলেন। আমাদের মতে তাহাদের শরীরে সম্পূর্ণই ব্রহ্মার কায়ার অংশ আছে। কারণ চারি বর্ণের কোন বর্ণই ত ব্রহ্মকায়ার অংশ ব্যতীত অপর কিছু নহে। সেইজন্য তাহাদের অংশ যে সকল বর্ণসঙ্কর তাহারাও ব্রহ্মার কায়ার অংশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এক বৃক্ষ হইতে বহু বৃক্ষ হইলে সে সমস্ত বৃক্ষই ঐ বৃক্ষের অংশ। ব্রহ্মকায়া হইতে যত বর্ণের সৃষ্টি সে সমস্তও ব্রহ্মকায়ার অংশ ব্রহ্মকায়া। সেই সকল বর্ণ হইতে যে সকল সঙ্করবর্ণ সে সকলও ব্রহ্মকায়ার অংশ ব্রহ্মকায়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জনক। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণেরও জন্ম, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ক্ষত্রিয়েরও জন্ম, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে বৈশ্যেরও জন্ম, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে শূদ্রেরও জন্ম। অতএব ব্রাহ্মণ যেমন ব্রহ্মার অঙ্গজ তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মার অঙ্গজ, বৈশ্যও ব্রহ্মার অঙ্গজ এবং শূদ্রও ব্রহ্মার অঙ্গজ। অভিধানানুসারে অঙ্গজার্থে পুত্রও বটে। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখজ। স্মার্ত্ত ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহুজ, স্মার্ত্ত বৈশ্য ব্রহ্মার উরুজ, স্মার্ত্ত শূদ্র ব্রহ্মার পদজ। ব্রহ্মার মুখও ব্রহ্মার অঙ্গ, ব্রহ্মার বাহুও

ব্রহ্মার অঙ্গ, ব্রহ্মার উরুও ব্রহ্মার অঙ্গ এবং ব্রহ্মার পদও ব্রহ্মার অঙ্গ। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রের মধ্যে কাহাকেই ব্রহ্মার অঙ্গজাত নহে বলিতে পারা যায় না। নানা শাস্ত্রানুসারে চতুর্ব্বর্ণই ব্রহ্মার অঙ্গজাত। সেইজন্য চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই তাঁহার পুত্র। নানা শাস্ত্রানুসারে চতুর্বর্ণেরই এক্ জনক, চতুর্বর্ণেরই ব্রহ্মা জনক। বেদমতে চতুর্বর্ণেরই পুরুষ জনক। তদ্বিষয়ে ঋগ্বেদোক্ত অষ্টম অষ্টকের পুরুষসূক্ত প্রমাণ দিবে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের মতেও ব্রাহ্মণের জনক যে পুরুষ ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রের জনকও সেই পুরুষ। জন্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণেরই ব্রহ্মা বা পুরুষ জনক। বেদস্মৃতিপুরাণাদির মতে জন্মানুসারে চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই ব্রহ্মা বা পুরুষের অঙ্গজ। অঙ্গজই আত্মজ। সেইজন্য চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই ব্রহ্মা বা পুরুষের আত্মজ। নানা শাস্ত্রানুসারে এক্ ব্রহ্মা বা পুরুষই চতুর্ব্বর্ণের জনক বা পিতা বলিয়া চতুর্ব্বর্ণেরই এক্ জাতি। যেহেতু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মা বা পুরুষ হইতে জাত হইয়াছিলেন।

যিনি জন্মের কারণ হন, তৎকর্ত্তৃকই জাত বলিতে হয়। যৎকর্ত্তৃক জাত হইতে হয়, তাঁহার যে জাতি জাত ব্যক্তিরও সেই জাতি বলিতে হয়। ব্রহ্মা হইতে, ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে যে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, ব্রহ্মার যদ্যপি কোন জাতি থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই জাতীয় বলিতে হইবে। ব্রহ্মার যদ্যপি জাতি না থাকে তাহা হইলে, চতুর্ব্বর্ণেরও জাতি নাই। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। সেইজন্য ব্রহ্মা এবং তাঁহার পুত্রগণের অভেদত্বই স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য ব্রহ্মা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র প্রভৃতির সহিত বর্ণসঙ্করাদিরও অভেদত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্যই শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

"ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্ব্রহ্ম সর্ব্বমিদং জগৎ বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

শিবসংহিতার মতে চৈতন্য হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগন্মধ্যস্থ সমস্ত চরাচরের উৎপাদক, সেই চৈতন্য। চৈতন্য হইতে সমস্ত চরাচর জাত বলিয়া চৈতন্যকেই সমস্ত চরাচরের জনক বলা যাইতে পারে। সেইজন্য ব্রাহ্মণের জনকও যিনি, ক্ষত্রিয়ের জনকও তিনি, বৈশ্যের জনকও তিনি, শূদ্রের জনকও তিনি, নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর যাঁহাদের বলা হয় তাঁহাদের জনকও তিনি, জগতস্থ অন্যান্য জনগণের জনকও তিনি। শিবসংহিতানুসারে এরূপ কোন পদার্থ নাই, যাহা চৈতন্য হইতে জাত নহে। শিববাক্যে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে,—

"চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ॥"

সমস্ত মনুষ্যও চৈতন্য হইতে জাত তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। সমস্ত মনুষ্যই এক্ চৈতন্য হইতে জাত বলিয়া, সমস্ত মনুষ্যকেই এক্-জাতীয় বলা যায়, যেহেতু তাঁহাদের সকলেরই উৎপাদয়িতা একই চৈতন্য। সমস্ত মনুষ্যই চৈতন্য হইতে জাত বলিয়া সমস্ত মনুষ্যই চৈতন্য-গোত্রীয়। সমস্ত মনুষ্যই এক্জাতীয়, সমস্ত মনুষ্যই এক্গোত্রীয় বলিয়া, সমস্ত মনুষ্যই পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। শিব-সংহিতার মতানুসারে ঐ প্রকার ভোজন দ্বারা কোন দোষ হইতে পারে না। যেহেতু, "Human races are all brethren and God is their Common Father."

চতুর্থ অধ্যায়।

পদ্মপুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

"বিষ্ণুং তং সকলং বিপ্র জগদেতচ্চরাচরম্।

তস্মাদ্বিষ্ণুময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ ॥ ২ ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অবশ্য সর্ব্বজাতির অন্নও বিষ্ণু এবং বিষ্ণুময়। সেইজন্য ব্রাহ্মণের অন্নও যাহা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নানাবর্ণসঙ্করের, চণ্ডালের, যবনের কিম্বা ম্লেচ্ছের অন্নও তাহা। ঐ পদ্মপুরাণে সমস্ত চরাচরজগৎ বিষ্ণু স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া সকল জাতির অন্নও বিষ্ণু। সেইজন্যই বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণের অন্নও যাহা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নানাবর্ণসঙ্করের, চণ্ডালের, যবনের এবং ম্লেচ্ছের অন্নও তাহা। পদ্মপুরাণানুসারে সকল জাতির অন্নই এক্ বিষ্ণু বলিয়া যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর, চণ্ডাল, যবন ও ম্লেচ্ছ যাঁহার বিবেচনায় আপন অপেক্ষা নীচ ও হেয় উক্ত পুরাণীয় শ্লোকানুসারে তাঁহা অপেক্ষা নীচ ও হেয় যাঁহাদের বিবেচনা করেন তাঁহাদেরও অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন। উক্ত শ্লোকানুসারে তাঁহা অপেক্ষা নীচ ও হেয় যাঁহাদের বিবেচনা করেন তাঁহাদের অন্ন ভক্ষণে কোন দোষই হইতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাসসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই শূদ্রান্ন অভোজ্য বলিতে হয়। ঐ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ বর্ণের পক্ষে শূদ্রান্ন নিষিদ্ধ তাহার নির্ণয় নাই বলিয়া অনেকে বলেন যে শূদ্রাপেক্ষা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রিবর্ণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ঐ ত্রিবর্ণের পক্ষেই শূদ্রান্ন নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। যথার্থই বহুশাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারেই

শূদ্রাপেক্ষা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে শ্রেষ্ঠই বলা যায়। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে তিনই এক্ পিতার সন্তান। যেহেতু তিনেরই উৎপত্তি ব্রহ্মার কায়া হইতে। তিনেরই প্রকাশের পূর্ব্বে তিনেই ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন। তিনই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনই ব্রহ্মার পুত্র। তবে হারীতসংহিতাদির মতে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ক্ষত্রিয়কে মধ্যম, বৈশ্যকে তৃতীয় এবং শূদ্রকে চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র বলা যাইতে পারে। এক্ পিতারই চারি পুত্র হইলে, সেই চারি পুত্রই ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ এক্‌জাতি হয় না? অবশ্যই হয়। স্বভাব এবং গুণকর্ম্মানুসারে ব্রহ্মার চারি পুত্রের কেহ পার্থক্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা অবশ্যই নির্ণয় করিতে পারেন। জাতি জন্মানুসারে। যে ব্যক্তি জাত হইয়াছে তাহারই জাতি আছে। এক্ হইতে যদ্যপি চারি ব্যক্তি জাত হন, তাহা হইলে কি চারি ব্যক্তির চারি প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করা হইবে? এক্ হইতে চারি ব্যক্তি জাত হইলে, চারি ব্যক্তিকেই এক্‌জাতীয় বলা যাইতে পারে। এক্ পিতার চারি সন্তান হইলে অবশ্যই চারি সন্তানেরই একই জাতি স্বীকার করিতে হইবে। অতএব একই ব্রহ্মার চারি আত্মজের চারি প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করা যাইবে কেন? এক্ প্রকার বৃক্ষের সমস্ত ফলই অবশ্যই সেই বৃক্ষ হইতে জাত অতএব সেইজন্য সে সমস্ত ফলের কি এক্ জাতি নহে, অতএব সেই সমস্ত ফলই কি এক্‌জাতীয় নহে? অবশ্যই সেই সমস্ত ফলই এক্‌জাতীয়। ব্রহ্মাঙ্গ হইতে, ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাত বলিয়া তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার পুত্র এবং এক্‌জাতীয়। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মা হইতে জাত বলিয়া তাঁহাদের সকলেরই এক্ জাতি। অতএব শাস্ত্রানুসারেই বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য শূদ্রান্ন ভোজন করিলেই বা কি দোষ হইতে পারে? জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণ কেনই বা কনিষ্ঠের অন্ন ভোজন করিতে

পারিবেন না? জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণের কনিষ্ঠভ্রাতার অন্ন ভোজন করা অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত নহে। শূদ্র বেদ, নানা স্মৃতি এবং নানা পুরাণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কনিষ্ঠভ্রাতা। সেইজন্য শূদ্রান্ন সেই শূদ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণ অবশ্যই ভক্ষণ করিতে পারেন। শূদ্র যদ্যপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ন্যায় ব্রহ্মার সন্তান না হইতেন, তাহা হইলে বরঞ্চ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য শূদ্রান্নভোজন সম্বন্ধে আপনাদের অভিরুচি অনুসারে আপত্তি করিলেও করিতে পারিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋগ্বেদীয় পুরুষের, হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে চতুর্ব্বর্ণেরই উৎপত্তি। সেইজন্যই বলিতে হয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যে বংশে, ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিও সেই বংশে, বৈশ্যের উৎপত্তিও সেই বংশে এবং শূদ্রের উৎপত্তিও সেই বংশে। সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই চারি বর্ণেরই এক্ বংশে উৎপত্তি। সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণ যাঁহার সন্তান, ক্ষত্রিয়ও তাঁহার সন্তান, বৈশ্যও তাঁহার সন্তান এবং শূদ্রও তাঁহার সন্তান। প্রকৃত কথায় চারি বর্ণেরই ব্রহ্মগোত্র, চারি বর্ণই ব্রহ্মজ। তবে সেই এক্ মহান্ বংশজ চারি বর্ণের পরস্পর মহানৈক্য, মহাবিবাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে কেন? চারি বর্ণই কি জানেন না যে চারি বর্ণেরই এক্ পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা পিতা? চারি বর্ণই কি জানেন না সর্ব্ব শাস্ত্রমতেই চারি বর্ণ পরস্পর ভ্রাতা? সত্য করিয়া চারি বর্ণ বল দেখি তোমাদের মধ্যে কে কাহার অন্ন না গ্রহণ এবং ভক্ষণ করিতে পারেন? এক্ ভ্রাতার অন্ন অপর ভ্রাতা গ্রহণ করিতে পারেন না এ কি প্রকার তোমাদের কুসংস্কার? কেবল ব্রাহ্মণই ত ব্রহ্মার পুত্র নহেন।

অন্য ত্রিবর্ণও যে সকলশাস্ত্রমতে সেই এক্ ব্রহ্মারই পুত্র। এক্ রক্ত, এক্ প্রাণ যে চারি বর্ণের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। এক্ হইতে ঐ চারের উৎপত্তি বলিয়া একেই চার, চারেই এক্ যে তাহা কি তোমরা জান না? সত্য করিয়া ঈশ্বরসমক্ষে বল দেখি একই শরীরের কোন অংশটা অশরীর? কোন অংশটা সেই একই শরীরের অংশ সেই একই শরীর নহে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণই কি সেই একই ব্রহ্মার শরীরের চারি প্রকার অংশ বা বিকাশ নহে? তবে চারি বর্ণের জাতিতত্ত্ব লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন? একই আম্রবৃক্ষের চারি অংশের চারি ফল সেই একই আম্রবৃক্ষের চারি প্রকার বিকাশ কি নহে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সেই একই ব্রহ্মাশাখীর চারি প্রকার বিকাশ। চারি বর্ণের মধ্যে যাহার মূঢ়তা আছে, যাহার অজ্ঞান আছে সেই চারি বর্ণের স্বতন্ত্র স্বরূপ নির্দ্দেশ করে। সে ব্যক্তি যদ্যপি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে তথাপি তাহার জ্ঞানোদয় হয় নাই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত দিব্যজ্ঞান হইলে, প্রকৃত পরমজ্ঞান হইলে, প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে, প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান হইলে স্বরূপতঃ সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই চারি বর্ণের অভেদত্বই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তখন সেই চারি বর্ণকেই সেই এক্ ব্রহ্মবর্ণ বলিয়াই বোধ হয়, তখন চারি বর্ণই সেই ভাগবতীয় এক্ সবর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

বলি ঋগ্বেদমতে পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। কিন্তু তুমি সেই পুরুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বলিবে? কোন বেদের কোন স্থলেই ঐ ঋগ্বেদীয় পুরুষের কোন প্রকার বর্ণ বা জাতিই

নির্ণয় করা হয় নাই। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে কোন বর্ণীয় বা জাতীয় বলা যায় না। সর্ব্ববেদানুসারেই তাঁহাকে অবর্ণ বা অজাত বলিতে হয়। অথবা সর্ব্ববর্ণই তাঁহা হইতে বিকাশিত বলিয়া, সর্ব্ববর্ণই তিনি। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের ফলসকলও বিকাশিত, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের পুষ্পসকলও বিকাশিত, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের পত্রসকলও বিকাশিত। সেইজন্য বৃক্ষের ফলসকলও বৃক্ষ, সেইজন্য বৃক্ষের পুষ্পসকলও বৃক্ষ, সেইজন্য বৃক্ষের পত্রসকলও বৃক্ষ। পুরুষ হইতে সর্ব্ববর্ণই বিকাশিত বলিয়া সর্ব্ববর্ণই সেই পুরুষের এক্ এক্ প্রকার বিকাশ। সেইজন্য বলি ব্রাহ্মণও সেই পুরুষের অংশ পুরুষ, ক্ষত্রিয়ও সেই পুরুষের অংশ পুরুষ, বৈশ্যও সেই পুরুষের অংশ পুরুষ এবং শূদ্রও সেই পুরুষের অংশ পুরুষ। পুরাণ এবং স্মৃতিমতানুসারে নানা প্রকার বর্ণসঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও সেই সকলের মধ্যে কোনটীই অপুরুষ নহেন। যেহেতু সেই সকলও চারি বর্ণ হইতে। সেই সকলের প্রত্যেকটীই কথিত চতুর্ব্বর্ণের মধ্য হইতে দ্বিবর্ণের স্ত্রীপুরুষসংযোগে বিকাশিত। অথবা এক বর্ণসঙ্করের সহিত অপর বর্ণসঙ্করের মিশ্রণে অভিনব এক্ প্রকার বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের সহিত অন্য কোন বর্ণসঙ্কর সংযোগে যে বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। এই প্রকারে পরস্পর সংশ্রব দ্বারা বহু প্রকার বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। সেই সমস্তই চারি বর্ণ হইতে বলিয়া চারি বর্ণ পুরুষ হইতে বলিয়া সে সমস্তও পুরুষের এক্ একটী বিকাশ বলিতে হয়। পুরাণানুসারে, হারীতসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি অনুসারে সে সকলকে ব্রহ্মার এক্ একটী অংশ বলিতে হয়। যেহেতু পুরাণ এবং স্মৃত্যনুসারে ব্রহ্মা হইতেই চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন এবং চতুর্ব্বর্ণ হইতে বিবিধ বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি। সেইজন্য বর্ণসঙ্করগণকেও সেই ব্রহ্মারই বিবিধ বিকাশ বলিতে হয়। অথবা ব্রহ্মার শরীর হইতে

বা পুরুষের শরীর হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইলে, কথিত চারি বর্ণই ব্রহ্মার বা পুরুষের শরীরের অংশ। অতএব সেই চারি বর্ণকেই ব্রহ্মার শরীরের চারি বিকাশ বলিতে হয়। সেই চারি বর্ণ হইতে বর্ণসঙ্করগণ বলিয়া তাহাদের মধ্যেও পুরুষের বা ব্রহ্মার শরীরের অংশ আছে অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেইহেতু চারি বর্ণ এবং বর্ণসঙ্করগণের মধ্যে কেহই অবজ্ঞেয় নহেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই উত্তম। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই পুরুষের বা ব্রহ্মার শরীরের অংশ। অথবা তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পুরুষের বা ব্রহ্মার অংশ।

বৃক্ষের ঊর্দ্ধ দেশে যে ফল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ, বৃক্ষের নিম্ন দেশে যে ফল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ, বৃক্ষের অন্য কোন স্থানে যে ফল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ। ব্রহ্মার শরীরের মুখ হইতে যাঁহার বিকাশ তিনিও সেই ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, ব্রহ্মার বাহু হইতে যাঁহার বিকাশ তিনিও সেই ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, ব্রহ্মার শরীরের উরু হইতে যাঁহার বিকাশ তিনিও সেই ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, ব্রহ্মার শরীরের পদ হইতে যাঁহার বিকাশ তিনিও সেই ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর। ব্রাহ্মণও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, বৈশ্যও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, শূদ্রও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে এত প্রভেদ কর কেন? প্রকৃত পক্ষে চারি জাতি নহে! প্রকৃত পক্ষে একই জাতি। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই ক্ষত্রিয়, যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই বৈশ্য, যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই শূদ্র। কোন বৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগের ফল যে জাতীয় সেই বৃক্ষের নিম্নভাগের ফলও সেই জাতীয়। পনসবৃক্ষের সর্ব্বভাগের ফলই ত একজাতীয়। ঐ প্রকারে ব্রহ্মার দেহরূপ বৃক্ষের সর্ব্বভাগের ফলই

একজাতীয়। সেইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মার দেহজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র একজাতীয়। ব্রাহ্মণও মনুষ্য, ক্ষত্রিয়ও মনুষ্য, বৈশ্যও মনুষ্য, শূদ্রও মনুষ্য। সুতরাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র এক মনুষ্যজাতি।

অষ্টম অধ্যায়।

তুমি ব্রাহ্মণ যাঁহাকে বলিতেছ তিনিও নর, তুমি ক্ষত্রিয় যাঁহাকে বলিতেছ তিনিও নর, তুমি বৈশ্য যাঁহাকে বলিতেছ তিনিও নর, তুমি শূদ্র যাঁহাকে বলিতেছ তিনিও নর। সুতরাং ব্রাহ্মণও নরজাতীয়, ক্ষত্রিয়ও নরজাতীয়, বৈশ্যও নরজাতীয় এবং শূদ্রও নরজাতীয়। নরাকার একই প্রকার। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র একাকার। ঐ চারি বর্ণের আকারই প্রাকৃত। সুতরাং ঐ চারি বর্ণেরই স্বরূপতঃ একাকার। তুমি ব্রাহ্মণ যাহাকে বল নানা বৈদিক উপনিষদানুসারে, ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বেদান্তদর্শনানুসারে, নানা স্মৃতি অনুসারে, নানা পুরাণানুসারে, নানা তন্ত্রানুসারে এবং নানা মহাজন-কথানুসারে সর্ব্বদেহস্থ আত্মাই অভিন্ন, এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং ব্রাহ্মণাত্মা যাহা, ক্ষত্রিয়াত্মাও তাহা, বৈশ্যাত্মাও তাহা, শূদ্রাত্মাও তাহা, কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর যাহাকে বল তাহার আত্মাও তাহা, ম্লেচ্ছ যাঁহাকে বল তাঁহার আত্মাও তাহা, তুমি যবন যাঁহাকে বল তাঁহার আত্মাও তাহা, নানা জীবজন্তুর আত্মাও তাহা। অতএব ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে, শূদ্রে, বর্ণসঙ্করে, ম্লেচ্ছে, যবনে, নানা প্রকার জীবজন্তুতে স্বরূপতঃ একই। স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই এক এবং অদ্বিতীয়। একই ঝাড়ের কলমে নানা বর্ণ বিদ্যমান। একই ব্রহ্মাতে নানা বর্ণ বিদ্যমান। একই ব্রহ্মাতে ব্রাহ্মণ বিদ্যমান, একই ব্রহ্মাতে ক্ষত্রিয় বিদ্যমান, একই ব্রহ্মাতে

বৈশ্য বিদ্যমান, একই ব্রহ্মাতে শূদ্র বিদ্যমান। একই ব্রহ্মার কলেবর, কায়া, শরীর, দেহ বা অঙ্গ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণই বিকাশিত, ঐ চারি বর্ণই একই ব্রহ্মার কায়ার চারি প্রকার প্রকাশ। সুতরাং একেই চার এবং চারেই এক্ বলা যাইতে পারে। একই স্বর্ণ চারি প্রকার অলঙ্কাররূপে পরিণত হইলে সেই চারি প্রকারই এক্ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি। ঐ চারি বর্ণ চারি প্রকার বর্ণ, চারি প্রকার গুণকর্ম্ম অথবা সেই ব্রহ্মার অঙ্গের চারি' প্রকার অংশ হইতে উৎপত্তি জন্য তুমি যদি চারি বর্ণ স্বীকার কর তাহা হইলেও কি ঐ চার এক্ নহে? তাহা হইলেও কি ঐ চারই এক্ই ব্রহ্মার একই কায়া বা অঙ্গোৎপন্ন নয়? তাহা হইলেও কি ঐ চারই একই ব্রহ্মার একই কায়ার বা অঙ্গের চারি প্রকার, বিকাশ নহে? সুতরাং চারি বর্ণই অভেদ, সুতরাং চারি বর্ণই একাকার বলা যাইতে পারে। একই বৃক্ষের সকল অংশ দেখিতে এক্‌প্রকার নহে। অথচ তাহারা সকলেই কি একই বৃক্ষের আকার নহে? সুতরাং সেইজন্য তাহারা কি সকলেই একাকার নহে? তাহারা সকলেই নিশ্চয় এক বৃক্ষেরই আকার। তোমার এক্ কায়া, এক্ শরীর, এক্ দেহ, এক্ অঙ্গ বা এক্ আকার। কিন্তু সেই একেই কি নানাপ্রকার বিকাশ দৃষ্ট হয় না, সেই একাকারের অস্থি দেখিতে যেরূপ, সেই একাকারের মাংস দেখিতে কি সেইরূপ, সেই একাকারের শোণিত দেখিতে কি সেইরূপ? সেই একাকারের সকল অংশই কি দেখিতে এক্ প্রকার? সেই একাকারের হস্ত যেমন সেই একাকারের পদ কি তেমন, সেই একাকারের মুখও কি তেমন, সেই একাকারের অন্যান্য অংশও কি তেমন? তাই বলি একাকারেও কত প্রকার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ঐ প্রকারে ব্রহ্মার একই অঙ্গের চারি প্রকার অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি যে

চারি প্রকার বিকাশ সেই চার প্রকারও সেই একাঙ্গ বা একাকারেরই অন্তর্গত। অতএব সেই চারই একাকার। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আকারে এক্ স্বরূপ বা আত্মাতেও এক্। সুতরাং একতার বিরুদ্ধ কেন তোমরা হইতেছ। তোমরা কি জান না তোমাদের সকলেরই যে এক্ প্রাণ, এক্ মন, এক্ বুদ্ধি, এক্শ্রেণীর ইন্দ্রিয়গণ, একাকার এবং একাত্মা? এক্ হইতে যে সমস্ত বিকাশিত সে সমস্তও সেই একের নানা অংশ এক্। একই দুই, একই বহু। একই দুই প্রকার, একই বহু প্রকার। এক্ যদি না থাকিত তাহা হইলে দুই এবং বহু দেখিতে না, এক্ প্রকার যদি না থাকিত তাহা হইলে দুই প্রকার এবং বহু প্রকার দেখিতে না। একের অস্তিত্ববশতঃ দুই এবং বহুর অস্তিত্ব। সেজন্য একই সৎ, সেজন্য একই দুই এবং বহুর অস্তিত্ব। সেজন্য কেবল একেরই প্রাধান্য।

একই বস্তুর চারি প্রকার বিকাশ হইলে, কোন্‌টী সেই বস্তুর অংশ সেই বস্তু নহে? সেই বস্তুর চারি প্রকার বিকাশই, সেই বস্তুর অংশ সেই বস্তু। যেমন একই বৃক্ষরূপে পরিণত বীজের বিবিধ বিকাশ আছে। সেগুলির পরস্পর স্বাতন্ত্র্যও আছে। অথচ সেগুলি কি স্বরূপতঃ এক্ নহে? তাহারা সকলেই স্বরূপতঃ এক্। রূপতঃ তাহাদের বিভিন্নতা আছে মাত্র। ব্রহ্মা হইতে যে কয় বর্ণের উৎপত্তি তাঁহারা স্বরূপতঃ একই। তাঁহারা স্বরূপতঃ ব্রহ্মা ভিন্ন অপর কিছু নহেন। তাঁহারা স্বরূপতঃ সকলেই ব্রহ্মা। অতএব তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি হেয়? অতএব তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিকৃষ্ট?

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মার একই শরীর হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। সেইজন্য অবশ্যই ব্রহ্মার সেই একই শরীরই চারি বর্ণ। চারি বর্ণ সেই ব্রহ্মার একই শরীর। সুতরাং ঐ চারি বর্ণই অভেদ। সুতরাং একেই চার এবং চারেই এক বলা যাইতে পারে। একটী সুবর্ণমূর্ত্তির মুখও সুবর্ণ, বাহুও সুবর্ণ, উরুও সুবর্ণ এবং পদদ্বয়ও সুবর্ণ। নরদেহের মুখও যাহা, বাহুও তাহা, উরুও তাহা এবং পদও তাহা। স্বরূপতঃ নরদেহে মুখও যাহা, বাহুও তাহা, উরুও তাহা এবং পদও তাহা। মুখ, বাহু, উরু এবং পদে বাহ্যিক প্রভেদ আছে মাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র স্বরূপতঃ এক। ঐ চারে কেবল বাহ্যিক পরস্পর প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। স্বরূপতঃ ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ অভেদ। ঐ চারে বাহ্যিক প্রভেদ আছে মাত্র। ব্রহ্মার শরীরের ঐ চার অংশ হইতে যে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন স্বরূপতঃ তাঁহারা অভেদ। বাহ্যিক তাঁহাদের অবশ্যই ভেদ আছে।

সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ যেমন ব্রহ্মা, সমস্ত ক্ষত্রিয়ের আদিপুরুষ যেমন ব্রহ্মা, সমস্ত বৈশ্যের আদিপুরুষ যেমন ব্রহ্মা তদ্রূপ সমস্ত শূদ্রের আদিপুরুষও ব্রহ্মা। যেহেতু ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষের সেই ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, যেহেতু ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্বপুরুষেরও সেই ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, যেহেতু বৈশ্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরও সেই ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল এবং শূদ্রগণেরও পূর্ব্বপুরুষের সেই ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র একই ব্রহ্মার চারি সন্তান, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? চারি বর্ণেরই পিতা ব্রহ্মা, চারি বর্ণেরই মাতা ব্রহ্মাণী। চারি বর্ণই পরস্পর সহোদরভ্রাতা। উহাদের পরস্পর বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ নহে। তবে

পরস্পরের পরস্পরের প্রতি সহোদরভ্রাতার প্রতি যে প্রকার ভাব হওয়া উচিত, সে প্রকার ভাব নাই। তাহার কারণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনাকে স্বতন্ত্রজাতি মনে করেন, তাহার কারণ তিনি তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতাকে তিন প্রকার স্বতন্ত্রজাতি বোধ করেন, তাহার কারণ তিনি তাহাদিগকে আপনাপেক্ষা নিকৃষ্টজাতি বোধ করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন। সেইজন্যই তাঁহার সহিত তাহাদের আন্তরিক অনৈক্য। এক্ পিতার চারি সন্তান হইলে, সেই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার অপর তিনজন ভাইকে যদ্যপি ত্রিবিধ নিকৃষ্টজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে সেজন্যই বা তাঁহার সেই ভ্রাতৃগণের মনোকষ্ট হইবে না, কেনই বা তাহাদের দুঃখবোধ হইবে না? কেনই বা তাহাদের অবমাননাবোধ হইবে না? কেনই বা তাহাদের ক্রোধোদয় হইবে না? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র একজাতীয়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মা হইতে জাত, তাঁহাদের সকলেরই সেই ব্রহ্মাই জনক। তাহারা সকলেই সেই ব্রহ্মবংশীয়, তাহারা সকলেই সেই ব্রহ্মগোত্রীয়, তাঁহাদের সকলেরই ব্রহ্মপ্রবর। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্রহ্মকুল ব্যতীত অপর কুল স্বীকার্য্য নহে। যে সমস্ত বিভিন্ন কুলের নির্দ্দেশ আছে সে সমস্তই সেই আদি ব্রহ্মকুলের বিবিধ শাখা প্রশাখা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণানুসারে কোন জাতিকেই সামান্য বলিতে পারা না। ঐ পুরাণানুসারে স্বয়ং মহাদেবী আদ্যাশক্তিই জাতি। স্বয়ং চণ্ডিকাই জাতি। ঐ পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

ঐ স্তবাংশানুসারে অবগত হওয়া হইল সর্ব্ব জাতিই চণ্ডীদেবী।

সুতরাং তুমি কোন জাতিকে শ্রেষ্ঠ এবং কোন জাতিকে নিকৃষ্ট বলিবে? সুতরাং তুমি কোন জাতিকে উৎকৃষ্ট এবং কোন জাতিকে অপকৃষ্ট বলিবে? সর্ব্ব জাতিই দেবী চণ্ডিকা বলিয়া সর্ব্ব জাতিকেই উৎকৃষ্ট বলা উচিত।

দশম অধ্যায়।

কত শাস্ত্রানুসারে কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ কিম্বা অন্য কোন জাতীয় বলা যায় না। তখন তাঁহাকে কোন প্রকার বর্ণাশ্রমের মধ্যগতই বলা যায় না। তখন তিনি অবর্ণ, অজাত বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকেন। তবে মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৯৭ শ্লোকানুসারে বলা হইয়াছে,—

> "বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
> পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥"

ঐ শ্লোক অবগত হইয়াও কত ব্রাহ্মণ স্বজাতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সন্ন্যাসবিধানও শাস্ত্রানুসারে। শাস্ত্রানুসারেই সন্ন্যাসগ্রহণে অবর্ণ হইতে হয়। শাস্ত্রানুসারেই সন্ন্যাসগ্রহণে স্বধর্ম্মপরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে। নানাতন্ত্রানুসারে সর্ব্ববর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। নানা শ্রুতি এবং বেদান্তানুসারে আত্মার কোন জাতি নাই। সেই আত্মাই গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইয়া নানা কর্ম্ম নানাদেহস্থ হইয়া করিয়া থাকেন। দেহ ত কর্ম্মী নহে। দেহ কর্ম্ম করিবার যন্ত্র মাত্র। তবে সেই জড়ের জাতি স্বীকৃত হইলেই বা কি উপকার হইবে? দেহ জাত স্বীকৃত হইলেও সকল মানবদেহই একজাতীয় স্বীকার করা যায়। কারণ প্রত্যেক দেহের জন্মই একপ্রণালীক্রমে একপ্রকার দ্বার দ্বারা হয়। প্রত্যেক নরদেহেই একপ্রকার সামগ্রীসকল আছে। নানাশাস্ত্রমতে

প্রত্যেক নরনারীদেহই প্রাকৃত। সুতরাং সর্ব্বনরনারীদেহই এক্‌জাতীয়। যদি নরনারীর দেহানুসারে জাতি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে সকল নরনারীরই এক্ জাতি স্বীকার করিতে হয়।

সংখ্যায় বহু নরনারীদেহ আছে সত্য। কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটীই দেহ ব্যতীত কি অপর কিছু? সকল নরনারীর দেহের অস্থিই এক্‌-জাতীয় এবং একই বস্তু, সকল নরনারীর দেহের মাংসই এক্‌জাতীয় এবং একই বস্তু। সকল নরনারীর দৈহিক যে কোন পদার্থ আছে তাহাই প্রাকৃত। সুতরাং সে সকলই এক্ বস্তু, সে সকলের প্রত্যেকটীই প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি। প্রকৃতি এক্। তাহার প্রত্যেক বিকাশ, তাহার প্রত্যেক অংশও তাহা। জগতের কোন নর কিম্বা কোন নারীর দেহের কোন অংশই এক্ প্রকৃতি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং জগতের সমস্ত নরনারীর সমস্ত দেহই এক্‌জাতীয় এক্ বস্তু। সেগুলি সংখ্যায় বহু মাত্র।

একাদশ অধ্যায়।

স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রানুসারেও আত্মার কোন প্রকার কায়া হইতে উৎপত্তি নহে। কোন শাস্ত্রমতেই আত্মা কায়াজাত নহেন। নানা শাস্ত্রানুসারে আত্মার জন্ম হয় নাই, আত্মার জন্ম হইতেছে না এবং সেই আত্মার জন্ম হইবে না। সকল শাস্ত্রমতেই আত্মা অজ নিত্য। (শ্রুতিবেদান্ত প্রভৃতি মতে) তুমি যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বল তিনি শরীর নহেন, তুমি যাঁহাকে ক্ষত্রিয় বল তিনিও শরীর নহেন, তুমি যাঁহাকে বৈশ্য বল তিনিও শরীর নহেন, তুমি যাঁহাকে শূদ্র বল তিনিও শরীর নহেন। তুমিই কথা কহিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তোমার শরীর কথা কহিয়া ত আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে না। তাহা হইলে যে তুমি কথা

কহিতেছ সেই তুমিই আত্মা। শ্রুতিবেদান্তানুসারে যে তুমিআত্মা বা ত্বমাত্মা কথা কহিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় করিতেছ অন্য কত দেহ হইতে সেই তুমিআত্মাই আপনার জাতি নাই বল। আপনাকে অজ নিত্য বল। তবে তুমিআত্মার কোন নির্দ্দেশ সত্য? তবে তুমিআত্মার কোন নির্দ্দেশ অভ্রান্ত? শ্রুতিবেদান্তানুসারে তুমিআত্মা ব্রহ্মার কায়ার অংশ কায়াজাত নহ। তবে তুমি সেই কায়া হইতে বিকাশিত হইয়াছিলে হইতে পারে। তুমি ক্ষত্রিয় যাঁহাকে বল তিনিও সেই কায়া হইতে বিকাশিত, বৈশ্য যাঁহাকে বল তিনিও সেই কায়া হইতে বিকাশিত, শূদ্র যাঁহাকে বল তিনিও সেই কায়া হইতে বিকাশিত। তোমরা সেই ব্রহ্মার মুখ প্রভৃতি চারি অংশ হইতে বিকাশিত হইয়াছ স্বীকার করা যাইতে পারে। তোমরা সেই এক্ ব্রহ্মকায়ার চারি অংশ হইতে বিকাশিত হইলেও কি তোমরা এক্ নহ? পূর্ব্বে যে আত্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে সেই আত্মতত্ত্বানুসারে তোমরাই তুমি। তবে তোমরা এক হইয়া আপনাদের বহু স্বীকারপূর্ব্বক আপনাদের চারি জাতি বলিয়া পরিচয় দাও কেন? তোমরাই তুমি। তুমিই আত্মা সুতরাং 'তুমির' বেদবেদান্তস্মৃতিপুরাণ-তন্ত্রানুসারে জাতিও নাই।

দেহ ত জড়। ব্রাহ্মণের দেহও জড়। ক্ষত্রিয়ের দেহও জড়। বৈশ্যের দেহও জড়। শূদ্রের দেহও জড়। কাহারো দেহ জাতিতত্ত্বের আন্দোলন করে না প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইয়াছে। কাহারো দেহ পানাহার করে না। কাহারো দেহ কোন প্রকার সম্ভোগ করে না। দেহ সম্পূর্ণ অবোধ বা অজ্ঞান। সুতরাং দেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নহে। দেহ কখনও ত আপনাকে কোন জাতি বলিয়া পরিচয় করে না। সুতরাং দেহ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নহে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলিয়া আপনাদিগকে যাঁহারা পরিচয় করেন

তাঁহারা বেদবেদান্তানুসারে বহু নহেন। তাঁহারা এক্ আত্মা। নানা দেহে তাঁহাদের নানা বোধ কর। এই বেদবেদান্তের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ঐ দেহ হইতে তুমি যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় করিতেছ তুমি অবশ্যই ব্রাহ্মণ নহ। বেদবেদান্তানুসারে তুমি অজাত আত্মা।

কেবল দেহানুসারেও জাতি নির্ণয় করিতে পার না। কারণ যত প্রকার যত দেহ আছে নানাশাস্ত্রানুসারে সকলগুলিই ত প্রাকৃত, সকলগুলিই ত প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি। সুতরাং তাহা হইলেও শাস্ত্রানুসারে সকল দেহই এক প্রকৃতির বিকাশ। শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাত্মাও একাত্মা। তবে ভেদ কল্পনা কর কেন? যেমন মাতার দেহ হইতে যে পুত্র বিকাশিত হয় সেও সেই মাতার অংশ মাতা তদ্রূপ ব্রহ্মার দেহ হইতে যে ব্রাহ্মণ বিকাশিত তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্মা, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মার দেহ হইতে যে ক্ষত্রিয় বিকাশিত হইয়াছিলেন তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মার দেহ হইতে যে বৈশ্য বিকাশিত হইয়াছিলেন তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মার দেহ হইতে যে শূদ্র বিকাশিত হইয়াছিলেন তিনিও সেই ব্রহ্মার অংশ ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শরীর একই। সেই একই ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বিকাশিত হইয়াছিলেন বলিয়া সেই চারই এক্ ব্রহ্মার শরীরেরই চার অংশ মাত্র বলিলে, সেই চার অংশই কি সেই এক্ শরীর নহে? সেই ব্রহ্মার একই শরীরের বিভিন্ন চার স্থান হইতে সেই একই ব্রহ্মা বিকাশিত হইয়াছেন স্বীকার করিলেও কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অভেদ নহেন? তাহা স্বীকার করিলেও কি ব্রাহ্মণও ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মা, বৈশ্যও ব্রহ্মা এবং শূদ্রও ব্রহ্মা স্বীকার করিতে হয় না? অবশ্যই বেদবেদান্তানুসারে স্বীকার করিতে হয় ঐ চারি বর্ণই স্বয়ং ব্রহ্মা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিরাটপুত্র মনুর মতে

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ ৩১॥"

মনুর মতানুসারে নির্ণীত হইয়াছে এক্ ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণ, এক্ ব্রহ্মার বাহু হইতেই ক্ষত্রিয়, এক্ ব্রহ্মার উরু হইতেই বৈশ্য, এক্ ব্রহ্মার পাদ হইতেই শূদ্র সৃজিত হইয়াছিলেন। ঐ চারি বর্ণই একই ব্রহ্মার শরীরের চারি প্রকার স্থান হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ঐ চারই স্বরূপতঃ অভেদ। যেমন বৃক্ষের শাখাও বৃক্ষ, যেমন বৃক্ষের রসও বৃক্ষ, যেমন বৃক্ষের পত্রও বৃক্ষ, যেমন বৃক্ষের ফলও বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষের চারি অংশের কোন অংশই যেমন অপবিত্র নহে তদ্রূপ ব্রহ্মার অঙ্গজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে কোন অংশই অপবিত্র নহে। ঐ চারি বর্ণই একই ব্রহ্মকায়োৎপন্ন বলিয়া ঐ চারি বর্ণই শুদ্ধ। ঐ চারি বর্ণই ব্রহ্মার কায়ার অংশ ব্রহ্মার কায়া বলিয়া ঐ চারি বর্ণের কোন বর্ণই অশুদ্ধ নহে। আমাদের বিবেচনায় পরমপবিত্র ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশকেই অপবিত্র বলা উচিত নহে। আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মার কায়ার কোন অংশকে অপবিত্র বলিলে অপরাধ হইয়া থাকে। যেমন ফলের ভিতরের শস্য বা শাঁস এবং তাহার উপরের ত্বক্ বা খোসা অভেদ সেই প্রকারে ব্রহ্মার শরীর ও ব্রহ্মাকে এক্ এবং অভেদ বলা যাইতে পারে। যেমন কদলী-দণ্ড এবং তাহার আবরণ অভেদ তদ্রূপ ব্রহ্মা ও তাঁহার কলেবরও অভেদও বলা যাইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মারই অংশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকেই বলা যাইতে পারে। বেদান্ত ও উপনিষদনুসারেও ঐ চারি বর্ণ অভেদ। শ্রুতি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ শিবাবতার পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণকেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ব্রহ্ম অভেদ। নানা শাস্ত্রানুসারে জানা যায় ব্রাহ্মণও জীব, ক্ষত্রিয়ও জীব, বৈশ্যও জীব এবং শূদ্রও জীব। সুতরাং ঐ চারই এক্ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ঐ চারেরই অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা। যেমন স্বর্ণ ব্যতীত স্বর্ণালঙ্কারসকলের অস্তিত্ব অন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবধারণ করা যায় না তদ্রূপ ব্রহ্মবাদীদিগের মতেও এক্ ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব অবধারণ করা যাইতে পারে না। বেদবেদান্ত, স্মৃতিপুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্রমতে স্বরূপতঃ যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। চারি প্রকার স্বর্ণালঙ্কার চারি প্রকার হইলেও স্বরূপতঃ যেমন ঐ চারই এক্ তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি প্রকার হইলেও স্বরূপতঃ একই প্রকার। চারি প্রকার মৃৎপাত্র চারি প্রকার হইলেও চারি প্রকার মৃৎপাত্র স্বরূপতঃ একই প্রকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি প্রকার হইলেও স্বরূপতঃ নিশ্চয়ই একই প্রকার। অতএব সেইজন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পরস্পর জাতিবিষয়ক কোন বিবাদই হওয়া উচিত নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ স্মৃতি বিষ্ণুসংহিতার ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকীয় নির্দ্দেশানুসারে গোমুখ অপবিত্র। কথিত চত্বারিংশ শ্লোকটী এই প্রকার,—

"অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন নরজা মলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ॥"

বিষ্ণুসংহিতার ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে যদিও গোমুখ অপবিত্র, কিন্তু ঐ অধ্যায়ের একোনপঞ্চাশ শ্লোকানুসারে গাভীদোহন-কালে, সেই গাভীস্তনে মুখ প্রদানপূর্ব্বক সেই গাভীবৎস যখন দুগ্ধ পান করিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে দুগ্ধ বা ক্ষীর ক্ষরিত হইতে থাকে তখনি সেই বৎসের মুখ পবিত্র হইয়া থাকে। ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের সেই মূল শ্লোক এই প্রকার,—

"নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্ব্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৯।"

উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝা হইল যে গাভীদোহনকালে, তাহার বৎসের মুখ পবিত্র হয়। ঐ সময়ে গাভীবৎসের মুখ কেন যে পবিত্র হয়, সে বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ কোন কারণই প্রদর্শন করা হয় নাই। তবে গাভীদোহনের সময় তাহার বৎস, তাহার স্তন ধরিয়া দুগ্ধ পান করিলে, দোহনকর্ত্তার সুবিধা হয় বলিয়া কি তৎকালে গোমুখ পবিত্র হয় বলা হইয়াছে? তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? যেহেতু দোহনকার্য্যের সুবিধাই পবিত্রতার কারণ নহে। তবে কেবলমাত্র দোহনসময়েই, যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হয় তাহার বৎসের মুখ পবিত্র হয় বলা হইয়াছে কেন? তবে ঐ বিষয়ে যথার্থ কারণ কি? ঐ বিষয়ে যথার্থ কারণ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া অনেকে বিশ্বাসই করিতে চাহেন না। অনেকে বলেন গাভীদোহনকালেও, সেই গাভীবৎসের মুখ অপবিত্র থাকে বলিলে শ্রেষ্ঠবর্ণীয় মহাত্মাদের গাভীদুগ্ধ পানেরই অসুবিধা হইবে। সেইজন্যই বলা হইয়াছে "প্রস্রবে চ শুচির্ব্বৎসঃ।" ঐ প্রকার না বলা হইলে, গোদুগ্ধপায়ী শ্রেষ্ঠবর্ণগণকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত। যেহেতু অশুদ্ধ-বৎস্যাস্য, দোহনকালে, তাহার মাতার স্তনে স্পৃষ্ট হইলে, তাহার মাতার

স্তন এবং তন্মধ্যস্থ দুগ্ধও অপবিত্র হইত। সুতরাং সেই অশুদ্ধগাভীস্তন হইতে ক্ষরিত অশুদ্ধ দুগ্ধপানে কোন্ জাত্যাভিমানী শ্রেষ্ঠ বর্ণকে না জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত? গোরস গোদুগ্ধের পবিত্রতা যদ্যপি নির্দ্দেশ না করা হইত, তাহা হইলে, সেই গো-অংশ গোরস বা গোদুগ্ধ পানেও অদ্যাপি কোন্ জাত্যাভিমানী-শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া পরিগণিত এবং পরিচিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠজাতিত্ব রহিত? গোরসের পবিত্রতা নির্দ্দেশিত না থাকিলে অনেক শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিরই সর্ব্বনাশ হইত! কোন কোন শাস্ত্রে গো-অংশ গোরসেরও পবিত্রতা নির্দ্দেশিত থাকায় তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারই হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা অবাধে সেই পুষ্টি-জনক গোরস পানে, সেই গোরস হইতে উৎপন্ন নবনীত, ঘৃত এবং আমিক্ষা বা ছানা প্রভৃতি ভক্ষণে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। অশুদ্ধ গাভীঅঙ্গসম্ভূত গাভীঅঙ্গাংশ গোরস প্রভৃতি ভক্ষণেও তাঁহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইতেছে না। আর্য্যদিগের চমৎকার শাস্ত্রাবলী। শাস্ত্রানুসারে যাহা অবৈধ শাস্ত্রানুসারে তাহাকেই বৈধ বলিয়া প্রমাণ করা যায়। এক্ শাস্ত্রে একই বিষয়ে বিধিনিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। একই বিষ্ণু-সংহিতার ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ে অবস্থা-বিশেষে গোমুখকে অপবিত্র এবং পবিত্র উভয়ই বলা হইয়াছে। ঐ প্রকারে নানা আর্য্যশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বজাতির বিভিন্নতা এবং অভিন্নতা প্রমাণ করা যায়। তবে ঐ প্রকার বিভিন্নতা এবং অভিন্নতা বুঝিবার ক্ষমতার প্রয়োজন। ঐ প্রকার বুঝিবার ক্ষমতা প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান না হইলেই হইতে পারে না। তুমি একই বৃক্ষের নানাপ্রকারতা দর্শন কর। কিন্তু বাস্তবিক সেই একই বৃক্ষেরই ত নানাপ্রকারতা। ঐ প্রকারে সেই অনাদি এক্ হইতে সমস্তই বিকাশিত বলিয়া, ঐ প্রকারে সেই অনাদি এক্ হইতে বিবিধ বস্তু, বিবিধ তত্ত্ব প্রকাশিত বলিয়া তাহারাও

সেই অনাদি একের বিবিধ বিকাশ, সেই অনাদি একই বটে। সেই অনাদি এক্ হইতে যাহা বিকাশিত হইয়াছে, তাহাও সেই অনাদি একের, অংশ সেই অনাদি এক্, সে সম্বন্ধে সংশয় কি আছে? পরমাদ্বৈতবাদী ভগবান শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বং শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণ জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ॥"

অভ্রান্ত শ্রুতিতেও প্রকাশিত আছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ।" অতএব সর্ব্ব-জাতিই 'একজাতি', বলিলেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্রানুসারে 'যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বিকাশিত, তাঁহারই বাহু হইতে অসিজীবী ক্ষত্রিয়, তাঁহারই বক্ষস্থল হইতে মসিজীবী ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের উৎপত্তি, তাঁহারই উরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি এবং তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম হইতে পবিত্র শূদ্রজাতির উৎপত্তি। বিষ্ণুপদ হইতে উৎপত্তি জন্য গঙ্গার মাহাত্ম্য, পুরুষের, হিরণ্য-গর্ভের বা ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপত্তি জন্য শূদ্র-মাহাত্ম্য। সুবিখ্যাত স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডানুসারে পতিতপাবনী গঙ্গা বিষ্ণুপদী, নানা শাস্ত্রানুসারে শূদ্র ব্রহ্মপদী। পরমেশ্বরের এবং অন্যান্য দেবদেবীর শ্রীঅঙ্গের অন্যান্য অংশাপেক্ষা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মেরই মাহাত্ম্য অধিক। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেই সূচিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্রানুসারেই পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের অথবা অন্যান্য দেবদেবীর শ্রীপাদপদ্মের মহিমা নাই বলা হয় নাই। বরঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই পরমেশ্বরের এবং অন্যান্য দেবদেবীর শ্রীপাদপদ্মের, মহিমাই অধিক। কোন শাস্ত্রানুসারেই শ্রীপরমেশ্বরের অথবা অন্য কোন দেব বা দেবীর শ্রীপাদপদ্মের অপবিত্রতা ঘোষিত হয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রের সম্মতিক্রমেই শ্রীপরমেশ্বরের এবং সমস্ত দেবদেবীর শ্রীপাদপদ্ম অতি পবিত্র। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে

কাহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে, যিনি বা যাঁহারা বিকাশিত বা উদ্ভূত তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই অতি পবিত্র। যেমন অতি সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ হইতে তিক্ত নিম্বফলের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পরমেশ্বরের, পুরুষের বা ব্রহ্মার পরমপবিত্র শ্রীপাদপদ্ম হইতে কখনই অপবিত্র কোন ব্যক্তির উৎপত্তি হইতে পারে না ও পারে নাই। পরমপবিত্র পরমেশ্বরের পুরুষের বা ব্রহ্মার শ্রীপাদপদ্ম হইতে পরমপবিত্র শূদ্রেরই উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা প্রত্যেক জ্ঞানী ও ভক্তিমানকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ প্রকার অভ্রান্ত সত্য কোন বুদ্ধিমান কর্ত্তৃকই অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। যাঁহারা সত্য অস্বীকার করেন তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধভক্তি এবং শুদ্ধপ্রেমের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের বুদ্ধির শৃঙ্খলা নাই। নিশ্চয়ই তাঁহারা ভক্তিদেবীর কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা বিশুদ্ধপ্রেমতত্ত্ব অবগত নহেন। সেইজন্যই তাঁহারা পরম পদের মাহাত্ম্য অবগত নহেন, সেইজন্যই তাঁহারা সেই পুরুষোত্তমদেবের পরম-পদজাত জাতির মাহাত্ম্য অবগত নহেন, সেইজন্যই তাঁহারা সেই পরম-পবিত্র পরম পদজাত পরমপবিত্রজাতির পরমপবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। অথবা যদ্যপি তাঁহাদের সেই শ্রৌত, অথবা তাঁহাদের সেই বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্ববোধ থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা সেই একই পুরুষের, একই হিরণ্যগর্ভের, একই ব্রহ্মার একই পরমপবিত্র শ্রীঅঙ্গের কোন অংশকেই বা অপবিত্র, অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত করিতেন? তাহা হইলে তাঁহারা সেই পরমপবিত্র পুরুষের, হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার সেই পরমপবিত্র শ্রীপাদপদ্ম হইতে সম্ভূত শূদ্রজাতিকেও কি নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র বলিতে পারিতেন? যেহেতু পরমপবিত্র বস্তুর কোন অংশই অপবিত্র নহে, যেহেতু সেই পরমপবিত্র বস্তুর কোন

অংশ হইতে জাত জাতিই অপবিত্র নহে। তুমি অজ্ঞান জীব। তোমার বিবেচনায় তোমার দেহের কোন অংশ পবিত্র এবং কোন অংশ ,অপবিত্র বোধ হইতে পারে। কিন্তু পরমপবিত্রের কোন অংশ অপবিত্র বলিতে চাও? তিনি ত জীব নহেন যে তাঁহার কোন অংশ পবিত্র এবং কোন অংশ অপবিত্র বলিতে সাহসী হইবে। সেই অনাদি পরমপবিত্র পুরুষের যেমন মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্তই পরমপবিত্র তদ্রূপ তাঁহার সেই সম্পূর্ণ শ্রীঅঙ্গ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন তাঁহারা সকলেই পরমপবিত্র। তাঁহারা সকলেই সেই অত্যুত্তম অনাদি পুরুষের অঙ্গজাত বলিয়া তাঁহারা সকলেই অত্যুত্তম জাতি, তাঁহাদের মধ্যে কেহই নিকৃষ্টজাতি নহে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্টজাতি। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো নিকৃষ্টতা যে জীব নির্ব্বাচন করেন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানীও নহেন, তিনি প্রকৃত ভক্তও নহেন, তিনি প্রকৃত দিব্যপ্রেমিকও নহেন। আমরা তাঁহাকে অজ্ঞানীশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত করি, আমরা তাঁহাকে অভক্তশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত করি, আমরা তাঁহাকে অপ্রেমিকশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত করি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সমস্তই ব্রহ্ম বোধ হইলে, সমস্তই 'এক্' বোধ হইয়া থাকে। যেমন একই বৃক্ষ বহু শাখাপ্রশাখার, বহু পত্রের, বহু ফুলের এবং ফলাদির সমষ্টি তদ্রূপ শ্রুতিমতে সমস্তই ব্রহ্ম। সেইজন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

যাঁহার আপনার ন্যায় সমস্তকেই ব্রহ্ম বোধ হয়, তিনি আপনাকে কোন

ব্যক্তি অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ, কোন ব্যক্তি অপেক্ষাও পূজ্য বিবেচনা করিবেন না। অতএব তিনি অহংকারে স্ফীতও হন্ না। তাঁহার কোন ব্যক্তির সহিতই অনৈক্য হয় না। যেহেতু তিনি বহুকেও এক্,, বোধ করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি বহুকেও 'একেরই' বিবিধ বিকাশ বলিয়া অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতএব তাঁহার বহুকেও এক্ বোধ। অতএব তিনি ঐক্যতত্ত্বই বুঝিয়াছেন। নিজেই সমস্ত যাঁহার মত, তিনি কোন ব্যক্তির নিন্দা করিবেন? তিনি কোন ব্যক্তির প্রতিই বা বিদ্বেশ করিবেন? কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার শত্রু? তিনি যে আপনিই সমস্ত। আপনার নিন্দা কে আপনি করিয়া থাকে? আপনার প্রতি কে আপনি বিদ্বেশ করিয়া থাকে? আপনার প্রতি কোন্ ব্যক্তির বা শত্রুভাব হইয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার অমঙ্গল করিতে আপনি সম্মত? যাঁহার আপনাকেই সমস্ত বোধ, অতএব তিনি সমস্তের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির নিন্দাও করিতে পারেন না, কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেশভাবও প্রকাশ করিতে পারেন না, কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুভাবও প্রকাশ করিতে পারেন না, কোন ব্যক্তির অমঙ্গলেরও কারণ হইতে পারেন না।

বেদান্তের উদ্দেশ্যই ঐক্য স্থাপন করা। বেদান্তের মত, যিনি বুঝিয়াছেন, বেদান্তোক্ত আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ যাঁহাতে হইয়াছে, তাঁহাতে অনৈক্যের লেশমাত্র নাই, তিনি নিয়তই ঐক্যানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, তিনি নিয়তই অভেদানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। তিনি ভ্রান্তিপ্রসূত অসমতার অস্তিত্বই উপলব্ধি করেন না। যেহেতু তিনি যে স্বয়ং সমতা-সম্পন্ন। স্বরূপতঃ তিনি যে সমস্তেরই সমতা বুঝিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় স্বরূপতঃ একটী সমুদ্রও যাহা এবং সেই বৃহৎ সমুদ্রের ক্ষুদ্র বিন্দুও তাহা। তাঁহার বিবেচনায় স্বরূপতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা, সীমা-

বিশিষ্ট দেহধারী জীবও তাহা। যেমন স্বরূপতঃ বৃহৎ সুবর্ণকঙ্কণও যাহা এবং ক্ষুদ্র সুবর্ণঅঙ্গুরীয়ও তাহা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নানা শাস্ত্রানুসারে পুত্রকে অঙ্গজ বলা হয়। নানা অভিধানানুসারেও অঙ্গজ শব্দের অর্থ পুত্র। ঋগ্বেদীয় পুরুষের, মনুসংহিতার হিরণ্যগর্ভের এবং নানাপুরাণীয় ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণেরও উৎপত্তি, ক্ষত্রিয়েরও উৎপত্তি, বৈশ্যেরও উৎপত্তি এবং শূদ্রেরও উৎপত্তি। পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার মুখ যেমন পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গের এক অংশ তদ্রূপ পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার বাহু, বক্ষ, উরু এবং পদও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গের চার অংশ। সুতরাং ব্রহ্মার মুখোৎপন্ন যিনি তিনিও ব্রহ্মার অঙ্গজ, সুতরাং ব্রহ্মার বাহু হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ, সুতরাং পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার বক্ষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। সুতরাং পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার উরু হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ, সুতরাং পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার পদ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। তুমি নানা শাস্ত্রানুসারেই কেবল ব্রাহ্মণকেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ বলিতে পার না। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। কোন শাস্ত্রমতেই ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অপুরুষের, অহিরণ্যগর্ভের কিম্বা অব্রহ্মার অঙ্গজ নহেন। তবে পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণ সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অপর তিন অঙ্গজের অন্ন ভক্ষণ করিতে সঙ্কোচিত হন্ কেন? পুরুষ,

হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণ সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার সমস্ত অঙ্গের কোন অংশকে অপবিত্র বলিতে সাহসী হইতেছেন? প্রকৃত পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার ভক্ত যে ব্যক্তি তিনি সেই পুরুষের, হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশকেই অপবিত্র বলিতে পারেন না। পরমপবিত্র স্রষ্টা ব্রহ্মার অঙ্গের সকল অংশই পরমপবিত্র। তাঁহার পরমপবিত্র অঙ্গ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন তাঁহারা সকলেই পরমপবিত্র। আমি বলি পরমপবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণও পরমপবিত্র, আমি বলি ব্রহ্মার অঙ্গজ ক্ষত্রিয়ও পরমপবিত্র, আমি বলি পরমপবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ বৈশ্যও পরমপবিত্র, আমি বলি পরমপবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ শূদ্রও পরমপবিত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদই নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্বরূপতঃ একই বটেন। ঐ পনসবৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ অংশে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, ঐ পনসবৃক্ষের মধ্যদেশের কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, ঐ পনসবৃক্ষের মধ্যাংশে বা মধ্যদেশে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, ঐ পনসবৃক্ষেরই সর্ব্বনিম্নাংশে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশই পনসবৃক্ষ। ব্রহ্মাঙ্গের সর্ব্বোচ্চ অংশে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মার অঙ্গের অংশ সেই ব্রহ্মাঙ্গ, ব্রহ্মাঙ্গের সর্ব্বোচ্চ অংশের পরবর্ত্তী অংশ হইতে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ, ব্রহ্মাঙ্গের মধ্যাংশের বা মধ্যদেশের ঊরু হইতে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ। ব্রহ্মাঙ্গের সর্ব্বনিম্নাংশে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ। ব্রহ্মা যেমন এক্ তাঁহার অঙ্গ বা শরীরও এক্। সুতরাং তাঁহার সেই অঙ্গ বা শরীর হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মাঙ্গ বা ব্রহ্মশরীরের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ বা ব্রহ্মশরীর।

অতএব জন্মানুসারে ঐ চারি বর্ণই অভেদ। তবে ঐ চারি বর্ণ একই ব্রহ্মাঙ্গের চারি বিকাশ মাত্র। একই বীজ বৃক্ষ হইলে সেই একেরই নানা প্রকার বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একই ব্রহ্মাঙ্গের চারি প্রকার বিকাশ বা (manifestation) মাত্র। সুতরাং ঐ চারি বর্ণেরই পরস্পরের প্রতি যে পরস্পরের বৈরীতা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঐ চারি বর্ণেরই স্বরূপ অভিন্ন, সম্পূর্ণ এক্ বোধ করিয়া ঐ চারি বর্ণেরই পরস্পরের প্রতি শুদ্ধপ্রেম হওয়া উচিৎ। চারি বর্ণই এক্ বর্ণ বোধ হইলেই চারি বর্ণেরই দিব্যসুখশান্তি লাভ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবোধে, অদ্বৈতভাবে অদ্বৈতানন্দ সম্ভোগ অপেক্ষা পরমলাভ আর কি হইতে পারে। দ্বৈতই বিবাদের মূল। অদ্বৈতই নির্ব্বিবাদের মূল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনেকে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকেই বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু হারীতসংহিতার মতে ভগবান বিষ্ণুকেও জগৎস্রষ্টা বলা হইয়াছে। সে মতে ব্রহ্মাপেক্ষা বিষ্ণুরই প্রাধান্য। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি মতে শ্রীবিষ্ণুর নাভিদেশস্থ পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। হারীত-সংহিতামতে,—

"পুরা দেবো জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।
সুষ্বাপ ভোগিপর্য্যঙ্কে শয়নে তু শ্রিয়া সহ ॥
তস্য সুপ্তস্য নাভৌ তু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।
পদ্মমধ্যেঽভবদ্ ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গভূষণঃ ॥"

এই শ্লোকানুসারে বিষ্ণু ব্রহ্মারও স্রষ্টা। ব্রহ্মার যিনি স্রষ্টা, তাঁহাতে

অবশ্যই জগৎস্রষ্টৃত্ব আছে। কোন কোন সময়ে তিনি নিজেও জগৎ স্বজন করিয়াছেন। সেইজন্যই হারীতসংহিতায় তাঁহার একটী নাম 'জগৎস্রষ্টা'। হারীতের মতে সেই জগৎস্রষ্টা বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারেই ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু পদ্মযোনিব্রহ্মাকে জগৎসৃজন সম্বন্ধে এই প্রকার বলিয়াছিলেন,—

"স চোক্তো দেবদেবেন জগৎ সৃজ পুনঃ পুনঃ।
সোঽপি সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥"

স্রষ্টাকেই উৎপাদক বলা যায়। উৎপাদকই পিতা। সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃজিত বলিয়া সৃষ্ট সমস্ত পদার্থেরই পিতা বা জনক ব্রহ্মা। পিতারই অপর বিকাশ পুত্র বা কন্যা। বৃক্ষের অপর বিকাশই বৃক্ষের ফল। বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল যে প্রকারে অভেদ সেই প্রকারেই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি অভেদ। সেই প্রকারেই বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা অভেদ। সেই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অভেদ। যেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এক্ ব্রহ্মা হইতেই বিকাশিত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

যে সমস্ত বস্তুকে জাত বলা হইয়া থাকে, তাহাদের জাত না বলিয়া বিকাশিত বলাই উচিত। যেহেতু নানা শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর আদি এবং আত্মা জাত হন নাই। সমস্ত বস্তুর আদি ব্রহ্মেরও জন্ম হয় নাই, সমস্ত বস্তুর আত্মা মায়ারও জন্ম হয় নাই। অতএব সেই উভয় হইতে যে সমস্ত বস্তু বিকাশিত ন্যায়ত তাহাদের মধ্যে কোন বস্তুকেই জাত বলা যায় না। তাহাদের প্রত্যেককেই বিকাশিত বলিতে হয়। ব্রহ্ম এবং মায়া হইতে যে বস্তু বা যে সকল বস্তু বিকাশিত হইয়াছে, সে সকলের

মধ্যে কোন বস্তুকে অব্রহ্ম এবং অমায়া বলা যাইবে? অতএব সেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে কোন বস্তুকেই বা জাত বলা যাইবে? অতএব সেই সমস্ত বস্তুর মধ্য হইতে স্বরূপতঃ কোন বস্তুরই বা অনিত্যতা নির্দ্দেশ করা যাইবে? অনেকের মতে অজাত হইতে জাত হইতেই পারে না। ব্রহ্ম জাত নহে বলিয়া, মায়া জাত নহে বলিয়া, ব্রহ্ম এবং মায়া সংযোগে যে সমস্ত বস্তু বিকাশিত, সে সমস্তও জাত নহে। ব্রহ্ম এবং মায়ার জাতি নাই বলিয়া, ব্রহ্ম এবং মায়া হইতে যে সমস্ত বিকাশিত, সে সমস্তেরও জাতি নাই। জাত হইতেই জাত হইতে পারে। কিন্তু জাত তুমি কোথা পাইবে? প্রসিদ্ধ সমস্ত শাস্ত্রমতেই অজাত ব্রহ্ম এবং অজাতা মায়া সংযোগেই সমস্ত। অতএব ঐ উভয়ের সংযোগে যে সমস্ত, সে সমস্ত অবশ্যই অজাত। যেহেতু পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে অজাত হইতে কিছু জাত হইতে পারে না। কোন প্রকার বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, সেই বীজ হইতে বৃক্ষ জাত বলা যায় না। সেই বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। পরিণতি এবং জাতি অভেদ নহে। অথবা ঐ দুই একেরই দুই প্রকার নাম নহে। বৃক্ষের যে সমস্ত ফল বিকাশিত হয় স্বরূপতঃ সে সমস্তই বৃক্ষ। বৃক্ষই সেই সমস্তরূপে পরিণত হয়। সেইজন্যই সেই সমস্তের পরিণতি যাহা, তাহাই সে সমস্তের জাতি নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জাতি এবং পরিণতি পরস্পর অভেদ নহে। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম এবং মায়া সমস্তবস্তুরূপে পরিণত বলিয়া সমস্ত-বস্তুকেই ব্রহ্ম এবং মায়া বলিতে হয়। ব্রহ্ম এবং মায়া সমস্তবস্তুরূপে পরিণত বলিয়া, সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক বস্তুকেই সেই ব্রহ্মের এবং মায়ার নিত্য বিকাশ বলিতে হয়। অতএব সেইজন্য সেই সমস্ত বস্তুর মধ্য হইতে কোন বস্তুরই জাতি স্বীকার করা যায় না। শ্রুতিমতানুসারে—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ"

বলিলেও কোন বস্তুরই জাতি আছে বলা যায় না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ" বলিলে ব্রহ্মই সমস্ত ইহাই বুঝিতে হয়। ঐ শ্রৌত বাক্যানুসারে কিছুকেই "অব্রহ্ম" বলিয়া বুঝিতে হয় না। ঐ শ্রৌত বাক্যানুসারে যদ্যপি কিছুকেই 'অব্রহ্ম' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কিছু ব্রহ্মজাতও বা কি প্রকারে বলা যাইবে? যেহেতু জাত যাহা, তাহাকে নিত্য বলা যায় না। জাত যাহা তাহা অবশ্যই ছিল না। ছিল যাহা তাহাকে জাতই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? ছিল যাহা, নষ্ট হয় না যাহা, তাহা ত নিত্য। ব্রহ্ম ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন; মায়া ছিলেন, মায়া আছেন এবং মায়া থাকিবেন। অতএব ব্রহ্ম এবং মায়া যে সমস্ত হইয়াছেন সে সমস্তও অজাত এবং নিত্য। অথবা কেবলমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিত্যতাহেতু সে সমস্তকেও নিত্য বলিতে হয়, ব্রহ্মের অজাতত্বহেতু সে সমস্তেরও অজাতত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব সে সমস্তের জাতি নাইই বলিতে হয়। অজাত হইতে জাত হইতে পারে না বারম্বার বলা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে যুক্তিও প্রদর্শন করা হইয়াছে। কোন বস্তু জাত হইয়াছে, কোন বস্তু জাত হইতেছে, কোন বস্তু জাত হয় বা কোন বস্তু জাত হইবে বলিতে হইলে, অবশ্যই সেই বস্তুর কোন উৎপত্তির বা জাত হইবার কারণ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু উৎপত্তিকারণ বা জাত হইবার কোন কারণ ব্যতীত কোন বস্তুই উৎপন্ন বা জাত হইতে পারে না। সেইজন্য কোন বস্তু জাত হইবার বা উৎপন্ন হইবার কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু জাত বা উৎপন্ন হইবার কারণ ব্যতীত কোন বস্তু উৎপন্ন বা জাত হইতেই পারে না। সেইজন্য কোন বস্তু জাত হইয়াছে বলিলে অবশ্যই তাহা কোন কারণ হইতে জাত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কোন বস্তু জাত হইতেছে স্বীকার করিলেও সেই বস্তু অবশ্যই কোন

কারণ হইতে জাত হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। কোন বস্তু জাত হয় বলিলেও অবশ্যই তাহা কোন কারণ হইতে জাত হয় স্বীকার করিতে হইবে। কোন বস্তু জাত হইবে বলিলেও অবশ্যই তাহা কোন কারণ হইতে জাত হইবে। জাত হইবার কারণাবলম্বন বিনা কোন বস্তুই জাত হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অজাত জাত হইবার কারণ হইতে পারে না। তবে জাত কি জাত হইবার কারণ হয় ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইবে? তাহা সিদ্ধান্তই বা কি প্রকারে করা যাইবে? যেহেতু জাত কোন বস্তুই স্বয়ম্ভূ নহে। জাত কোন বস্তু যদ্যপি স্বয়ম্ভূ না হয়, তাহা হইলে, কোন বস্তু জাত হইয়াছিল, কোন বস্তু জাত হইয়াছে, কোন বস্তু জাত হইতেছে, কোন বস্তু হয় বা কোন বস্তু হইবে কি প্রকারেই বা স্বীকার করা যায়? তাহা হইলে কোন বস্তুই জাত হয় নাই, কোন বস্তুই জাত হইতেছে না, কোন বস্তুই জাত হয় না এবং কোন বস্তুই জাত হইবে না। অতএব সেইজন্য কোন বস্তুরই জাতি নাই। তবে সেই সকল নানা শাস্ত্রানুসারে অনাদি অজ ব্রহ্ম এবং অনাদ্যা জন্মবিহীনা মায়ার বিমিশ্র বিকাশমাত্র। সেইজন্য জাতিতত্ত্ব এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করা হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পুরাকালে যে সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছিল, সে সময়ের পূর্ব্বে কোন বর্ণ বা জাতি বিদ্যমান ছিল না। সে সময়ের পূর্ব্বে কোন জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রথমতঃ জাতি বা বর্ণসৃষ্টি যাঁহা হইতে হইয়াছিল, তাঁহাকে কোন জাতীয় বলিয়া নির্ব্বাচন করা যাইবে? পৌরাণিক মতানুসারে ব্রহ্মাকেই

যদ্যপি আদি জাতি বা বর্ণস্রষ্টা বলিয়া নির্ব্বাচিত করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার কোন জাতি স্বীকারই করা হয় না। তাহা হইলে তাঁহাকে অবর্ণ অথবা অজাতিসম্পন্নই বলিতে হয়। অথবা চারি বর্ণের বা জাতির উৎপত্তি তাঁহা হইতে হইয়াছিল বলিয়া উক্ত চতুর্ব্বিধ জাতিত্বই তাঁহাতে ছিল বলিয়া তাঁহাকে উক্ত চারি জাতি বা বর্ণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কথিত প্রমাণানুসারে আদিচতুর্ব্বিধজাতিকারণ বলিয়া তিনি পরিগণিত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণও বলিতে হয়, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে হয়, তাঁহাকে বৈশ্যও বলিতে হয় এবং তাঁহাকে শূদ্রও বলিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই বলা যায় না। যিনি নিজে চারিবর্ণ তিনি কোন বর্ণের না অন্নভোগ গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন? আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই তাঁহাকে পূজা করিতে পারে, আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই তাঁহাকে ভোগ দিতে পারে। যেহেতু সেই ব্রহ্মা চতুর্ব্বিধ আদি বর্ণের বা জাতির বীজ। সে কারণে তিনি স্বয়ংও চাতুর্ব্বর্ণ্য। যিনি নিজে ব্রাহ্মণ, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণান্ন গ্রহণ ও ভোজন করিতে পারেন, যিনি নিজে ক্ষত্রিয় তিনি অবশ্যই ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন, যিনি নিজে বৈশ্য তিনি অবশ্যই বৈশ্যান্ন গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন, যিনি নিজে শূদ্র তিনি অবশ্যই শূদ্রান্ন গ্রহণ এবং ভোজন করিতে পারেন। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে স্রষ্টা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণও বটেন, ক্ষত্রিয়ও বটেন, বৈশ্যও বটেন এবং শূদ্রও বটেন। কোন বৃক্ষের সর্ব্বাংশের ফলেই যেমন সমান বৃক্ষত্ব আছে তদ্রূপ ব্রহ্মারূপ বৃক্ষের সকল অংশের ফলেই সমান ব্রহ্মত্ব আছে। তাঁহার কোন অংশের ফলে অধিক ব্রহ্মত্ব এবং কোন অংশের ফলে অল্প ব্রহ্মত্ব আছে বলা যায় না। কেহ তাহা বলিলে প্রকৃত কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের পক্ষেই স্বীকার্য্য

হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃত নৈয়ায়িক কখনই অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন। ন্যায় যাহা, তাহা সত্য। ন্যায়ের সঙ্গে অসত্যের কোন সম্বন্ধই নাই। অতএব সেইজন্য ন্যায়ের সঙ্গে ভ্রান্তিরও কোন সম্বন্ধ নাই। অন্যায়ের সঙ্গে অসত্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অন্যায়ের সঙ্গে ভ্রান্তিরও সম্বন্ধ আছে। যেহেতু অসত্যেই ভ্রান্তির বিলাস। প্রমাণ করা হইয়াছে যে ব্রহ্মা নামক বৃক্ষের সকল অংশের ফলেই সমান ব্রহ্মত্ব আছে। সেইজন্যই আমরা স্পষ্টই বলিতেছি যে সেই ব্রহ্মা নামক পরমবৃক্ষের ব্রাহ্মণ নামক ফলে যে পরিমাণে ব্রহ্মত্ব আছে, সেই পরিমাণে ব্রহ্মত্ব, সেই পরমবৃক্ষের ক্ষত্রিয় নামক ফলেও আছে, বৈশ্য নামক ফলেও আছে এবং শূদ্র নামক ফলেও আছে। এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে যে সকলের ফল একসঙ্গে হয় না। সে সমস্ত বৃক্ষের ফলজন্মসম্বন্ধে অগ্রত্ব এবং অনগ্রত্ব আছে। কোন বৃক্ষে যে ফল সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হয় তাহাতেই কেবল সেই বৃক্ষের অধিক আছে বলা যায় না। সেই বৃক্ষের অগ্রজ ফল হইতে পরবর্ত্তী ফলসকলে সেই বৃক্ষতা অল্পপরিমাণে আছে বলা যায় না। ঐ দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মা নামক পরমবৃক্ষে পূর্ব্বাগ্রে যে ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ফলে ব্রহ্মত্ব যে পরিমাণে, সেই ফলে ব্রহ্মতেজ যে পরিমাণে আছে সেই পরিমাণে সেই বৃক্ষসমুৎপন্ন অন্যান্য ফলেও ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মতেজ আছে। সেইজন্য বলি সেই ব্রহ্মা নামক পরমবৃক্ষের ব্রাহ্মণ নামক ফলে যে পরিমাণে ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মতেজ আছে সেই পরিমাণেই সেই বৃক্ষের ক্ষত্রিয় নামক ফলে, বৈশ্য নামক ফলে এবং শূদ্র নামক ফলে আছে। সেইজন্যই বলি ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে চারি বর্ণেরই সমত্ব। চারি বর্ণই ব্রহ্মপুত্র, চারি বর্ণেরই ব্রহ্মগোত্র, চারি বর্ণই ব্রহ্মবংশীয়, চারি বর্ণই ব্রহ্মার অঙ্গী, চারি বর্ণই সেই ব্রহ্মার আত্মজ। অতএব আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে কেহই হেয় নহে,

কেহই অবজ্ঞেয় নহে। চারি বর্ণের কারণান্বেষণ করিলে চারি বর্ণেরই এক কারণ বলিয়া, চারি বর্ণই একেরই চারি প্রকার বিকাশ বলিয়া চারি বর্ণই একবর্ণ, চারি বর্ণই এক্‌জাতি। যেহেতু চারি বর্ণই একের অঙ্গজাত। সেইজন্য চারি বর্ণেরই এক্‌জাতি। তবে জাতীয় বিরোধ কেন? এই ত শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে চারি প্রকার জাতির এক্‌-প্রকারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক জাতিসমন্বয় করা হইল।

জাতিসমন্বয়।

বিবিধ।

'ক্রটন' নামক বৃক্ষে চারিপ্রকার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একই ক্রটন নামক বৃক্ষে যে প্রকারে চারিপ্রকার বর্ণ বিকাশিত হইয়াছে সেই প্রকারে একই ব্রহ্মাতে চতুর্ব্বর্ণ বিকাশিত হইয়াছিল। ঐ ক্রটন নামক বৃক্ষে যে চারি প্রকার বর্ণ বিকাশিত হইয়াছে,—যে প্রকারে সেই চারি প্রকার বর্ণই একই ক্রটনের চারি প্রকার বিকাশ সেই প্রকারে চতুর্ব্বর্ণই একই ব্রহ্মার চারি প্রকার বিকাশ। ক্রটনে যে চারি বর্ণ রহিয়াছে, সেই চারি বর্ণের সহিত ক্রটনের যে প্রকারে অভেদত্ব আছে সে প্রকারে ব্রহ্মা হইতে যে চারি বর্ণ বিকাশিত সে চারি বর্ণের সহিতও ব্রহ্মার অভেদত্ব আছে।

পনসবৃক্ষের উর্দ্ধদেশেও পনস উৎপন্ন হয়, পনসবৃক্ষের মধ্যদেশেও পনস উৎপন্ন হয় এবং পনসবৃক্ষের অধোদেশেও পনস উৎপন্ন হয়। উর্দ্ধ এবং মধ্য দেশোৎপন্ন পনসের সঙ্গে অধোদেশোৎপন্ন পনসের কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মার শরীর হইতে যে চতুর্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে সে চতুর্বর্ণেরও পরস্পর কোন ভেদ নাই। সকল বর্ণই সমান।

তুমি ম্লেচ্ছকেও মানব বলিতেছ, তুমি যবনকেও মানব বলিতেছ, তুমি চণ্ডালকেও মানব বলিতেছ, তুমি ব্রাহ্মণকেও মানব বলিতেছ, তুমি ক্ষত্রিয়কেও মানব বলিতেছ, তুমি বৈশ্যকেও মানব বলিতেছ, তুমি শূদ্রকেও মানব বলিতেছ। ইহার মধ্যে কাহাকেও ত অমানব বলিতেছ

না। মনু-বংশীয় যাঁহারা তাঁহাদেরই মানব বলা যাইতে পারে। বংশ অনুসারে, উৎপত্তি অনুসারে সকল মানবকেই এক্‌জাতি বলিতে হয়।

সকল ঠাকুর যেমন এক তদ্রূপ সকল মানুষও এক।

আত্মপূজায় শঙ্করাচার্য্য "দেহো দেবালয়ঃ" বলিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেহীর মধ্যে কাহার দেহ দেবালয় তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রত্যেক দেহকেই দেবালয় বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রানুসারে দেবালয় অতি পবিত্র। শঙ্করাচার্য্যের মতে দেহ দেবালয়। সুতরাং দেহও অতি পবিত্র। সুতরাং কোন দেহ সংস্পর্শেই কোন অন্ন অস্পৃশ্য, অপবিত্র অথবা অখাদ্য হইতে পারে না।

বিশ্বেশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ নাই। তাঁহার পক্ষে সকল জাতিই সমান। যে কোন জাতীয় মনুষ্য, যে কোন জাতীয় জীব নিষ্পাপভাবে কাশীতে মরিলেই তাঁহার নির্ব্বাণ হইবে।

সকল আম্রবৃক্ষই এক্‌প্রকার। কিন্তু সকলগুলিরই ফলের এক্‌ প্রকার আস্বাদন নহে। সকল মনুষ্যই এক্‌প্রকার। কিন্তু গুণ-কর্ম্মানুসারে সকলেই এক্‌ প্রকার নহে। তাঁহাদের মধ্যে গুণকর্ম্ম অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য এবং কেহ বা শূদ্র।

একই পিতার কন্যাপুত্রে বিভিন্নতা আছে। অথচ তাঁহার কন্যাপুত্র তাঁহারই দুই অংশ। তাহারা উভয়েই স্বরূপতঃ তিনি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। তাহারা গুণকর্ম্মানুসারে পরস্পর বিভিন্ন।

অনেক পুরাণমতেই বিষ্ণু কশ্যপপ্রজাপতির পুত্র। কশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া সেই বিষ্ণুকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। সেই বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে যে ব্রহ্মার উদ্ভব সেই ব্রহ্মাও ব্রাহ্মণ নিশ্চয়। সেইজন্য সেই ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশ হইতে যাঁহার উৎপত্তি অবশ্য তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। ব্রহ্মার শরীরের মুখ হইতে যে বর্ণ তিনিও ব্রাহ্মণ ও

ব্রহ্মার বাহু হইতে যে বর্ণ তিনিও ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার শরীরের উরু হইতে যে বর্ণ তিনিও ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার পদ হইতে যে বর্ণের উৎপত্তি তিনিও ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মার অঙ্গ বা কায়াতে যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের অবস্থিতি ছিল তখন ব্রাহ্মণও ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন, তখন বৈশ্যও ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন, তখন শূদ্রও ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কায়া বা শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। সেই কায়াক্ষেত্র হইতে যাঁহাদের উৎপত্তি তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মার কায়া-ক্ষেত্র হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন। সুতরাং এই চারি বর্ণ ই ক্ষত্রিয়। এই চারি বর্ণ যখন সেই ব্রহ্মার কায়া-ক্ষেত্রে ছিলেন তখন তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এক্ষণেও তাঁহারা ক্ষত্রিয়। তখন তাঁহারা সকলেই কায়স্থক্ষত্রিয় ছিলেন। সেইজন্যই বলি কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় উপাধি অগৌরবের নহে।

একই বস্তু চারি প্রকার হইলেও কি সেই চারি প্রকার একই বস্তু নহে? অবশ্য সেই চারি প্রকারই একই বস্তু। একই ব্রহ্মার কায়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও সেই একই ব্রহ্মার কায়া। একেই চার চারেই এক্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র একই ব্রহ্মার কায়াই চারিপ্রকার হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র অভেদ। সেইজন্য ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়তা, বৈশ্যতা এবং শূদ্রতা আছে। সেইজন্য ক্ষত্রিয়েতেও ব্রাহ্মণতা, বৈশ্যতা এবং শূদ্রতা আছে। সেইজন্যই বৈশ্যেতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা এবং শূদ্রতা আছে। সেইজন্যই শূদ্রেতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা এবং বৈশ্যতা আছে। সেইজন্যই বলি ব্রাহ্মণও সর্ব্ববর্ণ, সেইজন্যই বলি ক্ষত্রিয়ও সর্ব্ববর্ণ, সেই জন্যই বলি বৈশ্যও সর্ব্ববর্ণ, সেইজন্যই বলি শূদ্রও সর্ব্ববর্ণ।

জাত হইতে জাত হইতে পারে। কিন্তু যিনি জাত নহেন তাঁহা হইতে জাত হইতে পারেন না। বাল্মিকিপ্রণীত রামায়ণের আদি-কাণ্ডীয় সপ্তসর্গানুসারে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সুতরাং ব্রহ্মার কোন জাতি নাই বলা যাইতে পারে। কারণ বাল্মিকীরামায়ণের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বেদ বেদান্ত। বেদবেদান্তমতে ব্রহ্ম অজ। ব্রহ্মের জাতি নাই। কারণ অজ যিনি তিনি নিত্য। তাঁহার কোন জাতিই নাই। সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে যিনি বিকাশিত তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম। সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে বিকাশিত ব্রহ্মার কোন জাতি নাই বলিতে হয়। ঐ রামায়ণ মতে সেই ব্রহ্মার বংশে রামোৎপত্তির কথা আছে। সুতরাং রামেরও কোন প্রকার জাতি ছিল স্বীকার করা যায় না।

আদি কারণ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত বলিয়া, নানা প্রকার জাতি হইতেই পারে না। একই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জাত বলিয়া একই জাতি বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। সেইজন্য ব্রহ্মাই চারি বর্ণ।

ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি একজাতি হইবে। সমস্ত জাতি একধর্ম্ম মানিবে। তখন ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো বিদ্বেষ থাকিবে না।

জাতিতত্ত্বের সমালোচনা।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

তুমি আছ সত্যই বুঝিতেছ। তুমি এই দেহ ধারণের পূর্ব্বে ছিলে কিনা বুঝিতেছ না। তুমি এই দেহ ত্যাগ করিলে, থাকিবে কিনা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছ না। তবে তোমার নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আছে কি প্রকারে বলিব? ঐ বিষয়ে তোমার যদি পূর্ণজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, তুমি ছিলে কিনা বুঝিতে, তাহা হইলে পরে থাকিবে কিনা তাহাও বুঝিতে।

তুমি যদি ছিলে না তবে তুমি কি প্রকারে প্রকাশিত হইলে? যাহা ছিল না তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না। যদি বল অন্য কিছু হইতে তোমার প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নিত্যতা স্বীকার করিতে হয় অথবা যদি বল তাহাও অপর কিছু হইতে বিকাশিত হইয়াছিল তাহা হইলে সেই অপর কিছুও অবশ্য অন্য অপর কিছু হইতে বিকাশিত হইয়াছিল। এই প্রকারে এক্ হইতে অপরের বিকাশ নিশ্চয় করিতে করিতে অবশ্য একটী কোন নিত্যকারণে উপনীত হইতে হয়। সেই নিত্যকারণ আমাদের বিকাশের আদি বলিয়া, অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকেই সেই নিত্যকারণের অংশ। নিত্যকারণের অংশ যাহা তাহাও নিত্যকারণ। যদি আমাদের

বিকাশের আদিকারণ কেহ না থাকেন, তাহা হইলে আমাদের বিদ্যমানতা থাকিতেই পারিত না। কারণ অভাব বা অবিদ্যমান হইতে কিছুই বিদ্যমান হইতে পারে না। আমি বিদ্যমান বলিয়া আমি অবশ্যই নিত্য। আমি কোন প্রকারে যদি পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিতাম, তাহা হইলে, অবশ্যই আমির বিদ্যমানতা দেখিতে না। বৃক্ষ হইতে যে ফল বিকাশিত হয়, নিশ্চয়ই সে ফলও সেই বৃক্ষের অংশ, সেই বৃক্ষ। মানবকুলের আদিপুরুষ যাঁহা হইতে বিকাশিত, মানবকুলের আদিপুরুষ অবশ্যই তাঁহার অংশ তিনি। নিত্যব্রহ্ম হইতে, যাহা বা যে সকল বস্তু বিকাশিত, সে সকল অবশ্যই সেই নিত্যব্রহ্মের অংশ নিত্যব্রহ্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমি আছি যদি সত্য না হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম আছেনই বা সত্য কি প্রকারে বলা যাইবে? আমি আছি যে বোধ দ্বারা নিশ্চয় করা হয় ব্রহ্ম আছেনও সেই বোধ দ্বারাই নিশ্চয় করা হয়। আমি আছি এই যে আমার বোধ হইতেছে সেই বোধ দ্বারা নির্ণীত আমি আছি যদি সত্য হয় তাহা হইলে অবশ্যই ঐ বোধ দ্বারা নির্ণীত ব্রহ্ম আছেনও সত্য। আমি আছি যদি মিথ্যা বলিতে হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম আছেনও মিথ্যা বলিতে হয়। আমির সত্যতা ব্রহ্মের সত্যতা অবধারণ করে। তোমার মতে আমিই অসত্য যদি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই ব্রহ্মও অসত্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ আমি অসত্য সত্যব্রহ্ম অবধারণ কি প্রকারে করিব? অসত্য কি সত্য নিশ্চয় করিতে পারে? অজ্ঞান দ্বারা কি জানা যাইতে পারে? অজ্ঞান দ্বারা জানা যায় না বলিয়া ঐ অজ্ঞানকে অনেকেই অসত্য বলিয়াছেন।

অজ্ঞান ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারণ করিতে পারে না। জ্ঞান ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারণ করে সেইজন্য জ্ঞান অসত্য নহে। যাহা সত্যের অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা অবধারণ করে তাহা অবশ্যই সত্য। সেইজন্য জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান, বা সচ্চিৎ বলা যাইতে পারে। সত্যের অবধারক জ্ঞানকে অসত্য কখনই বলা যায় না।

আমি আছি। সেইজন্যই আমির আমি আছি বোধ আছে। আমি যদি না থাকিতাম তাহা হইলে আমির আমি আছি বোধও থাকিত না। আমি আছি তাই আমির আমি আছি এই বোধ আছে। আমির আমি আছি বোধ আছে বলিয়াই ব্রহ্ম আছেন বলিয়া আমার ব্রহ্ম আছেনও বোধ আছে। যাহা নাই তাহা আছে বোধ কখনই হইতে পারে না। আমি যদি না থাকিতাম তাহা হইলে আমি আছি বোধও করিতাম না।

আমি যদি না থাকিতাম তাহা হইলে ব্রহ্ম থাকিলেও ব্রহ্ম আছেন অবধারণ করিতে পারিতাম না। নিজের অস্তিত্বই ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

যদিও আমির বিদ্যমানতাই ব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রমাণ করে, তথাপি ব্রহ্ম হইতেই আমি অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ আমি কিছুকাল পূর্ব্বে বিকাশিত হইয়াছি। সুতরাং সেই নিত্যব্রহ্ম হইতে আমারও বিকাশ। সেইজন্যই বলি সেই নিত্যব্রহ্মের সত্যতাবশতঃ আমির সত্যতা, সেই নিত্যব্রহ্মের বিদ্যমানতাবশত আমির বিদ্যমানতা, আমির অস্তিত্ব।

কোন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নির্দ্দিষ্ট আদি হইতে সমস্ত বিকাশিত। সেই নির্দ্দিষ্ট আদি নিত্যসত্য। সেই নির্দ্দিষ্ট আদিকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ আত্মা, কেহ পরমাত্মা, কেহ পরমেশ্বর, কেহ ভগবান, কেহ গড্, কেহ আল্লা, কেহ খোদা, কেহ জেহোভা, কেহ মহাকালী আরো

কত লোক তাঁহাকে আরো কত কি বলেন। সেই নির্দ্দিষ্ট আদিকে অনাদি বলিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৃক্ষের ফল। তুমি কি বলিতে পার বৃক্ষ সত্য আর বৃক্ষের ফল মিথ্যা? তাহা কথনই বলিতে পার না। বৃক্ষ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বৃক্ষের ফলও সত্য। কারণ সত্য হইতে সত্যেরই বিকাশ হইয়া থাকে। সত্য হইতে অসত্যের বিকাশ হয় বলিতে পার না। আর তুমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াও থাক বৃক্ষ হইতে ফল বিকাশিত হইয়া থাকে। তোমার বৃক্ষদর্শন যদি সত্য হয় তাহা হইলে তোমার সেই বৃক্ষের ফলদর্শনও সত্য। তোমার বৃক্ষদর্শন যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার ফলদর্শন মিথ্যা কি প্রকারে বলিবে? তোমার বৃক্ষদর্শন যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে সেই বৃক্ষের ফলদর্শনও মিথ্যা। এক্ বস্তু হইতে অপর যাহা হয় তাহাও সেই বস্তুর অংশ সেই বস্তু। তবে সত্য বৃক্ষ হইতে অসত্য ফল হয় কি প্রকারে বলা যাইবে? সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য জীব বিকাশিত বলিতে পার না। কারণ সত্য ব্রহ্ম হইতে যাহা বিকাশিত হয় তাহাও সেই সত্য ব্রহ্মের অংশ সেই সত্য ব্রহ্ম সুতরাং তাহাকে অসত্য বলিতে পার না। সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য জীব বিকাশিত হয় স্বীকৃত হইলে সেই সত্য ব্রহ্মকেও প্রকারান্তরে অসত্য বলিয়াই স্বীকার করা হয়। শ্রুতি প্রভৃতিতে ব্রহ্ম সত্য স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া তাহা হইতে যে সকল বস্তু বিকাশিত সে সকল সত্য বলিতে হয়। কারণ সে সকল সেই সত্যব্রহ্মের বিবিধ বিকাশ সত্যব্রহ্ম। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দর্শনও করা যায় বৃক্ষের অংশ ফল বৃক্ষই বটে। ফল যথন বৃক্ষরূপে পরিণত

না হয় তখন সেই ফলকে বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। কারণ সেই ফলে সেই বৃক্ষের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ব্রহ্মই জীবের অস্তিত্ব সুতরাং ব্রহ্মই জীব।

পিতামাতা হইতে সন্তান বিকাশিত হয় সুতরাং পিতামাতাই সন্তান। পিতামাতা সত্য স্বীকার করিলে সেই পিতামাতার পুত্রকন্যাও সত্য। কারণ আমরা উভয়ই দর্শন করিয়া থাকি। আমাদের ঐ পুত্রকন্যার পিতামাতা দর্শন যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের ঐ পিতামাতার পুত্রকন্যা দর্শনও সত্য। পিতামাতা হইতে যেমন পুত্রকন্যা বিকাশিত হইয়া থাকে তদ্রূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী শক্তি হইতে যে সমস্ত জীবজন্তু এবং অন্যান্য বস্তুসকল বিকাশিত হইয়াছে সে সমস্তই ঐ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়ী শক্তির বিবিধ বিকাশ। সুতরাং সে সকল ঐ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়ী শক্তির ন্যায় সত্য। কারণ ঐ সকল ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়ী শক্তির সহিত এক্ এবং অভিন্ন।

বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল দুই শ্রেণীর। বৃক্ষ এক্। তাহাতে যে ফল ফলে তাহা দ্বি। সেই দ্বি নামক ফলশ্রেণীর অন্তর্গত বহু ফল। বৃক্ষই ফল। এক্ ফল শ্রেণীই বহু ফল। সুতরাং বৃক্ষ, তাহার ফল এবং বহু ফল সেই একই বৃক্ষ। কারণ এক্ বৃক্ষের ফলগুলিও সেই বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ঐ Trinityই Unity. ঐ প্রকারে একই দুই, একই বহু। একে দুই এবং একে বহু এবং বহুতে দুই এবং এক্। যাহা এক্ বৃক্ষ তাহাই ফল তাহাই বহু ফল। বৃক্ষের ফল বলা হয়। বাস্তবিক বৃক্ষেই ফল দেখি। সুতরাং বৃক্ষের ফলই বলিতে হয়। বৃক্ষ হইতে ফল বিকাশিত হইয়া সেই বৃক্ষেই থাকে বলিয়া ফল বৃক্ষের আশ্রিত। আমরা বৃক্ষের ফল বলি এবং দেখিলেও বৃক্ষই ফল বলিতে হয়। কারণ বৃক্ষই ত এক্ রূপে ফল। সুতরাং বৃক্ষ ফলও

বলা যায়। ফল বৃক্ষ হইলে আর ত সে ফল থাকে না। সুতরাং যাহা ফল তাহাই বৃক্ষ। ব্রহ্মবৃক্ষের ফল জীব। জীব ব্রহ্ম হইলে স্বতন্ত্র জীব আর থাকেন না। সেইজন্যই বলিতে হয় যাহা পরমাত্মা বা আত্মাব্রহ্ম তাহাই জীব বা জীবাত্মা। জীবাত্মাই ব্রহ্মরূপে বিকাশিত হন। সেইজন্যই পরমাত্মা বা আত্মাব্রহ্ম আর জীব বা জীবাত্মা অভেদ বা একই। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" সেইজন্যই ত অষ্টাবক্রসংহিতামতে সদাশিব এবং সদাজীব অভেদ। পরমাত্মা বা আত্মাব্রহ্ম সত্য বলিয়া তিনিই জীব হইয়াছেন সে জীবও সত্য। কারণ সত্য ব্রহ্ম হইতে অসত্য জীব বা জীবাত্মার বিকাশ হইতেই পারে না। কারণ যাহা হইতে অন্যের বিকাশ সে অন্যও অবশ্যই তাই। ব্রহ্ম হইতে জীবের বিকাশ স্বীকার করিলে সেই জীবকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

তুমি বলিতেছ যে সমস্ত সামগ্রী, যে সমস্ত জীবজন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমস্ত নেচার্ হইতে হইয়াছে। তুমি ইহাও বলিতেছ যে প্রত্যেক জীবজন্তুর মৃত্যুর পরে তাহারা থাকে না। তোমার মতে জীবজন্তু বিনষ্ট হয়। তোমার মতানুসারে জীবজন্তুসকল এবং অন্যান্য সামগ্রীসকল নেচার্ হইতে হইয়াছে বলিয়া সে সকলের কোনটীকেই তুমি বিনশ্বর বলিতে পার না। কারণ যুক্তি অনুসারে নেচারকে অনিত্য এবং বিনশ্বর বলা যায় না। সুতরাং সেই নেচার হইতে যাহা বা যে সমস্ত হইয়াছে, সে সমস্তও অবশ্যই নিত্য এবং অবিনশ্বর। কারণ অনিত্য নশ্বর হইতে কখনই নিত্য অবিনশ্বর হইতে পারে না।

তোমার মতে নেচারও অনিত্য এবং বিনশ্বর যদি স্বীকার করিতে

হয় তাহা হইলে সেই নেচারেরও অবশ্যই কোন উৎপত্তির কারণ আছে। তাহা হইলে অবশ্যই সে কারণও নিত্য। তাহার নিত্যতা স্বীকার না করিলে, আবার তাহার উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিতে হয়। সে কারণকে নিত্য স্বীকার না করিলে তাহার আবার উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিতে হয়। ঐ প্রকারে কারণের কারণ তাহার কারণ স্বীকার করিলেও অবশেষে একটী নিত্যকারণ স্বীকার করিতেই হয়।

উৎপত্তির কেবল একটী কারণ স্বীকার করিলে হয় না। কারণ উৎপত্তি শক্তি ও শক্তিমান দ্বারা হইয়া থাকে। কেবল শক্তি দ্বারাও উৎপত্তি হইতে পারে না। কেবল শক্তিমান দ্বারাও উৎপত্তি হইতে পারে না। উভয়ের সংযোগে উৎপত্তি হয়। আমার শক্তি না থাকিলে আমি শক্তিমান কিছুই করিতে পরিতাম না।

কেবল নেচারই জীবজন্তু প্রভৃতির উৎপত্তিকারণ এবং সেই নেচার নিত্য স্বীকার করিলেও চলিতেছে না। কারণ বলা হইয়াছে শক্তি-শক্তিমান ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। নেচারকে যদি শক্তি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অবশ্যই সেই নেচার বা প্রকৃতির শক্তিমানও আছেন। তাঁহাকে যদি শক্তিমান বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও অবশ্যই তাঁহার শক্তি আছে। নানা আর্য্যশাস্ত্রেও শক্তি ও শক্তিমান স্বীকৃত হইয়াছে। নানা শাস্ত্রানুসারে ঐ শক্তিমানই পরমেশ্বর এবং শক্তি পরমেশ্বরী।

পঞ্চম অধ্যায়।

সমস্ত জড় পদার্থই প্রকৃতির বিবিধ বিকাশ। অথচ সকল পদার্থই এক্ প্রকার নহে। যে পদার্থকে বিষ বলা হয়, তাহাও প্রকৃতির বিকাশ, যে পদার্থকে অবিষ বলা হয়, তাহাও প্রকৃতির বিকাশ। অথচ

উভয়ে অনেক বিভিন্নতা আছে। স্বরূপতঃ বিষ এবং অবিষ এক্ হইয়াও উভয়ের গুণগত বিশেষ পার্থক্য আছে। অম্ল মধুরাদি সমস্ত রসই একই প্রকৃতির বিবিধ বিকাশ, কিন্তু গুণানুসারে সর্ব্বরসেরই পরস্পর পার্থক্য আছে। অস্থি, মাংস এবং শোণিত স্বরূপতঃ একই পদার্থ। ঐ তিনই একই স্থূল দেহের তিন প্রকার বিকাশ-মাত্র। কিন্তু গুণানুসারে ঐ তিনের পার্থক্য কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না দর্শন করিয়া থাকেন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি না বুঝিয়া থাকেন? নরদেহ মধ্যে যে জীবাত্মা আছেন, তিনিও যাহা, নারীদেহ মধ্যে যে জীবাত্মা আছেন, তিনিও তাহা। স্বরূপতঃ উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু উভয়ের ভাবানুসারে উভয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। নরমধ্যগত জীবাত্মা আপনাকে পুরুষ বোধ করেন এবং নারীমধ্যগত জীবাত্মা আপনাকে প্রকৃতি বোধ করেন। উভয়ের ভাবগত, উভয়ের বোধগত বিশেষ পার্থক্য আছে। উভয়ে স্বরূপতঃ 'এক্' হইলেও পুরুষ এবং প্রকৃতিভাব দ্বারা উভয়কে অনেক, বলিয়াই বোধ হয়। তজ্জন্য উভয়েই আপনাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন না। প্রত্যেক বৃক্ষের পত্রসকল যাহা, ফুলসকল এবং ফল-সকলও তাহা। অথচ পরস্পর কত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তোমার মাতাও নারী, তোমার ভগ্নীও নারী, তোমার পত্নীও নারী। ঐ তিনই এক্‌জাতীয়া। অথচ ভাব দ্বারা ঐ তিনকেই কি তুমি এক্ বোধ কর? ত্রিবিধ ভাব দ্বারা ঐ তিনে বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়াই তোমার বোধ হইয়া থাকে। অথচ স্বরূপতঃ ঐ তিনই এক্ বস্তু। স্বরূপতঃ বহুকে এক বলিয়া বোধ হইলেও গুণ এবং ভাবাদি দ্বারা বহুকে বহুরূপেই ব্যবহার করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অনেক উপনিষদ এবং বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও গুণকর্ম্ম এবং ভাবানুসারে ঐ চারকে চারি প্রকারই বোধ

হইবার কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য চারি বর্ণকে চারি বর্ণ রূপেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কা—খ ২।৯২ মতে—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তদুক্তাচারচরণা ইতরে নামধারকাঃ॥"

ঐ শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ শ্রুতিস্মৃতি এবং পুরাণজ্ঞ। তিনি ঐ সকল শাস্ত্রের আচারসম্পন্ন। উক্ত শাস্ত্রানুসারে কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যে ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তির ঐ সকলে অধিকার হয় নাই। তিনি কেবল ব্রাহ্মণনামধারী মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ অতি পবিত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে—

"স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ পবনাচ্চ হুতাশনাৎ।
পবিত্রশ্চাপি তেজস্বী তস্মাস্তোতঃ স্থরঃ সদা॥"

ঐ প্রকার প্রভাবসম্পন্ন সুব্রাহ্মণ অতি দুর্ল্লভ। ইদানী ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচরই হয় না। বরাহপুরাণানুসারে কলিতে ব্রাহ্মণকুলে ব্রহ্মরাক্ষস-গণের উৎপত্তি হইবার বিবরণ আছে।

চৈতন্যভাগবত। আদিখণ্ড। ১১ অধ্যায়।

"কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥"

"ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপনে পুণ্য যায় ক্ষয়॥"

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে বিপ্র কোন সামান্য লোক নহেন। ঐ তন্ত্রের ৫০ শ্লোকে বিপ্রসম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ।"

কথিত হইল "ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানরত যিনি, তিনিই বেদপারগ বিপ্র।" ব্রহ্মবিদ্যারত যিনি, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে অবগত হওয়া হইল প্রকৃত বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞানী এবং বেদজ্ঞ। সে মতে বেদও অতি অসামান্য। সে মতে সনাতন ব্রহ্মই বেদ। সেই ব্রহ্মবেদরত যিনি, সেই ব্রহ্মবেদজ্ঞ যিনি, তিনিই বিপ্র। সেই বিপ্রের সেবা যিনি করেন, তিনিই ধন্য। সেই বিপ্রসেবাভিলাষ যাঁহার হইয়াছে তিনিও ধন্য। সেব্যের সেবা ভক্তিভাবেই করিতে হয়। অভক্তির সহিত সেব্য ব্যক্তির সেবা করিলে অপরাধই হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা সেবাজনিত উত্তম ফল লাভ হয় না। ঐ প্রকার সেবাকে সেবাই বলা যায় না। উহাকে আমি অসেবাই বলিয়া থাকি। সেই বিপ্র প্রতি ভক্তি হইলেও বিপ্রসেবা বিধেয়। দেবসেবাও ভক্তিসংযোগে করিতে হয়। সাধুসেবাও ভক্তিসংযোগে করিতে হয়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনগণের সেবাও ভক্তিভাবে করিতে হয়। ভক্তিভাবে গুরুজনদিগের সেবা করিলে মহা পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার সেবা দ্বারা সেব্যের মহা প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে বিপ্রকুলে জন্ম হইলেই বিপ্র হওয়া যায় না। তাহা ঐ গ্রন্থের

"ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ॥"

শ্লোকে অবগত হওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন। অথর্ব্ববেদীয় নিরালম্বোপনিষদে যে প্রকার ব্রাহ্মণের বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রাহ্মণই প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রকৃত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের দারপরিগ্রহে প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ দারপরিগ্রহ করেন না। তিনি অর্থলোলুপ নহেন। অনেক সময়েই যে সমস্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির ব্রাহ্মণের কোন লক্ষণ নাই তাঁহাদের কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাঁহাদের প্রত্যেককেই কেবলমাত্র ব্রাহ্মণপদবিধারী বলা যায়, তাঁহাদের কেবলমাত্র সূত্রধারী বলা যায়।

উপবীত ব্রাহ্মণের সম্ভ্রমসূচক চিহ্ন। ভগবানের সাধনা ও পূজার্চ্চনার জন্য উপবীতের কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা বস্ত্রের অধিক প্রয়োজন দেখা যায়। কারণ স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি উলঙ্গ থাকিলে উভয় জাতিরই কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপনা হইতে পারে। বস্ত্রে শীত ও হিমও অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। বস্ত্র আরো অন্যান্য অনেক উপকার করে।

হস্তপদাদির ন্যায় ব্রাহ্মণের উপবীতও যদ্যপি তাঁহার শরীরের একটী অংশ হইত, ঐ সকলের ন্যায় ব্রাহ্মণ উপবীতসম্পন্ন হইয়া যদ্যপি মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইতেন তাহা হইলে বরঞ্চ সেই অতিরিক্ত উপবীতের জন্য তাঁহাকে শূদ্র হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিত। উপবীতসূত্র উপনয়নকালে ধারণ করা হয় মাত্র। উহা যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বল তাঁহার সঙ্গে আসেও না এবং উহা সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালে তাঁহার সঙ্গে যায়ও না। ব্রাহ্মণের শরীর দগ্ধ করিবার সময় উহাও দগ্ধ হয়।

আর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ চিহ্ন ধারণ করিয়াও কত লোক মূর্খ, কত লোক অজ্ঞান। তবে শূদ্রবংশীয়কেই বা কেবল মূর্খ এবং অজ্ঞান বলা হয় কেন ?

নর উলঙ্গ থাকিলে কি তাহাকে অনর বলা হয় ? নর বস্ত্র পরিধান করিলেও তিনি নর, নর উলঙ্গ থাকিলেও তিনি নর। কোন প্রকার দ্বিজ উপবীত পরিধান করিলেও তিনি দ্বিজ, কোন প্রকার দ্বিজ উপবীত পরিধান না করিলেও তিনি দ্বিজ। প্রত্যেক দ্বিজের গুণকর্ম্ম, লক্ষণ-সকল এবং জ্ঞান থাকিলেই সেই প্রত্যেককেই দ্বিজ বলা যাইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়।

মূর্খ ব্রাহ্মণকে ঘৃতদান অবিধেয়। ঐ প্রকার দানে দাতা দানজনিত ফল প্রাপ্ত হন্ না। ঐ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন,—

"যথেরিণে বীজমুপ্তা ন বপ্তা লভতে ফলম্।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্॥ ১৪২ ॥"

পৈত্র ও দৈবোৎসবে চৌর্য্যপরায়ণ, পতিত, ক্লীব ও নাস্তিকবৃত্তিসম্পন্ন কোন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে নাই। সে সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

"যে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্ মনুরব্রবীৎ॥ ১৫০ ॥"

শ্রাদ্ধোপলক্ষে অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইতে হয়। মনুর মতে কোন বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ যদ্যপি ব্রহ্মচারী হন্ তথাপি তাঁহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে নাই। মনুর মতে যে ব্রাহ্মণের ত্বক্‌রোগ আছে, যাঁহার অনেক যজমান আছে, যিনি দ্যূতাশক্ত, যিনি চিকিৎসক, যিনি দেবল, যিনি মাংসবিক্রেতা এবং যে ব্রাহ্মণের অতি

কুৎসিত ব্যবসায় দ্বারা ভরণপোষণ হইয়া থাকে তাঁহাকেও শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজন করান নিষিদ্ধ। ঐ সকল নিষেধসম্বন্ধে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫১ ও ১৫২ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ॥ ১৫১॥
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যা স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ১৫২॥"

মনুর মতে অন্যান্য কতকগুলি কুলক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করান নিষিদ্ধ।

নবম অধ্যায়।

যে ব্যক্তির ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তি হইয়াছে, মহর্ষি অত্রির মতানুসারে, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। সেই ব্রাহ্মণই উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে, তিনিই দ্বিজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন্। সেই দ্বিজের বেদবিদ্যায় অধিকার হইলে, সেই বেদবিদ্যার আনুসঙ্গিকী বিদ্যাসকলে অধিকার হইলে, তাঁহাকেই বিপ্র বলা যায়। তবে যাঁহার ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তিও হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়া উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিয়া যিনি বেদবিদ্যা প্রভৃতির অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহাকেই 'শ্রোত্রিয়' বলা যাইতে পারে। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন,—

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥ ১৪০।"

জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া যদ্যপি উপযুক্ত কালে উপনয়ন না হয় স্মার্ত্ত মতানুসারে তাঁহাকে 'ব্রাত্য' হইতে হয়। ব্রাত্য হইলে, তখন আর তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তবে কোন ব্যক্তি জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া, উপনয়নের কালে উপনীত হইলে তাঁহাকে দ্বিজ বলা যাইতে পারে। নানা স্মৃতিতে দ্বিজত্ব রক্ষার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত ব্যবস্থামত চলিতে না পারিলেই অদ্বিজ হইতে হয়। দ্বিজ হইয়া বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা বিপ্র না হইতে পারিলে, অবিপ্র বলিয়াই পরিগণিত রহিতে হয়। অবিপ্র যে ব্যক্তি তাঁহার শ্রোত্রিয় হইবার অধিকারও নাই।

দশম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণকে তপস্বী হইতে হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর মতে জ্ঞানই ব্রাহ্মণের তপস্যা। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং।"

নীলতন্ত্রের মতে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। নীলতন্ত্রানুসারে যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান আছে। সে মতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানী। সেইজন্যই উক্ত তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"বেদমাতা জপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

উক্ত তন্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ভগবান শিবের মতে 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইতে হয়। যাঁহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব শিবনির্দ্দেশানুসারে তাঁহাকে অব্রাহ্মণই বলিতে

হয়। অথর্ব্ববেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদে লিখিত আছে যে, কোন সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"কো ব্রাহ্মণঃ ?"

তদুত্তরে ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

"ব্রহ্মবিৎ স এষ ব্রাহ্মণঃ।"

অথর্ব্ববেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞানীকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। সে মতেও জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার বৃত্তান্ত নাই। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা-দশরথের পুত্র বলিয়া কি ভগবান? শ্রীকৃষ্ণ দেবকীবসুদেবের পুত্র বলিয়া কি ভগবান? রাম কৃষ্ণ জন্মানুসারে ভগবান নহেন। রাম কৃষ্ণে ভগবদৈশ্বর্য্য ছিল বলিয়াই রাম কৃষ্ণ ভগবান। তদ্রূপ যাঁহাতে ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

একাদশ অধ্যায়।

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিমতে চতুর্ব্বেদ নহে। মনুর মতে ত্রিবেদ। প্রসিদ্ধ মনুসংহিতায় ঋক্, যজু এবং সাম বেদের উল্লেখ আছে। মনু অথর্ব্ববেদের বিষয় উল্লেখই করেন নাই। অনেক পণ্ডিতের মতে মনুসংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অনেক মীমাংসকের মতেই মনুর মতই অন্যান্য স্মৃতিকর্ত্তাদের মতাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য। সেইজন্যই মনুর মতানুসরণপূর্ব্বক অনেক মহাত্মাই ত্রিবেদেরই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। কথিত বেদত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক বেদই প্রধানতঃ ত্রিভাগে বিভক্ত। সেই ত্রিভাগের মধ্যে আদি ভাগের নাম মন্ত্র, মধ্য ভাগের নাম ব্রাহ্মণ এবং শেষ ভাগের নাম উপনিষৎ। মনুনির্দ্দেশিত বেদত্রয় মধ্যে অনেক মন্ত্র আছে। প্রত্যেক বেদের মধ্যে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকলের

সমষ্টির নাম সংহিতা। ত্রিবেদের অন্তর্গত তিন খানি সংহিতা। ঋগ্বেদীয় মন্ত্রসমষ্টির নাম ঋগ্বেদসংহিতা। যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রসমষ্টির নাম যজুর্ব্বেদসংহিতা। সামবেদীয় মন্ত্রসমষ্টির নাম সামবেদসংহিতা। প্রত্যেক বৈদিক সংহিতার মধ্যে অনেক প্রকার যজ্ঞেরই উল্লেখ আছে। সেই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালেই পশুহত্যার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত পশুহত্যাপ্রয়োজক যজ্ঞসকল কোন না কোন দেবোদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে কোন যজ্ঞই নিষ্কাম যজ্ঞ নহে। সেই সকল যজ্ঞের প্রত্যেকটীই সকাম যজ্ঞ। বেদের মতে যজ্ঞীয় কোন পশুহনন দ্বারা সকাম যজ্ঞ করিলেও যজ্ঞকর্ত্তাকে বা সেই যজ্ঞার্থে উক্ত পশুহত্যা সম্বন্ধে সহকারী কোন ব্যক্তিকেই সেই পশু-হত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। বেদমতে যজ্ঞার্থে সকামভাবে কোন পশু হনন করিলেও কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পরকালে সেই যজ্ঞে প্রদত্ত পশুও যাজ্ঞিকের কোন অনিষ্টও করিতে পারে না। অনেক স্মৃতিতেও যজ্ঞার্থে পশুহনন প্রসঙ্গ আছে। প্রসিদ্ধ কোন স্মৃতিমতেই যজ্ঞার্থে পশুহনন করিলেও পাপে লিপ্ত হইবার প্রসঙ্গ নাই। স্মৃতি মতানুসারেও ঐ প্রকার হনন জন্য ভবিষ্যকালে ইহলোকে কিম্বা পরলোকে সেই যজ্ঞে হত কোন প্রকার কোন পশুই যাজ্ঞিক প্রভৃতির অনিষ্ট করিতে পারে না। উশনঃসংহিতার নবমোঽধ্যায়োক্ত ২২ শ্লোকে বর্ণিত আছে,—

"ন মাংসানাং হতানাস্তু দৈবে চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
উপোষ্য দ্বাদশাহন্তু কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াদ্ ঘৃতম্॥"

উশনার ব্যবস্থামতে অবধারিত হইল যে দেবতার জন্য কোন বৈধ-পশুবধে তন্মাংসভক্ষণে কোন প্রকার দোষ হয় না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি দেবতাসন্নিধানে কোন প্রকার বৈধপশু বলিদান না করিয়া

স্বীয় তৃপ্তিজন্য অথবা অন্য কোন মানবের তৃপ্তিজন্য কোন প্রকার বৈধপশুহননও করা হয়, তাহা হইলে উক্ত উশনার মতানুসারে 'চান্দ্রায়ণ' করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। চান্দ্রায়ণ না করিলে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করত 'কুষ্মাণ্ড' মন্ত্রে 'হোম' করিতে হয়। তবে কথিত অবৈধবধজনিত পাপ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্তি হয়। বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান তান্ত্রিক কাল পর্য্যন্ত বহু যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, অদ্যাপি অনুষ্ঠান করা হইতেছে, পরেও অনুষ্ঠান করা হইবে বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে ব্রাহ্মণের হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ অহিংসাসম্পন্ন। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক কালে যত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে প্রায় সে সমস্ত যজ্ঞের যাজকই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে অনেক যজ্ঞেই পশু হনন করা হইয়াছে, সেই সমস্ত হননের কারণও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতার মতে বৈদিক কোন যজ্ঞে পশু হনন করিতে হইলে, যাজকব্রাহ্মণ দ্বারাই তাহা করা হইত। সেই হিংসাকার্য্য ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইত। যদ্যপি বল যে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞার্থে যে সমস্ত পশু স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রবলে সে সমস্ত পশুকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাহা বেদানুসারেই বলিবার উপায় নাই। যেহেতু কোন বেদেই যজ্ঞার্থ হত কোন পশুকে যজ্ঞীয় যাজক কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত করিবার বৃত্তান্ত নাই। যদ্যপি তৎকালে ঐ প্রকার অলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত, সর্ব্ববেদে অথবা কোন এক্ বেদে থাকিত। অতএব বলিতে হয় যে বৈদিক কালে যাজক ব্রাহ্মণগণের উপদেশে অথবা তাঁহাদের দ্বারা যে সকল পশু যজ্ঞে হত হইয়াছিল, সে সকলের প্রতি হিংসা তাঁহারা

অবশ্যই করিয়াছিলেন। সেইজন্য অতি প্রাচীন বৈদিক কালের ব্রাহ্মণগণও অহিংসক ছিলেন বলা যায় না। স্মৃতির প্রাধান্য সময়েও স্মৃতানুসারে যে সমস্ত যজ্ঞে নানা প্রকার সুপশু হত করা হইয়াছিল, সে সকল হত্যারও প্রধান কারণ যাজক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন। পুরাণ এবং উপপুরাণসম্মত যে সমস্ত যজ্ঞে বিবিধ বৈধপশু হত হইয়াছিল, সে সকল হত্যারও প্রধান কারণ যাজক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন। তবে কতিপয় পুরাণানুসারে অবগত হওয়া যায় যে যাজক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে নিহত পশুগণকে পুনর্জীবিত করিতেন। কিন্তু কোন স্মৃতিতেই যজ্ঞে নিহত কোন পশুরই পুনর্জীবন প্রাপ্তি প্রসঙ্গ নাই। ব্যাসসংহিতার মতে শ্রুতি বা বেদেরই অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা প্রাধান্য। পুরাণাপেক্ষা স্মৃতির প্রাধান্য। ব্যাসসংহিতার মতে কোন বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতি এবং পুরাণের নির্দ্দেশ বা বিধি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রুতি নির্দ্দেশ বা বিধিই গ্রাহ্য করিতে হইবে। কোন বিষয়ে স্মৃতির সহিত পুরাণের বিরোধ উপস্থিত হইলে, সে ক্ষেত্রে স্মৃতির বিধানই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ে বিবৃত আছে,—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ ৪॥"

আমরা কোন শ্রুতিতে কিম্বা কোন স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ যাজকগণের ইচ্ছায়, অনুমতিতে এবং সাহায্যে যে সমস্ত পশু হত হইয়াছিল সেই সমস্তকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। শ্রুতিস্মৃতিতে যজ্ঞীয় কোন যাজক যজ্ঞার্থ নিহত কোন পশুকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন বলিয়াও স্পষ্ট কিম্বা অস্পষ্ট কোন নির্দ্দেশই নাই। কোন কোন পুরাণে ঐ প্রকার নির্দ্দেশ আছে। কোন শ্রুতিতে, কোন স্মৃতিতে

ঐ প্রকার নির্দ্দেশ নাই বলিয়া পুরাণসম্মত ঐ প্রকার প্রসঙ্গে ব্যাস-কথিত স্মৃতি অনুসারে, অনাস্থা প্রদর্শন করিতেই বাধ্য হইতে হয়। সেইজন্য পুরাকালের যাজক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞার্থে পশুহনন দ্বারা হিংসা করেন নাইও বলা যায় না। অদ্যাপিও দেবোদ্দেশে পশুহনন যাজক ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থানুসারেই করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালেও দেবোদ্দেশে নিহত পশুগণকে কেহ পুনর্জ্জীবিত হইতে দর্শনও করেন নাই। সেই সকল পশু পুনর্জ্জীবিত হয় না বলিয়াই তাহাদের প্রতি অবশ্যই হিংসাচরিত হইয়া থাকে বলিতে হইবে। হইতে পারে দেবোদ্দেশে সেই সকল পশু শাস্ত্রমতে হত করায় হননকর্ত্তার কোন প্রকার পাতক হয় না। কিন্তু ঐ প্রকার হত্যাকালেও পশুকে হত হইবার পূর্ব্বে আর্ত্তনাদ করিতে শ্রবণ করা যায়। পশু হত হইবার সময়েও ভয়ানক যন্ত্রণানুভব করিয়া থাকে, তাহা আমরা অনেকেই দর্শন করিয়াছি। অতএব দেবোদ্দেশে যে সমস্ত পশু হত হয় তাহারাও হত হইবার সময় কষ্টানুভব করে বলিয়া ন্যায়তঃ অবশ্যই তাহাদের প্রতিও হিংসা করা হয় স্বীকার করিতে হইবে। বলি দিবার সময় পশুর যদ্যপি কষ্টানুভব না হইত তাহা হইলে বলিকর্ম্ম দ্বারা হিংসা করা হয় বলিয়া আমরা স্বীকার করিতাম না। দেবোদ্দেশে পশুনিবেদক যাজকব্রাহ্মণকে হিংসকও বলা হইত না। তাহা হইলে তাঁহারা দেব-জন্য পশুহনন কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী হইলেও তাঁহাদের অহিংসক বলিয়াই বিবেচনা করা হইত। * তাহা হইলে যোগোপনিষদের

"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ॥"

বাক্যের অতি মহান উদ্দেশ্যও তাঁহাদের দ্বারা সংসাধিত হইত। তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্মী হইয়াও অকর্ম্মী নামে আখ্যাত হইতে পারিতেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বেদকেই শ্রুতি বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা শ্রুতিরই প্রাধান্য। অনেক মহাত্মার মতেই বেদ বা শ্রুতি অপৌরষেয়। সেই বেদ বা শ্রুতি মতে অনেক উপনিষদ আছে। সেই সমস্ত উপনিষদের মধ্যে 'বৃহদারণ্যক' নামে এক্ খানি উপনিষদ আছে। বৃহদারণ্যক মতে অক্ষরকে অবগত না হইতে পারিলে 'ব্রাহ্মণ' হওয়া. যায় না। সে মতে যিনি অক্ষরকে অবগত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সেই অক্ষরকে অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন তিনি 'কৃপণ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ বিষয়ে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে,—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

বৃহদারণ্যকমতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ব্রাহ্মণী হইতে যে পুত্র, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। বৃহদারণ্যক মতের ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার, জগতীস্থ সর্ব্ব লোকেরই আছে। জগতের লোকসমষ্টির মধ্য হইতে যিনি 'অক্ষর'কে জানিবেন, তিনিই ব্রাহ্মণ হইবেন। তবে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ হওয়া অতি কঠিন। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত নিরালম্বোপনিষদের মতে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন নাই নিরালম্বোপনিষদের মতে তিনি ব্রাহ্মণই নহেন। যেহেতু সে মতে জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। সে মতে ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গৌতমসংহিতানুসারে কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া মদ্যপান করিলেও তিনি তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ না জানিয়া মদ্যপান করিলেও তাঁহার দ্বিজত্বের অপলাপ হয়। ব্রাহ্মণের দ্বিজত্বের লোপ হইলে তিনি বিষহীন সর্পের ন্যায় তেজবিহীন হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলে, অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পশ্চাৎ পুনর্ব্বার উপনয়নসংস্কার দ্বারা উপনীত হইতে হয়। অজ্ঞানতঃ মদ্যপান জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে 'তপ্তকৃচ্ছ্র' নামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই ব্রতানুষ্ঠানে প্রথম দিবসত্রয় দুগ্ধপান করিতে হয়, দ্বিতীয় দিবসত্রয় ঘৃতভোজন করিতে হয়, তৃতীয় দিবসত্রয় উদকপান করিতে হয় ও চতুর্থ দিবসত্রয় কেবলমাত্র বায়ুসেবনেই কালাতিপাত করিতে হয়। তৎপরে শাস্ত্রসম্মত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। ঐ বিষয়ে গৌতম সংহিতার চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে,—

"সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃ শুধ্যেদমত্যা পানে পয়োঘৃতমুদকং বায়ুং প্রতিত্র্যহং তপ্তানি সকৃচ্ছ্রস্ততোঽস্য সংস্কারঃ।"

গৌতমের মতানুসারে কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ মদ্যপান করিলেও তাঁহাকেও কথিত ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত এবং উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনর্সংস্কৃত হইতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ গৌতমসংহিতানুসারে জ্ঞানতঃ মদ্যপান করিলে তাঁহার মুখবিবরে উষ্ণ মদিরা নিক্ষিপ্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। মদ্যপ ব্রাহ্মণমুখে ঐ প্রকার মদিরা নিক্ষেপের পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তবে তাঁহার মদিরাপানজনিত পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই মৃত্যু দ্বারাই উক্ত ব্রাহ্মণের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে

মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ছিল, কি ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত ছিল! অদ্যাপিও ঐ প্রকার কঠোর অনুশাসন প্রচলিত থাকিলে মদ্যপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইত। ব্রাহ্মণকে অনিষ্টজনক পানদোষ হইতে বিরত রাখিবার জন্যই গৌতমাদি মহাত্মাগণ ঐ প্রকার নিয়ম করিয়াছিলেন। অধুনা ঐ নিয়ম প্রচলিত নহে বলিয়া সুপবিত্র ব্রাহ্মণকুলেও কত সুরাসেবী প্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রাদুর্ভাব নয়নগোচর হইয়া থাকে! ইদানী কত ব্রাহ্মণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া অতিশয় মদ্যপানে করালকালকবলে নিপতিত হইতেছেন! কেবলমাত্র মদ্যপান করিলেই কেহ প্রকৃত তান্ত্রিক হইতে পারে না, তাহা স্পষ্টাক্ষরে কত তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্ত্রমতে সুরাকে যিনি শোধনীপ্রক্রিয়া দ্বারা সুধা করিতে পারেন তিনিই সেই শোধিত সুরামৃত পান করিবার অধিকারী। যিনি বিষকেও অমৃতরূপে পরিণত করিতে পারেন, তিনিই সেই বিষামৃত পানের অধিকারী। সে কালে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ সুরাপান করিলে পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, তাঁহার পুনর্ব্বার উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার প্রয়োজন হইত। স্মৃত্যনুসারে তিনি ঐ প্রকারে পুনঃ সংস্কারসম্পন্ন না হইলে তাঁহাকে অদ্বিজই বলা হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা বলা হয় না। বর্ত্তমান কালে কোন ব্রাহ্মণবংশীয় অতিরিক্ত মদ্যপান করিলেও অদ্বিজ হন্ না, ঐ প্রকার মহাপানাসক্তি সত্ত্বেও তিনি জাতিভ্রষ্ট এবং সমাজভ্রষ্ট হন্ না। ইদানী ম্লেচ্ছাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণবংশীয়গণও জাতিভ্রষ্ট এবং সমাজভ্রষ্ট হইতেছেন না। তাঁহাদের অনেক আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদের সেই ম্লেচ্ছাচারকে বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অথচ অন্যজাতীয়গণকে ঐ প্রকার আচারসম্পন্ন দেখিলে তাঁহাদের ভ্রষ্টাচারী ও ম্লেচ্ছাচারী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। অবশ্য

ঐ প্রকার অবজ্ঞা যাঁহারা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নিরপেক্ষ নহেন্। নিরপেক্ষভাবসম্পন্ন হইলে পক্ষপাত থাকে না। অদ্যাপিও ব্রাহ্মণকুলে অনেক নিরপেক্ষ মহাত্মাগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের দর্শন করিলেও মূঢ়ের পুণ্য হয়। ঐ প্রকার মহাত্মাগণ সৎস্বভাবের আদর্শস্বরূপ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাত্মা শঙ্খের মতানুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেই কোন ব্যক্তি দ্বিজ শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি মৌঞ্জীবন্ধন প্রভৃতি দ্বারা, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হইলে এবং সেই উপনীত ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ব্যক্তির বেদে অধিকার না হইলে তিনি দ্বিজ নামে অভিহিত হন্ না। ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত ব্যক্তির কেবলমাত্র উপনয়ন হইলেই তাঁহাকে দ্বিজ বলা যায় না। যতদিন না তাঁহার বেদে অধিকার হয়, অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন্, ততদিন তিনি শূদ্রতুল্য। ঐ বিষয়ে শঙ্খ-ঋষির এইরূপ উপদেশ আছে,—

"বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।

যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্॥ ৮॥"

পুরাকালে প্রায় অনেক ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণই বেদাধ্যয়ন এবং বেদাধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদের সর্ব্ববেদেই বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহারা বেদাধ্যয়নের পদ্ধতিক্রমেই বেদাধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদার্থ পরিজ্ঞানে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃত যাজ্ঞিক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দৈনিক

পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর ছিলেন। কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতগণের মধ্যে অনেকেই বেদযজ্ঞবিহীন। বিশেষতঃ বঙ্গবাসী অনেক ব্রাহ্মণেরই বেদাধিকার হয় নাই, তাঁহাদের বেদাধ্যয়নে পর্য্যন্ত মতি নাই। অতএব স্মৃতিকর্ত্তা মহাত্মা শঙ্খের মতানুসারে তাঁহাদের শূদ্রতুল্যই বলিতে হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গৌতমের বিবেচনায় শূদ্র চতুর্থ বর্ণ। তাঁহার বিবেচনায় শূদ্র 'একজাতি'। আমাদের বিবেচনায়ও শূদ্র 'এক্জাতি'। যেহেতু তিনি কেবল এক্ ব্রহ্মারই শ্রীপাদপদ্ম হইতে জাত। যাঁহার জাত হইবার কেবল এক্ই জনক, তিনিই এক্জাত। তাঁহার জাতিও এক্। একই জনক যাঁহার, তিনি অবশ্যই 'দ্বিজাত নহেন'। সুতরাং তাঁহার জাতিও 'দ্বি' নহে। তিনি একেরই পুত্র। সেইজন্যই তাঁহার 'দ্বিজাতি' নহে। তাঁহার পুরুষের বা ব্রহ্মার শ্রীঅঙ্গ পদনামক স্থান হইতে উৎপত্তি। তাঁহার সেই উৎপত্তি অন্যথা হইবার নহে। তাঁহার অমন পবিত্র স্থান হইতে জন্ম হইয়াছে, তবে তাঁহার আর অপর জন্মের প্রয়োজন কি আছে? তাঁহার পবিত্র স্থান হইতে জন্ম হইয়াছে, তিনিও স্বতঃসিদ্ধ পবিত্র। তবে তিনি আবার পবিত্র হইবার জন্য চেষ্টা কি করিবেন? পবিত্র হইতে যাঁহার উৎপত্তি, তাঁহাকে কি অপবিত্র বলা যায়? শূদ্রের পরমপবিত্র পুরুষের বা ব্রহ্মার শ্রীপাদপদ্ম হইতে উৎপত্তি, অতএব শূদ্রও পবিত্র। শূদ্রও যাঁহার অঙ্গজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও তাঁহার অঙ্গজ। মুখ, বাহু এবং উরুর ন্যায় পদও কি পুরুষের বা ব্রহ্মার অঙ্গের এক্ অংশ নহে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যেমন ব্রহ্মার অঙ্গজ তদ্রূপ শূদ্রও তাঁহার অঙ্গজ। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি এক্জাত নহে, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির এক্জাতি নহে? যদি

বলা হয় যে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের 'দ্বিজাতি' হয়, তখনি তাঁহারা দ্বিজাত হন্, তাহাও অনেক প্রতিবাদী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উপনীত হইলেও, তাঁহাদের যেমন অঙ্গ তেমনি থাকে, তৎকালে তাঁহাদের পুরাতন অঙ্গের ধ্বংস হইয়া নূতন এক্ প্রকার অঙ্গ হয় না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আত্মার ধ্বংস হইয়াও নূতন এক্ প্রকার আত্মার উৎপত্তি হয় না। যদি বলা হয় যে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যপুত্রের পূর্ব্বস্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, সেইজন্যই উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পুনঃ-জন্ম হয় স্বীকার করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যপুত্রের উপনয়ন দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেই বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের তদ্দ্বারা পুনঃজন্ম হয় স্বীকার করা হইবে কেন? তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বভাবেরই পুনঃজন্ম হয় স্বীকার করা যায় না। এক্ প্রকার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য প্রকার হইলে, অনেক মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণের মতেই সেই পরিবর্ত্তনকে পুনঃজন্ম বলা যাইতে পারে না। যেমন কোন বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, বীজের কি তাহা পুনঃজন্ম? সেজন্য বীজ কি 'দ্বিজ' হয়? তাহাই দ্বিজত্ব যদ্যপি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে দ্বিজ বলা হইবে কেন? এক অবস্থা হইতে অপরাবস্থাতে পরিণত হওয়ার নাম যদি দ্বিজত্ব হয়, তাহা হইলে, এই জগতস্থ অনেক সামগ্রীই এক্ অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় পরিণত হয়, অতএব সেইজন্য অবশ্যই তাহাদের প্রত্যেক পরিবর্ত্তিত অবস্থাকেই 'দ্বিজত্ব' বলিতে হয়। এক্ বস্তুর বারম্বার পরিবর্ত্তন হইলে, সেই বস্তুর বহু পরিবর্ত্তনই স্বীকার করিতে হয়। সেই বস্তুর বহু পরিবর্ত্তন জন্য, সেই বস্তুকে দ্বিজ না বলিয়া বহুজও বলা যায়।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই বারম্বার পরিবর্ত্তন হয়, প্রত্যেক মনুষ্যেরই বহু পরিবর্ত্তন হয়, সেইজন্য অবশ্যই প্রত্যেক মনুষ্যকেই বহুজ বলা যাইতে পারে। অতএব সেই কারণে ব্রাহ্মণকে দ্বিজ না বলিয়া বহুজই বলিতে হয়, ক্ষত্রিয়কেও দ্বিজ না বলিয়া বহুজই বলিতে হয়, বৈশ্যকেও দ্বিজ না বলিয়া বহুজ বলিতে হয়। ঐ ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য মনুজবৃন্দকেও বহুজ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে অবহুজ বলিয়া আর্ কোন (ব্যক্তি) মনুষ্যকেই স্বীকার করা হয় না। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি সমস্ত মনুষ্যনিচয় সেই বহুজ জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সকলেই বহুজ হইলে, আর তারতম্য নির্দ্দেশ করা হয় না। নানা শাস্ত্রানুসারে জীবের বারম্বার জন্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রভৃতিরও বারম্বার উৎপন্ন হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্যও ব্রাহ্মণকেও বহুজ বলা যায়, ক্ষত্রিয়কেও বহুজ বলা যায়, বৈশ্যকেও বহুজ বলা যায় এবং শূদ্র প্রভৃতি প্রত্যেক মনুজকেও বহুজ বলা যাইতে পারে। নানা শাস্ত্রে পুত্রকে আত্মজ এবং অঙ্গজ বলা হইয়াছে। পিতাই পত্নীর উদরে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এ প্রকার শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব ঐ প্রকারেও একজনেরই বহু জন্ম স্বীকার করিতে হয়। অতএব ঐ প্রকার প্রত্যেক মনুষ্যকেই বহুজ বলা হইতে পারে। অথবা সকলেরই জন্মের কারণ চৈতন্য বলিয়া অথবা সকলেরই জন্মের কারণ পুরুষ বা ব্রহ্মা বলিয়া সকলেই একজাত। সেইজন্য সকলেরই এক্ জাতি।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনেক স্মৃতির মতেই ব্রাহ্মণ অর্দ্ধসীরির অন্ন ভোজন করিতে পারেন। ঐ বিষয়ে প্রধান স্মৃতিকর্ত্তা সত্যযুগের স্বায়ম্ভুব মনুরও ব্যবস্থা

আছে। ঐ ব্যবস্থা মনুসংহিতা নামক গ্রন্থে মনুবাক্যেই প্রকাশিত আছে। মহর্ষি পরাশরের মতেও ব্রাহ্মণ অর্দ্ধসীরির অন্ন ভোজন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ অর্দ্ধসীরির অন্ন ভোজন করায় তাঁহাকে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইজন্যই স্মার্ত্ত মতানুসারে অর্দ্ধসীরির অন্নকেও অপবিত্র বলা যায় না। ঐ প্রকারান্ন ব্রাহ্মণেরও ভোজ্য বলিয়া অবশ্যই উহা অন্য ত্রিবর্ণেরও অভোজ্য বলা যায় না। যেহেতু সকলবর্ণগণ মধ্যে ব্রাহ্মণেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ যাঁহার অন্ন ভোজন করিতে পারেন তাঁহার অন্ন অন্যান্য বর্ণগণই বা ভোজন করিতে পারিবেন না কেন? সেইজন্য অর্দ্ধসীরির অন্ন তাঁহাদেরও ভোজ্য বলিতে হয়। যে অর্দ্ধসীরির অন্ন ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে পারেন বাস্তবিক সেই অর্দ্ধসীরি কোন্ জাতি? কোন শাস্ত্রানুসারে সেই অর্দ্ধসীরির কোন প্রকার জাতি নির্ণয় করিতে পারা যায় কি না? সেই অর্দ্ধসীরি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণ কি না? তদুত্তরে বলা যায় অর্দ্ধসীরি পরাশরসংহিতোক্ত মতানুসারে কোন প্রকার মৌলিক বর্ণ নহেন, অর্দ্ধসীরি অবিমিশ্র বর্ণ নহেন। অর্দ্ধসীরিকে এক প্রকার মিশ্রবর্ণ ই বলা যাইতে পারে। পরাশরের মতানুসারে দ্বিবিধ বর্ণসংযোগে অর্দ্ধসীরির উদ্ভব। ব্রাহ্মণ-বর্ণীয় পুরুষ এবং বৈশ্যবর্ণীয়া কন্যাসংযোগে অর্দ্ধসীরির অস্তিত্ব। প্রসিদ্ধ পরাশরসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে এই প্রকার বর্ণিত আছে,—

"বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ॥ ২৩॥"

কথিত হইল "বৈশ্যকন্যা সংযোগে ব্রাহ্মণোৎপন্ন সংস্কৃত যে সন্তান সেই সন্তানই 'আর্দ্ধক' সংজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। (অনেকের

মতে সেই আর্দ্ধিকেরই অপর নাম অর্দ্ধসীরি।) সেই আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরির অন্ন নিশ্চয়ই বিপ্রের ভোজ্য।”

মনুর মতানুসারে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরিকেই অম্বষ্ঠজাতি বলা যাইতে পারে। মনু ঐ আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরির উৎপত্তির ন্যায়ই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। অম্বষ্ঠোৎপত্তি সম্বন্ধে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সহিত ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুর মতের ঐক্য আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্যাসসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে নানা প্রকার অন্ত্যজ জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্যাসসংহিতার মধ্যে সেই সমস্ত জাতির উৎপত্তিবিবরণ নাই। সেই সমস্ত অন্ত্যজ জাতির মধ্যে দাসজাতিরও উল্লেখ আছে। অতএব ব্যাসের মতে দাসজাতিও একপ্রকার অন্ত্যজ জাতি। কিন্তু ব্যাসদেবের পিতা শাক্ত্যপুত্র পরাশর দাসজাতিকেও একপ্রকার অন্ত্যজ জাতি বলেন নাই। তাঁহার মতে দাসেরও জনয়িতা ব্রাহ্মণ। তবে দাসের জননী ব্রাহ্মণকন্যা নহেন। দাসের জননী শূদ্রকন্যা। পরাশরের মতে তিনি শূদ্রা নহেন। যদ্যপি তিনি শূদ্রা হইতেন, তাহা হইলে পরাশরসংহিতাতে তাঁহার শূদ্রাখ্যাই থাকিত। পরাশরের মতে দাসের জননী ‘শূদ্রকন্যা’। সেইজন্যই তাঁহাকে শূদ্রা বলা যায় না। শূদ্র-ভার্য্যাকেই শূদ্রা বলা যায়। তিনি শূদ্র-ভার্য্যা নহেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ভার্য্যা। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ চারি বর্ণের কন্যাগণকেই বিবাহ করিতে পারিতেন। ঐ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণই সংগৃহীত হইতে পারে। ঐ বিষয়ে কোন কোন স্মৃতিতেও প্রমাণ আছে। দাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরাশরসংহিতায় এই প্রকার বিবরণ আছে,—

"শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥ ২১॥"

বলা হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্র সংস্কৃত হইলে তাঁহাকেই 'দাস' বলা যাইতে পারে। ঐরূপে উৎপন্ন পুত্রের সংস্কার না হইলে, তাহাকেই 'নাপিত' বলা হইয়া থাকে।" পরাশরসংহিতার একাদশাধ্যায়ানুসারে 'নাপিত'ও ব্রাহ্মণের ঔরসজাত। তবে তাঁহার মাতা শূদ্রকন্যা বটে। তাঁহার অসংস্কার জন্য তিনিও একপ্রকার ব্রাত্য। অসংস্কার জন্যই তিনি দাস উপাধিতে বঞ্চিৎ। তাঁহার অসংস্কার জন্যই দাসের শাস্ত্রে জীবিকা জন্য যে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাঁহার জীবিকা জন্য সে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত নাই! তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারাই উপজীবিকাহরণ করিতে হয়! অথচ জন্মানুসারে তাঁহার এবং দাসজাতিতে কোন প্রভেদ নাই। অনেকের বিবেচনায় বঙ্গীয় কৈবর্ত্তজাতিই দাসজাতি। ব্যাসসংহিতার মতে 'দাস' যেমন একপ্রকার অন্ত্যজ জাতি তদ্রূপ 'নাপিতও' অপর একপ্রকার অন্ত্যজ জাতি। ব্যাসসংহিতায় যেমন দাসজাতির উৎপত্তি বিবরণ নাই তদ্রূপ 'নাপিত'জাতিরও উৎপত্তিবিবরণ নাই।

ব্যাসসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ানুযায়ী দাস এবং নাপিত উভয়কেই শূদ্র বলা হইয়াছে। ঐ বিষয়ে ব্যাসোক্ত এই প্রকার শ্লোক আছে,—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকা॥ ৫০॥
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি।"

কথিত পঞ্চাশ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকানুসারে জানা হইল যে অর্দ্ধসীরি, কুলবন্ধু, দাস, নাপিত এবং গোপক বা গোপালক শূদ্রজাতীয়। কিন্তু তাহারা শূদ্রজাতীয় হইলেও তাহাদের অন্ন অভোজ্য নহে।

সেইজন্য ব্রাহ্মণাদি তাহাদের অন্ন ভোজন করিলেও তাঁহাদিগকে দোষী হইতে হয় না। যেহেতু তাহাদের অন্ন ব্যাসাদির মতে দূষিত নহে।

ব্যাসসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশ এবং একান্ন শ্লোকানুসারে দাস এবং নাপিতাদির শূদ্রত্ব নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাসসংহিতার প্রথমাধ্যায়ানুসারে দাস বা কৈবর্ত্ত এবং নাপিতকে শূদ্র বলা যায় না। ঐ অধ্যায়ের মতে দাসও অন্ত্যজজাতীয় এবং নাপিতও অন্ত্যজজাতীয়। ঐ অধ্যায়ানুসারে দাস এবং নাপিতকে কোন মতেই শূদ্র বলা যাইতে পারে না। কারণ ঐ অধ্যায়ে শূদ্রবর্ণের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। কোন স্মৃতিতেই অন্ত্যজকে শূদ্র বলা হয় নাই। অন্ত্যজার্থে বর্ণসঙ্কর বলাই সঙ্গত। ব্যাসদেবের মতানুসারে দাস এবং নাপিত অন্ত্যজ হইলেও তাঁহাদের অন্ন কোন ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিলেও তদ্দ্বারা তাঁহাকে দূষিত হইতে হয় না। মনুসংহিতা প্রভৃতি কোন্ স্মৃতির মতানুসারেই দাস এবং নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিলে, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। ভগবান স্বায়ম্ভুবমনুও দাস এবং নাপিতাদির অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোজ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতেও ব্রাহ্মণ ঐ সকলের অন্ন ভোজন করিলে, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। মহর্ষি পরাশরের মতেও দাস এবং নাপিতের অন্ন ব্রাহ্মণের অভোজ্য নহে। তিনি দাসনাপিতাদির জন্মবিবরণও কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকন্যাসংযোগে যে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই পুত্রের যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কার সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রকেই দাস বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে দাস শূদ্র। ঐ প্রকারে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত না হইলে তাহারই নাপিত সংজ্ঞা হইয়া থাকে। পরাশর নাপিতকেও শূদ্র

বলিয়াছেন। পরাশরসংহিতার একাদশাধ্যায়ে দাসনাপিত প্রভৃতি শূদ্রগণের এই প্রকার বৃত্তান্ত আছে,—

"শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥ ২১॥"

পরাশরের মতানুসারে শূদ্রজাতীয় দাস এবং নাপিতান্ন ব্রাহ্মণগণও যে ভোজন করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে পরাশরোক্ত উপদেশবাক্য উদাহৃত হইতেছে,—

"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২০॥"

পরাশরের মতে দাস এবং নাপিত শূদ্র হইলেও তাঁহাদের অন্ন ব্রাহ্মণাদির ভোজনসম্বন্ধে অবৈধ নহে। পরাশর, বেদব্যাস এবং প্রজাপতি মনু প্রভৃতির মতানুসারে ব্রাহ্মণাদি দাস ও নাপিতান্ন ভোজন করিলে, তাঁহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। বেদব্যাসের মতানুসারে দাস এবং নাপিতকে শূদ্র এবং অন্ত্যজ উভয়ই বলা যায়। বেদব্যাসের মতানুসারে চণ্ডাল যেমন এক্ প্রকার অন্ত্যজজাতি তদ্রূপ দাস এবং নাপিত অন্ত্যজজাতীয়। কোন স্মৃতিমতেই চণ্ডালকে শূদ্র বলা হয় নাই। অনেক স্মৃতির মতেই চণ্ডালও এক্ প্রকার বর্ণসঙ্কর। ব্যাসসংহিতায় বর্ণসঙ্কর চণ্ডালকেও যেমন অন্ত্যজ বলা হইয়াছে তদ্রূপ দাস ও নাপিতকেও বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে। অতএব চণ্ডাল বর্ণসঙ্কর বলিয়া দাস ও নাপিতও বর্ণসঙ্কর। ব্রাহ্মণাদির বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজ দাস এবং নাপিতান্ন ভক্ষণসম্বন্ধে কোন স্মৃতিকর্ত্তারই আপত্তি নাই। ব্রাহ্মণাদিকে তাঁহারা দাস ও নাপিতাদির অন্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থাই দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ স্মৃতিকর্ত্তাগণের ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণাদির বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজ দাস এবং নাপিতের অন্ন ভক্ষণীয় হইলে, তবে অন্যান্য যাঁহারা বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজজাতীয় বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের অন্নই বা ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণীয়-গণের অভোজ্য হইবে কেন? তাঁহাদের অন্নভোজনেই বা ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণসকলকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে কেন? তাঁহাদের অন্নভোজনেই বা ব্রাহ্মণাদিকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধিত হইতে হইবে কেন? স্মৃতি এবং যুক্তিমতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজের অন্নও ব্রাহ্মণাদির অভোজ্য হইতে পারে না। তবে শূদ্রান্নই বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অভোজ্য হইবে কেন? প্রসিদ্ধ পরাশরের মতেও দাস এবং নাপিত প্রভৃতি শূদ্র তাহাও পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। ব্যাসসংহিতার কোন অংশ হইতে দাস এবং নাপিতকে যে শূদ্রও বলা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ভগবান মনুর মতেও দাস ও নাপিতাদি শূদ্র। তিনিও ঐ দাসনাপিতাদির অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ভক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে অন্যান্য শূদ্রজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের অন্নই বা ব্রাহ্মণাদির অভোজ্য হইবে কেন? তাঁহাদের অন্নভোজন দ্বারাই বা ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কেন? আমাদের মতে এক শূদ্রের অন্নগ্রহণে যাঁহাদের জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপর শূদ্রের অন্ন ভোজন করিলেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। পূর্ব্বে যে বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজের অন্নও ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ব্যবস্থেয় প্রমাণ করা হইয়াছে তবে ব্রাহ্মণাদির বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজাপেক্ষা যে শূদ্র তাঁহার অন্নই বা অগ্রাহ্য এবং অভোজ্য হইবে? সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই শূদ্র বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নানাশাস্ত্রানুসারে শূদ্র যে ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যেহেতু ব্রাহ্মণের ন্যায়, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, যেহেতু বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রেরও ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ যেমন ব্রহ্মার

অঙ্গজ, ক্ষত্রিয় যেমন ব্রহ্মার অঙ্গজ, বৈশ্য যেমন ব্রহ্মার অঙ্গজ তদ্রূপ শূদ্রও ব্রহ্মার অঙ্গজ। সংস্কৃত সর্ব্বাভিধানানুসারেই 'অঙ্গজ' শব্দের অর্থ পুত্র। অতএব সেইজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই চারই ব্রহ্মার পুত্র। অতএব তাঁহারা সকলের অন্নই সকলে ভক্ষণ করিতে পারেন। ঐ প্রকার ভক্ষণ জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে যাঁহারা জাত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন কারণবশতঃই ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে জাত নহেন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না। অতএব সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কোন শাস্ত্রানুসারেই বরাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর নহেন। বরাহ এক্ প্রকার পশু। বরাহ কোন প্রকার দেবতাও নহে। ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহমূর্ত্তী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বরাহজাতিই হইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণীয়ই ছিলেন না। সে অবস্থায় তিনি বর্ণসঙ্কর পর্য্যন্ত ছিলেন না। সেই বরাহ অব্রাহ্মণ হইলেও চতুর্ব্বেদই তাঁহার পদচতুষ্টয় হইয়াছিল। বিষ্ণুসংহিতার মতে অব্রাহ্মণ বরাহমূর্ত্তীর পদচতুষ্টয় চতুর্ব্বেদ হইয়া থাকিতে পারিলে, শূদ্র এবং বর্ণসঙ্করগণই বা বেদে অনধিকারী হইবেন কেন? বেদচতুষ্টয় যদ্যপি ব্রাহ্মণরূপী ভগবানের পদচতুষ্টয় হইত, তাহা হইলেও শূদ্রের তাহাতে অনধিকার হইত না। যেহেতু শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের ঐ প্রকার ব্রাহ্মণের পদসেবাতেও অধিকার আছে। 'শঙ্করদিগ্বিজয়ম্' নামক গ্রন্থানুসারে চতুর্ব্বেদের চারিটী কুক্কুরমূর্ত্তীধারণ প্রসঙ্গও আছে। কুক্কুর নানা-

শাস্ত্রানুসারে একপ্রকার অস্পৃশ্য জন্তু। যে বেদ কখনও বরাহের পদ এবং কখনও কুক্কুর হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে বরাহ অবতার হইবার সময় তিনি পুনর্ব্বার সেই বরাহের পদচতুষ্টয় হইবেন। অতএব এবম্প্রকার বেদে ব্রহ্মাঙ্গজ শূদ্রেরই বা অনধিকার স্বীকার করা যাইবে কেন? এক্ সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র যে ব্রহ্মার কায়স্থ ছিলেন, ঐ চারি বর্ণই যে ব্রহ্মকায়ার সহিত অভিন্ন ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবারই প্রয়োজন নাই। সে সম্বন্ধে সাক্ষ কোন্ প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র হইতে না পাওয়া যাইবে? অতএব বেদে অধিকার যদ্যপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের থাকে, তাহা হইলে শূদ্রেরও তাহাতে অধিকার থাকা উচিৎ। যেহেতু তাঁরা তিন জনও ব্রহ্মার পুত্র শূদ্রও ব্রহ্মার পুত্র। কোন শাস্ত্রানুসারেই শূদ্রকে ব্রহ্মার অপুত্র বলা যায় না। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব জন্য যদ্যপি ব্রহ্মাকে শাস্ত্রে বিষ্ণুর পুত্র বলা হইয়া থাকে, বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হওয়ার জন্য গঙ্গাকে যদ্যপি বিষ্ণুর কন্যা বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি জন্য শূদ্রকেই বা ব্রহ্মার পুত্র বলা যাইবে না কেন?

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৎস্যগন্ধার পিতা যে ক্ষত্রিয়কে বলা হয়, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার বিবাহিতা কোন ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভ হইতে, তাঁহার ঔরসে যদ্যপি মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি হইয়া থাকিত, তাহা হইলে আমরা সেই মৎস্যগন্ধাকে শুদ্ধ বা অবিমিশ্র ক্ষত্রকন্যাই বলিতাম। কোন শাস্ত্রানুসারেই মৎস্যগন্ধার মাতা ক্ষত্রিয়া নহেন। কোন শাস্ত্রানুসারেই তাঁহাকে কোন ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত কন্যাও বলা যাইতে পারে না। তবে তিনি ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যজাত কন্যা বটে। তাঁহার মৎস্যের উদর হইতে নিষ্কাশিত

হইবার বৃত্তান্ত আছে। সেজন্য তিনি মৎস্যেরও কন্যা। মৎস্যগন্ধার পিতা যে ক্ষত্রিয়কে বলা হয়, তাঁহার সহিত সেই মৎস্যের বিবাহও হয় নাই। মৎস্যের সহিত তাঁহার বিবাহও যদ্যপি হইত, তাহা হইলেও, তাঁহার ঔরসে মৎস্যগর্ভ হইতে পুত্র বা কন্যার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হইত। যেহেতু মনুষ্যের মৎস্যের সহিত অঙ্গসঙ্গ স্বাভাবিক নহে। যদিও কোন প্রকার দৈববশে তাহা সংঘটিত হইত, তাহা হইলেও সেই ক্ষত্রিয়ের সংশ্রবে, সেই মৎস্য হইতে যে পুত্র কিম্বা কন্যা হইত, তাহাকে কোন ক্রমেই শুদ্ধ ক্ষত্রিয়কন্যা বলা যাইতে পারিত না। যেহেতু বিষ্ণুসংহিতা এবং ব্যাসসংহিতা প্রভৃতির মতে একজন ক্ষত্রিয় যদ্যপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে একজন বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন,এবং তাঁহার ঔরসে সেই বৈশ্যকন্যা হইতে কোন পুত্র কিম্বা কন্যার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র কিম্বা কন্যার বৈশ্যের ন্যায়ই সর্ব্ব সংস্কার হইবে। যেহেতু বিষ্ণুসংহিতার মতানুসারে সেই পুত্র বা কন্যার মাতৃবর্ণই হয়। সেই পুত্র কিম্বা কন্যার পিতা ক্ষত্রিয় বলিয়া, সেই পুত্র কিম্বা কন্যা ক্ষত্রবর্ণীয় বা ক্ষত্রবর্ণীয়া হয় না। কোন শাস্ত্রানুসারেই মৎস্য বা মৎস্যা মানব বা মানবী নহে বলিয়া, মনুষ্যগণ যে সকল জাতীয় শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত, তাহারা সেই সকল শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত নহে। মৎস্য ব্রাহ্মণ নহে, মৎস্যা ব্রাহ্মণী নহে, মৎস্য ক্ষত্রিয় নহে, মৎস্যা ক্ষত্রিয়া নহে। মৎস্য বৈশ্য নহে, মৎস্যা বৈশ্যাও নহে। মৎস্য শূদ্র নহে, মৎস্যা শূদ্রাও নহে। মৎস্য কিম্বা মৎস্যা কোন বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর অন্তর্গতও নহে। কোন শাস্ত্রেই মৎস্য কিংবা মৎস্যাকে কোন বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয় নাই। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্রাদি মতে মৎস্য কিংবা মৎস্যাপেক্ষা চতুর্ব্বর্ণেরই শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। যেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি ঋগ্বেদীয়পুরুষের বা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে। সেইজন্য ঐ চতুর্ব্বর্ণেরই মৎস্য বা মৎস্যাপেক্ষা প্রাধান্য।

যেহেতু মৎস্য বা মৎস্যা পুরুষের বা ব্রহ্মার অঙ্গজ নহে। অতএব চারি বর্ণ হইতে সর্ব্বপ্রকার মৎস্যজাতিকে নিকৃষ্টই বলিতে হইবে। সেইজন্য যে ক্ষত্রিয়কে মৎস্যগন্ধার পিতা বলা হইয়া থাকে, সেই ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা কোন মৎস্যা গর্ভ হইতে, সেই ক্ষত্রিয়ের ঔরসে যগুপি মৎস্যগন্ধার জন্ম হইত তাহা হইলেও শাস্ত্রানুসারে মৎস্যাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতাবশতঃ সেই মৎস্যগর্ভোৎপন্না কন্যাকে ক্ষত্রিয়জাতীয়া বলা যাইতে পারিত না। তবে তাহাকে মৎস্যজাতীয়াও বলা যাইতে পারিত না। যেহেতু কোন শাস্ত্রেই মৎস্যার সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের অথবা অন্য কোন প্রকার মানবের সহিত বিবাহ হইবার ব্যবস্থা নাই। অতএব ঐ প্রকার বিবাহ বৈধ নহে বলিয়া, ঐ প্রকার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে বলিয়া, ঐ প্রকার বিবাহ স্বাভাবিক নহে বলিয়া, ঐ প্রকার বিবাহ দ্বারা কোন মৎস্যা যগুপি কোন ক্ষত্রিয়ের পত্নী হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই ক্ষত্রিয় এবং মৎস্যা হইতে কোন কন্যার উৎপত্তি হইলে, সেই কন্যাকে শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়জাতীয়ও বলা যায় না বা মৎস্যাজাতীয়ও বলা যায় না। শাস্ত্রানুসারে সেই কন্যাকে উভয়জাতীয়ও বলা যায় না। শাস্ত্রানুসারে সেই কন্যাকে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করও বলা যায় না। যেহেতু কোন শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি মানবের সহিত কোন মৎস্যার সংশ্রবজনিত কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতির উৎপত্তিরই বিবরণ কোন শাস্ত্রেই নাই। সেইজন্যই ঐ প্রকার কন্যাকে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়াও বলা যায় না। কোন স্মৃতিতে এরূপ ব্যবস্থাও নাই, যে কোন সূত্রে ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য কোন মৎস্য ভক্ষণ করিবেক অথবা অন্য কোন প্রকারে, সেই বীর্য্য সেই মৎস্যের বা মৎস্যার গর্ভস্থ হওয়ায় যে পুত্র কিম্বা কন্যার উৎপত্তি হইবে সেই পুত্র কিম্বা কন্যা ক্ষত্রিয়জাতীয় বা জাতীয়া হইবে।

সেইজন্যই মৎস্যগন্ধাকেও ক্ষত্রিয়জাতীয়া বলা যায় না। কোন স্মৃতি অনুসারেই মৎস্যগন্ধার কোন প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। ঐ মৎস্যগন্ধার সহিত যদ্যপি পরাশরের বিবাহই হইত তাহা হইলেও পরাশরের ঔরসে ঐ মৎস্যগন্ধা হইতে কোন পুত্র হইলে, সে পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারিত না। যেহেতু ঐ প্রকার বিবাহ স্মৃতিসম্মত নহে এবং ঐ কন্যা ব্রাহ্মণকন্যা নহে। বিষ্ণু এবং বেদব্যাসের মতানুসারে, স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে অসবর্ণা অসমানপ্রবরা ব্রাহ্মণকন্যার সহিত কোন ব্রাহ্মণের বিবাহ হইলে এবং সেই ব্রাহ্মণের ঔরসে কথিতা ব্রাহ্মণী হইতে যে সন্তান হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণের ন্যায় উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সেইজন্যই পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছিল সে পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ঐ পুত্রের মাতা মৎস্যগন্ধা যদ্যপি ক্ষত্রিয়-জাতীয়া হইতেন তাহা হইলে, বিষ্ণুসংহিতা এবং ব্যাসসংহিতার মতানুসারে সেই সন্তানকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারিত এবং যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে তাঁহাকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলা যাইতে পারিত। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণজাতীয়াও নহেন, ক্ষত্রিয়জাতীয়াও নহেন, বৈশ্যজাতীয়াও নহেন, শূদ্রজাতীয়াও নহেন এবং কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়াও নহেন। স্মৃতিসকলে ব্রাহ্মণঔরসে কোন অবর্ণীয়ার, অজাতীয়ার পুত্রকে কোন জাতীয় বলা হইবে তাহার ব্যবস্থা নাই। কোন অবিবাহিতা, অবর্ণীয়া, অজাতীয়া কুমারীর ব্রাহ্মণঔরসে গর্ভোৎপন্ন পুত্রকে কোন স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিতে বলা হয় নাই, ক্ষত্রিয় বলিতে বলা হয় নাই, বৈশ্য বলিতে বলা হয় নাই, শূদ্র বলিতে বলা হয় নাই। তবে ব্যাসসংহিতার মতানুসারে ঐ প্রকার পুত্রকে এক্‌প্রকার চণ্ডাল বলা যায়। যেহেতু ব্যাস কোন কুমারীর গর্ভজাত সন্তান হইলেই এক্‌প্রকার

চণ্ডাল হয় বলিয়াছেন। তিনি তাহাতে কোন বর্ণীয়া কুমারীর গর্ভজ পুত্র হইলে চণ্ডাল হয় তিনি তাহার কোন নির্দ্দেশ করেন নাই, তিনি অবর্ণীয়া কুমারীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল হয় নাও বলেন নাই। তাঁহার মতে কেবল কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকেই একপ্রকার চণ্ডাল বলা যায়। তিনি সে কুমারীর কোন প্রকার বর্ণা অথবা অবর্ণা হওয়ার প্রয়োজন, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। সেইজন্য বর্ণা, অবর্ণা এবং সকল প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়া কুমারীগর্ভোৎপন্ন পুত্রই চণ্ডাল হয় বুঝিতে হয়। ব্যাসসংহিতায় কোন বর্ণীয় ব্যক্তির ঔরসে কুমারীগর্ভোৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল হয় তাহারও নির্দ্দেশ নাই। সেইজন্য সর্ব্ববর্ণীয় পুরুষের, সকল প্রকার বর্ণসঙ্করের সঙ্গেই কুমারীর গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলে, সেই পুত্রকেই চণ্ডাল বলা যায়। কোন অবর্ণীয় পুরুষের গর্ভে বর্ণা এবং অবর্ণা কুমারীর গর্ভ হইলেও সেই গর্ভ হইতে, যে পুত্রের উৎপত্তি হয় তাহাকেও চণ্ডাল বলা যায়। যেহেতু ঐ বিষয়েও ব্যাসের নিষেধ নাই ব্যাসসংহিতায়। অলৌকিকভাবে কোন পুরুষের সংশ্রব ব্যতীত যদ্যপি কোন কুমারীর সন্তান হয়, তাহা হইলেও ব্যাসের মতানুসারে, সেই সন্তানকেও চণ্ডাল বলা যায়। যেহেতু ঐ প্রকার কুমারীর গর্ভ হইতে পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাসের কোন নিষেধবাক্য নাই। কর্ণের মাতা কুমারী যখন ছিলেন, তখনই সূর্য্যের বরে তাঁহার গর্ভ হইতে কর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। কর্ণের মাতার কুমারী অবস্থায় কর্ণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, কর্ণকেও ব্যাসসংহিতার মতানুসারে চণ্ডাল বলা যায়। যেহেতু ব্যাস কোন দেব বা দেবীর বরে কুমারীর সন্তান হইলে, সেই সন্তানকে চণ্ডাল বলা হইবে না, বলেন নাই। ব্যাস কেবলমাত্র কুমারী-গর্ভজাত পুত্র চণ্ডাল হয় বলিয়াছেন বলিয়া বাইবেলীয় ঈশাকেও চণ্ডাল বলা যায়। যেহেতু কুমারী মেরীর গর্ভ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

বিংশ অধ্যায়।

অনেকেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতাকে ক্ষত্রকন্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য উৎসুক। মহাভারতানুসারে ক্ষাত্রবীর্য্যে তাঁহার জন্ম বটে। সেজন্য(ও) শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়কন্যা বলা যায় না। যেহেতু বেদব্যাসের মাতার পিতা যাঁহাকে বলা হয় তিনি নিজে ক্ষত্রিয় হইলেও, বেদব্যাসের মাতাকে তাঁহার ঔরসজাত কন্যা বলা যায় না। যেহেতু তাঁহার ঔরসে তাঁহার পরিণীত ধর্ম্মপত্নীর গর্ভ হইতে ব্যাসজননীর জন্ম হয় নাই। তবে তাঁহার বীর্য্য কোন মৎস্যগর্ভস্থ হওয়ায় সেই মৎস্যগর্ভ হইতে ব্যাসজননীকে প্রাপ্ত হওয়া হইয়াছিল। সেইজন্য সেই মৎস্যকেই বেদব্যাসের জননীস্থানীয় বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু অনেকে বলেন সেই মৎস্য পুরুষ কি প্রকৃতি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে মহাভারতানুসারে মৎস্যগর্ভ হইতে ব্যাসজননীর উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া. অনেকের বিবেচনায় ব্যাসজননী যে মৎস্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (অবশ্যই) তাহার মধ্যে পুরুষের রেতঃ পতিত হওয়ায় তাহার গর্ভে সেই রেতঃ কন্যাকারে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া, সে মৎস্যটী প্রকৃতি ছিল, সেটী মৎস্যা ছিল অবধারণ করিতে হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে যে সময়ে সেই পুংবীর্য্য সেই মীনীর গর্ভস্থ হইয়াছিল, তখন সে রজমতীও ছিল। সেইজন্য তাহার গর্ভে ব্যাসমাতার জন্ম হইতে পারিয়াছিল। ঐ প্রকার বৃত্তান্ত স্বীকৃত হইলেও অন্য পক্ষ আপত্তি করিয়া বলেন, যে রজমতী প্রকৃতিও পুরুষের রেতঃ ভক্ষণ করিলে, তাহার গর্ভের সঞ্চার হইয়া পুত্র বা কন্যা উৎপত্তি হওন স্বাভাবিক নহে। তাঁহাদের বিবেচনায় তাহা হইতেই পারে না। আর এক্ পক্ষীয় আপত্তিকারীগণ বলেন, যে বেদব্যাসের মাতার যে মৎস্যের গর্ভ হইতে জন্ম হইয়াছিল তিনি প্রকৃতি এবং রজমতী ছিলেন স্বীকার

করা হইলেও, তাঁহার ক্ষত্রিয়বীর্য্য ভক্ষণ দ্বারা, তাহা তাঁহার গর্ভে আহিত হইয়াছিল স্বীকার্য্য হইলেও কোন স্মৃতি অনুসারেই বেদব্যাসের মাতাকে ক্ষত্রিয়কন্যা বলা যাইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রধান স্মৃতিকর্ত্তা মহাশয়গণের মতে একজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে, কোন ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলে এবং সেই পরিণেতা ব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহার কথিত ক্ষত্রজাতীয়া পত্নীর গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলে, সেই সন্তান উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলেও, সে সন্তান বা পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা হইবে না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াও পরিগণিত করা হইবে না। তাঁহাদের মতে সেই সন্তানকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়াই পরিগণিত করা হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতে সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যভার্য্যাও হইতে পারে। তাহার নির্দ্দেশও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে একজন ক্ষত্রিয় বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলেও সেই ক্ষত্রিয় ঔরসে, তাঁহার পরিণীতা বৈশ্যকন্যাগর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলে এবং তাহাকে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সুসংস্কৃত করিলেও তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইবে না। যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে তাহাকে মাহিষ্য বলিতে হইবে। তাহার পিতা ক্ষত্রিয় বলিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয়ও বলা হইবে না, তাহার মাতা বৈশ্যা বলিয়া, তাহাকে বৈশ্যা বলা হইবে না। সে অক্ষত্রিয় অবৈশ্য মাহিষ্যই হইবে। বৈশ্যার সহিত ক্ষত্রিয় বৈধ বিবাহ সম্বন্ধে সম্পর্কিত হইয়াও সেই বৈশ্যাতে তাঁহার বীর্য্য আহিত হইলেও সেই বৈশ্যা হইতে তাঁহার ঔরসজ পুত্রকে ক্ষত্রিয় বলা হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা-নুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে। তবে মৎস্যগর্ভে ক্ষত্রবীর্য্য আহিত হইলেই বা সেই বীর্য্যে যে পুত্র বা কন্যা সমুৎপন্ন হইবে বা হইয়াছে,

সেই পুত্র বা কন্যা সেই বা কি প্রকারে ক্ষত্রকন্যা অথবা ক্ষত্রিয়া বলা হইবে? সে কন্যাকে যে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ কোন শাস্ত্রেই নাই। তবে তাহার সেই পুত্র বা কন্যার ক্ষত্রবীর্য্য আহিত মৎস্যগর্ভে জন্ম হইলেও সেই পুত্র বা কন্যাকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়া বলা যাইবে না, সেই পুত্রকে ক্ষত্রজাতীয়ও বলা যাইবে না, সেই কন্যাকে ক্ষত্রজাতীয়া বলা যাইবে না। বেদব্যাসের মাতার পিতা যে ক্ষত্রিয় রাজাকে বলা হইতেছে, বেদব্যাসের মাতার যে মৎস্যাগর্ভ হইতে জন্ম হইয়াছিল তাহার সহিত বেদব্যাসের মাতার পিতা ক্ষত্রিয়ের যদ্যপি বিবাহ হইত এবং বেদব্যাসের মাতার সেই ক্ষত্রিয়রাজা পিতার সহিত সেই মৎস্যের সংসর্গ হইতে পুত্র হইত, তাহা হইলেও বেদব্যাসের মাতাকে ক্ষত্রিয়া বলা হইত না। তাহা হইলেও তাঁহাকে বর্ণসঙ্করজাতীয়া বলা হইত। তবে তিনি কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়া, তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত না। যেহেতু মনুষ্যজাতীয় পুরুষের কোন প্রকার মৎস্যজাতীয় প্রকৃতির সহিত বিবাহ হইলে এবং সেই মনুষ্যজাতীয় পুরুষের ঔরসে ক্বচিৎ মৎস্যজাতীয়া প্রকৃতির গর্ভ হইতে পুত্র বা কন্যা উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র বা কন্যাকে কোন জাতীয় বা জাতীয়া বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ বিংশতি স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতিতেই নাই। কোন মনুষ্যজাতীয় পুরুষের সঙ্গে কোন প্রকার মৎস্যজাতীয়া প্রকৃতির পরস্পর শাস্ত্রবিধিসম্মত সম্পর্ক না থাকিলেও যদি তাহাদের উভয়ের সংশ্রবে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র বা কন্যা কোন জাতীয় বা জাতীয়া হইবে, তাহারও উল্লেখ কোন স্মৃতিতে নাই, কোন শাস্ত্রেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি কোন মনুষ্যজাতীয় পুরুষের সহিত কোন প্রকার মৎস্যজাতীয়া প্রকৃতির অঙ্গসঙ্গ না হইয়াও কেবল সেই মনুষ্যজাতীয় পুরুষের বীর্য্যমাত্র কোন মৎস্যজাতীয়া প্রকৃতি

ভক্ষণ করে তাহার গর্ভ হইতে পুত্র বা কন্যা হইলে তাহাদিগের কোন্ জাতি হইবে, তদ্বিষয়ক কোন স্মৃতির উপদেশ নাই, তদ্বিষয়ে অন্য কোন শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশও নাই। সেইজন্যই বেদব্যাসের মাতা মৎস্যগন্ধা যে কোন্ জাতীয়া ছিলেন শাস্ত্রানুসারে তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তবে কেহ কেহ বলেন যে ক্ষত্রিয়বীর্য্যে তাঁহার মৎস্যাগর্ভে জন্ম জন্য তাঁহাকেও কোন এক্ প্রকার নির্ণাম বর্ণসঙ্কর জাতীয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অন্যে বলেন যে বেদব্যাসের মাতা মৎস্য-গন্ধার শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্করজাতীয়াই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। কারণ কোন শাস্ত্রেই কোন মনুষ্যজাতীয় পুরুষের কেবলমাত্র বীর্য্যে কোন প্রকার মৎস্যজাতীয়া প্রকৃতির সহিত অঙ্গসঙ্গ না হইয়া, সেই মৎস্যজাতীয়া হইতে যে পুত্র হইবে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। সেইজন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতাকে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়াও বলা যায় না। তাহা হইলে, তাঁহাকে অব্রাহ্মণ জাতীয়া, অক্ষত্রিয় জাতীয়া, অবৈশ্য জাতীয়া, অশূদ্র জাতীয়া এবং অবর্ণসঙ্কর জাতীয়াও বলিতে হয়। কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতীয় বলিয়া নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন মৎস্যগন্ধা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং ঐ মৎস্যগন্ধার সহিত পরাশরের সংশ্রবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম। সেইজন্যই বেদব্যাসকে মূর্দ্ধাভিষিক্তজাতীয় বলা যায়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতীয়ও বলা যায় না। যেহেতু আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি, যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতা ক্ষত্রজাতীয়া নহেন। অতএব তাঁহার সহিত মহর্ষি পরাশরের বিবাহ হইবার পরে পরাশরের ঔরসে তাঁহার গর্ভ হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উৎপত্তি হইলেও, সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে মূর্দ্ধাভিষিক্তজাতীয় বলা যাইতে পারিত না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিবেত্তাগণের মতে কোন ক্ষত্রিয়-

জাতীয়া নারীর সহিত যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষের পরিণয় হয় এবং তাঁহাদের উভয়ের সংশ্রবে যদ্যপি পুত্রোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, সেই পুত্রকেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলা যায়। বেদব্যাসের মাতা ক্ষত্রিয়জাতীয়াও ছিলেন না এবং পরাশরের সহিত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে কোন বিবাহ দ্বারা তিনি বিবাহিত হন্ নাই। সেইজন্য তিনি পরাশরের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন নাও বলা যাইতে পারে। তিনি যুক্তিমতে মহর্ষি পরাশরের অধর্ম্মপত্নীই ছিলেন বলিতে পারা যায়। সেইজন্য পরাশর মৎস্যগন্ধার সহিত ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেনই বলিতে হয়। বেদব্যাস পরাশর এবং মৎস্যগন্ধার ব্যভিচারজনিত ফলই বলিতে হয় শাস্ত্র এবং যুক্তি মতে তাহা বলিতেই হয়। তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। অথচ ঐ কথা ভাবিলে এবং শ্রবণে ব্যাসভক্ত ব্যাসানুরাগী অনেকেরই মনোকষ্ট হইবে। আমরা জাতিতত্ত্বের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব আমাদের শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা ঐ তত্ত্বের বিচার অবশ্যই করিতে হইবে। ব্যাসভক্ত মহাপুরুষগণ আমাদের ব্যাসজন্ম-বিষয়ক সত্যনির্দ্দেশ জন্য আমাদের প্রতি যেন ক্রুদ্ধ না হন্। যেহেতু আমরা সেই সত্যবাদী বেদব্যাসের বাক্যানুসারেই তাঁহার জন্মবিষয়িণী গবেষণা করিয়াছি। আমরা অগ্রে প্রমাণ করিয়াছি যে ব্যাসপ্রণীত ব্যাসসংহিতা অনুসারে ব্যাসকে ত্রিবিধ চণ্ডালের মধ্যে এক্ প্রকার চণ্ডালই বলিতে হয়। তাঁহার বচনানুসারেই তাঁহার জন্মানুসারে তিনি চণ্ডাল। তাঁহার মতে কুমারীগর্ভোৎপন্ন যে পুত্র সেও এক্ প্রকার চণ্ডাল। তাঁহার পিতা পরাশরের সহিত তাঁহার মাতার বিবাহ হয় নাই। সেইজন্য তিনি কুমারীগর্ভোৎপন্ন। অতএব তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে তিনিও এক্ প্রকার চণ্ডাল। তবে পুরাণাদির মধ্যে গুণকর্ম্মানুসারে জাতিনির্ণয়ের বৃত্তান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে

বৃত্তান্তের অনুসরণ করিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের তুল্য দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ। সম্ভবতঃ তাঁহাকে গুণকর্ম্মানুসারেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেহেতু কোন শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারেই তাঁহার জন্মানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিম্বা চণ্ডাল ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্কর জাতীয় বলিয়াও প্রমাণ করা যায় না। অথচ নানা শাস্ত্রানুসারে সেই কুমারীগর্ভসম্ভূত চণ্ডাল বেদব্যাস বেদবিভাগকর্ত্তা, বেদান্তপ্রণেতা, অষ্টাদশপুরাণরচয়িতা, অষ্টাদশ উপ-পুরাণরচয়িতা এবং প্রসিদ্ধ ব্যাসসংহিতাভিধেয়া স্মৃতির রচয়িতা। আমরা দেখিতেছি চতুর্ব্বিধ আশ্রমীরই বেদব্যাসকে প্রয়োজন আছে। তাঁহার মতে সর্ব্বাশ্রমীকেই চলিতে হয়। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীগণের বেদান্তই প্রধান অবলম্বন। সেই বেদান্ত ব্যাসকৃত। সেইজন্য তিনি সন্ন্যাসীগণের পূজ্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থদিগের জন্য ব্যাস-সংহিতা, পুরাণ এবং উপপুরাণ সকল রচনা করিয়াছেন। অতএব তিনি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থেরও কৃতজ্ঞতাভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ এবং ভক্তি-ভাজন। তাঁহাদের সকলেরই আর্য্য বেদব্যাস পূজ্য। তিনি বেদবিভাগ করিয়া সর্ব্বাশ্রমীর নিকটই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাকে কোন আশ্রমীরই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুমাত্রেরই তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়। বেদব্যাসের জাতি অনুসারে তাঁহাকে চণ্ডাল বলিয়াই প্রমাণ করা হইয়াছে। অথচ দেখিতেছি তাঁহা হইতেই প্রায় সর্ব্ব শাস্ত্র। যাঁহা হইতে সর্ব্বশাস্ত্র তাঁহার কোন শাস্ত্রেই বা অধিকার ছিল না বলা যাইবে? তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর অনুশীলনে তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তাই বলিতে হয়। অনেক শাস্ত্রমতেই তিনি মহর্ষি এবং নারায়ণের এক্ অবতার। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণুর এক্ অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরাও শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে

নারায়ণ বলিয়াই স্বীকার করি। যিনি নারায়ণ তাঁহাতে মহর্ষির গুণ-সকলও যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? যে মৎস্যগন্ধার উদরে নারায়ণ বাস করিয়াছিলেন সে মৎস্যগন্ধা যে পরমপবিত্রা তাহা কোন ব্যক্তিকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? ব্যাসজননী সত্যবতী মৎস্য-গন্ধার চরণে আমাদের অসংখ্য প্রণাম। আমরা ব্যাসজনক মহাপুরুষ পরাশরের সহিত নারায়ণের অবতার, সেই সর্ব্বধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। চণ্ডাল হইয়া নারায়ণ যে জন্মপরিগ্রহ করিতে পারেন এবং তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব চণ্ডাল হইলেও যে লোপ হয় না তাহা বেদব্যাস কুমারীগর্ভসম্ভূত এক্ প্রকার চণ্ডাল হইয়া অজ্ঞানীদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ মনুসংহিতাদি-প্রমাণে সূত হইয়াও, শ্রীমদ্ভাগবতাদিপ্রমাণে ক্ষত্রিয় হইয়া গোপান্ন ভোজন করিয়াও নিজের ভগবানত্বের প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে যদ্যপিও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া যাঁহারা গণ্য তাঁহারাও তাঁহার পূজার্চ্চনা ও স্তবস্তুতিবন্দনা করিতেছেন এবং সেই পরমেশ্বরের পবিত্র প্রসাদ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেছেন। গুণকর্ম্মানুসারে অতি নিকৃষ্ট বংশে জন্ম হইলেও যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার উপায় আছে তাহা ভগবান বেদব্যাস এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক শাস্ত্রেই অতি নীচকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হইলে তাহাকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মহাভারত প্রভৃতিতে তদ্বিষয়ক অনেক প্রমাণ আছে।

একবিংশ অধ্যায়।

সর্ব্বস্মৃতিমতেই চতুর্ব্বর্ণ। স্মৃত্যুক্ত চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণকে সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠবর্ণ বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বর্ণের নাম

ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয়বর্ণের পরবর্ত্তী বর্ণকে বৈশ্যবর্ণ বলা হইয়া থাকে। বৈশ্যবর্ণের পরবর্ত্তী বর্ণের নাম শূদ্রবর্ণ। অনেক স্মৃতিমতেই শূদ্র অদ্বিজ। তবে মহাভারত প্রভৃতি মতে শূদ্র ব্রাহ্মণদ্বিজের ন্যায় গুণকর্ম্মশালী হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণদ্বিজ হইতে পারেন। যে সমস্ত গুণকর্ম্ম থাকার জন্য চতুর্থ বর্ণকে 'শূদ্র' বলা হইয়া থাকে তাহা হইতে সেই সমস্ত গুণকর্ম্মের সম্পূর্ণ তিরোধান না হইলে, স্মৃতি প্রভৃতি মতে তাঁহাকে শূদ্রাখ্যা দ্বারাই আখ্যাত করিতে হইবে। ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যই দ্বিজোপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। মহামুনি ব্যাসদেবের মতে কেবলমাত্র দ্বিজগণেরই শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিধর্ম্মে অধিকার আছে।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে ॥৫॥"

বেদব্যাসের উপদেশানুসারে অবগত হওয়া হইল যে শেষবর্ণ শূদ্রের পর্য্যন্ত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্ম্মে অধিকার নাই। তাহা হইলে স্বয়ং বেদব্যাস কুমারীগর্ভোৎপন্ন এক্ প্রকার চণ্ডাল হইয়াও কি প্রকারে বানপ্রস্থাশ্রমী বা মুনি হইয়াছিলেন? অনেক শাস্ত্রেই বেদব্যাসকে মহামুনি পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। বানপ্রস্থের বা মুনির ধর্ম্ম কি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত নহে? অবশ্যই তাহাও শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত এক্প্রকার ধর্ম্ম। ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ানুসারে বেদব্যাসকে 'তপোনিধিম্' বলা যাইতে পারে। উক্ত সংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বিবৃত আছে,—

"বারাণস্যাং সুখাসীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্।
পপ্রচ্ছুর্ম্মুনয়োঽভ্যেত্য ধর্ম্মান্ বর্ণব্যবস্থিতান্ ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বেদব্যাস 'তপোনিধি'। অবশ্যই বেদব্যাস তপস্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি তপোনিধি ছিলেন।

কোন শাস্ত্রানুসারেই 'তপঃ' অধর্ম্ম নহে। স্মৃতিপুরাণানুসারে তপঃও একপ্রকার ধর্ম্ম। তপোধর্ম্মও স্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্ম্ম। সেই তপোধর্ম্মেও বেদব্যাসের অধিকার হইয়াছিল। ব্যাসসংহিতার মতানুসারে বেদব্যাসকেও এক্প্রকার চণ্ডাল বলা যাইতে পারিলেও সেই ব্যাস-সংহিতানুসারেই বেদব্যাসের তপস্যায় অধিকার ছিল বুঝিতে হইবে। যেহেতু ব্যাসোক্ত স্মৃতিসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ের প্রথম শ্লোকানুসারে (বেদ)ব্যাস নিজে তপোনিধি ছিলেন। ব্যাসসংহিতামতে এক্শ্রেণীর চণ্ডালকেও 'শূদ্রাধমঃ' বলা যাইতে পারে। ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ে আছে,—

"অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।"

বলা হইয়াছে যে 'কোন অধমজাতীয় পুরুষকর্ত্তৃক কোন উত্তমজাতীয়া প্রকৃতিতে উৎপন্ন যে পুত্র, সেই পুত্রই 'শূদ্রাধম।' ব্যাসসংহিতানুসারে এক্শ্রেণীর চণ্ডালকেও শূদ্রাধম বলা যাইতে পারে। যেহেতু ব্রাহ্মণতনয়ার গর্ভোৎপন্ন শূদ্রের ঔরসে যে সন্তান হয়, সেই সন্তানকেও এক্শ্রেণীর চণ্ডাল বলা যাইতে পারে। ব্যাসসংহিতানুসারে ঐ প্রকার চণ্ডালের কোন প্রকার ধর্ম্মেই অধিকার হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতানুসারে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য বা কেবল চৈতন্য নামে অভিহিত হইবার অনেক পূর্ব্বে তিনি 'শ্রীঈশ্বরপুরী' নামক যে মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিও 'শূদ্রাধম' ছিলেন। তিনিও যে 'শূদ্রাধম' ছিলেন, তাহা তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুসকাশে স্বীয় পরিচয় প্রদান সময়ে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, পরমসত্যবাদী মহাপুরুষ শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকটে এই প্রকারে স্পষ্টাক্ষরে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন,—

"বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবতানুসারে প্রমাণ করা হইল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরুও 'শূদ্রাধম' ছিলেন। 'শূদ্রাধম' যে চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণ নহেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। তবে স্মার্ত্ত মতানুসারে শূদ্রাধম এক প্রকার নহে। শূদ্রাধমেরও বহু শ্রেণী আছে। অন্য কোন স্থলে ঐ সকল শ্রেণী বিষয়িণী বর্ণনা দিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

কয়েকজন স্মৃতিবিৎ বলেন 'অন্ত্যজ' শব্দের অর্থ অন্তে বা শেষে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের বিবেচনায় 'শূদ্রই' প্রকৃত অন্ত্যজ। যেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অন্তে বা শেষে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ত্রিবর্ণের অন্তে উৎপত্তি জন্য শূদ্রকে যদ্যপি অন্ত্যজ বলিতে হয় তাহা হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকেও অন্ত্যজ বলা যাইতে পারে। যেহেতু অনেক শাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের অন্তে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। সেইজন্য ক্ষত্রিয়কেও একপ্রকার অন্ত্যজ বলা যায়। অনেক শাস্ত্রেই ক্ষত্রিয়ের অন্তে বৈশ্যের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, সেইজন্য বৈশ্যকেও অপর একপ্রকার অন্ত্যজ বলা যায়। মহর্ষি অঙ্গিরার মতে সপ্ত প্রকার অন্ত্যজ জাতি। তাঁহার মতে সেই সপ্ত প্রকার জাতির অন্তর্গত রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল। উক্ত সপ্ত জাতি সম্বন্ধে অঙ্গিরঃসংহিতার তৃতীয় শ্লোকে এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে,—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

বেদবিভাগকর্ত্তা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মতে ষোড়শ প্রকার অন্ত্যজ। সেই ষোড়শ প্রকারের অন্তর্গত কায়স্থ, গোপ, কুম্ভকার, বণিক্, মালী, নাপিত, কৈবর্ত্ত, বর্দ্ধকী, আশাপ, কিরাত, বরট, মেদ, চণ্ডাল, শ্বপচ, কোল এবং গবাশন বা গোখাদক। উক্ত ষোড়শ জাতি সম্বন্ধে মহামুনি বেদব্যাসকথিত ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ॥
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ॥
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।"

ব্যাসসংহিতায় কথিত অন্ত্যজগণের মধ্যে প্রত্যেক অন্ত্যজেরই কত প্রকার বিভাগ লিখিত হয় নাই। উক্ত সংহিতায় কেবলমাত্র চণ্ডাল কয় ভাগে বিভক্ত তদ্বিষয়ক বর্ণনাই আছে। উক্ত সংহিতার মতে চণ্ডাল জাতি ত্রিভাগে বিভক্ত। ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ে নবম এবং দশম শ্লোকে বর্ণিত আছে,—

"কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

বলা হইল "ত্রিবিধ চণ্ডাল স্মৃত হইয়া থাকে। সেই ত্রিবিধ চণ্ডালের মধ্যে কুমারীগর্ভসম্ভূত পুত্রই প্রথম শ্রেণীর চণ্ডাল। সগোত্রাভার্য্যা হইতে যে পুত্রোৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পুত্রই দ্বিতীয় শ্রেণীর চণ্ডাল।

আর ব্রাহ্মণীর শূদ্রসংসর্গ জনিত যে পুত্র হইয়া থাকে, সেই পুত্রই তৃতীয় শ্রেণীর চণ্ডাল।" উদাহৃত ত্রিবিধ চণ্ডালসম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে সত্যের অনুরোধে ব্যাসসংহিতা-রচয়িতা, ব্যাসসংহিতার উপদেষ্টা সেই উত্তরবাহিনী সুরধুনীর তটসন্নিহিত বারাণসী ক্ষেত্রাসীন স্মৃতি-সম্মত উপদেশ দানে রত সেই সত্যবতীতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেও একপ্রকার চণ্ডাল বলিতে হয়। যেহেতু তিনিও কুমারীগর্ভসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত কিম্বদন্তীমূলক নহে। তাহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, তাহা সম্পূর্ণ পৌরাণিক। প্রসিদ্ধ মহাভারত তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে অভ্রান্ত সাক্ষ্য দিতেছেন। মহাপুরাণ মহাভারতও বেদব্যাস-প্রণীত। সেইজন্য ব্যাসজন্ম সম্বন্ধে সেই মহাভারতীয় নির্দ্দেশই সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। মহাভারত মতেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দাস বা কৈবর্ত্তপ্রতিপালিত কুমারী মৎস্যগন্ধার গর্ভোৎপন্ন। সেইজন্য তাঁহার মাতা কুমারী মৎস্যগন্ধা ছিলেন। ঐ মহাভারতানু-সারেই সেই মৎস্যগন্ধারই অপর নাম সত্যবতী। মহাভারত এবং অন্যান্য কয়েকখানি শাস্ত্রমতে বেদব্যাসের জন্ম মৎস্যগন্ধার উদরে মুনিমুখ্য পরাশরের ঔরসে হইয়াছিল। সেইজন্য বেদব্যাসের পিতা পরাশর। কিন্তু প্রসিদ্ধ মহাভারত এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থানুসারে ঐ মহামুনি পরাশরের সহিত বেদব্যাসের মাতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর বিবাহ হয় নাই। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী অবিবাহিতাবস্থাতেই পরাশর কর্ত্তৃক সম্ভুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে পরাশরের পত্নী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। তাঁহার কুমারী বা অবিবাহিতাবস্থায় পরপুরুষ সংসর্গে বেদব্যাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সেই বেদব্যাসকথিত ব্যাসসংহিতানাম্নী স্মৃতি মতানুসারে সেই বেদব্যাসও চণ্ডাল। যেহেতু বেদব্যাস স্বমুখেই বলিয়াছিলেন,—

"কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

প্রসিদ্ধ ব্যাসসংহিতানুসারে কেবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই চণ্ডাল নহেন। ঐ মতানুসারে প্রসিদ্ধ দানধর্ম্মরত কর্ণকেও চণ্ডাল বলা যাইতে পারে। যেহেতু তিনি কুন্তীর কুমারী বা অবিবাহিতাবস্থার সন্তান। অতএব ব্যাসসংহিতার মতানুসারে তাঁহাকেও চণ্ডাল বলিতে হয়। ব্যাসসংহিতানুসারে, বেদব্যাস. এবং কর্ণ কুমারীগর্ভসম্ভূত বলিয়া তাঁহাদের উভয়কেই 'চণ্ডাল' বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। ব্যাসসংহিতানুসারে ষোড়শ প্রকার অন্ত্যজের অন্তর্গত চণ্ডালজাতিকেও বলা যাইতে পারে। সেইজন্য অবশ্যই ব্যাসসংহিতা স্মৃতি মতানুসারে বেদব্যাসকে ও কর্ণকেও চণ্ডাল বলিতে হইবে। ব্যাসসংহিতাসম্মত বেদব্যাস ও কর্ণচণ্ডালের প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। ঐ সমাপ্তির সঙ্গে কুমারীগর্ভসম্ভূত প্রথম শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত চণ্ডালপ্রসঙ্গও সমাপ্ত হইল। অধুনা সগোত্রা পত্নীগর্ভসম্ভূত চণ্ডাল সন্তান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ কথিত হইবে। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতমতানুসারে ভগবানের অবতার যজ্ঞপুরুষের সহোদরা ভগ্নি দক্ষিণার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেইজন্য অবশ্যই তাঁহারা উভয়েই সমানগোত্রীয়া ছিলেন। সেইজন্য ব্যাসসংহিতার মতানুসারে তাঁহাদের বংশাবলীকে অবশ্যই চণ্ডালজাতীয় বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ স্বায়ম্ভুব মনুরও সগোত্রীয়ার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত মনুর পত্নীর নাম শতরূপা ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি মতে মনু যে গোত্রীয়, তাঁহার পত্নীও সেই গোত্রীয়া ছিলেন। যেহেতু মনু এবং শতরূপা একেরই পুত্রকন্যা। সেইজন্য উভয়েই সমগোত্রসম্পন্ন। সেইজন্য ব্যাসসংহিতার মতানুসারে তাঁহাদের বংশাবলীকে চণ্ডালজাতীয় বলিয়াই পরিগণিত করিতে হয়।

ব্যাসসংহিতানুসারে তাঁহাদের কন্যাগণও চণ্ডালী। সেইজন্য সেই কন্যাগণকে যাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ঔরসে সেই কন্যাগণের গর্ভ হইতে যে সকল সন্তানসন্ততি হইয়াছিল সেই সকলও অতি নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে সেই সকল কন্যার মধ্যে প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াও ছিল। অতএব সেই সকল ব্রাহ্মণেরও শাস্ত্রানুসারে পাতিত্যদোষ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত যাঁহারা একপংক্তিতে আহারাদি করিয়াছিলেন তাঁহারাও পংক্তিদূষ্ট পতিত হইয়াছিলেন।

হারীতসংহিতানুসারে ব্রহ্মা যজ্ঞসিদ্ধি নিমিত্তই ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হারীতের মতেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মার মুখ। কিন্তু তাঁহার মতে ব্রাহ্মণীর উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মার মুখ নহে। তিনি এবং অন্য কোন স্মৃতিকারই ব্রাহ্মণীর কোথা হইতে উৎপত্তি, তদ্বিষয়ক কোন নির্দ্দেশই করেন নাই। অথচ তাঁহার মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। আর যদ্যপি তিনি বা অন্য কোন স্মৃতিকর্ত্তা ব্রাহ্মণীর উৎপত্তিও ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছে নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে, সেই ব্রাহ্মণের সহোদরা ভগ্নীর সহিত বিবাহ এবং সংসর্গাদিই বা কি প্রকারে হইত? তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীগর্ভোৎপন্ন পুত্রকে একপ্রকার চণ্ডাল বলিয়াই পরিগণিত করা হইত। যেহেতু ব্যাসদেবের মতানুসারে সগোত্রা কন্যা বিবাহ দ্বারা তাহাতে যে সন্তানোৎপাদন করা হয়, সে সন্তানকে চণ্ডাল বলা হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির স্বীয় সহোদরা অবশ্যই সগোত্রা। অতএব তাহাকে বিবাহ করিয়া, তদ্গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলে সে সন্তান ব্যাসদেবের মতানুসারে নিশ্চয়ই চণ্ডাল। সেইজন্যই বুঝি হারীত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী উভয়েরই ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন নাই?

হারীতের মতানুসারে ব্রাহ্মণী কোন্ বর্ণীয়া, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। হারীতের মতানুসারে ব্রাহ্মণীর যদ্যপি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি বলা হইত, তাহা হইলে, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত বলা যাইত। কিন্তু কোন স্মৃতি অনুসারেই তাহা বলিবার উপায় নাই। কোন স্মৃতি অনুসারেই ব্রাহ্মণীর উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে নহে। অনেক স্মৃতিমতেই চারিবর্ণের সৃষ্টিবিবরণ আছে। কিন্তু কোন স্মৃতিমতেই চারিবর্ণের নারীগণের উৎপত্তিবিবরণ নাই। চারিবর্ণীয়া নারী বলিয়া নানা স্মৃতিতে তাঁহারা স্মৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ হইতে, ব্রহ্মার বাহু বা বক্ষ হইতে, উরু হইতে এবং পদ হইতে উৎপত্তি নহে বলিয়া তাহাদিগকে চতুর্ব্বর্ণীয়া বলা যায় না। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই অবর্ণীয়া। তাঁহারা স্মৃতিমতানুসারে কোন বর্ণসঙ্করজাতীয়া হইবারও যোগ্যা নহেন। সর্ব্বস্মৃতি অনুসারেই তাঁহারা অবর্ণীয়া। তাঁহারা অবর্ণীয়া। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে যিনি ব্রাহ্মণী বলিয়া গণ্যা, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণী বলা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ক্ষত্রিয়া বলিয়া গণ্যা, তাঁহাকেও ক্ষত্রিয়া বলা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে যিনি বৈশ্যা বলিয়া গণ্যা, তাঁহাকেও বৈশ্যা বলা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শূদ্রা বলিয়া গণ্যা, তাঁহাকেও শূদ্রা বলা যায় না। চতুর্ব্বর্ণীয়া বলিয়া যাঁহারা পরিগণিতা, কোন স্মৃতি মতেই তাঁহাদিগকে চতুর্ব্বর্ণীয়া বলা যায় না। সর্ব্বস্মৃতিমতেই যে তাঁহারা অবর্ণীয়া, তাহা আমরা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছি। অতএব তাঁহাদের গর্ভে যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কোন বর্ণীয় নহেন, অদ্যাপি যাঁহারা উৎপন্ন হইতেছেন তাঁহারাও কোন বর্ণীয় নহেন, পরে যাঁহারা উৎপন্ন হইবেন, তাঁহারাও কোন বর্ণীয় বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হইবেন না। যেহেতু একজন ব্রাহ্মণ অপরগোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণের

অবিবাহিতা কন্যাকে শাস্ত্রীয় বিবাহবিধি অনুসারে বিবাহ করিলে সেই কন্যার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিলে, সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। ঐ প্রকারে একজন ক্ষত্রিয় অপরগোত্রীয় অন্য একজন ক্ষত্রিয়ের অবিবাহিতা কন্যাকে শাস্ত্রীয়বিধিক্রমে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিলে, তবে সেই সন্তানকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। ঐ সন্তানের উৎপত্তিবিষয়ে ব্যতিক্রম হইলে, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায় না। ঐ প্রকারে একজন বৈশ্য, অপর একজন ভিন্নগোত্রীয় বৈশ্যের অবিবাহিতা কন্যাকে শাস্ত্রীয় বিবাহবিধিক্রমে বিবাহ করিয়া, সেই বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার উদর হইতে তাঁহার ঔরসে সন্তানোৎপন্ন হইলে, তাহাকেই বৈশ্য বলা যায়। ঐ প্রকারে একজন শূদ্র, ভিন্নগোত্রীয় একজন শূদ্রের অবিবাহিতা কন্যাকে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিবাহ করিয়া, তাহার গর্ভ হইতে পুত্রোৎপাদন করিলে, সেই পুত্রকেও শূদ্র বলা যায়। তবে একজন ব্রাহ্মণ যদ্যপি কোন অব্রাহ্মণের, অক্ষত্রিয়ের, অবৈশ্যের ও অশূদ্রের এবং অবর্ণসঙ্করের অবিবাহিতা কন্যাকেই বিবাহ করেন এবং তাঁহার সেই বিবাহিতা বনিতার গর্ভে তাঁহার ঔরসে যদ্যপি পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে নানা স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে, সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণও বলা যাইতে পারে না, ক্ষত্রিয়ও বলা যাইতে পারে না, বৈশ্যও বলা যাইতে পারে না, শূদ্রও বলা যাইতে পারে না এবং বর্ণসঙ্করও বলা যাইতে পারে না। স্মৃতি অনুসারেই চতুর্ব্বর্ণের বংশাবলীকে চতুর্ব্বর্ণ বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই 'অবর্ণীয়'। যিনি যে প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতীয় বলিয়া অভিহিত, নানা স্মৃতি অনুসারে, তাঁহাকেও সেই জাতীয় বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ বিভিন্ন দ্বিবিধ বর্ণের স্ত্রীপুরুষের সংশ্রবে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ প্রকারে

বহু বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন দ্বিবর্ণের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী যে অবর্ণীয়া তাহা বিবিধ স্মৃতি দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং অধুনা যে জাতিকে যে বর্ণসঙ্কর বলা হয়, সে জাতি সে বর্ণসঙ্কর নহেন। তবে তাঁহারা কি? নানা স্মৃতি অনুসারে তাঁহারাও অবর্ণীয়। আমরা পূর্ব্বে বিবিধস্মৃতিসম্মত বিবিধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে অধুনা জন্মানুসারে কোন বর্ণেরই অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, কোন প্রকার বর্ণসঙ্করেরও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তবে গুণকর্ম্মানুসারে নানাশাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ বর্ণিত আছে, সেই সকল বিভাগ অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি গুণকর্ম্মের বিভাগ দ্বারা নানা প্রকার বর্ণসঙ্করেরও অস্তিত্ব নির্ণীত হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ানুসারে 'শূদ্রাধম' ঈশ্বরপুরী যে চারিবর্ণ-মধ্যস্থ ছিলেন না তাহা এই অধ্যায়ের পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেইজন্যই প্রসিদ্ধ ঈশ্বরপুরীকে অব্রাহ্মণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্য এবং অশূদ্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু চৈতন্যভক্তমণ্ডলীর মতে কৃষ্ণাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাঁহাকে দীক্ষাগুরু বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যৎকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাকে বর্ণোত্তম বলিয়াই স্বীকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু গুণকর্ম্মানুসারে শ্রেষ্ঠতা এবং অশ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসকল নানা আর্য্যশাস্ত্রেই সন্নিবেশিত আছে। উদাহরণ-স্থলে বেদব্যাসের নামও কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। ব্যাসসংহিতানুসারে বেদব্যাস এক্‌প্রকার চণ্ডাল হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতানুসারে বেদব্যাস 'কানীন' হইলেও ভগবান বেদব্যাস কোন ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ত্তৃক না সম্মানিত, আদৃত এবং পূজিত হন্। সত্যবতী-

তনয় ভগবান বেদব্যাস চতুর্ব্বিধ আশ্রমীগণ কর্ত্তৃকই পূজিত হইয়া থাকেন। বেদব্যাস গৃহস্থেরও পূজ্য, ব্রহ্মচারীরও পূজ্য, বানপ্রস্থেরও পূজ্য এবং সন্ন্যাসীরও পূজ্য। যেহেতু সর্ব্বধর্ম্মের নির্ণেতাই বেদব্যাস। সেইজন্য তিনি সর্ব্বধর্ম্মী-গণেরই পূজার্হ। ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ানুসারে তিনি এক্প্রকার চণ্ডাল হইলেও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকথিত প্রসিদ্ধ স্মৃত্যনুসারে তাঁহার অবিবাহিতা কন্যাগর্ভে জন্মজন্য তিনি কানীন শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য হইলেও প্রসিদ্ধ সর্ব্ব শাস্ত্র মতেই তাঁহার অতি উচ্চাধিকার হইয়াছিল। যেহেতু তাঁহার বেদবিভাগে অধিকার হইয়াছিল। ব্যাসসংহিতা নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি রচনায়ও অধিকার হইয়াছিল, অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ রচনায় অধিকার হইয়াছিল। তিনি কত শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিই শিষ্য হইয়াছিলেন। বেদব্যাসের সেই সকল শিষ্য মুনিঋষির মধ্যে অনেকেই সদ্‌ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। বেদব্যাসের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ শুকদেব গোস্বামী ছিলেন। যাঁহার পরম জ্ঞানের ও পরাভক্তির তুলনা হয় না। যাঁহার জগদ্বিখ্যাত সুনাম-ধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল অদ্যাপিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে শুকদেব মায়াতীত বলিয়া অদ্যাপিও খ্যাত রহিয়াছেন। যাঁহাকে কত মহাত্মা জ্ঞানাবতার বলিয়াছেন। যিনি পরমহংসীবিত্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া যাঁহাকে একালেও পরমহংস বলা হইয়া থাকে। পরমহংস শুকদেব গোস্বামীই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা। ঐ প্রসিদ্ধ পুরাণ পরম-হংস কথিত বলিয়া ঐ পুরাণকে পারমহংসী সংহিতাও বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক ঐ পুরাণ পারমহংসী সংহিতাই বটে। ঐ পুরাণ মধ্যেই ঐ পুরাণকে পারমহংসী সংহিতা বলা হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যিনি জাত তাঁহারই জাতি আছে। যিনি জাত নহেন, তাঁহার জাতিও নাই। কোন শাস্ত্রমতেই ব্রহ্ম জাত নহেন। শ্রৌতোপনিষদ্ সকল মতে ব্রহ্ম অজ। অতএব সে সকল মতে তাঁহার জাতি নাই। বেদান্তদর্শনমতেও ব্রহ্ম জাত নহেন। অতএব সে মতানুসারেও তাঁহার জাতি নাই। কোন পুরাণমতে, কোন উপপুরাণমতেও ব্রহ্ম জাত নহেন। সে সকল মতেও ব্রহ্ম অজাত। অতএব সে সকল মতেও ব্রহ্মের জাতি নাই। কোন শাস্ত্রমতে মায়ারও জাতি নির্ণীত হয় নাই। কারণ কোন শাস্ত্রমতেই মায়ারও জন্ম নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বিশেষত উপনিষদ্ ও বেদান্তমতে মায়া বা অবিদ্যাকে অনাদ্যা বলা হইয়াছে। অনাদ্যা যিনি অবশ্যই তাঁহার আদি কেহ নাই। যাঁহার আদি কেহ নাই, অবশ্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বা হইতে পারে বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। নানা শাস্ত্রানুসারে মায়া বা অবিদ্যা অনাদ্যা। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মই অনাদি। অতএব উভয়েই নিত্য। সুতরাং উভয়েরই জন্ম হয় নাই এবং জন্ম হইতে পারে না-ই স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য উভয়েরই জাতি স্বীকার করা যায় না। যেহেতু জন্মবশতই জাতি স্বীকার করা হইয়া থাকে। যাঁহার বা যাঁহাদের জন্ম হয় নাই, তিনি বা তাঁহারা নিশ্চয়ই জাত নহেন। অতএব তাঁহাদের জাতি নাই বলিতেই হয়। অনেক শাস্ত্রমতেই ব্রহ্ম এবং মায়াসংযোগেই সমস্তের বিকাশ। ঐ উভয়ের সত্বাতেই সমস্তের সত্বা। অতএব সমস্তেই ব্রহ্ম এবং মায়াসত্বা আছে। অতএব সমস্তই ঐ উভয় হইতে জাত বলিয়াও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও স্বরূপতঃ সমস্তই মিশ্র একশ্রেণীর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারে। যেহেতু ব্রহ্মসত্বা এবং মায়াসত্বার মিশ্রণে সমস্তই জাত। অতএব সমস্তের মধ্যে কোন্‌টাকে না বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে ?

যেহেতু সমস্তের উৎপত্তিতেই মিশ্রতা বা সঙ্করতা আছে। যাহা যৌগিক, একের সহিত অপরের সংযোগে যাহা উৎপন্ন তাহাতেই সাঙ্কর্য্য আছে। কেবলমাত্র অবিমিশ্র এক্ হইতে সমস্ত জাত হইলে, সেই সমস্তে সাঙ্কর্য্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যাইত না। কেবলমাত্র ব্রহ্ম হইতে যদ্যপি সমস্ত জাত হইত তাহা হইলে সমস্তে সাঙ্কর্য্য আছে স্বীকার করা যাইত না। অথবা সমস্তই যদি কেবলমাত্র মায়া হইতে জাত হইত, তাহা হইলেও সমস্তে সাঙ্কর্য্য আছে স্বীকার করা যাইত না। ব্রহ্ম এবং মায়া সংযোগে সমস্ত হইয়াছে বলিয়া, সমস্তেই ব্রহ্ম এবং মায়ার সত্ত্বা আছে বলিয়াই সমস্তেই মিশ্রতা বা সাঙ্কর্য্য আছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

হারীতসংহিতার মতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি। সে মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণীর উৎপত্তির বিবরণ নাই। ব্রাহ্মণীর উৎপত্তিবিবরণ হারীতকথিত হারীতসংহিতাতে নাই। ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে হারীত কহিয়াছেন,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।"

হারীত কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার মুখজ বলা হইয়াছে। আবার তৎকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিবিবরণ কথিত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

ঋগ্বেদীয় পুরুষের শারীরিক কোন স্থান হইতে, ব্রহ্মার শারীরিক কোন স্থান হইতে কিম্বা ব্রহ্মার মতন বা ব্রহ্মাতুল্য কোন দেবতার

শারীরিক কোন স্থান হইতে ব্রাহ্মণীর উৎপত্তিবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তানকে বেদ এবং নানা প্রকার স্মৃতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণই বলা যায় না। অনেকে বলেন হারীতের মতে দ্বিপ্রকার ব্রাহ্মণোৎপত্তির বিবরণ আছে বলিয়া হারীতের কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অন্য একশ্রেণীর লোক বলেন হারীতের ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিপ্রকার নির্দ্দেশই সত্য। তাঁহারা বলেন আদিব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই আদি-ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভ হইতে অভিনব একপ্রকার ব্রাহ্মণোৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ প্রকার মতের প্রতিবাদীগণ বলেন যে কথিত আদি-ব্রাহ্মণের ঔরসে যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে অভিনব একপ্রকার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইয়াছিল, সে ব্রাহ্মণীর উৎপত্তিবিবরণ হারীতের উপদেশাবলীমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য তাঁহাদের মতে আদিব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণকে প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ঐ প্রকার ব্রাহ্মণকে তাঁহারা একপ্রকার বর্ণসঙ্করই বলিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় ঐ প্রকার ব্রাহ্মণেরও জ্ঞানাধিকার থাকিলে তাঁহাকেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। অবতার বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত অনেকেই জানেন। নানা শাস্ত্রানুসারে জন্মানু-সারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবশ্যই ব্রাহ্মণ নহেন। তবে গুণকর্ম্মানু-সারে, দিব্যজ্ঞানানুসারে তাঁহাকেও একজন সুব্রাহ্মণই বলিতে হয়।

পরশুরামের পিতা গাধিরাজার দৌহিত্র ছিলেন। স্মার্ত্ত মতানুসারে পরশুরামের পিতাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। স্মার্ত্ত মতানুসারে কোন ব্যক্তির মাতা নিকৃষ্টবর্ণসম্ভূতা এবং পিতা তাহার মাতাপেক্ষা উৎকৃষ্টবর্ণসম্ভূত হইলে, তাঁহাকে স্মৃতি মতানুসারে স্বীয় মাতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইতে হয়। সেইজন্য পরশুরামের পিতাও আপনার মাতা যে বর্ণসম্ভূত ছিলেন,

তাঁহাকেও সেই বর্ণ হইতে হইয়াছিল। অতএব পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের সন্তান ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকেও ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুসারে গুণকর্ম্মানুসারেও তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। অথচ শাস্ত্রমতে তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি যে প্রকারে ব্রাহ্মণ, ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ কেহ হইলেও হইতে পারেন। পরশুরাম জন্মানুসারেও ব্রাহ্মণ নহেন, গুণকর্ম্মানুসারেও ব্রাহ্মণ নহেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

একই ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যশূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ বৈশ্য-শূদ্রের অন্ন ভোজন করেন না। যদ্যপি ব্রাহ্মণ বৈশ্যশূদ্র যে ব্রহ্মার শরীর-জাত সেই ব্রহ্মার শরীরজাত না হইতেন তাহা হইলে বোধ করি কত ব্রাহ্মণ বৈশ্যশূদ্র দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বোধ করেন তাহা হইতে তাঁহাদিগকে আরো কতই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন!

মহাত্মা মনুকথিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতে কেবল ব্রাহ্মণই সৃজিত হইয়াছিলেন। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণী সৃষ্টি হইবার প্রসঙ্গ ত নাই? তাহা হইলে ব্রাহ্মণীর সৃষ্টি কোথা হইতে? তাহা হইলে ব্রাহ্মণী কোন বর্ণের অন্তর্গত? এই ভারতবর্ষে কতকগুলি নরকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়া থাকে তাহাও আমরা জানি এবং কতকগুলি নারীকে ব্রাহ্মণী বলা হইয়া থাকে তাহাও আমরা জানি। নারীব্রাহ্মণী নরব্রাহ্মণের পত্নী হইয়া থাকেন তাহাও আমরা দর্শন করিয়া থাকি। অতি শুদ্ধাচারী কত ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণীগণের মধ্যে অনেকের রন্ধনকরা অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করেনও দর্শন করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট হন্ না তাহাও অনেক

বেদবিৎ ব্রাহ্মণের মুখেও শুনা হইয়াছে। অথচ ঐ সকল কৃতবিদ্য মহাশয়-দিগের মতে ব্রহ্মশরীরজ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রান্ন তাঁহারা ভক্ষণ করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রত্যবায় হইয়া থাকে! বেদ, নানা স্মৃতি, নানা পুরাণ, নানা উপপুরাণ এবং নানা তন্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার অঙ্গজা নহেন। তিনি কেবল নারীমাত্র। তিনি ব্রহ্মকায়জ প্রসিদ্ধ চারিবর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের অন্তর্গত নহেন। অথচ তাঁহার প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন অতি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে ভক্ষণ করেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা একটী পরমরহস্যের বিষয় বটে! ঐ রহস্য পরমভক্ত মহাজ্ঞানী মহাত্মা কবীর বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মাইকে গল্‌মে সূত নাহি পুত্ কহারে পাড়ে।
বিবি ফতেমাক ছুন্নাৎ নাহি কাজি বামন দোনো ভাঁড়ে॥"

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

মহাভারতানুসারে অনেক মহর্ষি পর্য্যন্ত, অনেক মুনি মহামুনি পর্য্যন্ত দ্রৌপদী যে অন্ন, দ্রৌপদী যে সকল ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন, সে সমস্ত ভোজন করিতেন। দ্রৌপদীরন্ধনজনিত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই জাতিভ্রষ্ট অথবা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন্ নাই। অঙ্গিরার মতে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়ান্ন কোন পর্ব্বোপলক্ষে ভোজন করিলে তাঁহাদিগের প্রত্যবায় হয় না। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন প্রকার পাতক স্পর্শ করিতে পারে না। ঐ মহাত্মার মতে বৈশ্যান্ন পর্ব্বোপলক্ষেও ভোজ্য নহে। তাঁহার মতে কেবলমাত্র আপৎকালে ব্রাহ্মণাদি বৈশ্যান্নও ভোজন করিতে পারেন। তাঁহার মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণান্ন কোন দিনই অভোজ্য হয় না। তাঁহার মতে পর্ব্বদিবস ব্যতীত

ক্ষত্রান্ন ভোজন করিলে, পশুতুল্য মূর্খ হইতে হয়। অঙ্গিরা-সংহিতার শেষাংশে কথিত আছে ব্রাহ্মণাদি ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করিলে, তাঁহাদিগের তেজ নাশ হইয়া থাকে। ঐ অংশে ক্ষত্রিয়দিগের পর্ব্বান্নের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই। ঐ অংশে শূদ্রান্নকে ব্রহ্মতেজাপহারক বলা হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতামতে ব্রাহ্মণ, দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরি, নাপিত এবং শূদ্র জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তাহার অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন। কথিত কয়েক প্রকার শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মূল শ্লোক দ্বারা উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—

"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥"

আপস্তম্বের মতে কোন ব্রাহ্মণ এক মাস নিয়ত শূদ্রান্ন ভক্ষণ করিলে তিনি এই জন্মেই শূদ্র হন্। জন্মান্তরে তাঁহাকে কুক্কুর হইতে হয়। তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা আপস্তম্বসংহিতার অষ্টমোঽধ্যায়ে এই প্রকার আছে,—

"ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোজন করিলেই, তাঁহাকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ মাসাপেক্ষা অল্পকালের জন্য নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোজন করিলেও তাঁহাকে শূদ্র হইতে হয় না। ব্রাহ্মণ যদ্যপি অনিরন্তর এক্ মাস পর্য্যন্ত শূদ্রান্ন ভোজন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে আপস্তম্বের মতানুসারে শূদ্র হইতে হয় না। উক্ত ব্যবস্থানুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদ্যপি প্রত্যেক মাসের কেবলমাত্র এক্ দিন শূদ্রান্ন ভক্ষণ না করিয়া, অন্যান্য সকল দিনেই ভোজন করেন তাহা হইলেও, তাঁহাকে

শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহা হইলেও তাঁহাকে পরজন্মে কুক্কুর হইতে হয় না।

ব্যাসসংহিতার মতেও কোন ব্রাহ্মণ নিরন্তর এক মাস পর্য্যন্ত শূদ্রান্ন ভোজন করিলে, এই জন্মেই তাঁহাকে শূদ্র হইতে হয়। মরণান্তে তাঁহাকে কুক্কুর হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। তদ্বিষয়ে ব্যাস এই প্রকার বলিয়াছেন,—

"যশ্চ ভুঙ্‌ক্তেঽথ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে॥"

ঐ বিষয়ে আপস্তম্বের মতের সহিত ব্যাসদেবের মতেরও ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। ব্যাসদেবের মতানুসারেও কোন ব্রাহ্মণ অনিরন্তর এক্ মাস পর্য্যন্ত শূদ্রান্ন ভোজন করিলে, তাঁহাকে ইহজন্মে শূদ্র এবং পরজন্মে কুক্কুর হইতে হয় না। প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষসূক্তে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তিবিবরণ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্নভোজন বিষয়ে কোন প্রকার নিষেধবাক্য নাই। বৈদিক প্রমাণই সর্ব্বপ্রমাণাপেক্ষা গ্রাহ্য। বিশেষতঃ বৈদিক সংহিতাসকলের প্রমাণ অধিক গ্রাহ্য। অত্রিসংহিতার ২৪৬ শ্লোকানুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই নিরন্তর সর্ব্বকালেই শূদ্রকৃত আরনাল, কাঁজি বা আমানী খাইলেও তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না, তজ্জন্য তাঁহাকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেও হয় না, তজ্জন্য তাঁহাকে পরজন্মে কুক্কুরও হইতে হয় না। তদ্বিষয়ক মহর্ষি অত্রির মূল শ্লোক উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইতেছে,—

"আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধি শক্তবঃ।
স্নেহপক্কঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি॥"

অত্রির মতানুসারে শূদ্রের আরনাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উদরস্থ হইলে যদ্যপি ব্রাহ্মণকে কোন কালে জাতিভ্রষ্ট হইতে না হয়, তাহা হইলে শূদ্রের অন্ন

ব্রাহ্মণের উদরস্থ হইলেই বা তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে কেন? আরনাল যাহাকে বলা হয়, তাহা ত পর্য্যুসিত অন্ননির্যাস। শূদ্রের আরনালের শুদ্ধতা সূচিত হইলে আরনাল, শূদ্রের যে অন্ন হইতে প্রস্তুত করা হয়, সেই অন্নকেই বা বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত কেন করা হইবে না?

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ভগবান বিষ্ণুর মতে স্ত্রীলোকের মুখ নিয়ত শুদ্ধ। বিষ্ণুসংহিতোক্ত ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে বিষ্ণুবাক্যে প্রকাশিত আছে,—

"নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং—।"

বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীলোকের মুখ শুদ্ধ বলা হইয়াছে। উক্ত সংহিতানুসারে কোন কারণেই স্ত্রীলোকের মুখ অশুদ্ধ হয় না। স্ত্রীলোকের মুখ শুদ্ধ। অতএব সেই মুখচ্যুত অন্ন, অতএব সর্ব্ববর্ণীয়া স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণীয় কোন পুরুষের ভক্ষণেও দোষ হইতে পারে না। স্মৃতি অনুসারেও ধান্য লক্ষ্মী। সেই ধান্য ত্বক্‌পরিশূন্য হইলেই তাহার তণ্ডুল নাম হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে তণ্ডুলও অলক্ষ্মী নহে। যাহা লক্ষ্মী তাহা সর্ব্বাবস্থাতেই লক্ষ্মী। সেইজন্য তণ্ডুল সিদ্ধ হইলেও তাহাকে অলক্ষ্মী বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে সিদ্ধতণ্ডুলও যদ্যপি অলক্ষ্মী না হয়, শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে তাহাও যদ্যপি ধান্যলক্ষ্মীর এক্‌প্রকার রূপান্তর হয়, তাহা হইলে, সেই সিদ্ধতণ্ডুল কোন বর্ণীয় স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট হইলে, তাহা হইলে সেই সিদ্ধতণ্ডুল, কোন বর্ণীয় স্ত্রীলোকের মুখচ্যুত হইলে, তাহা অতি পবিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠবর্ণীয় পুরুষ বা পুরুষগণ ভক্ষণ করিলেই বা তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে কেন? তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সমাজভ্রষ্টই বা হইতে হইবে কেন? তাঁহার

বা তাঁহাদের ঐ প্রকার উচ্ছিষ্ট বা মুখচ্যুতান্ন ভক্ষণে কোন কারণে আপত্তিই বা হইবে কেন ?

বিষ্ণুসংহিতামতে জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকের মুখই নিত্যশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা ধান্যকে, তণ্ডুলকে এবং সিদ্ধতণ্ডুলকে বা অন্নকে লক্ষ্মী বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। সিদ্ধতণ্ডুল বা অন্ন জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট এবং মুখচ্যুত হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠবর্ণীয় অতি শুদ্ধ পুরুষও ভোজন করিতে পারেন তাহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতা নাম্নী স্মৃতিমতে স্ত্রীলোকের মুখ 'নিত্যশুচি'ই বলা হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকের মুখ কেন যে নিত্যশুচি, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণই দেওয়া হয় নাই।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতার ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ে আছে,—

"——শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।

ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ ॥ ৫০ ॥"

অনেক শাস্ত্রানুসারেই কুক্কুর অপবিত্র। কিন্তু বিষ্ণুসংহিতার ৪৯ শ্লোকানুসারে যৎকালে কুক্কুর কর্ত্তৃক কোন প্রকার মৃগ ব্যাপাদিত হইয়া থাকে তৎকালে কুক্কুরেরও পবিত্রতা হইয়া থাকে। কুক্কুর কর্ত্তৃক কোন প্রকার মৃগ ব্যাপাদিত হইবার সময়ে কুক্কুর অপবিত্র থাকে না। সেই-জন্য বিষ্ণুসংহিতার পঞ্চাশ শ্লোকানুসারে কুক্কুর কর্ত্তৃক বিনষ্ট প্রাণীর মাংসও পবিত্র। অতএব অবশ্যই সেই মাংস শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তিগণেরও আহার্য্য হইবার যোগ্য হইতে পারে। কুক্কুর কোন প্রকার মৃগ গ্রহণ-

কালে স্বীয় মুখ দ্বারাই গ্রহণ করিয়া থাকে। সে সেই গৃহীত মৃগকে স্বীয় মুখ দ্বারাই বধ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ অবশ্যই কুকুরের মুখ অপবিত্রই বলিতে হইবে। কারণ কুকুর কত প্রকার প্রাণীর মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কুকুর সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ব-লোকেরই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে। কেহই বলিতে পারেন না কুকুর কেবল ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টই ভক্ষণ করিয়া থাকে। অনেকে কুকুরকে চণ্ডালের, যবনের, ম্লেচ্ছের এবং অন্যান্য কত প্রকার বর্ণসঙ্করজাতিরও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। অদ্যাপিও দেখিয়া থাকেন। কুকুরকে ব্রাহ্মণ উপাধিবিশিষ্ট অনেক ব্যক্তিও ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, শূদ্রের, কত প্রকার বর্ণসঙ্করের এবং যবনম্লেচ্ছ প্রভৃতিরও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শব্দকোষসকলের মতে কুকুরের একটী নাম 'বান্তাদ'। 'বান্ত' শব্দের অর্থ বমিত বস্তু। 'বান্তাদ' শব্দের অর্থ সেই 'বস্তু' যে ভক্ষণ করে। কুকুরও সেই 'বস্তু' ভক্ষণ করে। সেইজন্য কুকুরকেও 'বান্তাদ' বলা হইয়া থাকে। কুকুর কেবল ব্রাহ্মণেরই 'বান্ত' ভক্ষণ করে না। কুকুর সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দেরই বান্ত ভক্ষণ করিতে পারে ও ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমরা কত কুকুরকে বিষ্ঠাভক্ষণও করিতে দেখিয়াছি। কুকুরকে বিষ্ঠাভক্ষণ করিতে আমরা ব্যতীত আর অন্যান্য লোকও দেখিয়াছেন। কুকুর সর্ব্বজাতীয়েরই বিষ্ঠা-ভক্ষণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক শ্রেষ্ঠবর্ণীয় নৈষ্ঠিক ব্যক্তিগণেরই কুকুরসকলকে অতি অপবিত্রই বলা উচিৎ। তাঁহাদের কোন কালেই কুকুরের 'শুদ্ধতা' ঘোষণা করা উচিৎ নহে। তাঁহাদের আপনাদিগের শ্রেষ্ঠজাতিত্বনিবন্ধন তাঁহাদের ঐ প্রকার অতি অপবিত্র কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা উচিৎ নহে। তবে ভগবান বিষ্ণুর মতানুসারে তাঁহাদের কুকুরোচ্ছিষ্ট কোন প্রকার মৃগমাংস ভক্ষণে

আপত্তি করা সঙ্গত নহে। যেহেতু ঐ বিষয়ে বিষ্ণু তাঁহাদিগকে কৌশলে ব্যবস্থাই দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ প্রকার বৈষ্ণবী-ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিলে যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে অবশ্যই জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হয়। তাঁহারা যদ্যপি উক্ত বিষ্ণুর ব্যবস্থা অবহেলা করেন তাহা হইলেও তাঁহাদের সেই ভগবান বিষ্ণুর প্রতি অশ্রদ্ধা, অভক্তি এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর অনুশাসনবাক্য পালন করিতে হইলে, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট মৃগমাংস ভোজন করিয়া শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকলজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দেরই উচ্ছিষ্ট, তাঁহাদের বমিত বস্তুর সংস্পর্শজ মাংস ও বিষ্ঠাসংস্পৃষ্ট মাংস পর্য্যন্ত ভোজন করিতে হয়। তখন তাঁহাদের 'শাশ্বত জাতিধর্ম্ম' কি প্রকারেই বা রক্ষিত হইবে? সে অবস্থায় তাঁহাদের কোন জাতীয় বলিয়াই বা নির্দ্দেশ করা যাইবে? তখন তাঁহাদের অজাতীয় অথবা অবর্ণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কি সঙ্গত হইবে না? তখন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ জাতিভ্রষ্ট বা বর্ণভ্রষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কি সঙ্গত হইবে না? অবশ্যই যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট বা বর্ণভ্রষ্ট বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতার মতে ছাগলের আস্যও পবিত্র, ঘোটকের আস্যও পবিত্র। বিষ্ণুসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং— ।"

অতএব এই দুই জন্তুর উচ্ছিষ্ট অথবা মুখচ্যুত কোন আহার্য্যকেও অশুদ্ধ বলা যায় না। পবিত্রতার সংশ্রবে অবশ্য কোন অপবিত্রও পবিত্র হয়। যেমন গঙ্গাতে মূত্র পতিত হইলে, সেই মূত্রও গাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ

অজ অথবা অশ্ব কোন অপবিত্র ভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও সেই ভক্ষ্যের পবিত্রতাই হইয়া থাকে বলিতে হয়। সেই অজাশ্বভক্ষিত ভক্ষ্য শাস্ত্রোক্ত কোন পবিত্রজাতীয় মনুষ্য ভক্ষণ করিলেও তাঁহার জাতিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে না। অনেক সময়েই অজোচ্ছিষ্ট অনেক শ্রেষ্ঠজাতীয় মনুষ্যকেই ভোজন করিতে দেখা গিয়াছে। ঐ পশুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞাতাজ্ঞাতভাবে অনেক শাস্ত্রীয় অনেক শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তিকেই ভক্ষণ করিতে হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের ছাগমাংসভক্ষণেও আপত্তি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কত দেবীর সমক্ষেও ছাগবলী প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলীর পরে সেই ছাগমাংস নিজ পূজিত দেবীকেও রন্ধন করিয়া প্রদান করিয়া থাকেন। তদন্তে নিজেও তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ প্রকারে অনেক ব্রাহ্মণকে, অনেক ক্ষত্রিয়কে, অনেক বৈশ্যকে এবং অনেক শূদ্রকেই ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কোন শাস্ত্রানুসারেই ছাগ ব্রাহ্মণাপেক্ষা পবিত্র নহে। শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশু। পশু যে কোন জাতীয় কোন মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, এ কথা কে না জানে? অনেক শাস্ত্রানুসারেই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্রই নিকৃষ্ট বর্ণ। কিন্তু শ্রুতি স্মৃতিপুরাণতন্ত্রানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণের বা জাতির যাঁহার মুখ হইতে উৎপত্তি, যাঁহাকে চারি বর্ণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট শূদ্রবর্ণ বা শূদ্রজাতি বলা হইয়া থাকে তাঁহারও সেই পুরুষের বা ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপত্তি। জাতিতত্ত্ব প্রতিপাদক সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের যাঁহা হইতে উৎপত্তি শূদ্রেরও তাঁহা হইতে এবং তাঁহারই অঙ্গ হইতে উৎপত্তি। অতএব জাতিপ্রতিপাদক সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণশূদ্রের জনক এক্ দেবতাই। জাতিপ্রতিপাদক সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের ভ্রাতা শূদ্র এবং শূদ্রের ভ্রাতা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। যেহেতু জাতি-

প্রতিপাদক সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের জনক যে পুরুষ বা ব্রহ্মা শূদ্রের জনকও সেই পুরুষ বা ব্রহ্মা। অতএব ব্রাহ্মণশূদ্র এক্ পুরুষ হইতে এক ব্রহ্মা হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের শাস্ত্রানুসারেই এক্‌জাতি অবশ্যই বলিতে হয়। উভয়েই এক্‌গোত্রীয় বলিবার পক্ষেও কোন বাধা হয় না। যেহেতু উভয়েই এক্ পুরুষের বা ব্রহ্মার সন্তান। অতএব সেইজন্য উভয়েই ব্রহ্মগোত্রীয়। কিন্তু পশু ছাগল ত চারি বর্ণের অন্তর্গত নহে। পশু ছাগল ত ব্রহ্মকায়ার কোন অংশ হইতেই উৎপন্ন নহে। শাস্ত্রানুসারে ঐ ছাগলের যদি ব্রাহ্মণাপেক্ষা শুদ্ধতা থাকিত তাহা হইলে বরঞ্চ তোমরা তাহাকে ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য বলিতে ইচ্ছা করিলেও বলিতে পারিতে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পবিত্র ব্রহ্মপদ সমুদ্ভূত শূদ্রাপেক্ষাও ছাগপশু উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ নহে। তাহাকে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করাপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। যেহেতু ব্রহ্মকায়োদ্ভূত চাতুর্ব্বর্ণ্য হইতেই বর্ণসঙ্কর জাতিগণেরও উৎপত্তি। সেইজন্য তাঁহারাও ধন্য, সেইজন্য অবশ্যই তাঁহাদের পবিত্রতা আছে। অতএব সেইজন্য তাঁহারাও ছাগপশু হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। বর্ণসঙ্করাপেক্ষাও নিকৃষ্ট যে ছাগপশু তাহা কোন দেবতার, বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন বর্ণেরই ভোজনোপযোগী হইবার যোগ্য নহে। সর্ব্ববর্ণাপেক্ষা যদ্যপি তাহা শ্রেষ্ঠ হইত তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সর্ব্ববর্ণেরই আহার্য্য হইবার যোগ্য হইতে পারিত। তাহা হইলে অবশ্যই তাহা ভক্ষণে কোন বর্ণকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত না। আমাদের বিবেচনায় শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে প্রত্যেক ছাগভক্ষক বর্ণেরই জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিৎ। আমাদের বিবেচনায় জাতি-প্রতিপাদক নানা আর্য্যশাস্ত্রানুসারে যে সকল বর্ণ ছাগমাংস ভক্ষণ কোন সময়ে করিয়াছেন, তাঁহাদেরও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতার মতে অশ্বের এবং ছাগলের মুখ পবিত্র। কিন্তু গোমুখ পবিত্র নহে। গাভীও গোজাতির অন্তর্গত। গাভীদোহনের পূর্ব্বে গাভীর বৎস গাভীস্তন হইতে দুগ্ধ পান দ্বারা আকর্ষণ না করিলে দুগ্ধ দোহনের সুবিধা হয় না। সেইজন্য গাভীস্তন হইতে দুগ্ধ দোহিত হইবার পূর্ব্বে সেই স্তনস্থিত দুগ্ধ তাহার বৎস কর্ত্তৃক পান দ্বারা আকর্ষণ করাইতে হয়। বৎস ঐ প্রকারে স্বীয় মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধাকর্ষণ আপনার মুখ দ্বারাই করিয়া থাকে। অতএব সেইজন্য তাহার মাতৃস্তন উচ্ছিষ্টই হইয়া থাকে। বিষ্ণুসংহিতার মতে সকলপ্রকার গোমুখই অপবিত্র। গোবৎস অবশ্যই গোজাতীয়। অতএব তাহার মুখও অপবিত্র। বৎস নিজ সেই অপবিত্র মুখ দ্বারা নিজ মাতৃস্তন উচ্ছিষ্টও করে তদ্দ্বারা ক্ষরণশীল দুগ্ধও অবশ্যই উচ্ছিষ্ট হয়। দোহনকালে সেই উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ দোহিত দুগ্ধরক্ষণপাত্রেও পতিত হয়। সেই দুগ্ধ দ্বারা দেবদেবীরও ভোগ হয়, ভগবানেরও ভোগ হয়। সেই দুগ্ধপানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীও তৃপ্তিলাভ করেন। গোবৎসের অপবিত্র মুখ দ্বারা আকর্ষিত এবং ক্ষরিত সেই গোবৎসের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধপানে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও আপত্তি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে যাঁহাদের জাতি আছে ঐ প্রকার দুগ্ধপানে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। তাঁহারা প্রায় সকলেই গোদুগ্ধের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সেই গোজাতীয়া গাভীদুগ্ধকে নিরামিষ্যই বোধ করেন। কিন্তু বাস্তবিক গাভীদুগ্ধ কি নিরামিষ্য? গাভীর দুগ্ধ কি গাভীর অংশ গাভী নহে? গাভীদুগ্ধ কি গাভীনির্য্যাস নহে? তাহা কি বাস্তবিক বৃক্ষনির্য্যাস?

তাহা কখনই নহে। বৃক্ষনির্যাস যেমন বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ তদ্রূপ গাভী-নির্যাস দুগ্ধও গাভীর অংশ গাভী। যিনি গাভীদুগ্ধ পান করেন তিনিই প্রকারান্তরে গাভীভক্ষণও করিয়া থাকেন। অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতেই গাভীভক্ষণ অত্যন্ত দোষণীয়। অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতেই গোখাদক যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি আর্য্যজাতীয় নহে। কোন কোন শাস্ত্রমতে কোন আর্য্যসন্তান গোমাংস ভক্ষণ করিলে তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গাভীর অংশ গাভী যে দুগ্ধকে বলা যাইতে পারে তাহা পানে কোন আর্য্যকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে দর্শন করা যায় না। বরঞ্চ গাভীর অংশ গাভী, যে দুগ্ধ তাহাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং নিরামিষ্য বলা হয়। সেই দুগ্ধের কত শাস্ত্রে এবং নানা অভিধানে 'গোরস' একটী নাম থাকিলেও তাহাকে কি প্রকারে নিরামিষ্য, তাহাকে কি প্রকারে 'অমাংসসত্ত্বা' বলা হয়? যেমন বৃক্ষরসকে অবৃক্ষরস বুঝিবার কোন কারণ থাকে না তদ্রূপ 'গোরসকেও' অগোরস বলিয়া বুঝিবার কোন কারণ থাকে না। যেমন বৃক্ষরসকে বৃক্ষরস বলিয়াই বুঝিতে হয় তদ্রূপ গোরসকেও 'গোরস' বলিয়াই বুঝিতে হয়। প্রমাণ করা হইল 'গোরস' গোরসই। অতএব তাহা নিরামিষ্য নহে তাহাও প্রমাণ করা হইল। তাহা যে গোঅংশ গো তাহাও প্রমাণ করা হইল। অতএব তাহাও গোমাংসতুল্য তাহাও প্রমাণ করা হইল। তাহা গোমাংসতুল্য বলিয়া শ্রেষ্ঠবর্ণীয়দিগের অভক্ষ্য হইবার যোগ্য তাহাও প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করা হইল। তাহা খাইলেও জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিৎ তাহাও সঙ্কেতে বলা হইল।

একত্রিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতার মতে এক জাতি অপর জাতির জলাশয়ে জল পান করিলে, তাঁহাকে সেই জলাশয়াধিকারীর যে জাতি, সেই জাতীয় হইতে হয়। ঐ বিষয়ে বিষ্ণু কহিয়াছিলেন,—

"পরনিপানেষ্বপঃ পীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি ॥ ৩ ॥"

বিষ্ণু ভগবান। অতএব তাঁহার উপদেশ কোন্ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী না বিশ্বাস করিবেন? কোন্ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীকে না বিষ্ণুর উপদেশ স্বীকার করিতে হইবে? বিশেষতঃ বৈষ্ণবকে বিষ্ণুনির্দ্দেশ অবশ্যই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। বিষ্ণুর মতে কেহ পরকীয় জলাশয়ে জল পান করিলে তাঁহাকে সেই জলাশয় যাঁহার তাঁহার সম হইতে হয়। অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ ই দয়াধর্ম্মবশতঃ তৃষ্ণার্ত্তদিগের তৃষ্ণানিবারণ জন্য বাপী, তড়াগ, সরোবর প্রভৃতি খনন করাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই বাপী তড়াগ সরোবর প্রভৃতিতে কত প্রকার নীচজাতীয় ব্যক্তিগণও জল পান করিয়া নিজ নিজ তৃষ্ণাপনোদিত করিয়া থাকেন। অবশ্যই ঐ সকল নীচজাতীয় জলপানকর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন ব্রাহ্মণের জলাশয় হইতে জল পান করিয়া তৃষ্ণানিবারণ করেন তাঁহারা অবশ্যই বিষ্ণুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন স্বীকার করিতে হইবে। কোন প্রকার নিকৃষ্টজাতীয় ব্যক্তি কোন প্রকার শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তির জলাশয়ে জল পান করিলে, তাঁহাকে তজ্জন্য পাতকী হইতে হয় না। সেইজন্য তাঁহাকে কোন শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তির জলাশয়ে জল পান করিয়া পাপক্ষালন জন্য কোন স্মৃতি অনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কোন স্মৃতিতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধানও নাই। অতএব কোন নিকৃষ্টজাতীয় কোন শ্রেষ্ঠজাতীয়ের জলাশয়ে জল পান

করিয়া সেই শ্রেষ্ঠজাতীয়ের সহিত সমতাসম্পন্ন হইলেও, কোন প্রকার স্মার্ত্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব নিরাকৃত করিতে হয় না। তাঁহার সেই অনায়াসলব্ধ শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহারই থাকে। তবে কোন নিকৃষ্ট-জাতীয় ব্যক্তির জলাশয়ে ঘটনাক্রমে কোন শ্রেষ্ঠজাতীয় ব্যক্তি জল পান করিয়া নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইলে, স্মৃতিনির্দ্দেশিত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিলে তিনি পুনর্ব্বার আপনার শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন। অর্থাৎ যেমন একজন ব্রাহ্মণ একজন শূদ্রের জলাশয়ে জল পান করিয়া শূদ্র হইবার পরে স্মৃতিমতানুসারে তাঁহার শূদ্রতা নিবারণ জন্য যে প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি পুনর্ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতানুসারে এক অগ্নিকেই সকল দেবতার মুখ বলা হইয়াছে। ঐ সংহিতার একোননবতিতমোঽধ্যায়ে এই প্রকার বিষ্ণুবাক্য আছে,—

"অগ্নিশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুখম্।২।"

অগ্নিই সকল দেবতার মুখ স্বীকার করিলে সকল দেবতারই একই মুখ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে নানা দেবতার নানা প্রকার মুখ আছে বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। অগ্নি দ্বারা কত নরদেহ দাহ করা হইয়াছে, দাহ করা হইতেছে এবং দাহ করা হইবে। তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবেরই নরমাংস ভক্ষণ করা হয়ও স্বীকার করিতে হইবে। অনেক সময়ে অগ্নি কর্ত্তৃক গো প্রভৃতি কত প্রকার পশুও দাহ হয়। অতএব তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবেরই সেই সকল পশুও ভক্ষণ করা হয়। অনেক সাহেব রোষ্ট্ খাইতে বড় ভালবাসেন্। বিনা অগ্নি রোষ্ট্ হয় না। সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই গোমাংস, মেষমাংস, ছাগমাংস এবং শূকরমাংস প্রভৃতিই

রোষ্ট্ করাইয়া খাইয়া থাকেন। রোষ্ট্ করিবার সময় অগ্নিতে ঐ সমস্ত মাংস দগ্ধ করিতে হয়। অতএব সেইজন্য ঐ সমস্ত মাংসই সর্ব্বদেবের মুখমধ্যেও প্রদত্ত হয় বলিতে হয়, অতএব সেইজন্য ঐ সমস্ত মাংসর অন্ততঃ কিয়দংশও সর্ব্বদেবকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় বলিতে হয়। বিষ্ণুসংহিতানুসারে সর্ব্বদেবের মুখ যে অগ্নি তন্মধ্যে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিকে যে সকল মাংস ভক্ষণ করিতে নাই, সে সকল মাংসও তন্মধ্যস্থ এবং তৎকর্ত্তৃক গ্রসিত হইলেও, সর্ব্বদেবতার মুখ সেই অগ্নি অপবিত্র হন্ না। সর্ব্বদেবতাও অপবিত্র হন্ না। অধিকন্তু সর্ব্বদেবতার প্রসাদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে জাতিভ্রষ্টও হইতে হয় না। ঐ প্রকার ভক্ষণ দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্যও করিতে হয় না। বরঞ্চ শাস্ত্রানুসারে ঐ প্রকার প্রসাদ ভক্ষণে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাঘ্র যে হরিণের কিয়দংশ খাইয়াছে, সেই হরিণের অবশিষ্টাংশ শৃগাল খাইলে, ব্যাঘ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করায় সেই শৃগাল ব্যাঘ্র হয় না। এক জাতির উচ্ছিষ্ট অপর জাতি খাইলে, সেই অপর জাতিরও জাতি-নাশ হয় না। মূর্খের উচ্ছিষ্ট পণ্ডিত খাইলে, পণ্ডিত মূর্খ হন না। পণ্ডিতের উচ্ছিষ্ট মূর্খ খাইলেও মূর্খ পণ্ডিত হইতে পারে না। সদসৎ কার্য্যানুসারে যদি জাতি সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলেও অসৎকার্য্যকারীর উচ্ছিষ্ট সৎকার্য্যকর্ত্তা খাইলে তিনি তজ্জন্য অসৎ হন না। সদসৎ-গুণানুসারে জাতি হইয়া থাকিলেও অসৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট কোন সৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্ষণ করিলে তাঁহার জাতি নষ্ট হয় না। সৎগুণ-

বিশিষ্ট ব্যক্তি যদ্যপি অসৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট খাইলে, তাঁহার জাতিনাশ হইত তাহা হইলে তিনি অসৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করায় তাঁহার সমস্ত সদ্গুণেরই লোপ হইত। দস্যুর উচ্ছিষ্ট খাইলে, যিনি দস্যু নহেন, তিনি দস্যু হন না তাহা আমরা দেখিয়াছি। সাধুর উচ্ছিষ্ট খাইয়া সাধু হওয়া যায় না তাহাও আমরা দেখিয়াছি। জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। তিনি অজ্ঞানীর উচ্ছিষ্ট খাইলে তাঁহার জাতি নষ্ট হয় না। তিনি যেমন জ্ঞানী তেমনি থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহার জ্ঞানেরও ব্যতিক্রম হয় না।

বিভিন্ন আকারানুসারে যে সকল জাতি হইয়াছে, সেই সকল জাতি পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেও তাহাদের মধ্যে কাহারও জাতি নষ্ট হয় না। নানা গুণানুসারে যে সকল জাতি হইয়াছে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জাতিনাশ হয় না। এক জাতির উচ্ছিষ্ট অন্য জাতি ভক্ষণ করিলে, যিনি ঐ প্রকারে ভক্ষণ করেন, তাঁহারও জাতিনাশের সম্ভাবনা নাই। এক-জাতির উচ্ছিষ্ট অপর জাতি ভক্ষণ করিলেও জাতিনাশ হয় না। এক-জাতির অন্ন অপর জাতি স্পর্শ করিলেও তাঁহার জাতির পক্ষে কোন হানি হয় না, ভক্ষণের পক্ষেও কোন হানি হয় না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নানা প্রকার উত্তম জিনিষ আছে, যে উত্তম জিনিষ নষ্ট হয় তাহা ভাল নয়। সে জাতি ভাল নয়, যে জাতি নষ্ট হয়।

বর্ত্তমান দেহাশ্রয়ে তুমি নরজাতি। এ জাতি তোমার সহজে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সর্ব্ব নর একজাতি। এক্ এক্ প্রকার পশুও

এক্ এক্ জাতি। এক্ এক্ প্রকার পক্ষী এক্ এক্ জাতি। এক্ এক্ প্রকার প্রাণী এক্ এক্ জাতি। জীবজন্তু যত আছে সকলেই জীবিত ও সকলেই জীব এইজন্য সকলেই এক্জাতি। শক্তি (বল) ও গুণের নূনাধিক্যে তাহাদের মধ্যে কেহ ছোট ও কেহ বড়। পূর্ব্বে যেমন গুণগত জাতি ছিল এখন ত তেমন নাই। কত নব নব মহৎগুণবিশিষ্ট লোক দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সেই সকল গুণের জন্য তাঁহারা এক্ এক্ জাতি হন্ না। পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতি ছিল।

ভগবানের ইচ্ছায় কোন্ জাতি না নষ্ট হয়? সর্ব্ব জীব যদি এক্ জাতি হয়, জীবত্বনাশে সে জাতি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। কোন জীব নরজাতি বা অন্য কোন পশু প্রভৃতি জাতি হউক সে জাতিও নষ্ট হয়। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি গুণজা জাতি নষ্ট কোন কোন কার্য্যে হবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ভগবানের ইচ্ছায় নরজাতি প্রভৃতি যদি নষ্ট হয় তবে তাঁহারই ইচ্ছায় বা গুণজা জাতি নষ্ট হইবে না কেন?

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অনেক আর্য্যগৃহস্থেরই জাতিভ্রষ্ট হইবার বিশেষ ভয়। সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ জাতিভ্রষ্ট হইলে, সে ব্যক্তির দুঃখের সীমা থাকে না। অনেক সময়ে তাঁহার প্রতি উৎপীড়নও হয়। অনেকে তাঁহাকে তিরস্কারও করেন। অনেকে তাঁহার প্রতি ঘৃণা করিতেও পরাঙ্মুখ হন্ না। অনেকে তাঁহার নিন্দাও করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে তাঁহাকে ভীত হইতে হয়। সেইজন্য তিনি যে জাতি

হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জাতি পাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হয়। যে কোন প্রকারে তাঁহার সেই জাতি পাইবার জন্য চেষ্টা হয়। জাতিভ্রষ্ট হইলে যে সকল প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক ব্যবস্থাপকদিগের মতানুসারে সেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তাঁহার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয়, তিনি তাহার অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। প্রায়শ্চিত্ত জন্য সঙ্গত এবং অসঙ্গত ব্যয়ও করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বার জাতি পাইবার জন্য তদ্বিষয়ক অসঙ্গত এবং আশাস্ত্রীয় ব্যয় করিতে বলিলেও করিয়া থাকেন। ঐ প্রকার ব্যয়কে অসঙ্গত বোধ হইলেও কোন আপত্তি করেন না। জাতি পাইবার জন্য সমাজপতির এবং সেই প্রকার ব্যক্তিবৃন্দের ইচ্ছানুসারে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকেও বহু অর্থব্যয়ে ভোজন করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সন্তোষ জন্য তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে হইলেও তাহা করিয়া থাকেন। কেহ জাতি পাইবার জন্য লালায়িত হয়, কেহ বা জাতি পরিত্যাগ করিবার জন্য লালায়িত হয়। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস দ্বারা জাতিত্যাগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তিরই সন্ন্যাস দ্বারা ঐ প্রকার জাতিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে অনেকেই বৈধ সন্ন্যাস দ্বারা জাতিত্যাগ করিয়াও থাকেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইলেও শাস্ত্রানুসারে ঘৃণিত, নিন্দিত, তিরস্কৃত অথবা উৎপীড়িত হইবার যোগ্য নহেন। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রানুসারে তাঁহারা নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হন্। সেইজন্য তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য হন্। আপনার মূঢ়তাপ্রযুক্ত কোন জাতীয় কোন ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসীকে অসম্মান করিলে, অবজ্ঞা করিলে, শ্রদ্ধা, ভক্তি না করিলে, তাঁহাকে অপরাধী হইতে হয়। শাস্ত্রানুসারে জাতিভ্রষ্ট হইতে পারিলে কোন প্রকার পাতক দ্বারাই আক্রান্ত হইতে হয় না।

নানা শাস্ত্রানুসারে তদ্দ্বারা পরম পবিত্রতারই অধিকারী হইতে হয়। ঐ প্রকার জাতিভ্রষ্টতা অদ্বৈতজ্ঞান লাভেরই পরিচায়ক, ঐ প্রকার জাতিভ্রষ্টতা আত্মজ্ঞান লাভেরই পরিচায়ক। ঐ প্রকারে জাতিভ্রষ্ট হইলে পরম মঙ্গলই হইয়া থাকে। শ্রুতিবেদান্তাদিমতে যতকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞানময় সন্ন্যাস দ্বারা জাতিভ্রষ্ট হওয়া হয় ততকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করা যায় না।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

কোন পুরুষ জ্ঞানতঃ চণ্ডালীগমন করিলে, তাঁহাকে চণ্ডাল হইতে হয়। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতায় নির্দ্দেশ আছে। বিষ্ণুসংহিতার মতানুসারে জ্ঞানতঃ একজন ব্রাহ্মণ চণ্ডালীর অঙ্গসঙ্গ করিলে যদ্যপি তাঁহাকেও চণ্ডাল হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয়াগমনে ক্ষত্রিয় হইবেন না কেন? বৈশ্যাগমনে বৈশ্য হইবেন না কেন? শূদ্রাগমনে শূদ্র হইবেন না কেন? নিজবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন জাতীয়া স্ত্রীতে গমন করিলেই বা তজ্জাতীয় হইবেন না কেন? ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাদিগের ঐ প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। ব্রাহ্মণের জ্ঞানতঃ একজন চণ্ডালীগমনে যদ্যপি চণ্ডাল হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্য জ্ঞানতঃ একজন শূদ্রানীগমনে অবশ্যই তাঁহাকে তজ্জাতীয় হইতে হয়।

কোন প্রকার বৈধ বিবাহ বর্ণসঙ্করোৎপত্তির কারণ হয় না। যিনি কোন প্রকার আদিবর্ণসঙ্করের মাতা, তাঁহার সহিত সেই আদিবর্ণসঙ্করের পিতার বিবাহ হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণে বিবাহসূত্রে যে পুত্রোৎপন্ন হয়, সেই পুত্রই অবর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। কোন বর্ণীয়া কোন নারীর সতীত্বের ব্যতিক্রম দ্বারা পুত্রোৎপন্ন হইলে, তাহার সেই পুত্রকে যেরূপ বর্ণসঙ্কর বলা যায় তদ্রূপ সেই নারীকেও অসতী বলা

যায়। যে নারী পরপুরুষের অঙ্গসঙ্গ করে, সেই অসতী, সেই ব্যভিচারিণী। পরপুরুষসংসর্গ দ্বারা নারী নিন্দিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পরকালে সেই নারীর শৃগালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাকে নানা প্রকার পাপরোগ দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥"

যে নারী ব্যভিচার দ্বারা নিজ পতিকে অতিক্রম করেন না, সজ্জনগণ তাঁহাকেই সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥"

সাধ্বী নারী ইহলোকে প্রশংসিত হইয়া দেহান্তে পতিলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করেন। সেইজন্য প্রত্যেক নারীরই পরপুরুষ-সংসর্গে বিরত হওয়া উচিৎ। যে নারীর জন্ম হইতে পরপুরুষসংসর্গ হয় নাই, সেই নারী প্রকৃত সতী। যিনি প্রকৃত সতী, তিনি কায়া দ্বারা পরপুরুষসংসর্গ করেন না। তিনি মন দ্বারা কখন পরপুরুষসংসর্গ ইচ্ছা করেন না। তিনি বাক্য দ্বারাও পরপুরুষের সংসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তিনি পরাৎপর পরমপতির মন্দিরস্বরূপ নিজ-পতিতে মনোনিবেশ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তিনি হরিমন্দির মার্জ্জনার ন্যায় নিজপতিরূপ দিব্যমন্দিরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যেরূপ এই দেহের শুশ্রূষা করিলে দেহীর শুশ্রূষা করা হয় তদ্রূপ পতির শুশ্রূষা করায়, সেই পতিমধ্যস্থিত পরমপতির শুশ্রূষা করা

হয়। যেরূপ মাতা আহার করিলে, তাঁহার গর্ভস্থিত সন্তানেরও আহার করা হয় তদ্রূপ নারী নিজপতিসেবা করিলেই, সেই সেবা দ্বারা পরমপতিও সেবিত হন্। সেইজন্য নারীর পতিসেবা দ্বারা পরমধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে।

নারীর পতি দ্বারা যে পুত্রোৎপন্ন হয়, সেই শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নারীর পারলৌকিক উন্নতির কারণ হয়। কোন নারীর ব্যভিচারসম্ভূত পুত্র, তাঁহার পারলৌকিক উন্নতির কারণ হয় না। তজ্জন্যই মনুসংহিতায় প্রকাশ আছে,—

"নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥"

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণের মতে সাধ্বীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণবিষয়ে নিষেধ আছে। যে নারী দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করে, সেও একপ্রকার ব্যভিচারিণী। তাহার দ্বিতীয় ভর্ত্তা দ্বারা পুত্রোৎপন্ন হইলে, সে পুত্রকেও একপ্রকার বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে। যেহেতু আর্য্যশাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে কোন নারী দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণে তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন করাইলে, সে পুত্র শাস্ত্রসম্মত হয় না। যে পুত্র শাস্ত্রসম্মত নহে, সে নিজ পিতৃমাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু সারমেয়কুলের আদিপুরুষ মহাত্মা কশ্যপের সরমানাম্নী পত্নীর গর্ভোৎপন্ন হইয়াও সে স্বীয় পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই!

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাসের মাতা ধীবরকন্যা। তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ। অতএব বেদব্যাসকে শূদ্রধীবরও বলা যায় না এবং শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণও বলা যায় না।

শাস্ত্রমতে বেদব্যাসকে চারি বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণই বলা যায় না। তাঁহাকে এবং বৈদ্যজাতিকে শঙ্করবর্ণের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকার বিবরণ আছে—

শৌনক উবাচ।

কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যান্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥

সৌতিরুবাচ।

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে॥
তয়া নিবারিতো যত্নাদ্বলেন বলবান্ শুরঃ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যস্মাদ্দেবাদিসঙ্কটম্॥
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীম্।
সরিদ্বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা॥

ঐ বৈদ্যজাতির উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ে নিহিত আছে। অন্যান্য শাস্ত্রেও বৈদ্যোৎপত্তি প্রসঙ্গ আছে।

বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কোন মতে বৈদ্য ক্ষত্রিয়। কোন মতে বৈদ্য সূত। কোন মতে বৈদ্য শূদ্র। কোন

মতে বৈদ্য বর্ণসঙ্কর। প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে বৈদ্যজাতিকে শূদ্রই বলিতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ১৫॥"

অম্বষ্ঠবৈদ্যজাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ঐ শ্লোকাংশে কথিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাগর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। সুতরাং অম্বষ্ঠকে এবং তাঁহার বংশাবলীকে শূদ্রই বলিতে হয়। কারণ মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের মতে মোহবশতঃ কোন দ্বিজাতি যদ্যপি আপনার বর্ণাপেক্ষা কোন হীনবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই দ্বিজ নিজ বংশাবলীর সহিত শূদ্রতা প্রাপ্ত হন্। ব্রাহ্মণদ্বিজাপেক্ষা অবশ্যই বৈশ্যদ্বিজকন্যা হীন। সেই হীন-বৈশ্যকন্যার গর্ভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠদ্বিজ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈদ্যের জন্ম। সুতরাং উক্ত তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকানুসারে সেই শ্রেষ্ঠদ্বিজের ঔরসে বৈশ্য-কন্যার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে শূদ্রই বলিতে হয়।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকানুসারে বৈদ্যজাতিকে বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। ঐ শ্লোক এই প্রকার—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৪॥"

শাস্ত্রানুসারে চারি বর্ণ। সেই চারি বর্ণের মধ্যে কোন ২ বর্ণের স্ত্রীপুরুষ হইতে যে সন্তান তাহাকেই বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য একবর্ণ নহেন। উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্রবর্ণ। সেইজন্য ঐ

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছিল তাঁহাকেও বর্ণসঙ্কর বলিতে হয়। ঐ প্রকার উৎপন্ন যে সন্তান মনুসংহিতা প্রভৃতির মতে তাঁহাকে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে। সেই অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি অনেকের মতে। সেইজন্য বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াও থাকে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতেও অম্বষ্ঠ এক প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

কেহ কেহ বলেন অম্বষ্ঠজাতিই বৈদ্যজাতি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডানুসারে অম্বষ্ঠজাতিকেই বৈদ্যজাতি বলা যাইতে পারে না। মনুসংহিতার দশমাধ্যায়মতে ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যাসংযোগে অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি। ঐ বিষয়ে প্রজাপতি মনু কহিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি। অশ্বিনীকুমার স্বর্গীয় বৈদ্য। কিন্তু নানা শাস্ত্রানুসারে এক্ জন অশ্বিনীকুমার নহেন। নানা শাস্ত্রানুসারে দুই জন অশ্বিনীকুমার। সেই দুই জনের মধ্যে কাহার ঔরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি তাহা ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণানুসারে জানিবার কোন উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অম্বষ্ঠজাতির মাতা বৈশ্যকন্যা পিতা ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে বৈদ্যজাতির মাতা কোন ব্রাহ্মণপত্নী। বৈশ্যকন্যা নহেন। তাঁহার পিতাও কোন পার্থিব ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যনন্দন অশ্বিনীকুমার। সুতরাং বৈদ্যজাতি দেববংশজ। সুবিখ্যাত পাণ্ডু মহারাজার কনিষ্ঠা পত্নীর নকুলসহদেব নামক পুত্রদ্বয়ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে উৎপন্ন। নকুলসহদেবের মাতা ক্ষত্রপত্নী।

বৈদ্যজাতির মাতা ব্রাহ্মণপত্নী। সেইজন্য নকুলসহদেবও বৈদ্যজাতির ন্যায় অশ্বিনীকুমারের সন্তান হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষা বৈদ্যজাতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কারণ বৈদ্যজাতির মাতা ক্ষত্রিয়া নহেন, তিনি ব্রাহ্মণী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য ও মনু হইতেই অনেক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন। চন্দ্র, সূর্য্য এবং মনু হইতে অনেক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন বলিয়া অবশ্য চন্দ্র, সূর্য্য, মনুকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে অশ্বিনীকুমার সূর্য্যপুত্র। সুতরাং অশ্বিনীকুমারবংশে যাঁহাদের উৎপত্তি তাঁহাদের কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। বৈদ্যজাতির মাতা অবশ্যই ব্রাহ্মণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ক্ষত্রিয় অশ্বিনীকুমারের সহিত ত মাতার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার পিতা অন্য ব্রাহ্মণের পত্নীর প্রতি বলাৎকার করিয়া বলপ্রয়োগে তাঁহার উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার সে কার্য্যে ইচ্ছা না থাকিলেও।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে অশ্বিনীকুমারবংশোৎপন্নদিগের বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মসকলে অধিকার ছিল এবং অদ্যাপিও অধিকার আছে। ঐ অশ্বিনীকুমারবংশীয় কোন ব্যক্তি বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ জ্যোতিঃশাস্ত্রই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় হইয়াছিল। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রাবলম্বনে গণনা করিতেন এবং গণনা করিয়া বেতনস্বরূপ লোকদিগের নিকট অর্থগ্রহণ করিতেন। সেইজন্য তাঁহাকে গণকজাতি কহা যায়। ঐ অশ্বিনীকুমারবংশীয় আর এক ব্যক্তি অগ্রদানী হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তির অগ্রদানী হইবার কারণ তিনি শূদ্রগণের অগ্রে দান লইয়াছিলেন এবং প্রেতশ্রাদ্ধের দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস যেমন অবিবাহিতা কন্যা বা কুমারীগর্ভসম্ভূত তদ্রূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে কুম্ভকারাদি নয় প্রকার জাতিরও অবিবাহিতা কন্যা বা কুমারীগর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদব্যাসও যেমন ব্রাহ্মণ-ঔরসোৎপন্ন তদ্রূপ কুম্ভকারাদিও ব্রাহ্মণৌরসোৎপন্ন। জন্মানুসারে যদ্যপি বেদব্যাস ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন্, তাহা হইলে, কুম্ভকারাদির ব্রাহ্মণৌরসে জন্ম জন্য, তাহা হইলে কুম্ভকারাদিরও বেদব্যাসের ন্যায় কুমারীগর্ভ হইতে উৎপত্তি জন্য তাহারাই বা কেন বেদব্যাসের ন্যায় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। জন্মানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলে অবশ্য কুম্ভকারাদি নয় প্রকার জাতিকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণীয় মতানুসারে কুম্ভকারাদির ন্যায় বেদব্যাসেরও নিকৃষ্ট জাতি ছিল স্বীকার করিতে হইবে, তাহাদের ন্যায় বেদব্যাসও এক্প্রকার বর্ণসঙ্কর ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। অথবা ব্যাসসংহিতার মতানুসারে বেদব্যাস যেমন এক্ প্রকার চণ্ডাল তদ্রূপ কুম্ভকারাদিও সেই প্রকার চণ্ডাল বলিতে হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে যেমন কুম্ভকারাদি নয় প্রকার জাতি এক্ বিশ্বকর্ম্মার অবতার হইতে উৎপন্ন তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও এক্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। অথচ ঐ চারকে এক্বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য না করিয়া চারি প্রকার বর্ণ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ ঐ চারে কোন প্রভেদ নাই। স্বরূপতঃ কুম্ভকারাদি নয় প্রকার জাতিতেও কোন প্রভেদ নাই।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

একব্যক্তি হইতে চারি পুত্রের উৎপত্তি হইলে, অবশ্য সেই ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার অন্য তিন পুত্রের ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিৎ। তাঁহার মধ্যম পুত্রকে তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিৎ। তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে তাঁহার চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্রের শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিৎ। কিন্তু যদ্যপি সেই ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যম, তৃতীয় ও চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্রকে তাঁহার মধ্যমপুত্রের পুত্র, তৃতীয়পুত্রের পুত্র এবং চতুর্থ বা কনিষ্ঠপুত্রের পুত্র শ্রদ্ধাভক্তি করেন না। কনিষ্ঠের বংশাবলীর মধ্যে যদ্যপি জ্যেষ্ঠের বংশাবলীর মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সেই জ্যেষ্ঠের বংশাবলীর অন্তর্গত বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ ব্যক্তি হইতে জন্ম এবং সম্বন্ধানুসারে শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য তিনি সেই ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রদ্ধাভক্তি পাইবারও যোগ্য। জ্যেষ্ঠের বংশাবলীর মধ্যে সকলেই জ্যেষ্ঠ হয় না এবং কনিষ্ঠের বংশাবলীর মধ্যেও সকলেই কনিষ্ঠ হয় না। জ্যেষ্ঠের বংশাবলীর মধ্যেও অনেকে কনিষ্ঠের বংশাবলীর মধ্যগত ব্যক্তিবৃন্দের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্ম এবং সম্বন্ধ জনিত জ্যেষ্ঠতাজন্য তাঁহারা জ্যেষ্ঠবংশীয়গণের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা সম্বন্ধকনিষ্ঠ, সেই সমস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অবশ্যই তাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তি পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এক ঋগ্বেদীয় পুরুষের, বিরাটপুরুষের বা ব্রহ্মার চারি অঙ্গজ, চারি আত্মজ বা চারি পুত্র। অতএব সেইজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের এক গোত্র হইতে উৎপত্তি হইয়াছেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাঁহারা চারি জনই একের সন্তান। সেইজন্য ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তি যদ্যপি ক্ষত্রিয়বংশীয়

কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ হন্ তাহা হইলে তাঁহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ ক্ষত্রবংশীয়কে অবশ্যই শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রণাম করা উচিৎ। সেইজন্য ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তি যদ্যপি বৈশ্যবংশীয় কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ হন্ তাহা হইলে তাঁহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ বৈশ্যবংশীয়কে অবশ্যই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম করা উচিৎ। সেই-জন্য ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তি যদ্যপি শূদ্রবংশীয় কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়ঃ-কনিষ্ঠ এবং সম্বন্ধকনিষ্ঠ হন্ তাহা হইলে তাঁহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ শূদ্রবংশীয়কে অবশ্যই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম করা উচিৎ। তাঁহার প্রাপ্য সম্মান অবশ্যই তাঁহাকে প্রদান করা উচিৎ। উশনার মতানুসারে ব্রাহ্মণ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে, সমস্ত বৈশ্যকে এবং সমস্ত শূদ্রকেই আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন। তবে তিনি স্ববর্ণীয় কনিষ্ঠগণকেই আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন। তবে তাঁহার স্ববর্ণীয় জ্যেষ্ঠগণ তাঁহার অভিবাদ্য এবং প্রণম্য। উশনার মতানুসারে ব্রাহ্মণের স্ববর্ণ যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁহাদেরও সেই কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অভিবাদন প্রভৃতি করিতে বাধ্য নহেন। তাঁহার মতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি গুণকর্ম্ম এবং জ্ঞান দ্বারা কোন ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সেই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরও অভিবাদ্য বা প্রণম্য নহেন। ভৃগুবংশীয় উশনার মুখ হইতে ঐ প্রকার অহঙ্কারসূচক বাক্য নির্গত হওয়া অসম্ভব নহে। যেহেতু তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ ভৃগুমুনির ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষস্থলে পদাঘাত করিবার অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত কোন কোন গ্রন্থে নিবেশিত আছে। তিনি সেই দাম্ভিকের বংশসম্ভূত বলিয়াই এই প্রকার উপদেশ স্বীয় পুত্রকে দিয়াছিলেন,—

“নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ ॥ ৪৪ ॥”

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। সেইজন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই অতি পবিত্র। তাঁহার অঙ্গের কোন অংশ পবিত্র এবং কোন অংশ অপবিত্র বলিতে পার না। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার অঙ্গের সর্ব্বাংশই অতি পবিত্র। সেইজন্য তাঁহার মুখ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পবিত্র, তাঁহার বাহু হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পবিত্র, তাঁহার বক্ষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পবিত্র, তাঁহার উরু হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পবিত্র, তাঁহার পদ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পবিত্র।

তোমার মতে যদ্যপি ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গের সকল অংশ সমান পবিত্র না হয়, তোমার মতে যদ্যপি ব্রহ্মার মুখই পরমপবিত্র উত্তমাঙ্গ হয়, তোমার মতে যদ্যপি সেই মুখ হইতে প্রথমোৎপত্তিজন্য ব্রাহ্মণকে অন্যান্য বর্ণাপেক্ষা প্রধান বলিতে হয় তাহা হইলে সে সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত করিতেও পারা যায়। তুমি মনুসংহিতানুসারে বলিয়া থাক,-

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যাবৈস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

হইতে পারে ব্রহ্মার শরীর হইতে কোন ব্রাহ্মণ আদিক্ষত্রিয়, আদিবৈশ্য এবং আদিশূদ্রাপেক্ষা অগ্রে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কত ব্রাহ্মণের অগ্রে কত ক্ষত্রিয়ের, কত বৈশ্যের এবং কত শূদ্রের উৎপত্তি হইতেছে। বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বেও কত ব্রাহ্মণের অগ্রে কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য এবং কত শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়, সেই সকল বৈশ্য এবং সেই সকল শূদ্র অবশ্যই তাঁহাদের পরে যে সকল ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহাদের সে সকল অপেক্ষা অগ্রে জন্ম হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠতা আছে স্বীকার করিতে হইবে।

যে সকল কারণে ব্রাহ্মণাপেক্ষা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে নিকৃষ্ট বলা যায় কোন ব্রাহ্মণসম্বন্ধে সে সকলের যদ্যপি অভাব হয় তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণের অবশ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইবে না। তাহা হইলে অবশ্যই অন্য ত্রিবর্ণাপেক্ষা তাঁহাকে নিকৃষ্টই বলিতে হইবে। কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই বেদজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় না। অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় জনগণই অবেদবিৎ। তাঁহাদের অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানও নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ মূর্খ। তাঁহাদের কাহারো ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জন্মও হয় নাই। অধুনা অন্যান্য বর্ণের যথা হইতে জন্ম হইয়া থাকে তাঁহার তথা হইতে জন্ম। তাঁহাদের অনেক ক্ষত্রিয়, অনেক বৈশ্য এবং অনেক শূদ্রের পরেও জন্ম হইয়াছে। তাঁহাদের যে সকল ক্ষত্রিয়, যে সকল বৈশ্য এবং যে সকল শূদ্রাপেক্ষা পরে জন্ম হইয়াছে সেই সকল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের অগ্রে উৎপন্ন, সর্ব্ববেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হওয়ার জন্য, তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান এবং সেই সকল অজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তিস্থান একই প্রকার হওয়ার জন্য অবশ্যই সেই সকল অজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কথিত ক্ষত্রিয় প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। যে জন্য মনু ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববর্ণের প্রভু বলিয়াছেন সেই সকলের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণের সম্বন্ধই নাই তাঁহারা কি প্রকারে সর্ব্ববর্ণের প্রভু স্বীকার করা যায়?

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনেক শাস্ত্রেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রানুসারেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহর্ষি। কিন্তু কোন শাস্ত্রানুসারেই তিনি জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। যেহেতু তাঁহার

মাতা কোন ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন না। তাঁহার মাতা যদ্যপি ব্রাহ্মণ-কন্যা হইতেন এবং তাঁহার মাতার কুমারীঅবস্থায় যদ্যপি শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ পরাশরের সহিত বিবাহ হইত এবং সেই বিবাহান্তে পরাশরের সংশ্রবে যদ্যপি তাঁহার মাতার গর্ভ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইত এবং শাস্ত্রানুসারে যদ্যপি তিনি উপনয়নসংস্কারাদির দ্বারা সংস্কৃত হইতেন, তাহা হইলে জন্মানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারিত। কথিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত স্মৃতির মতানুসারে সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে তাঁহার জন্মানুসারে তাঁহাকে চণ্ডালই বলিতে হয়। তৎকৃত স্মৃতি মধ্যে ত্রিবিধ চণ্ডালের উল্লেখ আছে। উক্ত স্মৃতি-মতে কুমারী বা অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত পুত্রও চণ্ডাল হইয়া থাকে। বেদব্যাসের মাতার কুমারীকালে, তাঁহার গর্ভ হইতে ব্যাসের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য ব্যাসসংহিতার মতানুসারে ব্যাসও একপ্রেণীর চণ্ডাল। ব্যাসদেবের পৌরাণিক জন্মবৃত্তান্তানুসারে ব্যাসদেবকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া বারবিলাসিনীপুত্রই বলিতে হয়। যেহেতু তাঁহার মাতার সহিত তাঁহার পিতা অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে কোন প্রকার বিবাহ দ্বারাই পরস্পর পতিপত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হন্ নাই অথচ পরাশর তাঁহার মাতার পতি না হইলেও, তাঁহার মাতার গর্ভ হইতে পরাশর তাঁহার জন্মের কারণ হইয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার পৌরাণিক জন্মবৃত্তান্তানুসারে তাঁহাকে বারবিলাসিনীপুত্রই বলিতে হয়। পৌরাণিক মতানুসারে জন্ম দ্বারা বেদব্যাস যে অব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। জন্মানুসারে বেদব্যাস যে বারবিলাসিনী-পুত্র ছিলেন, তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। জন্মানুসারে বেদব্যাস যে একপ্রকার চণ্ডাল ছিলেন, তাহাও ব্যাসসংহিতানুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব জন্মানুসারে বেদব্যাসকে কথনই ব্রাহ্মণ

বলা যাইতে পারে না। নানা শাস্ত্রানুসারে বেদব্যাস বারবিলাসিনীপুত্র হইয়াও, ব্যাসস্মৃতির মতানুসারে বেদব্যাস চণ্ডাল হইলেও বেদব্যাসের বেদবিভাগে অধিকার হইয়াছিল, স্মৃতি, অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ রচনায় অধিকার হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তসূত্র রচনায় অধিকার হইয়াছিল। নানা শাস্ত্রানুসারে বেদব্যাসের সর্ব্বশাস্ত্রেই অধিকার হইয়াছিল। নানা শাস্ত্রপ্রমাণে জন্মানুসারে বেদব্যাসের যদ্যপি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার হইয়া থাকে, বেদবিভাগকার্য্যে, স্মৃতিরচনাকার্য্যে, অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ রচনাকার্য্যে অধিকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে চণ্ডাল প্রভৃতি সকল বর্ণসঙ্কর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শূদ্রেরই বা যোগ্যতা হইলে বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিতে অধিকার হইবে না কেন? জন্মানুসারে বারবিলাসিনীপুত্র, জন্মানুসারে চণ্ডাল বেদব্যাসের যে প্রকারে উপনয়নাদিতে অধিকার হইয়াছিল, সেইপ্রকারে জন্মানুসারে শূদ্র কোন ব্যক্তি গুণকর্ম্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে, শুদ্ধভক্তিপ্রেমানুসারে উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার যোগ্য হইলেই বা উপনয়ন-সংস্কারাদির দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারিবেন না কেন? সেইজন্যই বলা হইয়াছে যে শূদ্র উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার উপযুক্ত হইলে তিনি উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারেন। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে কোন প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু মহাভারতাদি মতে গুণকর্ম্মানুসারেও বর্ণনির্ণয় করিবারও ব্যবস্থা আছে। মহাভারতের মতে একজন শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণকর্ম্মশালী হইলে সেই শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তন্মতে কোন ব্রাহ্মণকুমার শূদ্রের ন্যায় গুণকর্ম্মশালী হইলেও, তাঁহাকে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইতে হইবে। নানা শাস্ত্রমতে গুণকর্ম্মের তারতম্যানুসারে সর্ব্ববর্ণেরই উৎকৃষ্টতা এবং নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রানুসারে উৎকৃষ্টগুণকর্ম্মশালী হইলে উৎকৃষ্টতা-

প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে নিকৃষ্টগুণকর্ম্মশালী হইলে, নিকৃষ্টতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গুণকর্ম্মানুসারে আমরা চতুর্ব্বিধবর্ণের লোক-দিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট বর্ণকেই নিকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই মোশলমান এবং খ্রীষ্টান হইতেও দেখিয়াছি। অদ্যাপিও গুণকর্ম্মানুসারেই জাতি নিরূপিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই উৎকৃষ্টগুণকর্ম্মশালী পুরুষ, নিকৃষ্টগুণকর্ম্মশালী হইলে, তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। মহাভারতাদি প্রমাণে নিকৃষ্টের উৎকৃষ্ট হইবারও পদ্ধতি আছে, উৎকৃষ্টের নিকৃষ্ট হইবারও পদ্ধতি আছে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইতে পারেন। ঐ সংহিতায় এই প্রকার লিখিত আছে—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥"

ইদানী ঈশ্বরপুরীর জাতি সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহার জাতি সম্বন্ধে অনেক পক্ষে অনেক প্রকার মত। কেহ বলেন তিনি শূদ্রজাতীয় ছিলেন। কেহ বলেন তিনি শূদ্রজাতীয় ছিলেন বটে কিন্তু তিনি উত্তমশূদ্র ছিলেন না। যেহেতু তিনি অদ্বৈতপ্রভুর নিকটে আপনাকে অধমশূদ্র বলিয়াই পরিচিত করিয়াছিলেন। অন্য কোন পক্ষ তাঁহাকে অধমশূদ্র বলিয়াও স্বীকার করেন না। সে পক্ষের মতে ঈশ্বরপুরী এক্ প্রকার বর্ণসঙ্কর। আমরা জানি শাস্ত্রে অনেক প্রকার বর্ণসঙ্করের উল্লেখ আছে। ঈশ্বরপুরী কোন্ প্রকার বর্ণসঙ্কর তাহা তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। আমাদের মতে ঈশ্বরপুরী কোন জাতীয় বর্ণসঙ্কর তাহা তাঁহাদের প্রমাণ সহ বলা উচিত ছিল।

শূদ্র অপেক্ষা অধম যে ব্যক্তি তাহাকেই 'শূদ্রাধম' বলা যাইতে পারে। স্বয়ং ঈশ্বরপুরীই আপনি যে 'শূদ্রাধম' তাহা চৈতন্যভাগবতে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। 'শূদ্রাধম' অর্থে শূদ্র অপেক্ষা অধম জাতি স্বীকার করিলে 'শূদ্রাধম' শব্দের অর্থ বর্ণসঙ্কর বলিতে হয়। তাহা হইলে চৈতন্যভাগবতানুসারে ঈশ্বরপুরীকে বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। অথচ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কোন কোন শব্দবিদের মতে 'শূদ্রাধম' অর্থে শূদ্রজাতির মধ্যে যে ব্যক্তি অধম তাহাকেই 'শূদ্রাধম' বলা যাইতে পারে। চৈতন্যভাগবতে ঈশ্বরপুরী নিজেই আপনাকে 'শূদ্রাধম' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কোন কোন শব্দবিদ্দিগের মতানুসারে ঈশ্বরপুরীকে শূদ্রজাতির মধ্যে অধমশূদ্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তিনি স্বয়ংই আপনাকে শূদ্রাধম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পদ্ম-পুরাণের মতে শূদ্র অপেক্ষা কত নীচ চণ্ডাল বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে তাঁহাকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তবে যে শূদ্রের বিষ্ণুর প্রতি সেবাভক্তি আছে তাঁহাকেই বা কি প্রকারে শূদ্র বলি।

কোন শাস্ত্রমতেই বেদব্যাস জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। জন্মানুসারে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিম্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করও নহেন। সুতরাং সেইজন্যই ঐ বেদব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিম্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর নহেন। অথচ তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার হইয়াছিল, অথচ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে তিনি অবধূতসন্ন্যাসী ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহাকে পরমহংসও বলা হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে পরমহংসাবধূত বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলের মতে একজন অব্রাহ্মণের, একজন অক্ষত্রিয়ের, একজন অবৈশ্যের, একজন অশূদ্রের, একজন অবর্ণসঙ্করের সন্ন্যাসে অধিকার থাকিলে, পরমহংসাবধূত হইবার

অধিকার থাকিলে, একজন শূদ্রেরই বা সন্ন্যাসে অধিকার থাকিবে না কেন? কোন প্রকার বর্ণসঙ্করেরই বা সন্ন্যাসে অধিকার থাকিবে না কেন? বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়েরই বা সন্ন্যাসে অধিকার থাকিবে না কেন? শুকদেব অব্রাহ্মণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্য, অশূদ্র এবং অবর্ণসঙ্কর হইয়াও ত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, পরমহংসাবধূত হইয়াছিলেন। তাঁহারও গোস্বামী উপাধি, তাঁহারও দেব উপাধি হইয়াছিল।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ত্রিবর্ণ যদ্যপি বেদশিক্ষা করিতে অক্ষম হইতেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ত্রিবর্ণ যদি বেদার্থবোধে, বেদের তাৎপর্য্যবোধে অক্ষম হইতেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ত্রিবর্ণ যদ্যপি বেদাধ্যয়নেই অপারগ হইতেন তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণেরই বেদে অধিকার নাই। আর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ত্রিবর্ণের বেদাধ্যয়নে, বেদশিক্ষায়, বেদের তাৎপর্য্যগ্রহণে অধিকার নাইই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? সর্ব্ববেদের প্রকাশ যাঁহা হইতে তাঁহা হইতেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণও সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ঐ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের ভ্রাতা। ব্রহ্মমুখজ ব্রাহ্মণের যদ্যপি বেদে অধিকার থাকে তাহা হইলে অবশ্যই ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ ক্ষত্রিয়েরও বেদে অধিকার আছে, বৈশ্যেরও বেদে অধিকার আছে এবং শূদ্রেরও বেদে অধিকার আছে। ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে যদ্যপি শূদ্রের বেদে অধিকার না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই শূদ্র বেদ অধ্যয়ন, শিক্ষা এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ ব্রহ্মার সর্ব্ব নিয়মই স্বাভাবিক। স্বভাবতই সে সকলেরই ব্যতিক্রম হইবার নহে।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার অভিপ্রায়ানুসারে শূদ্রের কোন বেদে অধিকার না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই সেই ব্রহ্মাকে পক্ষপাতী বলা সঙ্গত হইত। কারণ তাঁহার পক্ষে তাঁহার সকল সন্তানই সমান। তাঁহার ব্রাহ্মণ-সন্তানকেই বা বেদে অধিকার দিয়াছেন কেন এবং অন্য তিন জনকে বা কেবল তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শূদ্রকে অধিকার দেন নাই কেন বলা যাইতে পারিত। স্বভাবতঃ মানুষের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিই অধিক স্নেহমমতা। শূদ্র ব্রহ্মার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। সেইজন্য সেই শূদ্রের প্রতিই তাঁহার অধিক স্নেহমমতা আছে কেনই বা স্বীকার করা যাইবে না? তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শূদ্র যদি অজ্ঞানী হইয়া থাকে, পরে তাহার জ্ঞান হইলে ব্রহ্মার কি সুখ বোধ হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। পুত্রের অভ্যুদয় কে না ইচ্ছা করে? বিশেষতঃ কনিষ্ঠপুত্রের অভ্যুদয়েচ্ছা করা অতি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

এক সময়ে চারি বর্ণই ত ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ত সেই ব্রহ্মকায়জ। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ত সেই ব্রহ্মার কায়ার অংশ ব্রহ্মার কায়া। তবে অধুনা তাঁহাদের পরস্পর এত পার্থক্য কেন? অধুনা তাঁহাদের পরস্পর এত অনৈক্য কেন? প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সকলেই একবস্তু হইয়া পরস্পর অভেদ বোধ না করিয়া প্রভেদ বোধ করেন কেন? ঐ প্রকার স্বার্থপরতা প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে আদরণীয় নহে।

জাতিতত্ত্বের সমালোচনা।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তাঁহারই জাতি আছে। যিনি জাত, তাঁহারই জাতি আছে। যিনি অজাত তাঁহার জাতি নাই। বেদ-বেদান্তাদিমতে আত্মা অজাত। সেইজন্য বেদবেদান্তানুসারে আত্মার জাতি নাই। বৈদিক মতে "অয়মাত্মা ব্রহ্মঃ"। নানাশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম অনাদি এবং অজ। অতএব ব্রহ্মের জাতি স্বীকার করা যায় না। বেদবেদান্তাদিমতে এই দেহস্থ আত্মাই ব্রহ্ম। অতএব এই দেহস্থ আত্মার জাতি স্বীকার করা যায় না। তবে জাতি কাহার? আত্মজ্ঞানী শান্তদেব বলেন "জাতি দেহের"। যেহেতু নানাশাস্ত্রানুসারে দেহই জাত হইয়াছে। দেহকেই জাত হইতে অনেকেই দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া থাকেন বলিয়া তদ্বিষয়ে অন্যান্য প্রমাণসকলের প্রয়োজন নাই। এই ভূমণ্ডলে কেবলমাত্র এক প্রকার দেহ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা এই ভূমণ্ডলে অনেক প্রকার দেহই দেখিয়া থাকি। সেইজন্য নারায়ণ-শাস্ত্রী বলেন সেই অনেক প্রকার দেহ দ্বারা অনেক প্রকার জাতির কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেইজন্যই দেহানুসারে নরজাতি, গোজাতি এবং অশ্বজাতি প্রভৃতি বিবিধ জাতির বিদ্যমানতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। "নানা মুনির নানা মত" এই যে কিম্বদন্তী আছে ইহা জাতিতত্ত্ব

সম্বন্ধেও খাটিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রসকলে 'জাতি' সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে। শাস্ত্রীয় এক্ প্রকার মতে জন্মানুসারে জাতি। শাস্ত্রীয় অন্য প্রকার মতে গুণকর্ম্মানুসারে জাতি। আবার এক্ প্রকার শাস্ত্রীয় মতে জন্ম এবং গুণকর্ম্ম উভয়ানুসারে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আবার অন্য প্রকার শাস্ত্রীয় মতে কেবলমাত্র গুণকর্ম্ম এবং স্বভাব দ্বারা জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতই প্রধান প্রমাণ। তিনি নরোত্তম শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গুণকর্ম্ম দ্বারা যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচিত হইতে পারে, তাহা আমাদের মধ্যে কে না জানে। এক্‌ব্যক্তি পণ্ডিতও মনুষ্য আর এক্‌ব্যক্তি মূর্খও মনুষ্য। পাণ্ডিত্য দ্বারা পণ্ডিতেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু মূর্খতা দ্বারা মূর্খের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয় না। সেইজন্য পণ্ডিত যে শ্রেণীর মূর্খকে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

গুণকর্ম্মানুসারে জাতিনির্ব্বাচন করিতে হইলে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্ম-সকল যাঁহাতে থাকিবে, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম্মসকল যাঁহাতে থাকিবে, তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। বৈশ্যের গুণকর্ম্মসকল যাঁহাতে থাকিবে, তাঁহাকেই বৈশ্য বলিতে হইবে। শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল যাঁহাতে থাকিবে, তাঁহাকেই শূদ্র বলিতে হইবে। কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের গুণকর্ম্মসকল যাঁহাতে থাকিবে, তাঁহাকেই বর্ণসঙ্কর বলিতে হইবে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন না বলিয়া বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। তবে কি তিনি বিষ্ণু মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তাদিগের

মতানুসারে মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? তাহাও তিনি প্রাপ্ত হন নাই ! প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মতানুসারে তাঁহার পিতৃবর্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধে যেমন যোগ্যতা হয় নাই তদ্রূপ তাঁহার মাতৃবর্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধেও যোগ্যতা হয় নাই। যেহেতু তাঁহার মাতার সহিত শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ পদ্ধতি দ্বারাও তাঁহার পিতার বিবাহ হয় নাই। প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি মতে তাহা যগ্যপি হইত, তাহা হইলে তাঁহার মাতার যগ্যপি শাস্ত্রীয় কোন বর্ণ থাকিত তদনুসারে তিনি সেই বর্ণীয় হইতেন। যেহেতু বিষ্ণু মনু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শ্রেষ্ঠ বর্ণীয় পুরুষের সহিত কোন নিকৃষ্ট বর্ণীয়া কুমারীর অসবর্ণ বৈধ বিবাহসূত্রে পুত্র লাভ হইলে, সেই পুত্র স্বীয় মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্মৃত্যনুসারেও ব্যাসদেবের মাতৃবর্ণ প্রাপ্তি বিষয়েও অধিকার হয় নাই। তাঁহার পিতৃবর্ণ এবং মাতৃবর্ণ উভয় বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে যগ্যপি স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসকলানুসারে অধিকার হয় নাই তবে নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কেন ? শাস্ত্রে অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিবার তাৎপর্য্য কি ? মহাত্মাগণের মতে তাহা বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণকর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিজনক পরমজ্ঞানও ছিল। তাঁহার কৃষ্ণানুরঞ্জিত প্রাণ পরাভক্তি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিল। তাঁহাতে যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণতা লক্ষিত হইত। সেইজন্যও যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার নিজ মতানুসারে জন্মানুসারে অব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল লাভ দ্বারা, ব্রাহ্মণত্বসূচক পরমজ্ঞান লাভ দ্বারা, শ্রেষ্ঠদ্বিজত্বদায়িনী বিষ্ণুভক্তি লাভ দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া, মহর্ষি হইয়া, মহামুনি হইয়া, জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী হইয়া, শ্রেষ্ঠ ভক্তাচার্য্য হইয়া, পরম-

প্রেমনির্ণায়ক হইয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আত্মনির্ণায়ক বেদান্তদর্শন রচনার শক্তি লাভ করিয়া বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছিলেন। সেই কুমারীগর্ভসম্ভূত জন্মানুসারে অব্রাহ্মণ ভগবান্ বেদব্যাস চতুরাশ্রমীর মধ্যে কোন্ আশ্রমীর না পূজ্য? নানা শাস্ত্রানুসারে ভগবান্ বেদব্যাস যে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা! তিনি গৃহস্থের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মও বলিয়াছেন। তিনি বাণপ্রস্থের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসীর ধর্ম্মও বলিয়াছেন। তিনি ভগবান্ কৃষ্ণবাক্য দ্বারা উন্নতিজনক সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের বিষয়ও বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম এবং সর্ব্বধর্ম্মাতীতের কথাও বলিয়াছেন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-সকলও বলিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যসকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যসকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি বৈশ্যের কর্ত্তব্যসকলও নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। সেইজন্য তিনি শূদ্রের কর্ত্তব্যসকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি নানা প্রকার বর্ণসঙ্করসকলেরও কর্ত্তব্যসকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার যোগীদিগের উপযোগী নানা প্রকার যোগসকলও বলিয়াছেন। তিনি দিব্যপ্রেম, দিব্যপ্রেমিক ও দিব্যপ্রেমাস্পদ সম্বন্ধেও নিগূঢ় তত্ত্বসকল বলিয়াছেন। সেই ত্রিকাল-দর্শী ভগবান্ বেদব্যাস জীবকুলের মঙ্গলজনক কোন্ বিষয়ের না বর্ণনা করিয়াছেন! তাঁহার কোন্ তত্ত্বে না অধিকার ছিল?

পুরাকালের শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিগণের মধ্যে ভগবান্ বেদব্যাসের ন্যায় অনেকেই গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মসকল দ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সামবেদের ভাষ্যকর্ত্তা ও মনুসংহিতার ভাষ্যকর্ত্তা সুবিখ্যাত মেধাতিথি জন্মানুসারে ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল

প্রাপ্তি দ্বারা তিনিও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ মনুর মতে ক্ষত্রিয়-গাধিরাজনন্দন বিশ্বামিত্রও কেবলমাত্র বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মহাকবি বাল্মিকিপ্রণীত রামায়ণ মতে তিনি কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ রামায়ণ মতে তপস্যা দ্বারা রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি এবং অবশেষে বশিষ্টদেবের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মের প্রশংসা কোন্ বুদ্ধিমান না করিতে সম্মত ? দিব্যজ্ঞানের, শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মসকলের, গরিয়সী বিষ্ণুভক্তির, দিব্য কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা চিরকালই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ সকল যে সকল মহাত্মাতে অধিষ্ঠিত রহে তাঁহাদিগের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি জন্মানুসারে নিকৃষ্টবর্ণ হইলেও গুণকর্ম্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে, ভক্তিদ্বারা এবং দিব্যপ্রেমদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ যে করিতে পারেন তদ্বিষয়ে নানা শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ আছে। তদ্বিষয়ে চৈতন্যভাগবতাদিতেও প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবতাদি মতে (ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভগবান্ চৈতন্যদেবের দীক্ষা গুরু) শ্রীঈশ্বরপুরী শূদ্রবংশীয় হইলেও তিনি গুণকর্ম্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া, বিষ্ণুভক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ভগবান্ চৈতন্যদেবেরও দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। অসাধারণী দিব্যাশক্তি দ্বারা কি না হয়! ব্রাহ্মণ নর হইয়াও অসাধারণী দিব্যাশক্তি দ্বারা অদ্ভুত গুণকর্ম্মসকল দ্বারা অন্যান্য নরগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের ভূদেবাখ্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার মতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই যে নর তাহা বুঝিবার কারণ আছে। তাঁহার মতে—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥"

সুবিবেচক মনুর মতে নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার বিবেচনায় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক দেবতাগণ পূজিত হন বলিয়া কোন ব্রাহ্মণই পরদেব কিম্বা হরি নহেন। তাঁহার মতানুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই নর ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

তবে ঐ প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনুর মতে বিপ্রতনুই ধর্ম্মের শাশ্বতী মূর্ত্তি। তাঁহার মতে সেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মজন্য জাত। তাঁহার তদ্বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক এই প্রকার,—

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্প্যতে॥"

পুরাকালে হয়ত ঐ শ্লোকের সাফল্য হইত। কিন্তু অধুনা সে সম্বন্ধে বৈপরীত্য দর্শন করা হইয়া থাকে। এ'কালে ব্রাহ্মণকুলে কত দুর্ব্বিনীত কুলাঙ্গারেরও আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়! এই কালের অনেক ব্রাহ্মণই সাক্ষাৎ অধর্ম্মের অশাশ্বতী মূর্ত্তি! শিষ্ট লোকদিগের তাঁহাদের অশাশ্বতী মূর্ত্তি দর্শন করিলেও ভয়ের উদ্রেক হয়! প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভয়ানক দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিসকল সম্পন্নও বটেন! তাঁহাদিগের দ্বারা প্রায় সমস্ত গর্হিত কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে! তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে হিংস্র নরব্যাঘ্র তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে সেই ভগবান্ মনুর জ্বলন্ত বাক্য নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে! অনেক অসংশয়িত-চিত্ত ব্যক্তি ঐ মহাবাক্য কালমাহাত্ম্যে এবং যাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐ মহাবাক্য রচিত হইয়াছিল তাহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে ঐ বাক্যের

বিপরীত স্বভাব দর্শন করিয়া, তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না! তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ মনুকথিত মহাবাক্যটী উপন্যাস হইয়াছে! কিন্তু এককালে এই ভারতবর্ষে ভগবান্ মনুর ঐ মহাবাক্যের সাফল্য দৃষ্টি-গোচর হইত। তদ্বিষয়ে অন্যান্য বহু শাস্ত্রও প্রমাণ দিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে,—

"সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ং গতঃ।
পবিত্রং দূষ্যতীত্যেতদ্ ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে ॥ ১০২ ॥"

বলায় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিত্রতা আছে স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির দান গ্রহণ করিলেও ধর্ম্মতঃ দোষী হন না ইহাই মনুর অভিপ্রায়। তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী না হইলেও দূষিত হন না। সেইজন্য শূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট হন না। সেইজন্য তাঁহাদিগের সঙ্কুচিত হইবারও কারণ নাই। তবে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যদি অপবিত্র হন তাহা হইলে মনুর মতানুসারে তাঁহার সঙ্কুচিত হইবার কারণ আছে।

ব্রাহ্মণজাতীয় প্রত্যেক ব্রাহ্মণই যদ্যপি স্বভাবতঃ পবিত্র হইতেন, তাহা হইলে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই দুষ্কর্ম্ম করিতেন না। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মণই সমভাবে অতি নির্ম্মল স্বভাব সম্পন্ন হইতেন। সকলের দান গ্রহণ করিলেও যদি ব্রাহ্মণের পবিত্রতা নষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় কেন? তাহা হইলে অবশ্যই কোন কারণে তাঁহার পবিত্রতা নষ্ট হইত না। তাহা হইলে ব্রাহ্মণকুলে মদ্যপায়ী এবং ব্যভিচারী প্রভৃতিও দৃষ্টিগোচর

হইত না! তাহা হইলে অনেক ব্রাহ্মণকুমারকে নানা প্রকার দুষ্কৃতি-সম্পন্ন হইতেও দেখা যাইত না! স্বায়ম্ভুব মনুর বচনানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি পবিত্র। কোন প্রকার দুষ্কৃতির সঙ্গে তাঁহার সংশ্রব মাত্র নাই। তিনি যে ধর্ম্মের শাশ্বতী মূর্ত্তি। তবে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণনামধারী যাঁহারা, তাঁহাদিগকে পবিত্রতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ভগবান্ মনুর মতানুসারে তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত বলাই কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ তপস্বী। ঐ গীতার মতে তপস্যা ত্রিবিধ। শারীরী তপস্যা, বাঙ্ময়ী তপস্যা এবং মানসী তপস্যাই উক্ত গীতায় ত্রিবিধ তপস্যা বলিয়া নিরূপিত আছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে ঐ ত্রিবিধ তপস্যা সম্পন্ন হইতে হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ শারীরতাপস, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বাঙ্ময়তাপস, প্রকৃত ব্রাহ্মণ মানসতাপস। প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে কখনও নাস্তিকতা প্রকাশিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ আস্তিকতার সনাতনী মূর্ত্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায় যে স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে শম আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে দম আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে তপঃ আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে শৌচ আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে ক্ষমা আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে সারল্য আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে জ্ঞান আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে বিজ্ঞান আছে, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণে আস্তিক্য আছে। ঐ সকলের প্রত্যেকটী ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম। প্রকৃত কথায় যিনি ঐ সকল গুণ সম্পন্ন, প্রকৃত কথায় যিনি ব্রাহ্মণের কর্ম্মসম্পন্ন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতানুসারে বুঝিতে হয় যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুর মতে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মসম্পন্ন। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহই সেই ষট্‌কর্ম্ম। মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের ৭৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥"

মহাত্মা মনুর মতে ব্রহ্মকায়জ অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সংক্ষেপে বিবৃত হইল। মনু আপনার রচিত সংহিতা মধ্যে সেই ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন পরজন্মাদিগের গুণকর্ম্মসকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল এ স্থলে কীর্ত্তিত হইল না।

মনুর মতে,—

"চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে চারি প্রকার আশ্রমী দ্বিজগণেরই দশলক্ষণসম্পন্ন ধর্ম্মের নিত্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা মনু সেই দশলক্ষণসম্পন্ন ধর্ম্মের বিবরণ কহিতেছেন,—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

পুরাকালে চতুরাশ্রমী দ্বিজগণই ঐ সকল সুলক্ষণ সম্পন্ন হইতেন। ইদানী ঐ সকল সুলক্ষণ সম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ দ্বিজ অত্যল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। আধুনিক দ্বিজবংশধরগণের মধ্যে অনেকে ঐ সকল সুলক্ষণ হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছেন!

প্রজাপতি মনুর মতে চারি প্রকার আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের মতেও চারি আশ্রম। নানা পুরাণে, নানা তন্ত্রে এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ঐ চারি আশ্রমের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ঐ চতুরাশ্রমী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন নহেন। কিন্তু অধুনা যাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ও পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রগাঢ় অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছেন!

চতুর্থ অধ্যায়।

নিরালম্বোপনিষদের মতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে ব্রাহ্মণের শম, দম, তিতিক্ষা এবং আস্তিক্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল আছে। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন প্রাতঃস্মরণীয় ব্রাহ্মণের বিশেষ মাহাত্ম্য যে আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? ঐ সকলগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ ভূদেব। জগতে ব্রাহ্মণতুল্য অন্য কোন জীবই নহে। ব্রাহ্মণ সমস্তসদ্‌গুণে ভূষিত। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

ঐ সকলগুণ সম্পন্ন যে মহাপুরুষ তিনি যে দেবতুল্য অথবা ভূদেব সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? প্রত্যেক অজ্ঞানসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিরই তিনি গুরু হইবার যোগ্য। তাঁহা দ্বারা অজ্ঞানীর জ্ঞান হইতে পারে। তিনি কৃপা করিলে অবিশুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ বিশুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার

কৃপায় অভক্ত, ভক্ত হইতে পারে। তিনি ব্রহ্মতেজ দ্বারা দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই সেই প্রাণেশ্বর, সেই হৃদয়েশ্বর, সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আহিত রহিয়াছে।

দিব্যজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য গুণকর্ম্মসকল যেমন ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম্মসকলও প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক। প্রকৃত বৈশ্যের গুণকর্ম্মসকল প্রকৃত বৈশ্যত্বের পরিচায়ক। প্রকৃত শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল প্রকৃত শূদ্রত্বের পরিচায়ক। নানা স্মৃতিতে নানা প্রকার বর্ণসঙ্করসকলেরও উল্লেখ আছে। কথিত চতুর্ব্বর্ণের ন্যায় প্রত্যেক বর্ণসঙ্করও স্বীয় গুণকর্ম্মসকল দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। নানা প্রকার বর্ণসঙ্করসকলের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণসঙ্করকেই মিশ্রবর্ণ বলা যাইতে পারে। ভগবান্ সদাশিবকথিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুসারে জগতের সমস্ত বর্ণসঙ্করই সামান্য বর্ণের অন্তর্গত। প্রসিদ্ধ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুসারে পঞ্চ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পঞ্চ বর্ণের মধ্যে নানা প্রকার বর্ণসঙ্করসকলই সামান্য বর্ণের অন্তর্গত। নানা প্রকার স্মার্ত্ত মতানুসারে, নানা পুরাণ মতানুসারে, নানা তন্ত্র মতানুসারে এবং অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থানুসারে এক্ প্রকার বর্ণসঙ্কর নহে। সে সকলের মতেও নানা প্রকার বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইজন্য অদ্যাপিও ভূমণ্ডলে নানা প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নানা শাস্ত্রানুসারে সর্ব্ব প্রকার বর্ণসঙ্করের পক্ষেই বিভিন্ন কর্ম্মসকল নির্দ্দিষ্ট আছে। নানা শাস্ত্রে যে সংজ্ঞার বর্ণসঙ্করের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল কর্ম্ম যে ব্যক্তি করে কর্ম্মানুসারে সেই ব্যক্তিকেই সেই সংজ্ঞার বর্ণসঙ্কর বলিতে পারা যায়। কোন কোন বর্ণসঙ্কর জন্মকর্ম্ম উভয় দ্বারাই বর্ণসঙ্কর। অনেক শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্করগণের পক্ষে সুরা নিষিদ্ধ নহে। কোন কোন স্মৃতিতে শূদ্রদিগের পক্ষেও সুরাপানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু

স্মার্ত্ত মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য সুরাপান করিলে তাঁহাকে মহা পাতকী হইতে হয়। সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নানা স্মৃতিতে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে যেমন ত্রিবিধ সুরা তদ্রূপ মনুসংহিতার মতেও ত্রিবিধ সুরা। সেই ত্রিবিধ সুরার মধ্যে গৌড়ী সুরার উৎপত্তি গুড় হইতে। পিষ্ট হইতে পৈষ্টী। মধুজা মাধ্বী। ঐ ত্রিবিধ সুরাই স্মার্ত্ত-মতানুসারে দ্বিজন্মাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণই উত্তম দ্বিজ। সেইজন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ ত্রিবিধ সুরা অপেয়। ঐ নিষেধবাক্য স্বায়ম্ভুব মনুর মতে নির্দ্দিষ্ট আছে,—

"গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ॥"

উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে মনু বলিয়াছেন,—

"যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন ন সেব্যা দেবানামশ্নতা হবিঃ॥"

ঐ শ্লোকানুসারেও ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুরাপান নিষিদ্ধ। ঐ শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার মদ্য পান করিবেন না। ঐ মনুকথিত শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা জন্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ মাংসভোজনও করিবেন না। ভগবান্ মনুর মতানুসারে ঐ সমস্ত তামসিক নিষিদ্ধ সামগ্রীসকল যক্ষ, রক্ষ, এবং পিশাচগণেরই ভক্ষ্য। কিন্তু এই কলিকালে কত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণও ঐ সকল বস্তু অতি আনন্দের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাস্তবিক স্মৃত্যাদি অনেক শাস্ত্র মতেই তাঁহাদের ঐ সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে মদ্যপানের অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—

"অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্ বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ॥"

যথার্থই স্মৃত্যাদিমতে ব্রাহ্মণ মদ্যপানে বিহ্বল হইলে মদ্যের বিক্ষেপ-বশতঃ অতি গূঢ় বৈদিক তত্ত্বও সাধারণ পতিত মূঢ়গণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন। তজ্জন্য শাস্ত্রানুসারে তাঁহার প্রত্যবায় হইতে পারে। তিনি মত্ততাবশতঃ অতি অপবিত্র স্থানেও পতিত হইতে পারেন। তিনি মত্ততাবশতঃ অনেক গর্হিত কার্য্যসকল করিতে পারেন। সে সকল দ্বারা মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে পারেন। সেইজন্য পরমহিতৈষী ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর মতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের মদ্যপান করা অকর্ত্তব্য।

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার ৯৮ শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। সে সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥"

অধুনা বঙ্গে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণই অধিক। সুতরাং তাঁহারা ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর মতানুসারে শূদ্র হইয়াছেন! অথচ অনেক অমদ্যপায়ী ব্রাহ্মণগণেরও তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে অন্নাহার পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তদ্দ্বারা সেই সকল অমদ্যপায়ী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক শাসনানুসারে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না তাহাও আমরা দেখিতেছি! কিন্তু ভগবান্ মনুপ্রভৃতি স্মার্ত্তা-চার্য্যগণের মতানুসারে ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগের জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিত। অধুনা সামাজিকী এবং ধর্ম্মসম্বন্ধিনী বিশৃঙ্খলা বশতঃ উক্ত প্রকার মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কোন ব্যক্তিকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে অমদ্যপায়ী ব্রাহ্মণগণ এক্ পংক্তিতে ভোজন করিলেও তাঁহারাও জাতিভ্রষ্ট হন না। তাঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ

স্মার্ত্তাচার্য্যগণের মতানুসারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করেন না! অথবা শূদ্রত্ববারক কোন প্রকার বিধি-বোধিত প্রায়শ্চিত্তও করেন না! যে সকল ব্রাহ্মণের জাতিবিচারে বিশেষ নিষ্ঠা কৈ তাঁহারাও ঐ বিষয়ের কোন প্রকার প্রতিকার চেষ্টা করেন না! কেবলমাত্র মুখে জাতিতত্ত্বের আঁটুনি থাকিলে কি হইবে? কার্য্যতঃ সে তত্ত্বের প্রতি কাহারও দৃষ্টি দেখি না! কোন বিষয়ে কেবল-মাত্র মুখে বলা অপেক্ষা সে বিষয় কার্য্যে পরিণত করা শ্রেয়স্কর। অন্ততঃ সে বিষয়ের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের ৫৭ শ্লোকানুসারে কোন অনার্য্যকে আর্য্যতুল্য বোধ হইলে তৎকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা তাহার জাতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। উক্ত বিষয়ের এই প্রকার মনুকথিত শ্লোক আছে,—

"বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥"

উক্ত শ্লোক মনুকৃত। সেইজন্য কোন জাত্যভিমানী আর্য্যসন্তানেরই উহা অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। ঐ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে বুঝিতে হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মসকল দ্বারাই জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। উক্ত শ্লোকানুসারে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও তাঁহাদের কৃত কর্ম্মসকল দ্বারাই তাঁহাদের জাতি নির্ণয় করা যাইতে পারে। কথিত শ্লোকানুসারে কর্ম্মসকলই যদি জাতিপরিচায়ক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ চারিবর্ণের মধ্যে যাঁহাকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল করিতে দেখিব তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব। তাহা হইলে অবশ্য ঐ চারিবর্ণের মধ্যে যাঁহাকে

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল করিতে দেখিব অবশ্য তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলিব। তাহা হইলে বৈশ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল যাঁহাকে করিতে দেখিব তাঁহাকেই বৈশ্য বলিব। তাহা হইলে শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল যাঁহাকে করিতে দেখিব অবশ্য তাঁহাকেই শূদ্র বলিব।

মনুসংহিতা গ্রন্থের দশমাধ্যায়ানুসারে অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা প্রভৃতি নরের হীন বর্ণতার পরিচায়ক। তাহা হইলে অবশ্য একজন ব্রাহ্মণে ঐ সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে তাঁহাকেও নীচজাতি বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্য একজন ক্ষত্রিয়ে ঐ সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে তাঁহাকেও নীচজাতি বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্য একজন বৈশ্যে ঐ সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে তাঁহাকেও নীচজাতি বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। তাহা হইলে একজন শূদ্রে ঐ সকল মন্দ লক্ষণ থাকিলে, তাঁহাকেও সেই শূদ্রাপেক্ষা নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে মনুনির্দ্দিষ্ট মূল শ্লোক এই প্রকার,—

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥"

অনেক শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যোপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। নানা শাস্ত্রে ত্রিসন্ধ্যার বিষয় উল্লেখ আছে। দিবসের ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করিতে হয়। প্রজাপতি দক্ষের মতে যে ব্রাহ্মণ দৈনিক ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করেন না, তিনি জীবিতাবস্থায় শূদ্রবৎ হন। মহাত্মা দক্ষপ্রজাপতির মতে ঐ প্রকার শূদ্রবৎ ব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হইলে, তাঁহার কুকুরীগর্ভে জন্ম হইয়া থাকে। তাঁহার কুকুরী-জন্ম হইলে তিনি অবশ্য কুকুর অথবা কুকুরী হইয়া থাকেন। সন্ধ্যারহিত

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই অশুদ্ধ। কোন প্রকার যজ্ঞে তাঁহার অধিকার থাকে না। মহাত্মা দক্ষের মতে তিনি পূজা প্রভৃতি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করিলে, তিনি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ বিষয়ে দক্ষ বলিয়াছেন,—

"সন্ধ্যায়াঞ্চ প্রভাতে চ মধ্যাহ্নে চ ততঃ পুনঃ।
সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ॥ ১৮॥
স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যান্মৃতঃ শ্বাচৈব জায়তে।
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ১৯॥
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলমশ্নুতে॥ ২০॥

উক্ত উদাহরণানুসারে গুণকর্ম্মসকল দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত উদাহরণ জন্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করে না। ত্রিসন্ধ্যার উপাসনাও কর্ম্ম। সেই কর্ম্মাতিক্রমী যে ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ দক্ষসংহিতার মতে তিনি জীবদ্দশাতেই শূদ্রতুল্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যাঁহারা গুণকর্ম্মানুসারে সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি পরায়ণ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরও গোত্র আছে। যাঁহারা জন্ম এবং গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই সমগোত্রসম্পন্ন নহেন।

ব্রাহ্মণগণের যে সকল গোত্র, সেই সকল গোত্রের মধ্যে অনেক গোত্র অনেক শূদ্রের এবং অনেক বর্ণসঙ্করেরও আছে। অথচ তাহাদিগের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত নহে। যে সকল ব্রাহ্মণের

তাহাদিগের সহিত সমগোত্র, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ শূদ্র কিম্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত নহেন।

যে সকল ব্রাহ্মণের অনেক শূদ্রের এবং অনেক প্রকার বর্ণসঙ্করের সহিত সমগোত্র, তাঁহাদিগকে ঐ সকল শূদ্রদিগের সহিত এবং ঐ সকল বর্ণসঙ্করদিগের সহিত তাঁহাদিগের সমগোত্র হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সে সম্বন্ধে প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন না! তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উত্তর যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন গুণবান্ পুরুষ বলেন যে, 'যে সকল শূদ্রের এবং বর্ণসঙ্করগণের কথিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমগোত্র, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণদিগের গোত্র সকলের সহিত তাঁহাদিগের গোত্র-সকলের সমতা নহে। ঐ গুণবান্ পুরুষের মতে প্রত্যেক শূদ্রের আদি-পুরুষের পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র হইয়াছিল। সেইজন্যই প্রত্যেক শূদ্রের ব্রাহ্মণের গোত্র। কথিত গুণবানের মতে যে সকল বর্ণসঙ্করদিগের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গোত্র, সে সকল বর্ণসঙ্করগণেরও তাঁহাদিগের আদিপুরুষগণের পুরোহিতগণের গোত্রানুসারে গোত্র। সেইজন্যই বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণগোত্রীয়।'

আমাদিগের বিবেচনায় উক্ত গুণবান্ পুরুষের ঐ প্রকার উত্তর অতি রহস্যজনক, ঐ প্রকার উত্তর বড়ই হাস্যজনক। জন্মানুসারে গোত্র নির্ণীত হইয়া থাকে ইহাই অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের মত। তদনুসারে এই বিশাল ভারতবর্ষে অদ্যাপিও যাঁহার যে গোত্রে জন্ম হইতেছে, তিনি সেই গোত্রীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। তবে এই ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক হিন্দুকন্যা যে গোত্রে জন্ম, তাহার বিবাহান্তে তাহার সে গোত্র থাকে না। বিবাহ দ্বারা সে আপনার পতিগোত্রীয়া

হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় হিন্দু পুরুষদিগের মধ্যে কেহই বিবাহের পরে তাহার পত্নীর যে গোত্রে জন্ম হইয়াছে সে, সে গোত্র প্রাপ্ত হয় না। ভারতবর্ষীয়া প্রত্যেক বিবাহিতা হিন্দুকন্যা, তাহার পতিগোত্র প্রাপ্ত হইলে, সে আপন পতিকে এবং আপন পতির আত্মীয়গণকে শুদ্ধাচারে অন্নব্যঞ্জন দিলেও সেই অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহারা সকলেই আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের আপত্তি হয় না। তবে ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই ব্রহ্মার অঙ্গজ যে সকল শূদ্রের সহিত সমগোত্র, সে সকল শূদ্রের অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজ্যসকল ভোজনেই বা তাঁহাদিগের আপত্তি হয় কেন? যে সকল ব্রাহ্মণ পুরাকালে শূদ্রদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন, নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা যেমন স্রষ্টা ব্রহ্মার অঙ্গোৎপন্ন তদ্রূপ শূদ্রদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও সেই ব্রহ্মার অঙ্গজ ছিলেন। সেই সকল ব্রহ্মজাত শূদ্র তাঁহাদিগের পুরোহিত মহাশয়দিগের সহিত সমগোত্রীয়ও ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অন্নবাঞ্জন প্রভৃতি ভোজনে, তাঁহাদিগের পুরোহিতদিগের আপত্তি ছিল না বলিতে হয়। যেহেতু তাঁহাদিগের সকলেরই ব্রহ্মার অঙ্গজত্ব এবং সমগোত্রত্ব ছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ের গুণবান্ পুরুষের মতে যদ্যপি প্রত্যেক শূদ্রের আদি-পুরুষের পুরোহিতের গোত্রানুসারে তাঁহার আদিপুরুষের গোত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে অদ্যাপি সে নিয়ম প্রচলিত নহে কেন? অদ্যাপি প্রত্যেক শূদ্রের পুরোহিতের গোত্রানুসারে তাঁহার গোত্র নির্ব্বাচিত হয় না কেন? যদ্যপি বলা হয় যে পুরোহিতের সহিত

যজমানের সমগোত্র না হইলে, পুরোহিতের কিম্বা যজমানের কোন প্রকার প্রত্যবায় হয়, তাহা হইলে অদ্যাপি সে প্রত্যবায় হয় না কেন? তাহা হইলে অদ্যাপি সে প্রত্যবায় হইবার আশঙ্কা হয় না কেন? যদ্যপি বলা হয় যে পুরোহিতের গোত্র যজমানের প্রাপ্তি না হইলে যজমানের যজমানত্ব এবং পুরোহিতের পুরোহিতত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালে পুরোহিত এবং যজমানের সমগোত্র না হওয়ায়, পুরোহিতের পুরোহিতত্ব এবং যজমানের যজমানত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এক্ষণে অনেক যজমানেরই তাঁহাদিগের পুরোহিত মহাশয়-দিগের সহিত সম গোত্র নহে। অথচ সে জন্য তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের পুরোহিত মহাশয়দিগকে কোন শাস্ত্রানুসারে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না। তজ্জন্য কোন স্মৃতিমতানুসারে তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। তদ্বিষয়ে কোন স্মৃতির কোন প্রকার বিধিও নাই। অতএব শূদ্রের নিজ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তির প্রয়োজন হয় নাই বুঝিতে হইবে। যদ্যপি শূদ্রের নিজ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তির প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, অদ্যাপিও প্রত্যেক শূদ্র আপনার পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতেন। যদ্যপি শাস্ত্রানুসারে শূদ্র নিজ পুরোহিতের গোত্র না পাইলে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে সেজন্য অনেক শূদ্রকেই প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইত। তাহা হইলে অদ্যাপিও যখন যে শূদ্রের যে গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইতেন তখন তাঁহার সেই গোত্রীয় ব্রাহ্মণের গোত্রপ্রাপ্তি হইত।

অষ্টম অধ্যায়।

অনেক শাস্ত্রানুসারে গুরু শিষ্যের জ্ঞানদ পিতা। অথচ কোন শাস্ত্রানুসারে শিষ্য গুরুর গোত্র প্রাপ্ত হন না। শিষ্য তাঁহার জন্মদাতা পিতার গোত্রই প্রাপ্ত হন। তবে কোন ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইবে? শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের পুরোহিত তাঁহার জ্ঞানদ পিতাও নহেন। সেই পুরোহিত যদ্যপি তাঁহার শূদ্র যজমানের জ্ঞানদপিতা বা গুরু হইতেন, তাহা হইলেও শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সেই প্রকার জ্ঞানদপিতাপুরোহিতেরও গোত্র প্রাপ্তি হইত না। যদ্যপি বলা হয় যে পূর্ব্বকালে যজমানের নিজ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইবার নিয়ম ছিল, অধুনা সে নিয়ম নাই। তাহা হইলে অবশ্য সে নিয়ম ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষরূপে প্রচলিত থাকা উচিত ছিল। কারণ ব্রাহ্মণেরই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উপনয়ন কাল হইতেই পুরোহিতের সহিত বিশেষ সম্পর্ক হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রসকল প্রমাণ করিতেছেন।

কোন শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বকালে কোন ব্রাহ্মণও আপনার উপনয়নাচার্য্যপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বকালে কোন ব্রাহ্মণকেই আপনার পিতৃগোত্র পরিত্যাগে আপনার পুরোহিতের গোত্রসম্পন্ন হইতে হয় নাই। অতএব পূর্ব্বকালে যজমানকে পুরোহিতের গোত্র পাইতে হইত, তাহাও স্বীকার করা যায় না। যদ্যপি বলা হয় যে স্মার্ত্তমতানুসারে পুরাকালে এক ব্যক্তিরই গুরু পুরোহিত উভয় হইবারই রীতি ছিল, তদনুসারে শূদ্রের যিনি পুরোহিত হইতেন, তিনিই তাঁহার গুরু হইতেন। গুরু পুরোহিত একব্যক্তি হইলেও শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যজমানশিষ্যের তাঁহার গোত্র প্রাপ্তির কি সম্ভাবনা আছে? যদ্যপি

পুরোহিত এবং গুরু একব্যক্তি হইলে তাঁহার যজমানশিষ্যের, তাঁহার গোত্র প্রাপ্তির নিয়ম থাকিত তাহা হইলে, পূর্ব্বতন প্রত্যেক ব্রাহ্মণই, তাঁহার গুরুপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতেন। যেহেতু পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের উপনয়নদাতা বেদাধ্যাপক গুরু বা আচার্য্যই তাঁহার পুরোহিত হইতেন। তজ্জন্য তাঁহার অতি বাল্যকাল হইতেই স্বীয় গুরু বা আচার্য্যপুরোহিতের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইত। পূর্ব্বকালে একব্যক্তি প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উপনয়নদাতা, বেদাধ্যাপক এবং পুরোহিত হইয়াও তিনি সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় গোত্রীয় করিতে সক্ষম হন নাই। কোন বেদানুসারে, কোন স্মৃতিমতানুসারে, কোন পুরাণমতানুসারে, কোন তন্ত্রমতানুসারে অথবা অন্য কোন শাস্ত্রমতানুসারে পূর্ব্বকালে কোন ব্রাহ্মণকেই, তাঁহার উপনয়নদাতা বেদাচার্য্য গুরুপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতে হয় নাই। সেইজন্য অদ্যাপিও কোন ব্রাহ্মণকে নিজ উপনয়নদাতা বেদাচার্য্য গুরুপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতে হয় না। স্বীয় গুরুপুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত না হইলে যদ্যপি প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বকালের কোন জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতই সেই প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেন না। অতএব পূর্ব্বকালে কোন বর্ণের কোন যজমানকেই তাঁহার গুরু-পুরোহিতের অথবা কেবলমাত্র তাঁহার পুরোহিতের কিম্বা গুরুর গোত্র প্রাপ্ত হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যদ্যপি বলা হয় যে শূদ্রের পুরোহিতের গোত্র পাইবার যে কয়েকটী শ্লোক আছে তবে সেগুলি সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করা যাইবে? তবে সেগুলিকে কি অসত্য-মূলক বলা যাইবে? আমাদিগের বিবেচনায় সেই সকল অযুক্তি-মূলক শ্লোকাবলী প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে। সে কালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে ঐ প্রকারে অনেক শাস্ত্রে অনেক অসংলগ্ন অযৌক্তিক শ্লোকই

প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল! প্রসিদ্ধ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হইয়াছে যে পদ্মযোনি ব্রহ্মাও যগুপি কোন অযৌক্তিক কথা বলেন, তাহা হইলে সে কথাও অগ্রাহ্য করিতে হইবে। সে মতে যগুপি একজন বালকও যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানগর্ভ কথা বলে, তাহা হইলে সে কথাও গ্রাহ্য করিতে হইবে। শূদ্রের নিজ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তিবিষয়িণী কথাটা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তাহা বিচার দ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে।

বৈদিকমতের সৃষ্টিপ্রকরণে, স্মার্ত্তমতের সৃষ্টিপ্রকরণে, পৌরাণিক-মতের সৃষ্টিপ্রকরণে, তান্ত্রিকমতের সৃষ্টিপ্রকরণে অথবা অন্য কোন মতের সৃষ্টিপ্রকরণেই শূদ্রের কিম্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তি বিষয়ক কোন প্রমাণ নাই। অতএব ঐ বিষয় বিশ্বাস্য নহে।

নবম অধ্যায়।

যগুপি বলা হয় যে পুরাকালে পুরোহিতকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ কন্যাদানের প্রথা কোন কোন শাস্ত্রে আছে, তদনুসারে কোন শূদ্র যগুপি কোন যজ্ঞকালে আপনার কোন অবিবাহিতা কন্যাকে দক্ষিণা-স্বরূপ আপনার যাজ্ঞিক পুরোহিতকে সম্প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই কন্যার গর্ভ হইতে উক্ত পুরোহিতের ঔরসে যগুপি কোন পুত্র হইয়া থাকে এবং সেই পুত্র যগুপি জ্ঞানসম্পন্ন নিজ পিতাকেই পুরোহিত রূপে বরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পুত্রের স্বীয় পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্তি বিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে? এই প্রকার যগুপিও কেহ কহেন, তাহা হইলেও আমাদের ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত খণ্ডনের যুক্তিও আছে। তাহা হইলেও আমাদের ঐ প্রকার

সিদ্ধান্ত খণ্ডনের প্রমাণ আছে। কোন শাস্ত্রেই শূদ্র কোন যজ্ঞকালে তাঁহার পুরোহিতকে দক্ষিণাস্বরূপ নিজ অবিবাহিতা কন্যা বিবাহসূত্রে সম্প্রদান করিতে পারেন বলিয়া এরূপ কোন প্রমাণ নাই। তবে বিবিধ স্মৃতি এবং অন্যান্য অনেক মতানুসারে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়রাজা বা অন্য কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞকালে আপনার কোন অবিবাহিতা দুহিতাকে সেই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ আপনার পুরোহিতকে বিবাহসূত্রে সম্প্রদান করিতে পারেন বটে। ঐ প্রকার সম্প্রদানে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহার প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু ঐ প্রকার সম্প্রদান দ্বারা অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে। যদিও ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়রাজকন্যার অথবা অন্য কোন ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, কিন্তু ঐ প্রকার বিবাহ দ্বারা ন্যায়তঃ ঐ প্রকার বিবাহকারী ব্রাহ্মণকেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়! স্বীয় পত্নীর অঙ্গসঙ্গকালে তাহার অধরামৃত পর্য্যন্ত যে পান করিতে হয় এ কথা কে না জানে? উহাপেক্ষা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের অন্ন ভোজন করা গুরুতর ব্যাপার নহে।

কোন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রবংশোদ্ভবা কুমারীর সহিত বিবাহ হইলে তাঁহাকেও আপনার সেই ক্ষত্রজা পত্নীর অধরামৃতপানও করিতে হয়। তদ্দ্বারা অবশ্যই তাঁহার জাতিবিষয়ে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ক্ষত্রকন্যাপতি ব্রাহ্মণ আপনার ক্ষত্রজা পত্নীর অধরসুধা পান না করিলেও তাঁহাকে কেবলমাত্র ক্ষত্রকন্যা বিবাহ জন্যও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। ইদানী জাতিতত্ত্বের বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইলেও একজন ব্রাহ্মণ কোন মুসলমানকন্যাকে অথবা খৃষ্টানকন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। নিজজাতি ভিন্ন অন্যজাতিয়া কুমারীকে বিবাহ করিলেই প্রচলিত হিন্দুরীতি অনুসারে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণদিগকেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। তবে একজন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-

কন্যাকে বিবাহ করিলেই বা তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে না কেন? বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের রীতি অনুসারে অবশ্যই তাঁহার জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু পুরাকালে শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা কোন ব্যক্তিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত না। তৎকালে ঐ প্রকার বিবাহে তৎকালের সমাজেরও আপত্তি হইত না। বিধিবোধিত অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে প্রধান স্মর্ত্তাচার্য্যগণেরও ব্যবস্থা আছে। তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগেরও অমত নাই। যে আর্য্যাবর্ত্তে বিধিবোধিত অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে আর্য্যাবর্ত্তে জাতিতত্ত্বের কত শৃঙ্খলা ছিল, তাহা সুবিবেচক পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা পুরাকালেই জাতিতত্ত্বের সম্যক্ বিশৃঙ্খলা হইয়াছে! তবে নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা এ কালে তাহার আঁটুনি করিলে কি হইবে? তদ্দ্বারা কি জাতিতত্ত্ব সুদৃঢ় হইবে? অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার জাতি রক্ষা জন্য এত ব্যস্ত কেন? তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জাতিভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহাদেরও জাতি নাই! অথচ তাঁহারা জাতি রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই বিব্রত! পুরাকালের উদার ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান দ্বারা চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর জাতিগত বিবাদ ভঞ্জনের উপায় করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্ণ এক হইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন।

দশম অধ্যায়।

পুরাকালের উদার আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণের ন্যায় জগতের সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদার মহাপুরুষগণেরই জাতিবিষয়ে উদার মত। তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শান্তিসংস্থাপক। পরস্পর জাতীয়বিবাদ

ভঞ্জন হইলেই পরস্পর ঐক্য হইয়া থাকে। ঐক্য হইতে শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

মহাত্মা কবির হরিদাসের সময়ে মুসলমানকে হিন্দুরা অতি ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তথাপি কবির হিন্দুমুসলমান উভয় জাতির মধ্য হইতে কত শিষ্য করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তির নিকটে সকলকেই অবনত হইতে হয়। ভগবৎকৃপায় কবিরহরিদাসের অসাধারণ দৈবী শক্তি ছিল। সেইজন্য তাঁহারা মুসলমানকুলোদ্ভব হইলেও হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম এবং বরাহরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মৎস্য, কূর্ম্ম কিম্বা বরাহকে কোন শাস্ত্রমতেই ব্রাহ্মণ বলা হয় না। অথচ মৎস্যরূপী, কূর্ম্মরূপী এবং বরাহরূপী ভগবান্ অদ্যাপিও শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পর্য্যন্ত পূজিত এবং স্তুত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণবলরাম রূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধদেব ক্ষত্রসন্তান ছিলেন। তথাপি তাঁহারা পরমজ্ঞানী পরাভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের নিকটে পর্য্যন্ত পরমপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা থাকে। সেইজন্যই কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধরূপে শ্রীভগবান্ ক্ষত্রকুলোদ্ভব হইয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের আর্য্যসমাজে বিশেষ সমাদর এবং প্রতিষ্ঠা আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীভগবানে ভক্তি আছে তাঁহারাই কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধদেবকে পূজা করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে প্রত্যেককেই পরম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন শ্রীভগবানের অবতার বলা হয়। তাঁহাদের প্রত্যেককেই শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া কি সকল ক্ষত্রকেই শ্রীভগবানের অবতার বলিতে হইবে? যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিৎ নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার তুল্য অন্য কোন ব্রাহ্মণ নহেন। কেবলমাত্র

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয়-না। দিব্যজ্ঞান দ্বারা, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব হইয়া থাকে।

মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের মতে কেবল বিনয়বলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কেবল বিনয়বলে যদ্যপি ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় বিনয়বলে বৈশ্যও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় বিনয়বলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল শ্রেণীর লোকেরাই বিনয়-বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন স্বীকার করিতে হয়। যদ্যপি কেবলমাত্র বিশ্বামিত্রই বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইবেন এইরূপ নির্দ্দেশ কোন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকিত তাহা হইলে সেই বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, শূদ্রের কিম্বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন মানবের বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বিনয়াপেক্ষা অন্যান্য কত প্রকার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিসকলও আছে। যাঁহাদের সে সকল আছে তাঁহারা অব্রাহ্মণ কুলজ হইলেই বা গুণকর্ম্মা-নুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না কেন? যেহেতু অনেক শাস্ত্র মতে গুণকর্ম্মানুসারেও ব্রাহ্মণ হইবার ব্যবস্থা আছে।

শাস্ত্রানুসারে তপস্যাও ব্রাহ্মণ হইবার কারণ হয়। মনুর মতে কেবল-মাত্র বিনয়ও ব্রাহ্মণ হইবার কারণ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্র মতে বিষ্ণুভক্তিও ব্রাহ্মণ হইবার কারণ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রাহ্মণ হইবার কারণ হয়। শাস্ত্রানুসারে একব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণানুসারে যোগমায়াই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। সেই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী যোগমায়া বিন্ধ্যবাসিনীকে 'যশোদাগর্ভসম্ভবা' বলা হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥"

অদ্যাপিও বিন্ধ্যাচলের সেই গোপীকন্যা যোগমায়া বিন্ধ্যবাসিনীর পূজাদি কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণসকল না করিয়া থাকেন? প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুযামলমতে সেই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা। বিষ্ণুযামলমতে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের এবং বিন্ধ্যবাসিনী যোগমায়ার উভয়েরই গোপী যশোদা-গর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে গোপ জাতিকে শূদ্র বলা যাইতে পারে। তদনুসারে গোপী শূদ্রা। গুণকর্ম্মা-নুসারে যে শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বাচন করা যায় তাহা উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। বাল্মিকীয় রামায়ণমতে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণমতে ঋষ্যশৃঙ্গের কোন ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্ম হয় নাই। তাঁহার হরিণীগর্ভে জন্ম হইলেও গুণকর্ম্মানুসারে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে অতি সুব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার বেদাদিতেও অধিকার হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বেদাবদী বলিয়াও পরিগণিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই জাতিতত্ত্বের অবতারণাতে বলা হইয়াছে যে উক্ত ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও কোন ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে অথবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে প্রসিদ্ধ কোন্ শাস্ত্রে না সুব্রাহ্মণ বলিয়া, মহর্ষি বলিয়া, মহামুনি বলিয়া, ব্রহ্মবাদী বলিয়া, ভক্তিসম্বন্ধীয় প্রধান আচার্য্য বলিয়া, প্রধান যোগাচার্য্য বলিয়া, প্রধান বেদাচার্য্য বলিয়া, মহাতপস্বী বলিয়া, ত্রিকালদর্শী বলিয়া এবং ভগবান্ বলিয়া না উল্লেখ করা হইয়াছে? প্রসিদ্ধ মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত ষষ্ঠি অধ্যায়ানুসারে প্রসিদ্ধ ভগবান্

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর কন্যাকালে তাঁহার গর্ভে শক্তিতনয় পরাশরের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ হইয়াছিল। তদ্বিষয়ের এই প্রকার বিবরণ আছে,—“পাণ্ডবপিতামহ, শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাকালেই তাঁহার গর্ভে যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মহাযশা মহর্ষি জন্মমাত্র তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুসারে দেহবৃদ্ধি করিয়া বেদবেদাঙ্গ ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত উপবাস, সন্তানোৎপাদন কি যজ্ঞদ্বারা কোন ব্যক্তি যাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; পরাৎপর পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞ, সত্যব্রত, অতীতদর্শী, শুদ্ধাচার, বেদবিশারদ যে ব্রহ্মর্ষি এক বেদ চতুর্ধা বিভাগ করিয়াছিলেন; পুণ্যকীর্ত্তি মহাযশা যে মহর্ষি শান্তনুর বংশরক্ষার্থে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের জন্ম দিয়াছিলেন; সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গবিশারদ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জন্মেজয়ের যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিলেন।”

কথিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ন্যায় মহর্ষি অগস্ত্যেরও কোন ব্রাহ্মণীগর্ভে অথবা কোন ব্রাহ্মণের কন্যাগর্ভে উৎপত্তি হয় নাই। তিনি শাস্ত্রে কুম্ভযোনি বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাত্মা অগস্ত্যের কুম্ভে উৎপত্তি হইলেও কোন শাস্ত্রে তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। তাঁহাকে নানা শাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। ধনুর্ব্বেদবিৎ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্যেরও কোন ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে উৎপত্তি হয় নাই। অথচ তিনি মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলের মতে সুব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। মহাভারতান্তর্গত আদিপর্ব্বের পঞ্চাশ-অধ্যায়ানুসারে শমীকঋষির পুত্র শৃঙ্গীর গোগর্ভে জন্ম হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে মহাভারতান্তর্গত আদিপর্ব্বের পঞ্চাশ-অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে,—“সেই ঋষির শৃঙ্গীনামে গোগর্ভে জাত মহাযশা মহাতেজা তিগ্মবীর্য্য

অতি কোপনস্বভাব এক পুত্র ছিলেন ; তিনি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন,—।” কথিত শৃঙ্গীর গোগর্ভে জন্ম হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। কোন শাস্ত্রানুসারে মহাত্মা ভরদ্বাজেরও কোন ব্রাহ্মণী-গর্ভ হইতে উৎপত্তি নহে। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ভূমি হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল শাস্ত্রে তাঁহার বিষয় উল্লেখ আছে, সেই সকল শাস্ত্রমতে তিনিও একজন সুব্রাহ্মণ। বঙ্গের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুঠাকুরের জন্ম তাঁহার বংশে হইয়াছিল। নানা শাস্ত্র মতে গুণকর্ম্মানুসারে অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে নানা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল আছে।

একাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব সমালোচনায় ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সত্যবতীর কন্যাকালে তাঁহার গর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবতীর জন্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। উপরিচর বা বসুরাজার স্খলিত রেত কোন মৎস্যীর উদরস্থ হওয়ায় সেই রেত হইতে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতার জন্ম হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে এই প্রকার বিবরণ আছে। “তিনি (অর্থাৎ উপরিচর রাজা) যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে নবপল্লব ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত এক রমণীয় অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ; সেই বৃক্ষে ঈদৃশ কুসুমসমূহ বিকশিত হইয়াছিল যে তাহার একটীও শাখা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার মনোহর মধুগন্ধ ও পুষ্পগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছিল। নরনাথ ঐ অশোক বৃক্ষের

ছায়াতে সুখাসীন হইয়া বায়ুসেবন দ্বারা হর্ষান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল; রাজা ঐ স্খলিত রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে কিরূপে আমার এই স্খলিত রেতঃ ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়; পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে আমার এই রেতঃ অব্যর্থ এবং মহিষীর নিকট ইহা প্রেরণ করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কোন প্রকারে ইহা প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর সূক্ষ্মধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ রাজা উপরিচর এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্র দ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থে এই মদীয় শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও, অদ্য গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর। বেগবান্ বিহঙ্গম শ্যেন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতিশয় বেগে গমন করিল। গমনকালে ঐ শ্যেনকে আর একটী শ্যেন পক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তুণ্ডে আমিষ বোধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল; যুদ্ধ করিতে করিতে শ্যেনমুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিকা নামে বিখ্যাতা এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপা হইয়া ঐ যমুনাজলে অবস্থিতি করিত; বসুনৃপতির বীর্য্য শ্যেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত হইবামাত্র মৎস্যরূপিনী অদ্রিকা বেগে উত্থিতা হইয়া তাহা গ্রহণ করিল।

হে ভরতসত্তম! তাহার পর দশম মাসে এক দিবস মৎস্যজীবিরা সেই মৎস্যীকে ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটী পুত্র ও একটী কন্যা বহিষ্কৃত করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! মৎস্যের শরীর মধ্যে এই দুই মনুষ্য

জন্মিয়াছে; তখন উপরিচর রাজা ঐ উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। ঐ মৎস্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ রাজা হইয়াছিলেন। ঐ অপ্সরা ক্ষণকাল মধ্যে শাপমুক্তা হইল; কারণ পূর্ব্বে যখন অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া মীনযোনিতে পতিতা হয়, তখন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তুমি দুইটী মনুষ্য প্রসব করিয়া শাপমুক্তা হইবে। অনন্তর অদ্রিকা দুইটী মনুষ্য পুত্র পুত্রী প্রসবপূর্ব্বক জালিক কর্ত্তৃক নিহত হইল এবং মৎস্যরূপ পরিত্যাগে দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধচারণনিষেবিত আকাশপথে গমন করিল। রাজা মৎস্যগন্ধবতী মৎস্যগর্ভজাত কন্যাকে ধীবরের নিকট সমর্পন করিলেন ও কহিলেন, এই কন্যা তোমার দুহিতা হইবে। রূপযৌবনযুক্তা সর্ব্বগুণসম্পন্না সুচিস্মিতা সেই সত্যবতী নাম্নী কন্যা মৎস্যঘাতির গৃহে কিছু কাল পালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল।

একদা মৎস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবাহনকার্য্যে নিযুক্তা আছেন, এমন সময় তীর্থযাত্রায় বহির্গত ধীমান্ পরাশরঋষি তাঁহাকে দেখিলেন এবং অতিশয় রূপবতী সিদ্ধগণেরও প্রার্থিতা রম্ভোরু মধুর-হাসিনী মনোরমা সেই বসুকন্যাকে দেখিবামাত্র মুনিবর এককালে কামাভিভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে কল্যাণি আমার মনোরথ পূর্ণ কর। কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! দেখুন নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে? মৎস্যগন্ধা এরূপ আপত্তি করাতে প্রভু ভগবান্ পরাশর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিলেন; তখন সমুদায় দেশ অন্ধকারাবৃতের ন্যায় হইল। অনন্তর মহর্ষি কর্ত্তৃক সৃষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া তপস্বিনী কন্যা বিস্মিতা ও লজ্জাভিভূতা হইলেন। পরে সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা, আমার

বিবাহ হয় নাই, হে অনঘ! আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। হে দ্বিজসত্তম! কন্যাভাব দূষিত হইলে আমি কি প্রকারে গৃহে যাইব? হে ধীমন্ ঋষে! তাহা হইলে আমি গৃহ বাস করিতে পারিব না; হে ভগবন্! আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। কন্যা এরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহযোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না। হে ভীরু! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বর প্রার্থনা কর; হে সুন্দরী, মধুরহাসিনী! আমার প্রসন্নতা কখনও নিষ্ফল হয় নাই। পরাশর এই বাক্য কহিলে মৎস্যগন্ধা স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ প্রার্থনা করিলেন। মুনি তথাস্তু বলিয়া সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ঋষির প্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত বর লাভে সন্তুষ্টা হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিলেন। তদবধি মৎস্যগন্ধার 'গন্ধবতী' এই নাম ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল। মনুষ্যগণ এক যোজন দূর হইতেও তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করিত, এই নিমিত্ত তাঁহার 'যোজনগন্ধা' এই নামও প্রথিত হইয়াছিল। সত্যবতী এইরূপে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণপূর্ব্বক সদ্য গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করিলেন। তাহাতে বীর্য্যবান্ পরাশরনন্দন যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জন্মমাত্র মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে ইহা কহিয়া গমন করিলেন যে যখন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।

দ্বৈপায়ন এইরূপে পরাশরের ঔরষে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বালক দ্বীপে প্রসূত হওয়াতে তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল।"

প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যদিও ব্রাহ্মণকন্যার অথবা ব্রাহ্মণীর গর্ভ সম্ভূত নহেন তথাপি তাঁহার মতন অন্য কোন ঋষির কিম্বা মুনির বা মহামুনির বেদে অধিকার হয় নাই। তৎকর্ত্তৃক এক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস। বিদ্বান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের বেদবিভাগ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ মহাভারতে এই প্রকার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

"বিদ্বান্ দ্বৈপায়ন দেখিলেন যে যুগে যুগে ধর্ম্মের এক পাদ করিয়া হ্রাস হইতেছে, এবং যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি ও পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; তখন তিনি বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল। শ্রেষ্ঠ বরদ প্রভু ব্যাস শিষ্যসুমন্তুকে, জৈমিনিকে, পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয় পুত্র শুকদেবকে মহাভারতের সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ সুমন্তু প্রভৃতি শিষ্য প্রত্যেকে মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ এক এক সংহিতা প্রকাশ করিলেন।"

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত হইয়াও তাঁহার অসাধারণ শক্তিবশতঃ বেদবিভাগে পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হইয়াছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য সূতবংশীয় হইয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধ নৈমিষারণ্যে ব্রহ্মসত্রের আচার্য্যত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল। তিনি ঐ লোকবিখ্যাত অরণ্যমধ্যে ষষ্ঠি সহস্র মুনিঋষির সমক্ষে ব্যাসাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বেদব্যাসকৃত সমস্ত পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। বলরাম তাঁহার প্রাধান্য দেখিয়া স্বীয় হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্ত হইতে সেই মস্তক বিচ্যুত হয় নাই। সেই মস্তক তাঁহার হস্তে সংলগ্ন রহিয়াছিল। তদ্দর্শনে প্রভু বলরাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

সেই নৈমিষারণ্যের সমগ্র ঋষিবৃন্দকে ঐ প্রকার হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মুনিঋষিগণ তাঁহার সূতহত্যা করায় তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার হস্ত হইতে সূতের মুণ্ড বিচ্যুত হয় নাই। ব্যাসশিষ্য সূত অধমকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বলরাম তাঁহাকে হত্যা করায় বলরামের ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতক হইয়াছিল। পুরাকালে শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্ম দ্বারা অনেক অধমবংশীয় পুরুষ-গণই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। বেদব্যাসপ্রণীত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে বৈদ্যজাতির জন্ম সম্বন্ধে উত্তমতা নাই। কিন্তু পুরাকালে বৈদ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন মনুসংহিতামধ্যে বৈদ্যজাতির প্রাধান্য সম্বন্ধে সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি মনুসংহিতামধ্যে বৈদ্য শব্দের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সেইজন্য তন্মধ্যে বৈদ্যজাতির উল্লেখও নাই বুঝিতে হইবে। তবে তন্মধ্যে অম্বষ্ঠজাতির উল্লেখ আছে বটে। কয়েকজন পণ্ডিতের মতে অম্বষ্ঠজাতিই বৈদ্যজাতি। কিন্তু মনুর মতানুসারে তাহা বুঝিবার কোন কারণ নাই।

ইদানী অনেক বৈদ্য আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের মতে পরশুরাম যে জাতীয়, তাঁহারাও সেই জাতীয়। কোন শাস্ত্রেই পরশুরামকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অথবা ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই। শাস্ত্রানুসারে পরশুরামও একজন সুব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিলে, তাঁহাকেও একজন ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পিতা ক্ষত্রিয়গাধিরাজার দৌহিত্র। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পিতামহ

একজন সুব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পিতার ব্রাহ্মণৌরসে জন্ম হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার পিতার ব্রাহ্মণৌরসে জন্ম হইয়াছিল স্বীকার করিলেও ভগবান্ মনুর মতানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ভগবান্ বিষ্ণু এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে তাঁহার পিতাকে ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। উক্ত স্মৃতিকারদিগের মতানুসারে মাতা পিতাপেক্ষা নীচবর্ণের কন্যা হইলে সন্তানকে মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়। উক্ত নিয়মানুসারে পরশুরামের পিতা তাঁহার মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পিতা স্বীয় পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হন নাই। তদ্বিষয়ে মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

পরশুরামের পিতা জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই বলিয়া পরশুরামও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। গুণকর্ম্মানুসারেও পরশুরামকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যেহেতু তাঁহাতে ক্ষত্রিয়ের গুণ-সকলই বিদ্যমান ছিল। তাঁহার অনেক কর্ম্মই ক্ষত্রতার পরিচায়ক ছিল। তাঁহা হইতে একবিংশতিবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। তিনি অনেক সময়েই যুদ্ধব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতেন। নানা শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধকর্ম্ম ক্ষত্রিয়গণের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। প্রসিদ্ধ পরশুরাম হইতে রজগুণ এবং তমগুণেরই বিশেষ প্রকাশ হইয়াছিল। যে সকল বৈদ্য আপনাদিগের জাতির সহিত পরশুরামের সমজাতিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই পরশুরামের ন্যায় গুণকর্ম্মসম্পন্ন নহেন। তাঁহারা পরশুরামের সহিত সমজাতিত্ব প্রচার করিলেও অনেকে শাস্ত্রীয় প্রমাণসকল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার প্রতিবাদ করিয়া

থাকেন। তাঁহাদের মতে অম্বষ্ঠজাতিই বৈদ্যজাতি। তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণও কহিয়া থাকেন। অম্বষ্ঠজাতিই যদ্যপি যথার্থ বৈদ্যজাতি হয়, তাহা হইলে ভগবান্ মনুর মতানুসারে, সে জাতিকে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণই বলা যায় না। যেহেতু ভগবান্ মনু অম্বষ্ঠজাতিকে কোন বর্ণ মধ্যেই পরিগণিত করেন নাই। সেইজন্য অম্বষ্ঠজাতি শূদ্রাপেক্ষা, বৈশ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। ভগবান্ মনুর মতানুসারে এই প্রকারে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছিল,—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ভগবান্ মনু অম্বষ্ঠজাতিকে কোন বর্ণ মধ্যে পরিগণিত করেন নাই বলিয়া অম্বষ্ঠজাতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র বলা যায় না। প্রসিদ্ধ অমরকোষ নামক সংস্কৃতাভিধানানুসারে অম্বষ্ঠকে শূদ্র বলা যায়। যেহেতু তন্মধ্যে অম্বষ্ঠকে শূদ্রবর্গমধ্যে ধরা হইয়াছে। অমর-কোষানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্গের অন্তর্গত। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুরাণ, ব্যোম-সংহিতা এবং বিষ্ণুপুরাণাদিমতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ মসিজীবীক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মপুরাণ, ব্যোমসংহিতা এবং বিষ্ণুপুরাণাদিমতে 'কায়স্থ দাসজাতি' নহে। মান্দ্রাজাঞ্চলে কায়স্থ জাতির বিশেষ প্রাধান্য আছে। সে অঞ্চলে এক শ্রেণীর কায়স্থের 'প্রভু' উপাধি। মান্দ্রাজাঞ্চলে প্রভুকায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে পুরোহিতের কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে সমস্ত শাস্ত্রে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, সে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোন স্থানে কায়স্থকে ব্রাহ্মণের দাস বলা হয় নাই। অথবা সেই সমস্ত শাস্ত্রে পরিচর্য্যাকে কায়স্থের বৃত্তিরূপে নির্ণয় করা হয় নাই। বরঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় কায়স্থদিগের বিশেষ প্রতাপের বিষয় বর্ণিত আছে।

কোন কায়স্থ কোন ব্রাহ্মণের দাস্য স্বীকার করিলে, তজ্জন্য সমগ্র কায়স্থজাতিকে 'দাসজাতি' বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। ইদানী দাসত্ব অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ইদানী কত ব্রাহ্মণ যে ম্লেচ্ছের দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন! মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব সময়ে কত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি, কত সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষগণ কত মুসলমানের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন! 'গভর্ণমেণ্ট্ সার্ভিস্' পাইলে ইদানী অনেক শ্রেষ্ঠ জাতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আনন্দিত হইয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট্ সার্ভিস্ গ্রহণ করিলে কি ম্লেচ্ছের দাস্য স্বীকার করা হয় না? বর্ত্তমান সম্রাট কি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কোন আর্য্য?

কেহ কেহ কহেন যে ব্যক্তির নামের সহিত দাস শব্দ সংযুক্ত আছে, সেই ব্যক্তিই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। আমরা জানি অনেক অশূদ্র-বংশোৎপন্ন বৈষ্ণবেরও নামের সহিত দাস শব্দের যোগ আছে। বৈদ্য-দিগের মধ্যেও কোন কোন বৈদ্যের দাস উপাধি আছে। কোন শ্রেণীর কায়স্থ নিজ নামের সহিত দাস শব্দ যোগ করিলেই বা তিনি অবজ্ঞার পাত্র হইবেন কেন? প্রকৃত কথায় কোন্ জাতীয় কোন্ ব্যক্তি প্রভু? যাহার অধীনতা আছে, সেই দাস। কামক্রোধলোভমোহমদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতির কে না দাস? অন্যান্য মনোবৃত্তিগণের কে না দাস? স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি প্রভু হইবার যোগ্য হইতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ই মহাপ্রভু। কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীন? শ্রীভগবান ব্যতীত কেহই ত স্বাধীন নহে! যে স্বাধীন নহে, সে দাস ব্যতীত অন্য কি? জগতের সমস্ত জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দই অস্বাধীন! সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই 'দাস'। এক ভগবান ভিন্ন কেহই প্রভু নহেন। এক ভগবান ভিন্ন কেহই স্বাধীন নহেন।

কোন ব্যক্তির নামের সহিত বিনয়বাচক দাস শব্দের যোগ থাকিলে,

তদ্দ্বারা সে ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। যেহেতু যে সকল ব্যক্তির নামের সহিত দাস শব্দের যোগ নাই প্রকৃত কথায় তাঁহারাও যে দাস তাহা পূর্ব্বেই বিচার দ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৈষ্ণবের নামের সহিত দাস শব্দ সংযুক্ত রহে। সেজন্য তাঁহাদিগের মর্য্যাদার কি হানি হইয়া থাকে? কোন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের ভেক ধারণ করিলে, তিনি নিজ ভেকের গুরুর নিকট হইতে যে নাম প্রাপ্ত হন, সে নামের সহিতও দাস শব্দের যোগ থাকে। সেজন্য কি তিনি শূদ্র হন? কাটোয়ার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পণ্ডিতাগ্রগণ্য গৌরশিরোমণি শ্রীবৃন্দাবনধামে মহাত্মা নিত্যানন্দদাস মহাশয়ের নিকট হইতে বৈষ্ণবাচারের ভেক গ্রহণ করিয়া গৌরদাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ প্রকার নাম প্রাপ্তি দ্বারা সেই মহাত্মার কি গৌরবের হানি হইয়াছিল? তাহা কখনই হয় নাই। বরঞ্চ ঐ নাম প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল।

যাঁহার শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তি আছে, তিনি ভগবানের শুদ্ধদাস হইয়াছেন। বিশুদ্ধদাসত্বের সহিত বিশুদ্ধভক্তিভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দ ভক্তিভাব লাভ হইলে, আপনাদিগকে দাস বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন। ভক্তিমান্ পুত্রও আপনাকে নিজ পিতামাতার দাস বোধ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে। সেই একাদশ প্রকার পুত্রগণের মধ্যে ক্ষেত্রজ পুত্রকেও ধরা হইয়াছে। কোন আর্য্যসন্তান বিহিত বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে নিয়োগবিধানানুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা তাঁহার কোন

সপিণ্ডক দ্বারা তাঁহার পত্নীগর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলে, সে পুত্রকে তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যাইতে পারে। কোন আর্য্যবংশীয় ক্লীব-ব্যক্তি বিবাহিত হইলে, নিয়োগবিধানানুসারে তাঁহার কোন সপিণ্ড দ্বারা তাঁহার পত্নীর পুত্র হইলে, সে পুত্রকেও তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায়। কোন আর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পত্নী, ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়োগবিধানানুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদি সপিণ্ড দ্বারা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে, সেই পুত্রকেও সেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায়। ঐ ত্রিবিধ কারণে ক্ষেত্রজ পুত্র হইতে পারে। উক্ত ত্রিবিধ কারণ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অন্য কোন কারণে ক্ষেত্রজ পুত্র হইতে পারে না। অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির পত্নীগর্ভ হইতে অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা পুত্রোৎপন্ন হইলে, সে পুত্রকে বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে।

সবর্ণ বিবাহ দ্বারা যেমন ব্যভিচার হয় না তদ্রূপ অসবর্ণ বিবাহ দ্বারাও ব্যভিচার হয় না। উদার স্মৃতিবেত্তাগণ সবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেরই অনূঢ়া কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা ব্যতীত অন্য ত্রিবর্ণের অনূঢ়া কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। স্মৃতিবেত্তা বিষ্ণুর মতানুসারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ত্রিবর্ণের অনূঢ়া কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। স্মৃতিবেত্তা বিষ্ণুর মতানুসারে বৈশ্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের অনূঢ়া কন্যা ব্যতীত অপর দ্বিবর্ণের অনূঢ়া কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। মনু, বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্তাচার্য্যগণের মতানুসারে শূদ্র অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের বিশুদ্ধ শূদ্রত্ব অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহাদের বর্ণবিষয়ে

সেইজন্যই অদ্যাপি বিকৃতি হয় নাই। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা অন্য ত্রিবর্ণই বিকৃত হইয়াছে!

যদিও মন্বাদি স্মৃতিবেত্তাগণ অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়াছেন তথাপি তাঁহাদের মতে অসবর্ণ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা নাই। আধুনিক ব্রহ্মপন্থীর মতে অসবর্ণ বিধবাবিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহারা কোন শাস্ত্রানুসরণ করেন না! আর্য্যশাস্ত্রমতে কোন আর্য্যের বিবাহ না হইলে, সে বিবাহ বৈধ বিবাহ নহে। অবৈধ বিবাহ দ্বারা নরনারীর সন্তানোৎপন্ন হইলে, সে সন্তানকে অব্যভিচারজনিত সন্তান বলা যায় না। বৈধ বিবাহ দ্বারা নরনারীর সংসর্গ হইলে, তদ্দ্বারা ব্যভিচার হয় না। জগতের যে জাতির যে প্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহপদ্ধতি আছে, সে জাতির সেই প্রকার পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিত।

খৃষ্টানদিগের বিবাহকালে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয়, সে সকলের উল্লেখ তাঁহাদের শাস্ত্রে নাই! তাঁহাদের শাস্ত্রে বিবাহ দিবার কোন প্রকার পদ্ধতিই নাই। তাঁহাদের শাস্ত্রে শবের অন্ত্যেষ্টি বিষয়ক কোন পদ্ধতিও নাই! ঐ দুই বিষয়ে আর্য্যদিগের অনেক প্রকার শাস্ত্রীয় পদ্ধতি আছে। আর্য্যদিগের সর্ব্বকর্ম্মের সহিতই ধর্ম্মের সংশ্রব আছে। যে সকল কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব আছে, সে সকল কর্ম্মের মধ্যে প্রত্যেক কর্ম্মই 'সৎকর্ম্ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈধ বিবাহসকলও সৎকর্ম্মসকল দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্মৃতিতে কেবলমাত্র চতুর্ব্বর্ণেরই বিবাহপদ্ধতিসকল আছে। তন্মধ্যে বর্ণ-সঙ্করগণের বিবাহপদ্ধতিসকল নাই। স্মৃতিতে বর্ণসঙ্কর বিষয়ে কোন প্রকার বিবাহই নির্দ্দিষ্ট নাই। সেইজন্য কোন প্রকার বর্ণসঙ্করেরই স্মার্ত্তবিবাহ হইতে পারে না। স্মৃতিমতানুসারে বিশুদ্ধ বর্ণচতুষ্টয়েরই

বৈধ বিবাহপদ্ধতিসকল নির্দ্দিষ্ট আছে। স্মৃতিতে নানা প্রকার অবিশুদ্ধ বর্ণসঙ্করগণের পক্ষে কোন প্রকার বৈধ বা অবৈধ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট নাই।

ব্যভিচার দ্বারা যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার বৈধ বিবাহ হইতেই পারে না। স্মার্ত্তমতানুসারে সর্ব্বপ্রকার বর্ণসঙ্করেরই ব্যভিচার দ্বারা জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই বিশুদ্ধ-বর্ণত্ব নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের মাতার সহিত বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের পিতার বিবাহ হয় নাই। সে মতে বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের জন্মের পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের মাতার বিবাহ একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত হইয়াছিল। সেইজন্য বৈদ্য-জাতিরও বিশুদ্ধবর্ণত্ব নাই। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের পিতার সহিত বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের মাতার বৈধ বা অবৈধ বিবাহদ্বয় মধ্যে কোন প্রকার বিবাহ হয় নাই। সেইজন্য বৈদ্যকে ব্রাহ্মণও বলা যায় না। সেইজন্য বৈদ্যকে ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না। সেইজন্য বৈদ্যকে বৈশ্যও বলা যায় না। সেইজন্য বৈদ্যকে শূদ্রও বলা যায় না। বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বলা যায় না বলিয়া বৈদ্য কোন বিশুদ্ধবর্ণীয় নহেন। স্মার্ত্ত মতানুসারে, পৌরাণিক মতানুসারে, তান্ত্রিক মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই উপনয়ন হইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তি বিবরণ দ্বারা বৈদ্যকে কোন প্রকার দ্বিজ বলা যাইতে পারে না। সেইজন্য ঐ সকল শাস্ত্রানুসারে বৈদ্যের উপনয়নসংস্কারে অধিকার আছে বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। শাস্ত্রানুসারে যুঙ্গী বা যুগী জাতির উপনয়নসংস্কারে অধিকার না থাকিলেও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যেমন উপনয়ন দ্বারা উপবীত ধারণ করিয়াছেন তদ্রূপ অনেকের বিশ্বাস অবর্ণীয় বৈদ্যজাতিদিগের মধ্যেও অনেকে উপনয়ন দ্বারা উপবীত ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে বলেন তাঁহাদের ঐ

প্রকার উপনয়ন দ্বারা উপবীতধারণ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। তবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ন্যায়, তবে বাল্মিকীপ্রণীত রামায়ণোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায়, মহাত্মা ভরদ্বাজের ন্যায়, ভক্তাচার্য্য শাণ্ডিল্যের ন্যায়, মহাভারতীয় শৃঙ্গীর ন্যায়, মহাভারতীয় নাভাগ এবং অরিষ্টনেমির ন্যায় যদ্যপি ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল দ্বারা কোন বৈশ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কোন বৈশ্য ক্ষত্রোপযোগী গুণকর্ম্মসকল দ্বারা বিভূষিত হইলে, তাঁহাকে অবশ্য ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কোন বৈশ্য বৈশ্যোপযোগী গুণকর্ম্মসকল দ্বারা বিভূষিত হইলে, তাঁহাকে অবশ্য বৈশ্য বলা যাইতে পারে। কোন বৈশ্য শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল দ্বারা বিভূষিত হইলে, তাঁহাকে অবশ্য শূদ্র বলা যাইতে পারে। কারণ শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মসকলের প্রভাব কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইবে?

যদিও অনেকে অম্বষ্ঠজাতিকে বৈশ্যজাতি বলেন, তথাপি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে অম্বষ্ঠজাতিকে বৈশ্যজাতি বলা যায় না। যেহেতু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে বৈশ্যজাতির আদিপুরুষের পিতার সহিত বৈশ্যজাতির আদিপুরুষের মাতার বিবাহ হয় নাই। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুসংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতে আদিঅম্বষ্ঠের পিতার সহিত আদিঅম্বষ্ঠের মাতার বৈধ বিবাহ হইয়াছিল। তবে উক্ত সংহিতাদ্বয়ের মতে আদি-অম্বষ্ঠের পিতা যে বর্ণের ছিলেন, আদিঅম্বষ্ঠের মাতা সে বর্ণের ছিলেন না। সেজন্য তাঁহার মাতার সহিত তাঁহার পিতার যে বিবাহ হইয়াছিল, স্মার্ত্তমতানুসারে সেই বিবাহকে অসবর্ণ বিবাহ বলা যাইতে পারে। ঐ প্রকার অসবর্ণ বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। সেইজন্য অম্বষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে দোষ আছে বলা যাইতে পারে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে প্রকার বৈশ্যজাতির উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত

কোন শাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠ যদ্যপি অন্য এক প্রকার বৈশ্য হন, তাহা হইলেও তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কোন শাস্ত্রানুসারে কোন প্রকার বৈশ্যজাতি যদ্যপি মূর্দ্ধাভিষিক্ত হন, তাহা হইলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কোন শাস্ত্রমতে বৈশ্যজাতি যদ্যপি এক প্রকার ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যেহেতু আমরা সর্ব্বজাতির অভ্যুদয় ইচ্ছা করি।

ক্ষেত্রজ পুত্র বিষয়ে সমালোচনা করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক কথা বলা হইয়াছে। আপাততঃ পুনর্ব্বার তদ্বিষয়িণী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়োগ ব্যতীত কোন মৃত আর্য্য-সন্তানের পত্নী, অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে, সে পুত্রকে তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায় না। নিয়োগবিধান ব্যতীত কোন আর্য্য ক্লীবব্যক্তির পত্নী হইতে পুত্রোৎপন্ন হইলেও সে পুত্রকে তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায় না। কোন আর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পত্নীও যদ্যপি নিয়োগবিধান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা পুত্রবতী হয়, তাহা হইলেও সে পুত্রকে তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র বলা যায় না। ভগবান্ মনুর মতানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র সম্বন্ধে এই প্রকার বিধান আছে,—

"যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥"

রাজা বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রকাবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত বিচিত্রবীর্য্যের মাতৃনিয়োগানুসারে তাঁহার পত্নী হইতে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক সুবিখ্যাত দুই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই দুই পুত্রের মধ্যে এক জনের নাম ধৃতরাষ্ট্র এবং অপর জনের নাম পাণ্ডু হইয়াছিল।

পূর্ব্ব সমালোচনায় ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাতার জন্মকর্ম্ম বর্ণনা উপলক্ষে তাঁহারও জন্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। তৎপরে ক্ষেত্রজ পুত্রাদি বিষয়েও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের কি প্রকারে উৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কহা যাইতেছে,—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীর গর্ভে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাবল পাণ্ডু উৎপন্ন হইলেন এবং ঐ দ্বৈপায়ন হইতেই ধর্ম্মার্থ-কুশল ধীমান্ মেধাবী পাপস্পর্শশূন্য বিদুর শূদ্রযোনিতে জন্মিলেন।" মহাত্মা বিদুরের শূদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রে অনেক প্রকার বিবরণ আছে। মহাভারতানুসারে বিদুর ধর্ম্মাবতার। বিখ্যাত বেদার্থবিৎ অনিমাণ্ডব্যের অভিসম্পাত দ্বারা তাঁহার শূদ্রযোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ হইয়াছিল। মহাভারতান্তর্গত আদিপর্ব্বের ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে ধর্ম্মের প্রতি বিপ্র অনিমাণ্ডব্যের, অভিসম্পাত প্রদান করিবার এই প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে,—"বিখ্যাত মহাযশা বেদার্থবিৎ পুরাণর্ষি বিপ্র অনিমাণ্ডব্য চৌর্য্যবৃত্তি না করিয়াও মিথ্যা চৌরাপবাদে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। এ কারণ তিনি ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি বাল্যকালে ইষিকা দ্বারা একটী পতঙ্গ বিদ্ধ করিয়াছিলাম; আমি জন্মের মধ্যে এই পাপ করিয়াছি স্মরণ হইতেছে, আর কখনও কোন পাপ করিয়াছি এমত স্মরণ হয় না। পরন্তু যেমত পাপ করা হইয়াছে, তাহার সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তাহাতেও কি সেই পাপ ক্ষয় হইল না? যেহেতু সর্ব্বপ্রাণী পীড়নাপেক্ষা ব্রাহ্মণপীড়নে গুরুতর পাপ হয়, অতএব তুমি ব্রাহ্মণপীড়নে পাতকী হওয়ায় শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। ধর্ম্ম সেই শাপে শূদ্রযোনিতে বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও পাপশূন্য বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডকের বীর্য্যোৎপন্ন হওয়ার জন্য যদ্যপি ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রাহ্মণ বলিতে পার, তাহা হইলে শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বীর্য্যোৎপন্ন মহাত্মা বিদুরকে, ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রকে এবং মহারাজ পাণ্ডুকেই বা ব্রাহ্মণ বলিতে পারিবে না কেন? পুরাকালে অনেকে তির্য্যগ্‌জাতীয় প্রকৃতি গর্ভ'সম্ভূত হইয়াও পিতৃবীর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঋষিত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজনের বন্দনীয় হইয়াছিলেন। ঋষিত্ব প্রাপ্তি হেতু তাঁহাদের বেদাদিতেও সম্যক্ অধিকার হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠবেদবিৎ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয় ভগবান্ মনু এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"যস্মাদ্বীজপ্রভাবেন তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে॥"

ভগবান্ মনুর মতানুসারে শ্রেষ্ঠ বীজের প্রশস্ততাহেতু ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বীজোৎপন্ন মহাত্মা বিদুরকে, ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রকে এবং মহারাজ পাণ্ডুকেও 'ব্রাহ্মণ' বলা যাইতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই সমালোচনার পূর্ব্ব সমালোচনায় ধর্ম্মের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে, তাঁহার এবং ধৃতরাষ্ট্রাদির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর ভৃগুসম্বন্ধে আলোচিত হইবে। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায়ানুসারে ভৃগুভার্য্যা পুলমা ব্রহ্মার পুত্রবধূ। কিন্তু মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত পঞ্চম অধ্যায় মতে ভৃগুর উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতেও নহে অথবা ব্রহ্মার অঙ্গের অন্য কোন অংশ হইতেও তাঁহার উৎপত্তি নহে। প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি মতে বরুণের যাগানুষ্ঠান কালে ব্রহ্মা

তাঁহাকে হুতাশন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি ভৃগুর এবং তাঁহার বংশাবলির উৎপত্তি সম্বন্ধে শৌনকের প্রতি এই প্রকার কহিয়াছিলেন,—"শুনিয়াছি মহর্ষি ভৃগু বরুণের যাগানুষ্ঠান সময়ে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক হুতাশন হইতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন। ভৃগুর পরমস্নেহাস্পদ তনয়ের নাম চ্যবন; চ্যবনের ধার্ম্মিকপ্রবর পুত্রের নাম প্রমতি; প্রমতির ঘৃতাচীজাত ঔরসপুত্রের নাম রুরু; রুরু হইতে প্রমদ্বরাগর্ভে মহাশয়ের পূর্ব্ব পিতামহ বেদবিশারদ, ধর্ম্মশীল, তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, পরমধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী শুনক নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন।"

অতি প্রাচীন বৈদিক সংহিতাচতুষ্টয়ে, প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থসকলে এবং সমস্ত বৈদিক উপনিষদে হুতাশনকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। সেইজন্য বেদাদি মতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। কোন স্মৃতিমতানুসারেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যেহেতু কোন স্মৃতিতেই তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহেন। বৈদিক মতানুসারে হুতাশন বা অগ্নি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া, স্মার্ত্ত মতানুসারে হুতাশন বা অগ্নি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া, তান্ত্রিক মতানুসারে হুতাশন বা অগ্নি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া, দার্শনিক মতানুসারে হুতাশন বা অগ্নি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া তাঁহা হইতে যে ভৃগুর উৎপত্তি হইয়াছিল সেই ভৃগুকেও অনেকে ব্রাহ্মণ বলিতে সম্মত নহেন। ভৃগুস্রষ্টা ব্রহ্মার কায়ার কোন অংশ হইতে ভৃগুর উৎপত্তি নহে বলিয়া, তিনি ব্রহ্মকায়জ চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত নহেন বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। ব্রহ্মার কায়া হইতে যাঁহার জন্ম হয় নাই, তিনি কোন কালেই ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহাকে ব্রহ্মকায়ার কোন অংশও বলা যায় না। বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ হইতেও ভৃগুর উৎপত্তি হয় নাই। সেইজন্য

বেদানুসারেও তিনি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণীয় নহেন। হুতাশন হইতে কোন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বিবরণ কোন স্মৃতিতে নাই। সেইজন্য স্মার্ত্তমতঅনুসারে হুতাশনোদ্ভব ভৃগু স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ নহেন। কোন বেদেও ভৃগুর হুতাশন হইতে উৎপত্তি বিবরণ নাই। সেইজন্য তাঁহাকে বেদ-সম্মত বৈদিক ব্রাহ্মণও বলা যায় না। কোন তন্ত্রেও তাঁহার হুতাশন হইতে উৎপত্তি বিবরণ নাই। সেইজন্য তাঁহাকে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণও বলা যায় না।

অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণবংশে যাঁহার জন্ম নহে, ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণ নহেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ নহেন, যিনি বিষ্ণুবিষয়িনী পরাভক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহার বংশধরগণও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। কিন্তু আমরা জানি শাস্ত্রানুসারে কোন অব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল, ব্রহ্মজ্ঞান অথবা বিষ্ণুভক্তি থাকিলেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ভৃগুবংশীয় যে সকল মহাত্মার ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল ছিল, ভৃগুবংশীয় যে সকল মহাত্মার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, ভৃগু-বংশীয় যে সকল মহাত্মার বিষ্ণুভক্তি ছিল তাঁহারা নানা শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভৃগুতেও ব্রাহ্মণোপযোগী অনেক গুণকর্ম্ম-সকল ছিল। সেইজন্য তাঁহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মণত্ব ছিল বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য শান্তভাবই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু উদ্ধত ভৃগুতে অশান্ত ভাবেরই বিশেষ প্রকাশ ছিল। কোন মতে ভৃগুকেও ভগবানের অংশাবতার বলা হয়। যথার্থই যদ্যপি তিনি শ্রীভগবানের অংশাবতার হন, তাহা হইলে তাঁহাতে সমস্তই শোভা পায়। যেহেতু ভগবানের পক্ষে অথবা তাঁহার কোন অবতারের পক্ষে কোন প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যায় না। যেহেতু ভগবান্ স্বেচ্ছাময়।

ভগবান্ অনেক সময়ে অনেক নীচ কুলেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেইজন্য তদ্বিষয়েও কোন প্রকার নিয়ম নির্ণয় করা যায় না। ভগবানের অবতারত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহে দেখা যায় যে শ্রীভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্মাদিরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাইবেলানুসারে তিনি কপোতাকার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে মানবাকারও হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে ব্রাহ্মণকুলেও জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রকুলে রাম, কৃষ্ণ, বলরাম এবং বুদ্ধাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্ম সম্বন্ধে সামান্য মানব কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। তিনি যে কি জন্য কি করেন, তাহাও তাঁহার কৃপা ব্যতীত সামান্য মানব বুঝিতে সক্ষম হয় না।

কোন কোন শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে প্রসিদ্ধ ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মাদি দ্বারা অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ভৃগুবংশীয় রুরুর ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরাগর্ভে জন্ম হইয়াছিল। নানা শাস্ত্রানুসারে কোন অপ্সরাই কোন ব্রাহ্মণকন্যা নহেন। নানা শাস্ত্রানুসারে অপ্সরাকে স্বর্গণিকা বলা যাইতে পারে। অমরকোষাদি অভিধানানুসারে গণিকা বেশ্যা। সেইজন্য বেশ্যাগর্ভসম্ভূত কোন ব্যক্তি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। কোন ব্রাহ্মণ কোন বেশ্যাকে বিবাহ করার পরে সেই বেশ্যার গর্ভ হইতে তাঁহার সন্তান হইলেও সে সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। ক্ষত্রাদিপরিণীত বেশ্যাগর্ভসম্ভূত সন্তানগণ সম্বন্ধেও ঐ বিধি। যেহেতু শাস্ত্রানুসারে বেশ্যাকে কোন ব্যক্তি বিবাহ করিলে সেই বিবাহকে বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। সেইজন্য স্বর্গণিকা ঘৃতাচীগর্ভসম্ভূত রুরুকেও তাঁহার পিতা প্রমতির বর্ণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেশ্যা বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিলে, সে পুত্র নিজ পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। সে পুত্রের মাতা যে জাতীয়া, সে পুত্র শাস্ত্রানুসারে সে জাতিও প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু স্মার্ত্ত-মতে বৈধ অসবর্ণ বিবাহে বিবাহকারী পুরুষাপেক্ষা বিবাহকারিণী প্রকৃতি যদ্যপি নিকৃষ্টবর্ণীয়া হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষপ্রকৃতি সংযোগে যে পুত্রোৎ-পন্ন হয়, সেই পুত্রই মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তদ্বিপরীত হইলে তাহা প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পুরাকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতেই সেই অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ক প্রসঙ্গ বিবৃত আছে। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যাকে, ক্ষত্রিয়কন্যাকে, বৈশ্যকন্যাকে এবং শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের মতে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-কন্যাকে, বৈশ্যকন্যাকে এবং শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের মতে বৈশ্য বৈশ্যকন্যাকে এবং শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের মতে শূদ্র কেবলমাত্র শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কথিত চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণীয় পুরুষই কোন স্মৃতি-মতানুসারে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঐ প্রকার অশাস্ত্রীয় বিবাহ করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেন। কিন্তু মহাভারতানুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণসঙ্করকন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিতেন। স্মার্ত্তমতানুসারে নিষাদকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মহাভারতমতে ব্রাহ্মণ নিষাদের কন্যাও বিবাহ করিতে পারিতেন! মহাভারতানুসারে নিষাদী ভার্য্যা হইতে পারিত। নিম্ন-প্রদর্শিত বিবরণ পাঠে, তাহা অবগত হইবার সুবিধা হইবে।—"উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন নিষাদগণের সহিত এক সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট

হইয়া জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় তাহা দগ্ধ করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাকে কহিলেন হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখ ব্যাদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া যাও। ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপনিরত হইলেও আমার বধ্য নহেন। গরুড় এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, আমার ভার্য্যা এই নিষাদী আমার সহিত নির্গতা হউক। গরুড় কহিলেন, যাবৎ আমার তেজে জীর্ণ না হও, তাহার মধ্যেই তোমার নিষাদীকে লইয়া ত্বরায় বহির্গত হও। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিস্থত হইলেন এবং গরুড়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।"

মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলানুসারে কোন ব্রাহ্মণ নিষাদী বিবাহ করিলেও তাঁহাকে অব্রাহ্মণ হইতে হয় না। সেইজন্য উক্ত প্রসঙ্গে নিষাদীভর্ত্তা ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। নিষাদী-বিবাহজন্য নিষাদীভর্ত্তা ব্রাহ্মণকে 'অব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু স্মার্ত্তমতানুসারে ব্রাহ্মণ ঐ প্রকার বিবাহ করিলে তাঁহাকে মহান্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে স্মৃতিমতে ব্রাহ্মণ পলাণ্ডু, লশুন এবং গৃঞ্জনাদি মূল ভক্ষণ করিলেও তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সে স্মৃতিমতে ব্রাহ্মণ কোন অবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে, তাঁহাকে কত গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়সকলে সংক্ষেপে পুরাকালের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের বিষয় সমালোচনা করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। আপাততঃ সংক্ষেপে বাহুজ ক্ষত্রিয়দিগের বিবরণ বিবৃত হইতেছে,—

বাহুজ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বিবরণ আছে। ঋগ্বেদসংহিতার মতে পুরুষের বাহু হইতে বাহুজ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে ব্রহ্মার বাহু হইতে বাহুজ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। মনুসংহিতার মতে,—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

ত্রেতাযুগে বাহুজ ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত অহঙ্কারবশতঃ ঔদ্ধত্যসম্পন্ন হইলে, ভগবান্ তাঁহাদিগকে শাসন করিবার প্রয়োজন বিবেচনায় ভূমণ্ডলে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদি মতে ভগবান্ পরশুরাম ভূমণ্ডলকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করার পর কিছু কাল অতিবাহিত হইলে "সকল বর্ণই স্বধর্ম্মনিরত ছিল। ধর্ম্ম কোন স্থলেই পরিহীয়মান ছিলেন না।" কিন্তু তৎকালে বাহুজ যোদ্ধক্ষত্রিয়গণ নিহত হইলে, তাঁহাদের বংশে মহিলাগণ বিদ্যমান ছিলেন। সেই সমস্ত মহিলার মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিতা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণগণের বিবাহ হইয়াছিল এরূপ উল্লেখও অনেক শাস্ত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কথিত ক্ষত্রিয়মহিলাগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে আপনাদিগের পতিগণ কর্ত্তৃক সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা শাস্ত্রীয় নিয়োগধর্ম্মানুসারে অনেক ব্রাহ্মণ হইতে বীর্য্যবান্ সন্তানসকল লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বের চতুঃষষ্ঠি অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডলকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই জামদগ্ন্য ভার্গব হইতে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হওয়াতে তখন ক্ষত্রিয়পত্নীরা সন্তানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে নরব্যাঘ্র! ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সেই ক্ষত্রিয়াগণের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন;

ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মন্মথবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতেন না। হে রাজন্! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়মহিষীগণ ব্রাহ্মণগণ হইতে গর্ভধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার মহাবীর্য্যসম্পন্ন কুমার ও কুমারীসকল প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সুতপস্বী ব্রাহ্মণগণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাতে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পূর্ণ হইল।" ঐ বৃত্তান্ত 'মহাভারতানুসারে বলা হইল। কিন্তু বাল্মিকিপ্রণীত রামায়ণ মতে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত রাম-হৃদয় বা অধ্যাত্মরামায়ণ মতে রাজা দশরথও ক্ষত্রিয়বংশীয় ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য রামায়ণোক্ত ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামকর্ত্তৃক নিহত হন নাই। বিশেষতঃ, পুণ্যকীর্ত্তি রাজা দশরথের বংশলোপ হয় নাই। রামায়ণাদি প্রসিদ্ধ অনেক শাস্ত্রে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়বংশীয় হইয়াও পরশুরাম-কর্ত্তৃক নিহত হন নাই। বরঞ্চ মহাত্মা পরশুরাম ভগবান্ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক মহাযুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি ক্ষত্রিয়নিধনে বিরত হইয়া প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা জন্য গমন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রবংশীয় মহাত্মা ভরত, ক্ষত্রবংশীয় মহাত্মা লক্ষ্মণ, ক্ষত্রবংশীয় মহাত্মা শত্রুঘ্ন প্রসিদ্ধ পরশুরাম-কর্ত্তৃক সমরাঙ্গনে প্রাণপরিত্যাগ করেন নাই। অথবা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পরশুরামকর্ত্তৃক পরাস্ত হন নাই। পরশুরামকর্ত্তৃক তাঁহাদের বংশলোপও হয় নাই। সেইজন্য অনেকের মতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ লুপ্ত হয় নাই। মহাত্মা পরশুরাম ক্ষত্রিয়ভীষ্মদেবকেও রণে নিহত করিতে সক্ষম হন নাই। বরঞ্চ তিনি নিজে মহানুভব রথিশ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বেদজ্ঞ ভীষ্মদেবের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য পরে তিনি ভীষ্মদেবের সহিত সখ্যভাব দ্বারা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

মহাবীর ভীষ্মদেবের প্রবল প্রতাপে পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুরুবংশীয়দিগের কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম হন নাই। শাস্ত্রানুসারে অনেক শান্ত-ভাবপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণ স্রষ্টা ব্রহ্মার আদেশক্রমে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ না করিয়া ক্ষত্রিয় উপাধির পরিবর্ত্তে কায়স্থ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক জগতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মদত্ত কায়স্থ উপাধি দ্বারা অদ্যাপি অনেক ক্ষত্রিয় অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ভারতবর্ষের নানা স্থানে অনেক কায়স্থক্ষত্রিয় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রচলিত ভাষায়

---

* পরবর্ত্তী অংশ পাওয়া যায় নাই।

জাতিতত্ত্বের সমালোচনা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

এরূপ কয়েকখানি শাস্ত্র আছে, যে সকলের মতে ভগবান্ ব্রহ্মা চারি বর্ণ ব্যতীত পাঁচ বর্ণ সৃজন করেন নাই। সেইজন্য অনেক তর্করত ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়া থাকেন যে ম্লেচ্ছ ও যবনগণ তবে কোথা হইতে আসিল? কোন শাস্ত্রানুসারেই তাহারা শূদ্রবর্ণেরও অন্তর্গত নহে। আমরা জানি স্মার্ত্তমতানুসারে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি পুরাণমতে ম্লেচ্ছকে এবং যবনকে চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত বলা যায় না। তবে তাহারা বর্ণসঙ্করসকলের মধ্যে দ্বি প্রকার বর্ণসঙ্কর বটেন। তাঁহাদিগের শূদ্রবর্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

ইদানী এরূপ অনেক প্রকার শূদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের নাম পর্য্যন্তও কোন শাস্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে বর্ণসঙ্করশ্রেণীর মধ্যেও ধরা হয় নাই। অথচ তাঁহারা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাবজকর্ম্ম। প্রকৃত শূদ্র যে, সে অবশ্যই পরিচর্য্যা করিবে। তাহার পরিচর্য্যা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম অবশ্যই প্রিয় হইবে না। স্বভাবজ কর্ম্ম কেহ না করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ কেহ স্বভাব উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন। সেই গীতার মতে শূদ্র,

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের দাস নহেন। সে সম্বন্ধে উক্ত গীতায় কোন কথা নাই। উক্ত গীতায় আছে

"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।"

কিন্তু শূদ্র কাহার পরিচর্য্যা করিবে, তাহা সেই গীতায় বলা হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ মহাভারতে লিখিত আছে

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।"

প্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণ মতে একব্যক্তি চণ্ডাল বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে, তাঁহাকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ বলিয়া গণ্য করা যায়। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে চণ্ডাল যদ্যপি বিষ্ণুভক্তিসম্পন্ন হন, তাহা হইলে সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠদ্বিজ। বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া যে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠদ্বিজ হইয়াছেন, তাঁহার অবশ্য বেদেও অধিকার আছে। যেহেতু শ্রেষ্ঠদ্বিজ ব্রাহ্মণকেই বলা যাইতে পারে। একব্যক্তি চণ্ডাল শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া যদ্যপি তিনি শ্রেষ্ঠদ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হন্, তাহা হইলে তাঁহারও অবশ্য বেদে অধিকার হইতে পারে। স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠদ্বিজ যে ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়দ্বিজ এবং বৈশ্যদ্বিজেরও সর্ব্ববেদে অধিকার আছে। নিকৃষ্টদ্বিজদিগের শাস্ত্রানুসারে সর্ব্ববেদে অধিকার থাকিলে, অবশ্যই শ্রেষ্ঠদ্বিজগণের যে সর্ব্ববেদে অধিকার আছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? পদ্মপুরাণাদির মতানুসারে চণ্ডাল বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠদ্বিজত্ব হয় বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক দেব দেবীর পূজা করিবারও অধিকার আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। নানা শাস্ত্রানুসারে

শ্রেষ্ঠদ্বিজগণই পৌরহিত্যসূত্রে এবং আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার দেবদেবীগণের শাস্ত্রীয় মন্ত্রসকল উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন। কোন চণ্ডাল বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠদ্বিজ হইলে তাঁহার প্রণব বা ওঙ্কার উচ্চারণেও অধিকার হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণাদির মতে বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ বলিতে হইলে বিষ্ণুভক্ত শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্করগণকেই বা শ্রেষ্ঠদ্বিজাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কেন না বলিবে? কারণ শাস্ত্রানুসারে তাহারা চণ্ডালজাতি অপেক্ষা মহাশ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরগীতানুসারে জানা যায় দ্বিজাতি এবং মুনি একশ্রেণীর নহেন। ঐ গ্রন্থে মুনিকে দ্বিজাতি বলা হয় নাই। ঐ গ্রন্থানুসারে দ্বিজাতি এবং মুনিতে যে প্রভেদ আছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায়,—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং। মুনীনাং হৃদি দৈবতম্॥"

কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রানুসারে সমস্ত মনুষ্যই মনুসন্তান। মনুর পিতা ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলেরই পিতামহ। প্রত্যেক মনুষ্য মনুসন্তান বলিয়া প্রত্যেক মনুষ্যকেই মানব এবং মনুজ বলা হয়। প্রত্যেক মনুষ্য মনুসন্তান বলিয়া তাঁহাদের পরস্পর বিবাদ না হইলেই আনন্দের বিষয় হয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ দ্বারা কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। ঐক্য অপেক্ষা মনুষ্যসমূহের সুখশান্তি লাভ করিবার অন্য প্রশস্ত উপায় নাই। ঐক্য হইলে বিবাদ থাকে না। ঐক্য হইলে অশান্তি থাকে না। ঐক্য হইলে অসুখ থাকে না। অনৈক্যবশত বিবাদ হইয়া থাকে। অনৈক্যবশত অশান্তি হইয়া থাকে। অনৈক্যবশত

অসুখ হইয়া থাকে। অনৈক্যের অভাব হইলে, বিবাদের, অশান্তির এবং অসুখেরও অভাব হয়। অনৈক্য হইতে বিবাদ, অশান্তি এবং অসুখ বিকাশিত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান হইলে অদ্বৈতজ্ঞান হয়। অদ্বৈতজ্ঞানই প্রকৃত ঐক্যের কারণ। অদ্বৈতজ্ঞানপ্রসূত ঐক্য দ্বারা বিবাদ থাকে না, অসুখ থাকে না, অশান্তি থাকে না। অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত সুখশান্তি সম্ভোগ হইতে থাকে। সমস্ত মনুষ্যই স্বরূপতঃ একের বিকাশ ইহাই শ্রুতি বেদান্তাদির উদার সিদ্ধান্ত। তবে মনুষ্যগণ যে পরস্পর নানা বিষয় লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করে, তাহা তাহাদিগের অজ্ঞানেরই পরিচয়মাত্র। দিব্যজ্ঞান দ্বারা ঐ প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

নানা পুরাণানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই যদি উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ চারি বর্ণই ব্রহ্মার অংশ বলিতে হয়। যেমন মুখ, পায়ু, হৃদয়, বাহু এবং হস্তপদ প্রভৃতি একই শরীরের বিবিধ অংশ অথচ তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রধান তদ্রূপ নিজ নিজ কার্য্যে ঐ চারি বর্ণই প্রধান, পরস্পর সাহায্য ঐ চারি বর্ণই চারি বর্ণের করেন। যেমন শরীরের প্রত্যেক অংশেরই আবশ্যক আছে তদ্রূপ জগতে ঐ চারি বর্ণেরই আবশ্যক আছে। সেইজন্য ঐ চারি বর্ণেরই পরস্পর সৌহৃদ্য থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাহ্যদৃশ্যে চারি বর্ণ চারি প্রকার। কিন্তু প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলের মতে স্বরূপতঃ চারি বর্ণই পরস্পর অভেদ। সকল গাভীর এক বর্ণ নহে। কিন্তু সকল গাভীরই একবর্ণবিশিষ্ট দুগ্ধ হইয়া

থাকে। দেহ বহু। সর্ব্বদেহেই এক আত্মা বিরাজিত। সেইজন্য ভগবান্ কথিত প্রসিদ্ধ উত্তরগীতায় বলা হইয়াছে—

"গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরং স্যাদেকবর্ণতঃ।
ক্ষীরবদ্দৃশ্যতে জ্ঞানং দেহানাঞ্চ গবাং যথা॥"

উক্ত উদাহরণানুসারে স্বরূপতত্ত্বের অভেদত্ব বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। কোন ধাতু একই প্রকার। কিন্তু তাহা যেমন নানাকারে গঠিত হইতে পারে অথচ স্বরূপত সেই সমস্ত আকারই অভেদ তদ্রূপ চতুর্ব্বর্ণ স্বরূপত অভেদ।

পঞ্চম অধ্যায়।

নানা আর্য্যশাস্ত্রানুসারে বুঝিতে পারা যায় কেবল কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ হওয়াও সৎকর্ম্ম-সাপেক্ষ। ক্ষত্রিয় হওয়াও সৎকর্ম্মসাপেক্ষ। আর্য্যশাস্ত্রমতে জীবের পুনঃপুনঃ জন্ম হয় স্বীকার করিলে এবং সৎকর্ম্মানুসারে শ্রেষ্ঠ জন্ম হয় স্বীকার করিলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট জন্তুরাও সৎকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হয় স্বীকার করিতে হয়।

শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস প্রকরণানুসারে কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হইলে যদ্যপি তিনি আর ব্রাহ্মণ না থাকেন তাহা হইলে কোন ক্ষত্রিয়, কোন বৈশ্য অথবা কোন শূদ্র সন্ন্যাসী হইলেই বা তাঁহাকে শূদ্রশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা হইবে কেন? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র সন্ন্যাসী হইলে সন্ন্যাস প্রকরণানুসারে তাঁহাকেও অশূদ্র বলা যাইতে পারে। যেহেতু সন্ন্যাস বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নহে। সেইজন্য ক্ষত্রিয়ও সন্ন্যাসী হইলে তিনি ক্ষত্রিয় থাকেন না। সেইজন্য বৈশ্যও সন্ন্যাসী হইলে তিনি বৈশ্য থাকেন

না। সেইজন্য শূদ্র সন্ন্যাসী হইলেও তিনি সে অবস্থায় শূদ্র থাকেন না। তাঁহারাও একজন ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীর ন্যায় অবর্ণত্ব প্রাপ্ত হন।

নান্না শাস্ত্রানুসারে আত্মাতে যে জ্ঞান স্ফূরিত হইলে সন্ন্যাসী বলা হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান কোন জৈবদেহস্থ আত্মাতে স্ফূরিত দেখিলেই আত্মা সন্ন্যাসী উপাধি পাইতে পারেন। অথচ সেই আত্মা সন্ন্যাসী এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াও সেই উপাধিতে লিপ্ত রহেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কেবলমাত্র উপবীত কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে প্রায় সমস্ত লোকই ব্রাহ্মণ হইত।

যেমন প্রহরীর চিহ্ন আছে তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও চিহ্ন আছে। ব্রাহ্মণের বহির্চিহ্নসকলের মধ্যে উপবীতই প্রধান চিহ্ন। উপবীত যেমন ব্রাহ্মণ-বাচক বহির্চিহ্ন তদ্রূপ গৈরিক প্রভৃতিও সন্ন্যাসবাচক বহির্চিহ্ন।

কেবল ব্রাহ্মণবাচক কোন প্রকার বহির্চিহ্ন কাহাকেও ব্রাহ্মণ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণবাচক গুণকর্ম্মসকল এবং লক্ষণসকল য়াঁহাতে আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণবাচক গুণকর্ম্মসকল এবং লক্ষণসকল থাকারও প্রয়োজন আছে এবং তাঁহাতে ব্রাহ্মণবাচক বহির্চিহ্ন যে উপবীত তাহা থাকারও প্রয়োজন আছে। যেরূপ যোদ্ধার বল, বীরত্ব এবং রণকৌশল প্রভৃতি থাকারও প্রয়োজন আছে তদ্রূপ তাঁহার যোদ্ধার বেশ এবং চিহ্নসকলও থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেরূপ ব্রাহ্মণের আন্তরিক ব্রাহ্মণোপযোগি লক্ষণসকল থাকার প্রয়োজন আছে তদ্রূপ তাঁহার ব্রাহ্মণোপযোগী বহির্চিহ্নসকলও ধারণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যেহেতু পুরাকালে যাঁহারা গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণোপযোগী বহির্চিহ্নসকল ছিল তাহা নানা শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মপরিগ্রহ হইলেই দিব্যজ্ঞানে অধিকার হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এবং অন্যান্য অনেকেই ব্রাহ্মণবংশে অনেক অজ্ঞানীর উৎপত্তি হইতেও দর্শন করিয়াছি। আমরা যাঁহাদের অধমজাতীয় বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, তাঁহাদিগের বংশেও অনেক দিব্যজ্ঞানীর উৎপত্তি হইতে দেখিয়াছি। আমরা ব্যতীত অন্যান্য অনেকেই ঐ প্রকার উৎপত্তি হইতে দর্শন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোন স্থানেই বলা হয় নাই যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইলে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার অন্য কোন শাস্ত্রেও বলা হয় নাই। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোন স্থলেই বলা হয় নাই যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইবে, আর অন্য কোন বর্ণের দগ্ধ হইবে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোন স্থলেই বলা হয় নাই যে কেবল ব্রাহ্মণেরই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইবে এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই পণ্ডিত হইতে পারিবেন। যিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে সর্ব্ববর্ণের সকল লোকেরই কোন না কোন সময়ে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইতে পারে এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পণ্ডিত হইতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।"

বলিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য যাঁহার অগোচর নহে, তিনি কেবল ব্রাহ্মণেরই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইতে পারে এবং সেইজন্য কেবল ব্রাহ্মণই পণ্ডিত হইতে পারেন এ কথা বলেন না। তাঁহাদের মতে জগতের

সমস্ত লোকের মধ্যে যিনি জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। তাঁহাদের মতে দিব্যজ্ঞান কেবলমাত্র কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বিশেষে আবদ্ধ নহে। তাঁহাদের মতে যাঁহার জ্ঞানলাভ হয়, তিনিই জ্ঞানী।

কোন কোন শাস্ত্রমতে বিশেষতঃ বেদ এবং স্মৃতির মতে পুরুষ এবং ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বিবরণ হইবার কথা আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মতে কেহ ব্রহ্মার মুখ হইতে বা পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ নহেন। উক্ত গীতার মতে কেহ ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য ক্ষত্রিয় নহেন। উক্ত গীতার মতে কেহ ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য বৈশ্য নহেন। উক্ত গীতার মতে কেহ ব্রহ্মার বা বৈদিক পুরুষের পদ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য শূদ্র নহেন। উক্ত গীতার মতে কেবলমাত্র গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারেই চতুর্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। সেইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

ব্রাহ্মণতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল লক্ষণসকল এবং পরমজ্ঞান। ঐ সকলের সমষ্টিই ব্রাহ্মণতা। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধিকে ভবানী বলিয়াছেন। তিনি কেবল ব্রাহ্মণের বুদ্ধিকেই ভবানী বলেন নাই। ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধি ভবানী নহেন, বৈশ্যের বুদ্ধি ভবানী নহেন, শূদ্রের বুদ্ধি ভবানী নহেন, যবনের বুদ্ধি ভবানী নহেন, ম্লেচ্ছের বুদ্ধি ভবানী নহেন, চণ্ডালের বুদ্ধি ভবানী নহেন এবং অন্যান্য নানা প্রকার বর্ণসঙ্করসকলের বুদ্ধি ভবানী নহেন তাহা তাঁহার কোন গ্রন্থেই বলেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার নিজের বুদ্ধিকে মাত্র ভবানী বলিলে বুঝিতাম শিবের বুদ্ধিই ভবানী, অথবা আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর বুদ্ধিই ভবানী। তাঁহার নির্দ্দেশানু-

সারে সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিকেই ভবানী বলিয়া বুঝিবার কারণ আছে। যেহেতু তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন

"বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।"

তাঁহার মতানুসারে সর্ব্ববুদ্ধির এবং সর্ব্বাত্মার সমতা বুঝিতে হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

অনেক আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ গুণকর্ম্মানুসারে জাতিবিভাগ করিবার ব্যবস্থা আছে তদ্রূপ জন্মানুসারেও জাতিবিভাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। তবে জন্মানুসারে জাতিবিভাগ করিবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা থাকিলেও জাতি-বিভাগের সহিত বিবিধ শাস্ত্রানুসারে গুণকর্ম্মেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

ভগবান বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ মতে, মহামুনি বাল্মিকি রচিত রামায়ণ মতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জন্মানুসারে ক্ষত্রিয়। কিন্তু বাল্মিকি রচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডানুসারে শ্রীরামের আদিপুরুষ ব্রহ্মার বাহুজ কোন ক্ষত্রিয় ছিলেন না। বাল্মিকীয় রামায়ণে উক্ত কাণ্ডানুসারে রামকে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। ঐ কাণ্ডমতে জন্মানুসারে শ্রীরামকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত। কারণ ঐ কাণ্ডমতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে কোন ক্ষত্রিয়ের বংশজ বলা উচিত নহে। কারণ ব্রহ্মার বাহুজ ক্ষত্রিয় হইতে তাঁহার আদিপুরুষের বংশারম্ভ হয় নাই। তবে তিনি যে গুণকর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় তাহার কোন উল্লেখ উক্ত রামায়ণের কোন স্থলেই নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ যে গুণ-কর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় তাহার উল্লেখ ঐ গ্রন্থের কোন অংশেই নাই। তবে তাঁহাকে কেন যে ক্ষত্রিয় বলা হয়, তবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কত রাজাকে কেন যে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে তাহা বোঝা অতি দুষ্কর।

ব্রহ্ম হইতে ঐ শ্রীরামের এই প্রকার বংশাবলির বৃত্তান্ত আছে। নিত্য পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হইতে মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সূর্য্য। সূর্য্য হইতে প্রজাপতি মনু। মনু হইতে ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু হইতে কুক্ষি। কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি। বিকুক্ষি হইতে বান। বান হইতে অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথু। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু হইতে ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব হইতে মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে সুসন্ধি। সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেঞ্জিত। ধ্রুবসন্ধি হইতে ভরত। ভরত হইতে অসিত। অসিত হইতে সগর। সগর হইতে অসমঞ্জ প্রভৃতি। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান। অংশুমান হইতে দিলীপ। দিলীপ হইতে ভগীরথ। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু। রঘু হইতে কল্মাশপাদ। কল্মাশপাদ হইতে শঙ্খন। শঙ্খন হইতে সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণ হইতে শীর্ঘগ। শীর্ঘগ হইতে মরু। মরু হইতে প্রশুশ্রুক্। প্রশুশ্রুক্ হইতে অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ। নহুষ হইতে যযাতি। যযাতি হইতে নাভাগ। নাভাগের পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথ। দশরথ হইতে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত বংশাবলিমতে রামকে ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিপুরুষগণকে কোন ক্রমেই জন্মানুসারে ক্ষত্রিয় বলা যায় না। অথচ তাঁহাকে এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে কেন যে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা অতি কঠিন।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রকৃত পক্ষে কোন জাতি হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা হইয়াছে। অধুনা হরিণীগর্ভ-

জাত রামায়ণোক্ত শ্রীঋষ্যশৃঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচিত হইবে। তদানুসঙ্গীক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও সমালোচিত হইবে।

মনুসংহিতার দশমোঽধ্যায়ের ৭২ শ্লোকানুসারে—

"যস্মাদ্বীজপ্রভাবেন তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীগর্ভসম্ভূত হইয়াও বিভাণ্ডক ঋষির বীজে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও মহর্ষি হইয়াছিলেন। বাল্মিকিরামায়ণানুসারে তিনি নানা প্রকার বৈদিকী ক্রিয়াতে পর্য্যন্ত অধিকারী হইয়াছিলেন। রামায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকল মতে তিনি বেদাধ্যয়নও করিতেন। কথিত শ্লোকানুসারে কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে কোন শূদ্রকন্যার গর্ভে কোন সন্তান হইলে অবশ্য সেই সন্তানকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা উচিত। হরিণী অপেক্ষা অবশ্যই শূদ্রা শ্রেষ্ঠ; হরিণীগর্ভজ কোন ব্যক্তি যদ্যপি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত হইবার জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রকন্যার গর্ভে, বৈশ্যকন্যার গর্ভে, শূদ্রকন্যার গর্ভে অথবা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করকন্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে আপত্তি কি আছে? অনেক উদারস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির মতে ঐ প্রকার হইতে পারা অনুচিত নহে।

ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুর এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতে ব্রাহ্মণের সহিত শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অসবর্ণবিবাহ-পদ্ধতিক্রমে অবিবাহিতা বৈশ্যকন্যার বিবাহান্তে কথিত ব্রাহ্মণের ঔরসে যদ্যপি কথিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে সে পুত্র তাঁহার পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহার মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হন।

অনেকের বিবেচনায় সেইজন্যই অম্বষ্ঠজাতিকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া তাঁহার মাতার বর্ণানুসারে তাঁহাকে বৈশ্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রাহ্মণের বীজে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যদ্যপি তিনি হরিণীগর্ভোৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক অম্বষ্ঠও ব্রাহ্মণবংশীয় হইয়া কেন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন না?

বীজানুসারে যাহা হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যে কোন দেশের যে কোন উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তম আম্রের বীজ বপন করিবে, সেই বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহার ফল উত্তম আম্রই হইবে। ঐ প্রকার উত্তম আম্রের বীজ যে ভূমিতে বপিত হইয়াছিল ফল সেই ভূমির ন্যায় কোন ভূমি হইবে না। সেইজন্য কোন ব্রাহ্মণের কোন শূদ্রার সহিত বিবাহের পরে তাঁহাদের যে সন্তান হইবে ন্যায়ানুসারে সে সন্তান অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইবে। সেইজন্য ব্রাহ্মণের ঔরসজ শূদ্রা-গর্ভোৎপন্ন নিষাদকেও ব্রাহ্মণ বলা উচিৎ এবং তাহারও ব্রাহ্মণের ন্যায় উপনয়নাদি হওয়া উচিৎ।

নবম অধ্যায়।

স্মৃতিসম্বন্ধীয় আচার্য্যগণের মতানুসারে গুণকর্ম্ম দ্বারা জাতিনির্ব্বাচনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের রচিত অনেক শ্লোকে ঐ বিষয়ের প্রমাণসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্য স্মৃতিমতানুসারে ব্রাহ্মণ ভিক্ষাদ্বারা শূদ্রধন গ্রহণপূর্ব্বক কোন প্রকার যজ্ঞ করিলে ইহজন্ম পরে তাঁহাকে চণ্ডাল হইতে হয়। ঐ বিষয়ে মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বোঝা হইল জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে গুণকর্ম্মেরই বিশেষ প্রাধান্য। নতুবা শূদ্রদত্ত ধনে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিলে তাঁহাকে স্মার্ত্তমতানুসারে চণ্ডাল হইতে হইবে কেন ?

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের অনেক শ্লোক মতে কতকগুলি অপকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ইহজন্মেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া অব্রাহ্মণ হইতে পারেন। ঐ সকল শাস্ত্রের কতকগুলি শ্লোকানুসারে ইহজন্মের কতকগুলি কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ পরজন্মেও নিকৃষ্টজাতি হন। সে সম্বন্ধে মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের

"স্বেভ্যঃ স্বেভ্যস্তু কর্ম্মভ্যশ্চ্যুতা বর্ণা হ্যনাপদি
পাপান্ সংস্থত্য সংসারান্ প্রেষ্যতাং যান্তি শত্রুষু ॥"

শ্লোকে নিদর্শন আছে। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ শ্লোকও ঐ কথার পরিপোষক। সেই চতুর্ব্বিংশ শ্লোক এই প্রকার :—

"ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে ॥"

ঐ দুই শ্লোকানুসারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নিত্য নহে। উক্ত দুই শ্লোকানুসারে জানা যায় গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ অপর কোন অপকৃষ্ট যোনি প্রাপ্তও হইতে পারেন। ঐ দুই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে অপকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা অপকৃষ্টতা প্রাপ্তি হয়। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট কর্ম্মসকল দ্বারা উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি হয়। প্রমাণ করা হইয়াছে যে নিকৃষ্ট কর্ম্মসকল দ্বারা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে অবশ্য উৎকৃষ্ট কর্ম্মসকল দ্বারা নিকৃষ্টজাতিসকলও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উৎকৃষ্টজাতিও হইতে পারেন। ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার রচিত সংহিতার দশম অধ্যায়ের চতুঃষষ্ঠি শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্ যুগাৎ॥"

উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে :—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
. ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥"

মনুর মতে—

"বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বেদাভ্যাসই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশিষ্ট কর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দেখিতেছি অনেক দেশের অনেক ব্রাহ্মণেরই বেদে আস্থা নাই। সেইজন্য বিশেষত এই বঙ্গদেশে বিশেষরূপে বেদ অপ্রচলিত। এই প্রশস্ত বঙ্গদেশে প্রকৃত বিপ্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ব্রাহ্মণ বেদ অবগত নহেন শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে বিপ্র বলা যায় না।

কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন দ্বারা বেদশাস্ত্রের অর্থজ্ঞান হইলেই বিশুদ্ধ বিপ্র হওয়া যায় না। বিশুদ্ধ বিপ্র হইতে হইলে বেদানুসারে বেদাচারী হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেহেতু স্মার্ত্তমতানুসারে আচারভ্রষ্ট বিপ্র বেদাধ্যয়নজনিত ফল প্রাপ্ত হন না। তিনি অনাচারের সহিত কোন প্রকার বৈদিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হন না। ঐ বিষয়ের মূল শ্লোক এই প্রকার :—

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥"

কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেদজ্ঞানবিহীন আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণই

অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণের সমস্ত-গুণবর্জ্জিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নামে মাত্র ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন, শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত কার্য্য করা কর্ত্তব্য ইদানী যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সে সমস্ত গুণ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন।

দশম অধ্যায়।

অনেক শাস্ত্রানুসারে যেমন গুণকর্ম্মানুসারে জাতিনির্ণয় করিবার ব্যবস্থা আছে তদ্রূপ কতিপয় শাস্ত্রমতে জন্ম এবং গুণকর্ম্মানুসারেও জাতিনির্ব্বাচন করিবারও রীতি আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ব্রহ্মার ছায়া হইতেও একজন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ প্রকারে ব্রহ্মার নেত্রমল হইতেও অন্য একজন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। কায়াই ছায়া নহে। ব্রহ্মার অকায়া ছায়া হইতে যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কায়ার এক অংশ পদ হইতে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসম্পন্ন কোন ব্যক্তির উদ্ভব সম্ভব হয় না বা কেন? ব্রহ্মার নেত্রমলই ব্রহ্মা নহেন অথচ ব্রহ্মার নেত্রমল হইতে একজন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অনেত্র নেত্রমল হইতে কোন ব্রাহ্মণের উদ্ভব সম্ভব হইলে, ব্রহ্মার শরীরাংশ পদ হইতে কি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসম্পন্ন কোন ব্যক্তির উদ্ভব হইতে পারে না? উদারচেতা সুধীগণের বিবেচনায় অবশ্য হইতে পারে।

পৌরাণিকমতে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বাল্মিকীরামায়ণের মতে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান মনুর মতানুসারে কেবলমাত্র বিনয় দ্বারা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সমস্ত স্মৃতিবেত্তাগণের মধ্যে মনুকেই প্রধান বলিয়া পরিগণিত করা হইয়া থাকে। মনুরচিত মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতিসকল পাঠ করিলে মনুরই অধিক পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া বোধ হয়, মনুরই জ্ঞানাধিক্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। অদ্যাপি সমস্ত স্মার্ত্তমতের মধ্যে মনুর মতকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত করা হইয়া থাকে। ব্যাসসংহিতা প্রভৃতির মতানুসারে এবং অন্যান্য কতিপয় শাস্ত্রানুসারে পৌরাণিক মতাপেক্ষা স্মার্ত্ত মতেরই প্রাধান্য। স্মার্ত্তমতসকলের মধ্যে ভগবান মনুর মতেরই প্রাধান্য। মনুর মতানুসারে কেবলমাত্র বিনয়বলে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তাঁহার মতে অব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ত্রেতা-যুগের বিশ্বামিত্র যদ্যপি কেবলমাত্র বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই কলিযুগে কেবলমাত্র বিনয়বলে প্রত্যেক অব্রাহ্মণই বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না কেন? মনুসংহিতার কোন স্থলে কেবলমাত্র ত্রেতাযুগেই অব্রাহ্মণ বিনয়বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন, অন্য কোন যুগে পারিবেন না এ প্রকার নিষেধবাক্য নাই। সেইজন্য সর্ব্বযুগেই বিনয়-বলে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন বুঝিতে হইবে। অধুনা যে সকল লোককে নানা প্রকার নীচ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই বিনয়সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মনুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার আছে। বিবিধ স্মৃতি মধ্যে ব্রাহ্মণের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে, সে সকল কর্ম্ম সম্পাদনে অনেক অব্রাহ্মণও সক্ষম। যাঁহারা সে সকল সম্পাদনে সক্ষম নহেন, তাঁহারা কিছু দিন চেষ্টা করিলেই সে সকল

সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতে পারেন। অতএব এই কলিযুগে গুণকর্ম্ম দ্বারা স্মার্ত্তমতানুসারে ব্রাহ্মণ হওয়া অতি কঠিন নহে। ঐ প্রকার গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার ক্ষমতা অনেক ক্ষত্রিয়ের, অনেক বৈশ্যের, অনেক শূদ্রের, অনেক বর্ণসঙ্করের, অনেক যবনের এবং অনেক ম্লেচ্ছের পর্য্যন্ত আছে। অতএব ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল যে সকল ক্ষত্রিয়ের, যে সকল বৈশ্যের, যে সকল শূদ্রের, যে সকল বর্ণসঙ্কর প্রভৃতিতে থাকিবে তাঁহারাও গুণকর্ম্মানুসারে শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের জ্ঞান এবং ভক্তি থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠতাও হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত অতি প্রসিদ্ধ পুরাণ। সেই শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভগবান ঋষভদেবের কয়েকজন পুত্র গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। উক্ত পুরাণে তাঁহাদের কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার বৃত্তান্ত নাই। সেইজন্য কোন অব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যা না করিয়াও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিলেও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। বিশেষতঃ কোন অব্রাহ্মণেরই কলির ব্রাহ্মণ হওয়া কঠিন নহে। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণে কলিতে ব্রাহ্মণগণের শূদ্রপ্রায় হইবার বিবরণ আছে। শাস্ত্রানুসারে এই কালই কলিকাল। অতএব এই কালে যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জগতের অন্যান্য লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, যাঁহারা তজ্জন্য অহঙ্কৃত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই অব্রাহ্মণ। বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই শূদ্রপ্রায়। বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না বলিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেককেই শূদ্রপ্রায় বলা যায় বলিয়া, তাঁহাদের

প্রত্যেককেই অশূদ্র বলা যায় না। বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকেই শূদ্রপ্রায় হইয়াও যদ্যপি শুদ্ধব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদিগকে পরিগণিত করিতে পারেন, তাহা হইলে উপযুক্ত শূদ্র তাঁহাদের ন্যায় উপনীত হইয়া, তাঁহাদের ন্যায় গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইয়া, তাঁহাদের ন্যায় শূদ্রপ্রায় ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না কেন? অথবা উপনয়ন প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত না হইয়াও, প্রত্যেক শূদ্রই বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদের ন্যায় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে পারিবেন না কেন? যেহেতু বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শূদ্রপ্রায়। বিষ্ণুপুরাণমতে অধুনা সমস্ত ব্রাহ্মণই শূদ্রপ্রায় বলিয়া, তপস্যা করিয়া কোন শূদ্রেরই তাঁহাদিগের মতন হইবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু শূদ্রপ্রায় এবং শূদ্রের অসমতা নাই।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্রপ্রায় হইবে। বিষ্ণুপুরাণীয় মূল শ্লোক এই প্রকার:—

"শানপ্রায়াণি বস্ত্রানি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥"

কোন ব্যক্তিকে শূদ্রপ্রায় বলিলে কৌশলক্রমে সেই ব্যক্তিকে শূদ্র বলা হইল। কলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কি জন্য শূদ্রপ্রায় হইবেন তাহা বিষ্ণুপুরাণীয় ঐ শ্লোকে বলা হয় নাই। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণীয় ঐ শ্লোকানুসারে এই কলিযুগের সকল ব্রাহ্মণকে, সকল ক্ষত্রিয়কে এবং সকল বৈশ্যকেই শূদ্রপ্রায় বলিতে হয়। অতএব কলির ব্রাহ্মণগণ, কলির ক্ষত্রিয়গণ এবং কলির বৈশ্যগণ শূদ্রকে আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ এবং হেয় বোধ করিয়া না অহঙ্কার করেন। কারণ বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহারাও গুণকর্ম্ম দ্বারা প্রায় শূদ্রসন্নিহিত হইয়াছেন। গুণকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারাও শূদ্রতুল্য হইয়াছেন।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে কলিতে সর্ব্বজনই জাতিহীন হইবে। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে এই কলিকালে ব্রাহ্মণও যাহা, ক্ষত্রিয়ও তাহা, বৈশ্যও তাহা, শূদ্রও তাহা। এই কলিকালে বর্ণসঙ্করগণের সহিতও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কোন প্রভেদ নাই। ঐ একাকার সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ।
জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছো ভূপো ভবিষ্যতি ॥"

আর্য্যদিগের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একখানি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। সেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে এই কলিতে সর্ব্বজনেরই জাতি নাই।

একাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মার নন্দন কশ্যপপ্রজাপতির অনেকগুলি ভার্য্যা ছিল। তাঁহার সেই সকল ভার্য্যার মধ্যে একজনের নাম সরমা ছিল। সেই সরমার গর্ভে কুক্কুরজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রজাপতিকশ্যপের সন্তান কুক্কুরজাতি। কুক্কুরগণ অন্নাদি ভক্ষণ সম্বন্ধে অতি উদারভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশেষ উদারতা আছে বলিয়া তাহারা জগতের সর্ব্বজাতির অন্ন ভোজন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা মোশলমানের অন্নও গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা খৃষ্টানের অন্নও গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা চণ্ডালের অন্নও গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা নিষাদের অন্নও গ্রহণ করিয়া থাকে। তোমরা যাহাদের অতি নীচ জাতি বল তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অন্নও তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বজাতির অন্নই ভক্ষণ করে। অধুনা তোমরা তাহাদের কোন্ জাতি নির্দ্দেশ

করিবে? কশ্যপের ঔরসে তাহাদিগের আদিপুরুষের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বলিবে? তাহাদের ব্রাহ্মণ বলিলেও বলিতে পার। যেহেতু শাস্ত্রানুসারে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রাহ্মণবীজে হরিণীগর্ভে জন্ম হইলেও তিনি অতি সুব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যদ্যপি ঋষিবীর্য্যে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণত্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারমেয়কুলের আদিপুরুষেরও ঋষিবীর্য্যে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণত্ব হইয়াছিল। অতএব সারমেয়কুলকেই বা কি প্রকারে অব্রাহ্মণ বলিবে? পক্ষীকুলের আদিপুরুষের বিনতাগর্ভে মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য পক্ষীকুলের মধ্যে প্রত্যেককেই ঋষিবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। পক্ষীকুলের মধ্যে অনেক পক্ষী অন্নভক্ষণও করিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বজাতির অন্ন-ভোজনেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও অব্রাহ্মণের অন্নভোজনে আপত্তি হয় না। মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ পুরাণানুসারে সর্পদিগের আদিপুরুষও কথিত কশ্যপ ঋষির সন্তান। সর্পগণের মধ্যে কাহাকেও কোন নিকৃষ্ট জাতি তাহার উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ প্রদান করিলেও সে আনন্দে তাহা পান করিয়া থাকে। সর্পাদির আদিপুরুষগণ কশ্যপঔরষসম্ভূত হইলেও তাহাদের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণের লক্ষণসকল নাই। তাহাদের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল নাই। সেইজন্য তাহাদের মধ্যে কাহাকেও গুণকর্ম্মানু-সারে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কতকগুলি লোকের কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইবার জন্য কতই অহঙ্কার! তাঁহাদের যদ্যপি ব্রাহ্মণের গুণ, কর্ম্ম এবং লক্ষণসকল

থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইতে পারিতেন না। কারণ প্রকৃত জ্ঞানী ব্রাহ্মণের অহঙ্কার থাকাই অসম্ভব। যেহেতু কোন শাস্ত্র মতেই অহঙ্কার ব্রাহ্মণের একটী ব্রাহ্মণত্ব-বাচক লক্ষণ নহে। যজুর্ব্বেদানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ জ্ঞানসম্পন্ন। অথর্ব-বেদানুসারে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। সেইজন্য প্রকৃত ব্রাহ্মণের জ্ঞানাভাব স্বীকার করা যায় না। যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহার অহঙ্কার নাই। যেহেতু গুণাত্মক অহঙ্কারের সৃষ্টি জ্ঞান হইতে নহে। গুণাত্মক অহঙ্কারের সৃষ্টি অজ্ঞান হইতে। অজ্ঞানের তিরোধান হইলে অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া থাকে। গুণাত্মক অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেই বিনয় এবং দীনতার স্ফূরণ হইয়া থাকে। সেইজন্য সে অবস্থায় কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হয় না। দিব্যজ্ঞানবশতঃ গুণাত্মক অহঙ্কারের বিনাশ হইলে অপ্রাকৃত অহঙ্কারের স্ফূরণ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানবশতঃ সে'অহঙ্কার স্ফূরিত হইয়া থাকে। সেই অহঙ্কারবশতঃ বিমলাত্মা হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই যে বৈদিক মহাবাক্য ইহারই স্ফূরণ হইতে থাকে।

গুণাত্মক অহঙ্কার সত্ত্বরজতমোভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারেরই উত্তমতা আছে। যেহেতু ঐ প্রকার অহঙ্কার দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজসিক অহঙ্কারে আড়ম্বরেরই বিশেষ প্রকাশ। তামস অহঙ্কার দ্বারা নিজের এবং অন্যান্য অনেকেরই অপকার হইয়া থাকে। ঐ প্রকার নিকৃষ্ট অহঙ্কারের সঙ্গে সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তির বিশেষ সংশ্রব। সেইজন্য ঐ প্রকার অহঙ্কারই সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। সেইজন্যই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব অহঙ্কারী ব্যক্তিগণেরও জানা উচিত যে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব নিত্য নহে। তাহার ইহজন্মেই ব্যতিক্রম দ্বারা বিনষ্ট

হইতে পারে! ইহজন্মেই তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট হইলেও হইতে পারেন। পরজন্মেও তাঁহাদের জাতিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও আছে। সেইজন্য প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে

"যজ্ঞার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ॥"

উক্ত শ্লোক এবং অন্যান্য নানা শাস্ত্রের নানা শ্লোক দ্বারা ব্রাহ্মণের জাতিও যে নিত্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই অহঙ্কারে স্ফীত হওয়া উচিত নহে। অহঙ্কার দ্বারা স্ফীত হইলে তাহার ফল শুভজনক হয় না! পরিণামে তদ্দ্বারা নিজের অপকার হইয়া থাকে! চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি যে ব্রহ্মা হইতে প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য বলি অহঙ্কার সকলের পক্ষেই অনিষ্টকর! সেইজন্য সেই অহঙ্কারকে সকলেরই পরিহার করা কর্ত্তব্য;

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনেকের মতে ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মণ্যদেব আছেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণকে অধিক মান্য করা উচিত। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছিলেন বা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুসারে যে শ্রীকৃষ্ণ গোপান্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মণ্যদেব বলা হইয়াছে। মূল শ্লোকে দেখা যায়:—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

অতএব বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা গুণকর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে

হয়। অতএব অদ্ভুত শক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানাদির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব শুদ্ধভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য কথিত শ্লোকে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব গোপান্নভোজী শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।

যদি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণের জন্য কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে খৃষ্টান হওয়ার জন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও অব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেন না!

জগতে ব্রাহ্মণ অতি দুর্লভ। ব্রাহ্মণই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। সে সম্বন্ধে জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রে বলা হইয়াছে :—

"ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ।"

জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রে সনাতন ব্রহ্মকেই বেদ বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মবেদ যিনি জানেন তিনিই যথার্থ বেদবিৎ, তিনিই বিপ্র, তিনিই সুব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদসংহিতার মতে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ। মুখ যাহা তাহাকেই পদ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ মুখ-পদ প্রভৃতির সমষ্টি।

অধুনা মুখ হইতে কোন ব্রাহ্মণেরই উৎপত্তি দেখি না। অধুনা সকল বর্ণই এক স্থান হইতে উৎপন্ন হন। সেইজন্য অনেক মহাত্মার মতে অধুনা শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মার অঙ্গজ কোন বর্ণই বিদ্যমান নাই! তবে তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান কালে অনেক প্রকার অনেক বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান রহিয়াছেন বটে।

মাতৃগর্ভ হইতে উপবীতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিষ্কাশিত হন না। অন্য ত্রিবর্ণ, নানা প্রকার বর্ণসঙ্কর এবং যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি যে প্রকার শরীর বিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হন ব্রাহ্মণও সেই প্রকার শরীর বিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হন। সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও সেই প্রকার শরীর বিশিষ্ট হইয়া

তাঁহার ন্যায়ই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অন্য ত্রিবর্ণ এবং যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শারীরিক যে দ্বার দিয়া নিষ্কাশিত হন, সেই দ্বার দিয়াই ব্রাহ্মণ নিষ্কাশিত হন। কোন ব্রাহ্মণেরই অধুনা মুখ হইতে উৎপত্তি দর্শন করা যায় না!

জগতে প্রাধান্য এবং অপ্রাধান্য উভয়ই আছে। জগতে শ্রেষ্ঠতা এবং অশ্রেষ্ঠতা উভয়ই আছে। জগতে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয়ই আছে। জগতে মিষ্টতা এবং অমিষ্টতা উভয়ই আছে। জগতে তিক্ততা এবং অতিক্ততা উভয়ই আছে। জগতে অম্লতা এবং অ-অম্লতা উভয়ই আছে। জগতে আলোক এবং অন্ধকার উভয়ই আছে। জগতে অগ্নি এবং অ-অগ্নি উভয়ই আছে। জগতে হিংসা এবং অহিংসা উভয়ই আছে। জগতে ভক্তি এবং অভক্তি উভয়ই আছে। জগতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই আছে। জগতে জড় এবং অজড় উভয়ই আছে। তবে এই জগতে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের অস্তিত্বই বা অসম্ভব হইবে কেন? এই জগতে ব্রাহ্মণও আছেন, অব্রাহ্মণও আছেন। তবে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণে কিসে প্রভেদ দেখিতে হইবে। অথর্ববেদীয় নিরালম্বোপনিষদের মতে

"ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ।"

ঐ উপনিষদ্ মতে ব্রাহ্মণ যিনি তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। তাহা হইলে ঐ উপনিষদ্ মতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞান যাহার নাই তিনি অব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণ বা অব্রহ্মজ্ঞানী আবার এক শ্রেণীর নহেন। সেইজন্যই সেই অব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতিকেও ধরা যাইতে পারে। বাস্তবিক শাস্ত্রানুসারেও ক্ষত্রিয় অব্রাহ্মণ, বৈশ্যও অব্রাহ্মণ, শূদ্রও অব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক প্রকার বর্ণসঙ্করও অব্রাহ্মণ। যবনও অব্রাহ্মণ। ম্লেচ্ছও অব্রাহ্মণ। প্রত্যেক অব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং অপ্রধান। কারণ সর্ব্ব শাস্ত্র

মতে জ্ঞানাপেক্ষা অজ্ঞান নিকৃষ্ট এবং অপ্রধান। যুক্তি এবং ধারণানুসারেও তাহাই বুঝিতে হয়। তবে আমরা একজন অব্রাহ্মণ বা অজ্ঞানী সাধনবলে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না তাহা কখনই স্বীকার করিতে সম্মত নহি। তাহা স্বীকার করাও উচিত নহে। কারণ একজন মূর্খ কি বিদ্বান হইতে পারে না? একজন অচিকিৎসক চিকিৎসা শিক্ষা করিলে কি তিনি চিকিৎসক হইতে পারেন না? যিনি সঙ্গীত জানেন না তিনি কি সঙ্গীতনিপুণের উপদেশে সঙ্গীতনিপুণ গায়ক হইতে পারেন না? অব্রহ্মচারীও সাধনা দ্বারা ব্রহ্মচারী হন্। অবানপ্রস্থও সাধনা দ্বারা বানপ্রস্থ হন্। অসন্ন্যাসীও সাধনা দ্বারা জ্ঞানবলে সন্ন্যাসী হন। ইহজীবনে যদ্যপি একজন অব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচারী হইবার অধিকার থাকে, ইহজীবনে যদ্যপি একজন অবানপ্রস্থের বানপ্রস্থ হইবার অধিকার থাকে, ইহজীবনে যদ্যপি একজন অসন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী হইবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে ইহজীবনে একজীবনেই বা একজন্মেই বা একজন অব্রাহ্মণের সাধনা এবং গুণকর্ম্মসকল দ্বারা জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ হইবারই বা অধিকার থাকিবে না কেন? আমি জানি প্রসিদ্ধ মনুসংহিতা এবং মহাপুরাণ বা পঞ্চমবেদ মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব মতে একজন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলে তিনি অব্রাহ্মণ হন—তিনি শূদ্র হন্। সে মতে একজন শূদ্রের ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বরের অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলেন নাই—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় গুণকর্ম্মানুসারে চারি বর্ণ সৃষ্টি করা হইয়াছে বলা হইয়াছে। সুতরাং তুমি যাঁহাকে কেবল জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলিতেছ তাঁহাতে যদি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল না থাকে তাহা হইলে অবশ্যই

তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। তাঁহাতে শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল থাকিলে ঐ গীতানুসারে অবশ্যই তাঁহাকে শূদ্র বলা কর্ত্তব্য। তুমি যাঁহাকে জন্মানুসারে ক্ষত্রিয় বলিতেছ তাঁহাতে যগ্যপি ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম্মসকল না থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে অক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। তাঁহাতে যগ্যপি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। তাঁহাতে যদি বৈশ্যের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া বৈশ্য বলিতে হইবে। তাঁহাতে যগ্যপি শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই শূদ্র বলিতে হইবে। তুমি যাঁহাকে কেবল জন্মানুসারে বৈশ্য বলিতেছ তাঁহাতে যগ্যপি বৈশ্যের গুণকর্ম্মসকল না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে অবৈশ্য বলিতে হইবে। তাঁহাতে যগ্যপি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। তাঁহাতে যগ্যপি ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। তাঁহাতে যগ্যপি শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে শূদ্র বলিতে হইবে। তুমি যাঁহাকে তাঁহার জন্মানুসারে কেবল শূদ্র বলিতেছ, তাঁহাতে যগ্যপি শূদ্রের গুণকর্ম্মসকল না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে অশূদ্র বলিতে হইবে। তাঁহাতে যদি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। তাঁহাতে যদি ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। তাঁহাতে যগ্যপি বৈশ্যের গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্য বৈশ্য বলিতে হইবে।

তোমাতে দিব্যজ্ঞান নাই। তোমাতে সেই দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে তুমি দিব্যজ্ঞানী হইবে। তখন অবশ্যই তোমাকে নূতন দিব্যজ্ঞানী

বলা যাইতে পারিবে। অথচ সেইজন্য কি দিব্যজ্ঞানী সৃষ্ট সম্প্রতি হইল বলিতে হইবে? তাহা কখনই বলিতে হইবে না। ঐ প্রকারে বহুকাল পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছে। অথচ পূর্ব্বসৃষ্ট সেই ব্রাহ্মণতা কোন অব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রবর্ত্তিত হইলেও সেই শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। আর তাঁহাকে তখন নূতন ব্রাহ্মণ বলিলেও অসঙ্গত বলা হইবে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনেক জাত্যভিমানী মহাশয়দের মতে কেবলমাত্র জন্মানুসারে জাতিনির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বিবেচনায় ঐ প্রকারে জাতি নির্ণীত হওয়াই অতি সঙ্গত। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্রে জাতিবিষয়ক প্রসঙ্গসকল আছে সে সকলের মতে কেবলমাত্র জন্মানুসারেই জাতি-নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা নাই। জন্মানুসারে জাতিনির্ব্বাচন করিলে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেও এক প্রকার বর্ণসঙ্কর বলিতে হয়। কেহ কেহ বলেন শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। অথচ যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বর্ণসঙ্কর বলিতে হয় তিনিই বেদবিভাগ করিয়াছেন, তিনিই বিখ্যাত বেদান্তদর্শনরচয়িতা। তাঁহা দ্বারাই অষ্টাদশ উপপুরাণ, অষ্টাদশ পুরাণ এবং ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্রসকল রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার সর্ব্বাশ্রমীর নিকটেই বিশেষ প্রতিপত্তি এবং খ্যাতি আছে। সমস্ত আশ্রমীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। কত শাস্ত্র মতে ঐ প্রকার বর্ণসঙ্কর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত! কিন্তু কোন শাস্ত্র মতেই তিনি জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহেন!

অবশ্য তাঁহাতে ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল ছিল বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ। অবশ্য তাঁহাতে অসাধারণ নির্হেতু বিষ্ণুভক্তি ছিল বলিয়া শাস্ত্রানুসারে তিনি অতি সুব্রাহ্মণ। সেইজন্যই শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মতন্ সুব্রাহ্মণই দান পাইবার শ্রেষ্ঠ পাত্র।

বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং অম্বষ্ঠদিগের জন্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, অম্বষ্ঠগণই শ্রেষ্ঠ হয়। কারণ শাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভ হইতে হইয়াছিল। সেইজন্যই জন্মানুসারে বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসাপেক্ষা অম্বষ্ঠদিগেরই শ্রেষ্ঠতা আছে। অনেকের মতে ধীবরজাতিও এক প্রকার নীচশূদ্র। কোন কোন মতে বেদব্যাস ধীবরকন্যার গর্ভোৎপন্ন। বেদব্যাসের উৎপত্তি মৎস্যীগর্ভসম্ভূতা ধীবরপ্রতিপালিতা কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে হইয়াছিল। বেদব্যাস শ্রেষ্ঠযোনিতে জন্মজন্য ব্রাহ্মণ হন নাই! তিনি নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মানুসারে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্য এবং অদ্ভুত বিষ্ণুভক্তি জন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। অদ্ভূত শক্তি থাকায় তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ধীবরকন্যাগর্ভজাত বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ বল তবে বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বল না কেন? বেদব্যাসের যেমন ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম আদি বৈদ্যজাতিরও ব্রাহ্মণঔরসে জন্ম। বৈদ্যজাতির মাতা বৈশ্যকন্যা। শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই বৈশ্যকন্যা ধীবরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জন্মানুসারে বেদব্যাসের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে অবশ্য বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। বেদব্যাসের মাতার সহিত তাঁহার পিতার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু বৈদ্যজাতির মাতার সহিত তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বৈধবিবাহ হইয়াছিল। অতএব

জন্মানুসারে বেদব্যাস ব্রাহ্মণ হইলে বৈদ্যজাতিরও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

বেদব্যাসের মাতার সহিত পরাশরের অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোন প্রকার বিবাহ হয় নাই। অতএব বেদব্যাসের মাতা পরাশরের ক্ষেত্র নহেন। সুতরাং বেদব্যাস জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন বলিতে হয়। তিনি গুণকর্ম্মানুসারে অবশ্যই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে প্রসিদ্ধ ভগবান ঋষভদেবের ব্রহ্মবাদী পুত্রগণ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

কায়স্থকুলোদ্ভব মহাত্মা নরোত্তমও গুণকর্ম্মানুসারে, অদ্ভূত ভক্তিবলে, অপূর্ব্ব প্রেমপ্রভাবে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ঠাকুরমহাশয় উপাধি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকর্ত্তা বিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার অলৌকী ক্ষমতা বলে অনেক সুব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে অদ্যাপিও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবতার পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। তৎপ্রণীত অনেক গ্রন্থেই তাঁহার বিশেষ ভক্তিভাব ও কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরোত্তমবিলাস প্রভৃতিতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রেমের পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার সময়ে মণিপুরের অধিকাংশ লোকই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে সে'-দেশের রাজাও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

পুরাকালে অনেক ভক্তাচার্য্য ব্রাহ্মণগণই গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমহংসগণেরও গোস্বামী উপাধি হইত। সেইজন্য পরমহংস শুকদেবেরও গোস্বামী উপাধি

ছিল। কায়স্থকুলোদ্ভব বিখ্যাত রঘুনাথদাসও গোস্বামী উপাধি পাইয়াছিলেন। অবতার চৈতন্য বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার অদ্ভুত তপস্যার বিষয় বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা ত্রিলোচন দাসও কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গুণকর্ম্মানুসারে অদ্ভুতভক্তিবলে ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে যে শ্যামানন্দ গোস্বামীর উল্লেখ আছে, তাঁহারও ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হয় নাই। অথচ তিনি গুণকর্ম্মানুসারে, অথচ তিনি ভক্তিবলে গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুণকর্ম্মানুসারে জ্ঞানপ্রভাবে হরিণীগর্ভ-সম্ভূত ঋষ্যশৃঙ্গও অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও কত অব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তিগণ গুণকর্ম্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে, ভক্তিপ্রভাবে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছেন।

তুমি যে সকল ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই শূদ্রের স্বভাব, তুমি যাঁহাদের শূদ্র বল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ব্রাহ্মণের স্বভাব। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্ম-সকল এবং ব্রাহ্মণের অন্যান্য লক্ষণসকল বিকাশিত হইতে দেখিতে পাই। যদি দেখিতাম যে তুমি যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বল লক্ষণসকল দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কেহই অব্রাহ্মণ নহেন তাহা হইলে নিশ্চিত বলিতে পারিতাম যে ব্রাহ্মণ কখনই শূদ্র হইতে পারেন না। যদি দেখিতাম তুমি যাঁহাদের শূদ্র বল লক্ষণসকল দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কেহই অশূদ্র নহেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে পারিতাম যে শূদ্র কখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

যেমন মূর্খ পণ্ডিত হইবার পদ্ধতিক্রমে পণ্ডিত হইতে পারে তদ্রূপ

গুণকর্ম্মানুসারে—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অথবা বিষ্ণুভক্তি দ্বারা এক প্রকার অশ্রেষ্ঠ জাতি অন্য প্রকার শ্রেষ্ঠ জাতিও হইতে পারে। তদ্বিষয়ে নানা শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় ভগবান ঋষভদেবের ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যে পুত্রগণ ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ক বিবরণ প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতেই নিহিত রহিয়াছে। নাভাগ এবং অরিষ্টনেমি বৈশ্যবংশোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কোন পাঠকের তদ্বিষয়ক বিবরণ জানিবার ইচ্ছা হইলে, তিনি ভগবান বেদব্যাস প্রণীত পঞ্চমবেদাখ্য মহাভারত পাঠ দ্বারা জানিতে পারেন। যে শৃঙ্গী রাজাপরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তিনি গোগর্ভজাত হইয়াও শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মসকল দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। মাণ্ডুক্য মণ্ডুকীগর্ভজাত হইয়াও শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাল্মিকিপ্রণীত রামায়ণানুসারে নিশাচর ক্ষত্রবংশীয় হইয়াও মুনি হইয়াছিলেন। ভগবানের অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং কবির নানক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মহাত্মাগণের অতি উদার মত ছিল। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রমাণে কোন হীনজাতি ভক্তিমান হইলেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ে অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন। ভগবান মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার সম্প্রদায়ে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মা বড়হরিদাস বা যবনহরিদাস প্রভৃতি অনেক যবনও প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। উদারভাবাপন্ন মহাত্মা নানক হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহাদের সময়ে যাঁহারা জ্ঞানী এবং ভক্ত ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণ পূর্ব্বক পরমার্থসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের একভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহাপুরুষ কবিরেরও

হিন্দু মুসলমান শিষ্যসকল ছিলেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সকলেই পরমার্থপরায়ণ, দিব্যজ্ঞানী (ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন) ছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাতার ক্ষত্রিয়বীর্য্যে জন্ম হইয়াছিল স্বীকার করিলেও সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতাকে ব্রাহ্মণী বলা যায় না। তাঁহার মাতার ক্ষত্রিয়বীর্য্যে জন্ম হইলেও তাঁহার মাতাকে ক্ষত্রিয়া বলা যায় না। কারণ তাঁহার মাতার ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম নহে। কোন কোন পুরাণানুসারে তাঁহার মাতার কোন মৎস্যীগর্ভে ক্ষত্রবীর্য্যে জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়া বলা যায় না। কারণ কোন শাস্ত্রানু-সারেই মৎস্যী ক্ষত্রিয় নহে। অপরন্তু সেই বেদব্যাসের মাতা কোন মৎস্য-জীবী, ধীবর বা কৈবর্ত্ত দ্বারা কৈবর্ত্ত-অন্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। সেইজন্য শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে ধীবরী বা কৈবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। সেই কৈবর্ত্তীর গর্ভে মহান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং জন্মানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। যদি বল ব্রাহ্মণ মহর্ষি পরাশরের ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি ব্রাহ্মণ, আমাদের মতে তোমরা শাস্ত্রানুসারে তাহাও বলিতে পার না। অদ্যাপিও তোমরা কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে কোন কৈবর্ত্তীর বা ব্রাহ্মণী ব্যতীত অপর কোন জাতীয়ার গর্ভে সন্তানোৎপন্ন হইলে, সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য কর না। বরঞ্চ সেই সন্তানকে তোমরা জারজ বলিয়া ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করিয়া থাক। তাহাকে তোমরা বেশ্যাপুত্র বলিয়াই গণ্য করিয়া থাক। যদি বল সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ঐ প্রকারে জন্মসময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত

ছিল। সেই প্রচলনানুসারেও বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ বলিতে পার না কারণ সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মাতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর সহিত বেদব্যাসের পিতা পরাশরের কোন প্রকার বৈধ অথবা অবৈধ বিবাহ হয় নাই। শাস্ত্রানুসারে জানা যায় পরাশর কৌশলপ্রয়োগে ঐ অনূঢ়ার অঙ্গসঙ্গ করিয়াছিলেন। সেইজন্য নানা শাস্ত্রানুসারে ঐ বেদব্যাসকেও ব্যভিচারসম্ভূত পুত্র বলিতে হয়। কিন্তু নানা প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে ঐ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ব্রাহ্মণতাও স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত স্বীকার করিতে হয়। উক্ত বেদব্যাসের যে অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞান ছিল তাহা তাঁহার বেদান্তদর্শন প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট অদ্বৈতবাদবিষয়ক গ্রন্থনিচয়ই পরিচয় দিতেছে। তাঁহার সেই অত্যুজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানের আভাসমাত্র বেদান্তদর্শন। সেই বেদান্তদর্শন অনুসরণ করিয়া অদ্যাপি কত লোক নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতেছেন। অতএব সেইজন্য তিনি অথর্ব্ববেদীয় নিরালম্বোপনিষদ প্রভৃতি মতে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নানাদেশীয় প্রত্যেক ব্রহ্মজ্ঞানীকেই ব্রাহ্মণ বলা যাউক। কারণ মহাপুরাণ বা পঞ্চমবেদ সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

নানা পুরাণ, নানা উপপুরাণ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার শাস্ত্রানু-সারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহার জন্মানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার মাতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর জন্ম মৎস্যীগর্ভে ক্ষত্রিয়বীর্য্যে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার মাতা কৈবর্ত্তগৃহে কৈবর্ত্ত দ্বারা কৈবর্ত্তের অন্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন।

সুতরাং নানা শাস্ত্রীয় জাতিবিষয়ক নানা প্রকার প্রসঙ্গ মতে বেদব্যাস ব্রাহ্মণীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকেও অব্রাহ্মণ বলিতে হয়। তবে জাতিবিষয়ক নানা শাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণসকল এবং গুণকর্ম্মসকল প্রচুর পরিমাণে তাঁহাতে ছিল বলিয়া নানা পুরাণে, নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং মহর্ষি প্রভৃতি বলা হইয়াছে। বেদব্যাস মাতঙ্গ, কৌশিক, ভরদ্বাজ, ঋষ্যশৃঙ্গ, মাণ্ডুক্য, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য এবং অচর প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ। কোন শাস্ত্র মতেই ভেক বা মণ্ডুক ব্রাহ্মণ নহে, ভেকী বা মণ্ডুকীও ব্রাহ্মণী নহে। সুতরাং মণ্ডুকীগর্ভজাত মাণ্ডুক্যকে অব্রাহ্মণই বলিতে হয়। তবে শাস্ত্রানুসারে তিনি নিশ্চয়ই গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রানুসারে তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানানুসারে ব্রাহ্মণ।

শাস্ত্রানুসারে দেবগুরু বৃহস্পতি কামাসক্তিবশতঃ নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদর-পত্নী গর্ভবতী মমতার গর্ভে বীর্য্য পতন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রসম্পন্ন গর্ভে সংকীর্ণতাপ্রযুক্ত সেই বৃহস্পতিবীর্য্য ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই বীর্য্যের অমোঘত্বপ্রযুক্ত সেই বীর্য্যে ভূমিতে ভরদ্বাজের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ঐ ভরদ্বাজকে জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। কারণ বৃহস্পতির ব্যভিচারজনিত ভূপতিত বীর্য্যে ভরদ্বাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণীয়গুণকর্ম্মানুসারে তিনিও একজন শাস্ত্রসম্মত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। রামায়ণ প্রভৃতিতে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের বিশেষ বিবরণ আছে। তিনি ঐ সকল গ্রন্থ মতে অনেক অসামান্য পুরুষসকলকেও জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাতে জ্ঞানাভাব ছিল না। অনেক শাস্ত্রে তৎপ্রদত্ত ভক্তিবিষয়ক, উৎকৃষ্ট উপদেশসকলও আছে। সেইজন্য তাঁহাতে ভক্তির অভাব ছিলও বলা যায় না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ, বাল্মিকিকৃত সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ এবং অন্যান্য কয়েকখানি শাস্ত্রানুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীগর্ভোৎপন্ন। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার জন্মানুসারে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বলা যায়? শাস্ত্রানুসারে হরিণজাতি ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত নহে। সুতরাং হরিণীও ব্রাহ্মণী নহে। অতএব হরিণীগর্ভোৎপন্ন ঋষ্যশৃঙ্গকেও তাঁহার জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। অথচ বাল্মিকীয় রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত ব্রাহ্মণ না বলিয়া গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়।

প্রসিদ্ধ শঙ্করদিগ্বিজয় নামক গ্রন্থ মতেও গুণকর্ম্মানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থানুসারে জানা যায় যে পরমাত্মজ্ঞানী চণ্ডালকেও মুনীশ্বর শঙ্করাচার্য্য স্তব করিয়াছিলেন। চণ্ডালজাতি অপেক্ষা আত্মজ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ, আত্মজ্ঞানী যে শ্রেষ্ঠ,তাহা উক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, তাহা পরম আত্মজ্ঞানী চণ্ডালকে স্তব করিয়া শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণদিগের যে সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়ায় অধিকার আছে ক্ষত্রাদি ত্রিবর্ণেরও যোগ্যতানুসারে সেই সমস্ত ক্রিয়ায় অধিকার হইতে পারে। যেহেতু মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতগীতা প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্রসকলানুসারে গুণকর্ম্মানুসারে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল গুণকর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আত্মা যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহার ব্রাহ্মণ উপাধি হওয়া

উচিৎ। নানা শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণকর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আত্মা যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন তখনই তাঁহার ক্ষত্রিয় উপাধি হওয়া উচিৎ। নানা শাস্ত্রে বৈশ্যের যে সকল গুণকর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আত্মা যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহার বৈশ্য উপাধি হওয়া উচিৎ। নানা শাস্ত্রে শূদ্রের যে সকল গুণকর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আত্মা যখন সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহার শূদ্র উপাধি হওয়া উচিৎ। আত্মা যখন কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের যে সকল গুণকর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই সকল গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হন তখন তাঁহাকে সেই প্রকার বর্ণসঙ্কর উপাধি বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

কোন কাষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ মাখাইলে, তখন সেই কাষ্ঠকে কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ বলা যায়। ঐ প্রকার ভগবৎসৃষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণতাসম্পন্ন কোন অব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাকেও মহাভারত এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি মতানুসারে ব্রাহ্মণবর্ণ বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের স্বভাবচরিত্র এবং গুণকর্ম্মসকল অন্যান্য অনেক ব্যক্তিতেও দেখিতে পাই। যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য জাতীয়দিগের গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইয়া থাকেন। অতএব সেইজন্য সে অবস্থায় তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়।

প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মতে ব্রহ্মা চতুর্ব্বর্ণের স্রষ্টা নহেন। সে মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্বর্ণের স্রষ্টা। সেইজন্যই তিনি নরনারায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছিলেন বুঝিবার

কোন অভ্রান্ত কারণ নাই। উক্ত গ্রন্থানুসারে তিনি গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বুঝিতে হয়।

উক্ত নির্দ্দেশানুসারে বুঝিতে হয় গোপান্নভোজী ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

ঐ গীতার মতে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। গোপান্নভোজী ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণেরও স্রষ্টা। নানা শাস্ত্রানুসারে তিনি কত ব্রাহ্মণের উপাস্যও বটেন। ভগবান ক্ষত্রিয় হইলেও যদি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণসাধুর, ক্ষত্রিয়সাধুর, বৈশ্যসাধুর, শূদ্রসাধুর অথবা কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয় সাধুরই বা গুণকর্ম্মানুসারে, দিব্যজ্ঞানানুসারে এবং শুদ্ধভক্ত্যানুসারেই বা শ্রেষ্ঠতা থাকিবে না কেন? পদ্মপুরাণ, মহাভারত এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী মতে একজন চণ্ডালও যদ্যপি ভগবানের ভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে বলা হইয়াছে। অতএব কেহ অতি নীচ বংশীয় হইলেও তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি থাকিলে তাঁহাকেও শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

প্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবতানুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর শূদ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ হওয়ার জন্য তিনিও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ডে স্বয়ং ঈশ্বরপুরীই অদ্বৈত-প্রভুর নিকট নিজ শূদ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রভুকে যে প্রকারে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"কহেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অতি সম্ভ্রান্ত বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অনেক শাস্ত্রানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন। তথাপি তিনি শূদ্র ঈশ্বরপুরী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ কালে সম্ভবতঃ তিনি কোন উপযুক্ত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দীক্ষাগুরু হইবার উপযুক্ত কোন মহাত্মাকে প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই উপযুক্ত শূদ্র ঈশ্বরপুরীকেই দীক্ষাগুরু করিয়াছিলেন। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও গুণকর্ম্মের তারতম্যানুসারে শ্রেষ্ঠতা এবং অশ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিতেন। তাঁহার মতে কোন অতি নিকৃষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠজাতির গুণকর্ম্মসকল থাকিলে আদৃত হইতেন। তিনি যবনবংশীয় হরিদাসের শুদ্ধভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্টতাবাচক চিহ্নসকল দর্শন করিয়া তাঁহার পবিত্রতাসম্বন্ধিনী মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু উক্ত হরিদাসের মহিমাসূচক যে সমস্ত সারগর্ভ বাক্যসকল বলিয়াছিলেন সে সমস্তের বিবরণ চৈতন্যবিষয়ক অনেক গ্রন্থেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

সৌরপুরাণীয় সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে :—

"শিবভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"

সুতরাং শিবে যে দ্বিজের ভক্তি নাই তিনি চণ্ডালাধম। উক্ত সৌরপুরাণীয় :—

"শ্বপচোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ শিবভক্তো দ্বিজাধিকঃ।"

স্বীকৃত হইলে অবশ্যই উক্ত সৌরপুরাণীয় শ্লোকানুসারে শিবভক্ত একজন চণ্ডাল অশিবভক্ত দ্বিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

যেরূপ অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মার মুখ হইতে তদ্রূপ অনেকের ধারণা যে ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মার

বাহু হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণে অবগত হইয়াছি যে শাস্ত্রীয় সকল ক্ষত্রিয়ই বাহুজ নহেন। ব্রহ্মপুরাণ ও ব্যোমসংহিতা প্রভৃতির মতানুসারে কায়স্থকে বাহুজ ক্ষত্রিয় বলা যায় না। ঐ দুই প্রামাণ্য গ্রন্থানুসারে এবং বিষ্ণুপুরাণানুসারে কায়স্থকে বক্ষজ ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ স্বায়ম্ভুবমনু ব্রহ্মার মুখজ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তদ্বিষয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা যে কেবল ব্রহ্মার বাহু হইতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণই ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন নহেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে ক্ষত্রিয় মনুর ব্রহ্মার মুখ হইতে যে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার আভাস পূর্ব্বেই মুখজ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে। বিখ্যাত মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির মতানুসারেও গুণকর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থে গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইবার বিবরণ আছে। স্মৃতির মতানুসারে উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। সেইজন্য গুণকর্ম্মানুসারে কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহাকে উপনয়নসংস্কার দ্বারা অগ্রে সংস্কৃত হইতে হয়। মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে গুণকর্ম্মানুসারে কোন শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী হইতে হইলে তাঁহাকে অগ্রে উপনীত হইতে হয়। তবে স্মৃতিমতানুসারে তাঁহার সুপবিত্র ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয়। পুরাকালে যে সকল মহাত্মারা গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই উপবীত ছিল এবং তাঁহাদের বংশাবলির মধ্যে সকলেরই অদ্যাপি উপবীত আছে। উপনয়নসংস্কার দ্বারাই বৈধোপবীত গ্রহণ পদ্ধতি আছে। অনেক

শাস্ত্রানুসারে ভগবান্ বেদব্যাসও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহারও উপবীত ছিল। শাস্ত্রানুসারে মহাত্মা পরশুরামও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রপ্রমাণে তাঁহারও উপবীত ছিল। শাস্ত্রানুসারে মহাত্মা শাণ্ডিল্যও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিশেষ প্রমাণ আছে। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে শাণ্ডিল্য গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন তত্রাপি তাঁহারও বৈধোপবীত ছিল। শাস্ত্রানুসারে মহর্ষি ভরদ্বাজও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারও বৈধোপবীত ছিল। শাস্ত্রানুসারে বাল্মিকী-রামায়ণোক্ত মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্মিকিপ্রণীত রামায়ণানুসারে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত অধ্যাত্মরামায়ণানুসারে এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থানুসারে তাঁহারও উপনয়ন হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারও বৈধোপবীত ছিল। পুরাকালে গুণকর্ম্মানুসারে অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রমাণসকলানুসারে অবশ্যই তাঁহাদের সকলেরই উপবীত ছিল। তাঁহাদিগের বংশাবলীর মধ্যে যাহারা অদ্যাপিও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদেরও উপবীত আছে। জগতের ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চ গোত্রই সর্ব্বপ্রধান বলিয়াই পরিগণিত। সেই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রও পরিগণিত। বঙ্গের সুবিখ্যাত মহাত্মা বিষ্ণুঠাকুরের সেই গোত্রেই জন্ম হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই ভরদ্বাজগোত্রীয় বিষ্ণুঠাকুরের বংশাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বংশাবলীর মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপনয়ন হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপনয়নের পরিচায়ক যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বকথিত প্রধান পঞ্চ গোত্রের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রকেও পরিগণিত করা যায়। শাণ্ডিল্য-

গোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণ অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে মহাত্মা শাণ্ডিল্যকে তাঁহার জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলা যায় না তথাপি তিনি শাস্ত্রানুসারেই গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিস্তৃত বংশাবলীও ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যেও উপনীত ব্যক্তিগণের উপবীত রহিয়াছে। সেইজন্য অদ্যাপি যাঁহারা গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইবেন, তাঁহাদিগকেও শাস্ত্রীয় উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপবীত গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীয় ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে, বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে।

বর্ণবিভাগসম্বন্ধে নানা মুনির নানা প্রকার মত থাকিলেও প্রত্যেক বর্ণোপযোগী গুণকর্ম্মসকল তাঁহাদের মধ্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের মতে আদিতে হংসবর্ণ ছিল। মহাভারতের মতে আদিতে ব্রাহ্মবর্ণ ছিল। মহাভারতানুসারে সেই ব্রাহ্মবর্ণ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। মহাভারতীয় মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই গুণকর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। সে মতে ব্রাহ্মণও মুখজ নহেন। ক্ষত্রিয়ও বাহুজ, বক্ষজ বা মুখজ নহেন। বৈশ্যও উরুজ নহেন, শূদ্রও পদজাত নহে। মহাভারতানুসারে ঐ চারি বর্ণই পূর্ব্বে একবর্ণ ছিল। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে একই বর্ণ ঐ প্রকারে চারি বর্ণ হইয়াছিল। স্মার্ত্তমতে এবং কোন কোন পুরাণ-মতে জন্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। অনেক-শাস্ত্রমতে জন্মানুসারেও চারি বর্ণের বিভাগ স্বীকার করা যায়। এবং গুণকর্ম্মানুসারেও চারি বর্ণের বিভাগ স্বীকার করা যায়। শাস্ত্রীয় উক্ত দ্বিপ্রকারেও চাতুর্বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা আর্য্যদিগের সর্ব্বশাস্ত্রই স্বীকার করেন, তাঁহারা উক্ত দ্বিপ্রকার বর্ণবিভাগ পদ্ধতিই স্বীকার করেন। তাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রীয় উক্ত দ্বিপ্রকার পদ্ধতির মধ্যে

কোন পদ্ধতিকেই অলীক বলিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে কেহ যদ্যপি উক্ত দ্বিপ্রকার পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিকে মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে তিনি যে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকে সত্য বলেন, সে পদ্ধতিকেই বা অন্যে মিথ্যা বলিবেন না কেন? যেহেতু সে পদ্ধতিও শাস্ত্রীয়। শাস্ত্রীয় এক পদ্ধতিকে মিথ্যা বলিলে, শাস্ত্রীয় সর্ব্বপদ্ধতিকেই প্রতিবাদীগণের মিথ্যা বলিবার অধিকার আছে। শাস্ত্রীয় সর্ব্বপদ্ধতিই মিথ্যা প্রমাণীকৃত হইলে, জাতিতত্ত্ব একেবারে অস্বীকারই করিতে হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনেক সময়ে মূষিক, ছুছুন্দী, বিড়াল ও তৈলপায়িক প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট কত সাধুকে, কত আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে, কত ক্ষত্রিয়কে, কত বৈশ্যকে এবং কত শূদ্রকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে হয়। ঐ সমস্ত জন্তুর উচ্ছিষ্ট সকলপ্রকার বর্ণসঙ্করদিগকেও ভক্ষণ করিতে হয়। ঐ সমস্ত জন্তু অনেক সময়ে বিষ্ঠাত্যাগগৃহে, অন্যান্য অপবিত্র স্থানে এবং অতি অশুদ্ধ প্রণালীসকলে পর্য্যন্ত বিচরণ করে। শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল জন্তু ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। অথচ ঐ সকল অপবিত্র জন্তুগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণেও আব্রাহ্মণাদি অতিশ্রেষ্ঠ বর্ণদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। মক্ষিকাগণের, মধুমক্ষিকাগণের এবং নানা প্রকার পিপীলিকাগণের উচ্ছিষ্ট কোন ব্রাহ্মণকে না ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদিগের উচ্ছিষ্ট কোন ক্ষত্রিয়কে না ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদিগের উচ্ছিষ্ট কোন বৈশ্যকে না ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদিগের উচ্ছিষ্ট কোন শূদ্রকে না ভক্ষণ করিতে হয়? উহাদিগের উচ্ছিষ্ট বর্ণসঙ্কর-

সকলের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে না ভক্ষণ করিতে হয়? ঐ সকলের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াও ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণদিগকেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। অনেক স্মৃতিমতেও ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রাণিগণ সমস্তমানবাপেক্ষাই নিকৃষ্ট। ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা স্মৃত্যাদিতে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অন্যান্য অনেক শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে সকল জন্মাপেক্ষা ব্রাহ্মণজন্ম শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠজন্মসম্পন্ন প্রত্যেক ব্রাহ্মণই ঐ সকল অনাচারী অশুদ্ধ নিকৃষ্ট প্রাণিগণের উচ্ছিষ্ট খাইতে পারেন এবং খাইয়া থাকেন তাহা অনেকেই দর্শন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার কি কেবল বৈশ্যশূদ্রাদির স্পর্শিতান্ন খাইতে যত আপত্তি! অনেক শাস্ত্রানুসারে বৈশ্যশূদ্রাদি ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা অনেক শুদ্ধ। তাঁহারা ঐ সকল প্রাণী অপেক্ষা বিশেষ আচারবান্। তাঁহারা মনুষ্যজাতীয়। সেইজন্য শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা ঐ সকল নিকৃষ্ট অবিশুদ্ধ প্রাণিগণাপেক্ষা অনেক বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। যেহেতু পৌরাণিকমতেও ইন্দুর, ছুঁচো, বিড়াল, আরসলা, মক্ষিকা, মধুমক্ষিকা এবং পিপীলিকাদি নিকৃষ্ট প্রাণিগণ হওয়ার অনেক জন্ম পরে তবে দুর্লভ মনুষ্য হওয়া যায়।

"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভোমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা" ইত্যাদি।

আর্য্যশাস্ত্রসকল মতে প্রমাণ করা যায় যে যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তিনি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব্বে কত প্রকার অধম যোনি ভ্রমণ করিয়াছেন। আবার সেই ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট গুণকর্ম্মাদিসম্পন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ কত নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিতে পারেন। যেহেতু তদ্বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন :—

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

দেবর্ষি নারদ যে জন্মে শূদ্র হইয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে তিনি সেই জন্মে অব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে আর নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইতেছে না কি প্রকারে বলিবে? কিম্বা ঐ প্রকার সৃষ্ট আর হইবে না কি প্রকারে বলিতে পার? যেহেতু সেই শূদ্রজন্মান্তে নারদ পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঐরূপে ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতি হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইবার অনেক শাস্ত্রীয় উদাহরণসকল আছে। অন্য কোন সময়ে কথিত দেবর্ষি নারদ অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া গন্ধর্ব্ব হইয়াছিলেন। পরে আবার তিনি (শাপ) মুক্ত হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাল্মিকি-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ মতে ব্রাহ্মণকেই ব্রহ্মর্ষি বলা হইয়াছে।

কোন কোন পুরাণ মতে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট পাপ করার জন্য নিকৃষ্ট জন্ম হয়। আবার কোন কোন পুণ্য কর্ম্ম করার জন্য উৎকৃষ্ট জন্ম হয়। ইহাও অনেক শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পাপ পুণ্য উভয়ই কর্ম্ম। গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ পুরাণানুসারেও অসঙ্গত নহে। অনেক প্রসিদ্ধ পুরাণে ঐ প্রকার ব্যবস্থা আছে। স্মার্ত্তমতও ঐ প্রকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধ নহে। সে মতেও প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট গুণকর্ম্মসকল আছে। কোন বর্ণ স্বকীয় গুণকর্ম্মসকল হইতে ভ্রষ্ট হইলে স্মার্ত্তমতেও তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। সেইজন্য বলি স্মার্ত্তমতেও গুণকর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য আছে। নানা শাস্ত্রানুসারে কত ব্রাহ্মণ-জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দ অভিসম্পাতবশতঃ অন্যান্য জাতীয় হইয়াছেন। পরে আবার তাঁহারা সে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত হইয়াছেন। আবার অন্যান্য জাতিসকলের মধ্যে কত লোক উত্তমগুণকর্ম্মসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত হইয়া পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইলে ভবিষ্যতেও নিকৃষ্ট বর্ণসকলও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। কারণ নানা

শাস্ত্রানুসারে নানা যোনি ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে নানা নিকৃষ্ট জাতি হইয়া পরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে হয়। সেই সময় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম্মসকলও স্বভাবতঃ আপনাতে স্ফূরিত হইয়া থাকে।

যদি কৃষ্ণকথিত গীতার

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

শ্লোকার্দ্ধ মতে বলিতে হয় যে ঐ শ্লোকে 'সৃষ্ট' কথা প্রয়োগ জন্য বুঝিতে হইবে যে চারি বর্ণ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে, পুনর্ব্বার নূতন চারি বর্ণ সৃজিত হইতেছে না। তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ বামনদেব কি প্রকারে পরে ক্ষত্রিয় রাম হইয়াছিলেন? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নারদই বা কি প্রকারে একজন্মে শূদ্র এবং অপরজন্মে গন্ধর্ব্ব হইয়াছিলেন? সুব্রাহ্মণ সনৎকুমারই বা কি প্রকারে উষ্ট্র বা ক্রমেল হইয়াছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বা কি প্রকারে ক্ষত্রত্ব হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ানুসারে সমস্ত লোকই ব্রাহ্মদ্বিজ ছিলেন। সেই সমস্ত দ্বিজের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, কতকগুলি ক্ষত্রিয়, কতকগুলি বৈশ্য এবং কতকগুলি শূদ্র হইয়াছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ের মূল শ্লোকগুলি লিখিত হইতেছে:—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ॥

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

গলদেশে কেবলমাত্র উপবীত থাকার জন্য যদি কেহ দ্বিজ অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন তাহা হইলে জগতের যে কোন ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। উপবীত ব্রাহ্মণতা দিতে পারে না। উপবীত ক্ষত্রিয়তা দিতে পারে না। উপবীত বৈশ্যতা দিতে পারে না। তবে উপবীত ঐ তিন প্রকার দ্বিজের বহির্চিহ্ন মাত্র। ত্রিবিধ দ্বিজের মধ্যে কেহ যদি কেবল উপবীত কতক দিন ধারণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাত্যস্তোম প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই উপবীত পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থাও কত প্রসিদ্ধ স্মৃতিতে এবং কত পুরাণে আছে। পঞ্জাব বা পাঞ্চালনিবাসী মহাদেবশাস্ত্রীর মতেও গুণকর্ম্মানুসারে, জ্ঞানানুসারে দ্বিজত্ব থাকিলে, বহির্চিহ্ন উপবীত ধারণ না করিলেও তদ্দ্বারা দ্বিজত্বের কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজার যদ্যপি রাজ্যশাসনের ক্ষমতা থাকে অথচ তিনি যদ্যপি রাজবেশ পরিধান না করেন, যদ্যপি তিনি রাজসিংহাসনে না বসেন, তাহা হইলেও তাঁহার সম্রাটত্ব কখনই লুপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে না। ত্রিবিধ দ্বিজের গৌরবে তাঁহাদের উপবীতের গৌরব। কিন্তু ত্রিবিধ দ্বিজের উপবীতের গৌরবে ত্রিবিধ দ্বিজের গৌরব নহে।

পূর্ব্বে মহাভারতানুসারে আদিতে কেবলমাত্র একবর্ণ ই ছিল। সেই

একবর্ণান্তর্গত বহু লোকও ছিলেন। গুণকর্ম্মানুসারে তাঁহাদের চারি প্রকার বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন একই বর্ণ গুণকর্ম্মানু-সারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল তদ্রূপ অধুনাও গুণকর্ম্মানুসারে সেই মহাভারতীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ণবিভাগ অবশ্যই হইতে পারে।

তান্ত্রিক মতানুসারে কৌলও শাক্ত। মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি মতে সকলজাতিই কৌল হইতে পারেন। মুসলমান খৃষ্টান পর্য্যন্তও কৌল হইতে পারেন। নানা তন্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সামান্য বর্ণেরও কৌলাচারে অধিকার আছে। নানা তন্ত্রানুসারে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত ও সৌরেরও পূর্ণাভিষেক প্রক্রিয়া দ্বারা কৌল হইবার অধিকার আছে। নানা তন্ত্রানুসারে সর্ব্বজাতীয় কৌলই ব্রহ্মচক্রে বা রাজচক্রে এবং ভৈরবীচক্রে একত্রে পানাহার করিতে পারেন। তান্ত্রিক মতানুসারে তদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যবায় হয় না। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৈষ্ণবাচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবাচারমতে মুসলমানও বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে যবনহরিদাস আখ্যায় যিনি আখ্যাত ছিলেন তাঁহার মুসলমান-কুলে জন্ম হইয়াছিল। তিনি তথাপি চৈতন্যসম্প্রদায়ের কত মহোৎসবে ব্রহ্মার ও প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি যে সময়ে যবনদেহস্থ ছিলেন, তখনই তিনি হরিদাসঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ে তাঁহার সম্প্রদায়ে বিজলি খাঁ নামে একজন পাঠানসৈনিক ছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপাবলে সে ব্যক্তিও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য সে ব্যক্তি পাঠান-বৈরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রৌত এবং বৈদান্তিক ব্রাহ্মরাও আপনাদিগের সম্প্রদায়ে শ্রুতি এবং

বেদান্তানুসারে সর্ব্বজাতীয় আত্মজ্ঞানীদিগকেই লইতে পারেন। অতএব সে মতেও জাতিতত্ত্বের প্রাধান্য নাই। আর্য্য কর্ম্মকাণ্ড মতেই জাতি স্বীকৃত হইয়াছে। আর্য্য জ্ঞানকাণ্ড মতে কর্ম্মকাণ্ড অজ্ঞানীদিগের পক্ষেই উপযোগী। কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে। আর্য্য জ্ঞানকাণ্ড এবং ভক্তিকাণ্ড মতে জাতিতত্ত্বের প্রাধান্য নাই। সেইজন্য প্রসিদ্ধ মহাভারতে বলা হইয়াছে

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।"

শিবপ্রতিপাদক সৌরপুরাণেও সর্ব্বজাতীয় শিবভক্তের প্রাধান্যসূচক ঐ প্রকার উদার ভাবের শ্লোক আছে। অনেক পুরাণেই ঐ প্রকার উদার ভাবের শ্লোকসকল আছে। অনেক প্রসিদ্ধ পুরাণ মতে ভক্ত অতি নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাকে নীচ বলিয়া পরিগণিত করা হয় না। স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই তাঁহার বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপা মাতাকে কহিয়াছিলেন

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎপথে চলে॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উদার সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ঐ প্রকার উদারভাবপূর্ণ অন্যান্য অনেক উপদেশই আছে।

বিংশ অধ্যায়

গুণকর্ম্মানুসারে প্রত্যেক লোকের কি জাতি নির্ব্বাচিত হইতে পারে। যেহেতু বিবিধ শাস্ত্রানুসারে অতি পুরাকালেও গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ হইয়াছিল। তবে প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত যে সকল লোক আছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই বর্ণোপযোগী সমস্তলক্ষণ সম্পন্ন

একেবারেই হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র বর্ণমালা অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিতেছে সে অবশ্যই সমস্ত বঙ্গভাষা জানিতে পারে নাই। সে অবস্থায় তাহার সেই বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মূর্খতাই অধিক। কিন্তু তাহার সেই ভাষার বর্ণমালা জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া তাহাকে সেই ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অমূর্খও বলা যাইতে পারে। সুতরাং সে ব্যক্তি সেই অবস্থায় সেই বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মূর্খ এবং অমূর্খ উভয়ই, তদ্রূপ কোন শূদ্র একেবারেই ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট হইতে পারে না। কোন শূদ্র কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণকর্ম্মশালী হইলেও অবশ্যই তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। আর কতক শূদ্রের গুণসকল তাঁহাতে থাকিলে তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শূদ্রত্বসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। তুমি যাঁহাকে তাঁহার জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলিতেছ, অবশ্য তাঁহাতে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকলও নানাশাস্ত্রানুসারে থাকার প্রয়োজন। কারণ নানাশাস্ত্রে বলা হয় নাই যে কেবলমাত্র জন্মানুসারেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। তুমি যাঁহাকে তাঁহার জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ বলিতেছ তাঁহার যদ্যপি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল পূর্ণরূপে না থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে পূর্ণ ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। তাঁহাতে যদ্যপি ব্রাহ্মণের কোন গুণকর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে তিনি মনুসংহিতা এবং মহাভারতানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। তবে তাঁহাতে যদি ব্রাহ্মণের অন্ততঃ কতক গুণকর্ম্মও থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে কতক ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। আর অবশিষ্ট বর্ণত্রয়ের মধ্যে কোন বর্ণের কতক গুণ তাঁহাতে থাকিলে, তাঁহাকে কতক পরিমাণে সেই বর্ণত্ববিশিষ্টও বলা অবশ্যই উচিৎ। তাঁহাতে যদি অপর তিন বর্ণেরই কিছু কিছু লক্ষণসকল ও কিছু কিছু গুণকর্ম্মসকল থাকে তাহা হইলে সেই সেই পরিমাণে তিনি অপর ত্রিবর্ণও বটেন। উক্ত উদাহরণানুসারে অন্ত

ত্রিবর্ণের বিভাগও বুঝিতে হইবে। উক্ত উদাহরণানুসারে অন্য ত্রিবর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই মিশ্রবর্ণ হইতে পারে, তাহাও বুঝা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক বর্ণ ই চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিবর্ণ, দ্বিবর্ণ বা কেবলমাত্র একবর্ণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কোন তার্কিক বলেন ইদানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণকর্ম্মানুসারে কোন বর্ণ সৃজন করিতেছেন না, তিনি পূর্ব্বেই গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ সৃজন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে তুমি অন্নভোজন করিয়াছ, তোমাকে কি আর অন্নভোজন করিতে নাই? তুমি একবার যে কার্য্য করিয়াছ, তোমাকে কি আর অন্য বারে সে কার্য্য করিতে নাই? এখন কি আর আবার তোমাকে সে কার্য্য করিতে নাই? আবার পরেও কি তোমাকে সে কার্য্য করিতে নাই? অবশ্যই আবশ্যক মতে তোমাকে বারম্বার সেই কার্য্য করিতে আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গীতাতে ত বলেন নাই যে পুনর্ব্বার তিনি চারি বর্ণ সৃজন করেন না অথবা করিতে পারেন না বা করিবেন না। সুতরাং জানিতে হইবে তাঁহার ইচ্ছা হইলেই তিনি চারি বর্ণ সৃজন করেন, করিতে পারেন এবং পরেও করিবেন। যেহেতু তিনি ভবিষ্যতে ঐ প্রকারে চতুর্ব্বর্ণ সৃজন করিবেন না অর্জ্জুন সমক্ষে এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞা করেন নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে প্রয়োজন হইলেই তিনি বারম্বার চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃজন করিয়া থাকেন।

গোপান্নভোজী ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণই ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন:—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

উক্ত গীতার মতে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হয় নাই। উক্ত

গীতানুসারে গোপান্নভোজী ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ নানাশাস্ত্রানুসারে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদেরও স্রষ্টা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কত ব্রাহ্মণের, কত ব্রাহ্মণ ঋষির, কত ব্রাহ্মণ মহর্ষির, কত ব্রাহ্মণ মুনির, কত ব্রাহ্মণ মহামুনির, কত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর, কত ব্রাহ্মণ দেবর্ষির, কত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মর্ষির এবং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত উপাস্য ছিলেন। তিনি অদ্যাপি কত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতিরও উপাস্য। অবশ্য গুণকর্ম্মানুসারেই তাঁহার ঐ প্রকার যোগ্যতা, অবশ্য তাঁহার অদ্ভূতশক্তিপ্রভাবেই তাঁহার ঐ প্রকার যোগ্যতা।

জাতিতত্ত্ব।

তৃতীয় ভাগ।

অসবর্ণ বিবাহ—প্রথম প্রকরণ।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল। সেইজন্য অনেক পুরাণে, অনেক স্মৃতিতে ঐ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখও আছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। ঐ প্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিণীতা ক্ষত্রিয়কন্যা সংসর্গে, সেই ক্ষত্রিয়কন্যা হইতে পুত্রোৎপাদন করিলেও শাস্ত্রানুসারেই তাঁহার পাপ হয় না। ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিণীতা বৈশ্যকন্যা সংসর্গে, সেই বৈশ্যকন্যা হইতে পুত্রোৎপাদন করিলেও শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পাপ হয় না। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলেও জাতিভ্রষ্ট হন্ না, শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলেও জাতিভ্রষ্ট হন্ না। ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কোন স্মৃতিকর্ত্তারই অমত নাই। স্মৃতিকর্ত্তাগণের মধ্যে কেহই ঐ বিষয়ে আপত্তি করেন নাই। ঐ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার বিধি আছে,—

"তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ॥ ৫৭।"

উক্ত শ্লোকানুসারে অবধারিত হইল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতিই অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারেন। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতীয় পুরুষগণের মধ্যে কেহই শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। দ্বিজগণের শূদ্রকন্যা বিবাহ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষ অমত। তদ্বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,—

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৬।"

তবে কোন পণ্ডিতের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণকন্যা, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কন্যা অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার মতে ক্ষত্রিয় কেবল ক্ষত্রিয়কন্যা, অথবা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার মতে বৈশ্য কেবলমাত্র বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার মতে শূদ্রও কেবলমাত্র শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তবে ঐ সকল অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধীয় কথিত মত সার্ব্বজনিক নহে। অনেক পণ্ডিত বলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথমোঽধ্যায়োক্ত ৫৬ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয় যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবংশীয়া কন্যা, ক্ষত্রিয়বংশীয়া কন্যা এবং বৈশ্যবংশীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয়কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। অথবা কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণকন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। স্বীয় প্রবৃত্ত্যানুসারে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। অথবা কেবলমাত্র বৈশ্যকন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। অথবা তিনি স্বেচ্ছানুসারে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। অথবা

তিনি কেবলমাত্র বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা অথবা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। বৈশ্য স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। অথবা তিনি স্বেচ্ছানুসারে ক্ষত্রিয়-কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। অথবা তিনি স্বেচ্ছানুসারে কেবলমাত্র বৈশ্যকন্যা, কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়কন্যা অথবা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শূদ্রই কেবল সবর্ণাকে বা শূদ্রাকেই বিবাহ করিতে পারেন। • যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তিনি কোন অসবর্ণারই স্বামী হইতে পারেন না। অতএব তাঁহাকে কোন প্রকারে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তিরও কারণ হইতে হয় না। যাজ্ঞবল্কীয় নির্দ্দেশানুসারে কোন শূদ্রকন্যাকেও অসবর্ণবিবাহপদ্ধতিক্রমে কোন ব্রাহ্মণের, কোন ক্ষত্রিয়ের অথবা কোন বৈশ্যের ভার্য্যা হইতে হয় না। সেইজন্য কোন শূদ্রকন্যাকেও কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তির কারণ হইতে হয় না।

পূর্ব্বকালে বহু ব্রাহ্মণেরই অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল, পূর্ব্বকালে বহু ক্ষত্রিয়েরই অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল, পূর্ব্বকালে বহু বৈশ্যেরই অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল। যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শুদ্ধব্রাহ্মণ বলা যায় না। যে সমস্ত ক্ষত্রিয় অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও শুদ্ধক্ষত্রিয় বলা যায় না, যে সমস্ত বৈশ্য অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও শুদ্ধবৈশ্য বলা যায় না। যেহেতু তাঁহাদের অসবর্ণাগণের অঙ্গসঙ্গ হইবার সময় জাতিভ্রষ্ট হইবার কোন্ কার্য্য না করিতে হইয়াছে? অবশ্য তাঁহাদের সেই সকল অসবর্ণাগণের মুখেও মুখ প্রদান করিতে হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণের অসবর্ণ বিবাহে* হইয়াছিল, তাঁহারা যে তাঁহাদের অসবর্ণভার্য্যাগণের রন্ধনকরা

* এখানে একটী শব্দ পড়িতে পারা যায় নাই।

অন্ন ভক্ষণ করেন নাই, সে সম্বন্ধেই বা প্রমাণ কি আছে? কত লোক উপপত্নীর অন্নই ভক্ষণ করিয়া থাকে। পত্নীর অন্ন স্বভাবতঃ ভক্ষণ করাই হইতে পারে। পত্নীর অন্ন ভক্ষণ করা অস্বাভাবিকও নহে। অতএব পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই জাতিভ্রষ্ট। তাঁহাদের বিবাহিতা ব্রাহ্মণ-কন্যাগণের গর্ভে যে সমস্ত পুত্রকন্যাগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন অবশ্যই তাঁহাদের প্রত্যেকেও ব্রাহ্মণপুত্র এবং ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহেন। যেহেতু তাঁহাদের পিতা জাতিভ্রষ্ট অব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকালে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই, সেই সকল ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যাগণের সহিত ঐ সকল জাতিভ্রষ্ট অব্রাহ্মণগণের পুত্রকন্যাগণের অবশ্যই বিবাহ হইয়াছিল এবং পরস্পর এক্ পংক্তিতে ভোজন জন্য ঐ সকল জাতিভ্রষ্ট অব্রাহ্মণগণের যাঁহারা ব্রাহ্মণী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাঁহাদের রন্ধনকরা অন্ন তাঁহাদের পরিবেশনকরা অন্ন ভক্ষণ করিয়াও ঐ সকল সবর্ণাবিবাহকারী ব্রাহ্মণগণকেও জাতিভ্রষ্ট অব্রাহ্মণ হইতে হইয়াছে। তাঁহাদের বৃষলীপতি অব্রাহ্মণগণের সহিত এক্ পংক্তিতে ভোজন দ্বারাও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইয়া, তাঁহাদের বৃষলী ব্রাহ্মণকন্যাগণের রন্ধনকরা অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ দ্বারাও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে। বঙ্গে মহারাজা বল্লালসেনের কল্যাণে বৃষলীপতি ব্রাহ্মণ অধিকাংশ। মহারাজা বল্লালসেন বঙ্গীয় রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের কন্যাগত কুল করিয়া তাঁহাদের জাতিভ্রষ্ট হইবার বিশেষ উপায় করিয়া দিয়াছেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলেই ধনী নহেন, অনেকেই নিঃস্ব। অতএব সহজে তাঁহাদের কন্যাগণেরও বিবাহ হয় না। সেইজন্য স্মৃতিনির্দ্দেশানুসারে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণই গৌরীদান, রোহিণীদান বা কন্যকাদানে সক্ষম হন্ না। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণকে

কন্যা একাদশ বর্ষ বিগত হইলেও, তাহার বিবাহ দিতে হয়, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার যৌবনে ও পৌঢ়াবস্থাতেও বিবাহ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহারা রজমতী হইবার দীর্ঘকাল পরেই তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকে, সেইজন্য তাঁহারা বৃষলীও হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পতিও বৃষলীপতি হন্। অথচ তাঁহাদের সহিত অবৃষলীপতি ব্রাহ্মণগণও ভোজন করেন এবং পরস্পর কুটম্বিতাও চলে। অথচ তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হইতেছে না। কিন্তু কাশীখণ্ড ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি অনুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিৎ। যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তদ্দারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে অধুনা কোন শুদ্ধব্রাহ্মণই বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের বংশাবলীর মধ্যে কোন ব্যক্তি শূদ্র বলিয়াও পরিগণিত হইবার যোগ্য নহেন। যেহেতু তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বর্ণসাঙ্কর্য্য বর্ত্তিয়াছে। অতএব নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের শূদ্রাপেক্ষাও নীচ বলিতে হয়। যেহেতু বর্ণসঙ্কর শূদ্রাপেক্ষা নীচ শ্রেণীর। তাঁহারা বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত, অতএব অবশ্যই শূদ্রাপেক্ষা নীচ শ্রেণীয় বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অসবর্ণ বিবাহ করিয়া, তাঁহাদের অসবর্ণা ভার্য্যাদিগের সংশ্রবজনিত জাতিভ্রষ্টতা লাভ হইলেও, কোন স্মৃতি, কোন শাস্ত্রমতানুসারেই তাঁহাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সে জাতিভ্রষ্টতা, সে পাতিত্য দূর করিবার উপায় নাই। তদ্বিষয়ক কোন প্রায়শ্চিত্তও কোন স্মৃতিতে বা অন্য কোন শাস্ত্রে লিখিত নাই। অতএব অধুনা অসবর্ণাবিবাহকারী ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এবং অনেকে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই, সেই সমস্তের বংশাবলীও ঐ সকল জাতিভ্রষ্ট অব্রাহ্মণগণের সহিত বিবিধ সংশ্রব বশতঃ জাতিভ্রষ্ট অব্রাহ্মণ হইয়া

রহিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহারা বিষহীন বিষধরের ন্যায়, ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণসকল বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র সূত্রধারণ দ্বারা, বাগাড়ম্বর দ্বারা আপনাদের প্রাধান্য ঘোষিত করিতেছেন। শাস্ত্রানুসারে যদি অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না থাকিত, শাস্ত্রানুসারে যদ্যপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এক ব্রহ্মারই সন্তান না হইতেন, যদ্যপি তাঁহারা সকলেই একই ব্রহ্মার অঙ্গজ, একই ব্রহ্মার আত্মজ না হইতেন, যদ্যপি ব্রাহ্মণই কেবল ব্রহ্মার পুত্র হইতেন, যদ্যপি ব্রাহ্মণই কেবল ব্রহ্মার অঙ্গজ, ব্রহ্মার আত্মজ হইতেন, তাহা হইলে, যথার্থই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিত। কেবলমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মার অঙ্গজ, ব্রহ্মার আত্মজ হইলে কি আর রক্ষা থাকিত! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের ন্যায় তাঁহারাও ব্রহ্মার পুত্র না হইলে তাঁহারা আর অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন।

অনেকেই বলেন মূর্দ্ধাভিষিক্তজাতিই অম্বষ্ঠজাতি। অমতাবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে শাস্ত্রানুসারে জাতীয় বিভাগ স্বীকার করিলে মূর্দ্ধাভিষিক্তের সহিত অম্বষ্ঠের অভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির উল্লেখ আছে, অম্বষ্ঠ জাতিরও উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্তজাতি, অম্বষ্ঠজাতি এবং নিষাদ বা পারশবজাতি সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥ ৯১ ॥"

কথিত হইল যে, বিপ্র এবং ক্ষত্রিয়া হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বিপ্র এবং বৈশ্যা হইতে অম্বষ্ঠ, বিপ্র এবং শূদ্রা হইতে নিষাদ বা পারশব। যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য অনেক স্মৃতিকর্ত্তার মতানুসারে মূর্দ্ধাভিষিক্তের পিতাও ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠের পিতাও ব্রাহ্মণ এবং নিষাদের বা পারশবের পিতাও

ব্রাহ্মণ। তবে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মাতাই ব্রাহ্মণী নহেন। তবে তাঁহাদের প্রত্যেকের মাতাই ব্রাহ্মণপত্নী ছিলেন বলিয়া, কোন মহাত্মার মতে তাঁহাদের প্রত্যেকের মাতাকেই ব্রাহ্মণী বলা উচিৎ। সেই মহাত্মা বলেন শাস্ত্রানুসারে কোন ক্ষত্রিয়া কন্যা ব্রাহ্মণপত্নী হইলে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহাকে অব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়া বলা যাইতে পারে না। তিনি বলেন শাস্ত্রানুসারেও ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যাই ক্ষত্রিয়া। তিনি বলেন শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যাকে যেমন ব্রাহ্মণী বলা যায় না তদ্রূপ শাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যাকেও ক্ষত্রিয়া বলা সঙ্গত নহে। যেমন রাজপত্নীকেই রাণী বলা হইয়া থাকে তদ্রূপ শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণপত্নীকেই ব্রাহ্মণী বলা হইয়া থাকে, ক্ষত্রিয়পত্নীকেই ক্ষত্রিয়া বলা হইয়া থাকে, বৈশ্যপত্নীকেই বৈশ্যা বলা হইয়া থাকে এবং শূদ্রপত্নীকেই শূদ্রা বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ সূত্রে কোন ব্রাহ্মণের পত্নী কোন ক্ষত্রিয়-কন্যা হইলেও ধর্ম্মতঃ তাঁহাকে ব্রাহ্মণীই বলা উচিৎ। যেহেতু শাস্ত্রানুসারেই কোন নারী ক্ষত্রিয়ের পত্নী না হইলে, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়া বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ সূত্রে কোন ব্রাহ্মণের পত্নী কোন বৈশ্যকন্যা হইলে ধর্ম্মতঃ তাঁহাকে ব্রাহ্মণীই বলা উচিৎ। যেহেতু শাস্ত্রানুসারেই কোন নারী বৈশ্যের পত্নী না হইলে, তাঁহাকে বৈশ্যা বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহ সূত্রে কোন ব্রাহ্মণের পত্নী কোন শূদ্রকন্যা হইলে, ধর্ম্মতঃ তাঁহাকে ব্রাহ্মণীই বলা উচিৎ। যেহেতু শাস্ত্রানুসারে কোন নারী শূদ্রের পত্নী না হইলে, তাঁহাকে শূদ্রা বলা যাইতে পারে না। ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারেও ব্রাহ্মণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ব্রাহ্মণীই বলা হইয়া থাকে। কোন ব্যাকরণানুসারেই ব্রাহ্মণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা কিম্বা শূদ্রা বলা যাইতে পারে না। কোন শাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণের

কন্যাকে ব্রাহ্মণী বলা যাইতে পারে না, কোন শাস্ত্রানুসারেই ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে ক্ষত্রিয়া বলা যাইতে পারে না, কোন শাস্ত্রানুসারেই বৈশ্যের কন্যাকে বৈশ্যা বলা যাইতে পারে না, কোন শাস্ত্রানুসারেই শূদ্রের কন্যাকে শূদ্রা বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের পত্নীই ব্রাহ্মণী, শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের পত্নীই ক্ষত্রিয়া, শাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের পত্নীই বৈশ্যা, শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের পত্নীই শূদ্রা, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণীই বলিতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলেও সেই ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্যকন্যাকে ব্রাহ্মণীই বলিতে হয়, অতএব ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলেও সেই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাকেও ব্রাহ্মণী বলিতে হয়। সেইজন্য কোন ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অপর কোন ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে তাঁহার ঔরসে যে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণকুমারই বলিতে হয়। সেইজন্য কোন ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কোন ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সেই ভার্য্যা বা ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে তাঁহার ঔরসে যে পুত্রোৎপন্ন হয় তাঁহাকেও ব্রাহ্মণকুমার বলিতে হয়। সেইজন্য কোন ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কোন বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভার্য্যা বা ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে, তাঁহার ঔরসে যে পুত্রোৎপন্ন হয় তাঁহাকেও ব্রাহ্মণকুমার বলিতে হয়। সেইজন্য কোন ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কোন শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভার্য্যা বা ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে, তাঁহার ঔরসে যে পুত্রোৎপন্ন হয় তাঁহাকেও ব্রাহ্মণকুমার বলিতে হয়।

নানা স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে কোন ব্রাহ্মণের অপর কোন ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলে, কোন ক্ষত্রিয়ের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলে, কোন বৈশ্যকন্যার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলে এবং কোন শূদ্রকন্যার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলে, তাঁহার সংশ্রবে তাঁহার কথিত পত্নীচতুষ্টয়েরই কতকগুলি পুত্রোৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পুত্রের মধ্যে প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকুমার বলা যাইতে পারে এবং সেই সকল ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্রগণের উপনয়নও হইতে পারে এবং হওয়াও উচিৎ। সেইজন্যই আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যা ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রের যেমন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি তদ্রূপ কোন ক্ষত্রিয়কন্যা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যিনি ব্রাহ্মণী হইয়াছেন, তাঁহার গর্ভোৎপন্ন পুত্র বা মূর্দ্ধাভিষিক্তের তদ্রূপ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি। সেইজন্যই আমরা ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রের যেমন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি তদ্রূপ কোন বৈশ্যকন্যা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যিনি ব্রাহ্মণী হইয়াছেন, তাঁহার গর্ভোৎপন্ন পুত্র বা অম্বষ্ঠেরও তদ্রূপ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি। সেইজন্যই আমরা ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রের যেমন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি তদ্রূপ কোন শূদ্রকন্যা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যিনি ব্রাহ্মণী হইয়াছেন, তাঁহার গর্ভোৎপন্ন পুত্র বা নিষাদেরও তদ্রূপ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে অধিকার আছে স্বীকার করি।

অসবর্ণ বিবাহ—দ্বিতীয় প্রকরণ।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যেমন অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে তদ্রূপ তাঁহার মতে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্য-কন্যারও অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে। তাঁহার মতে কেবল শূদ্র এবং শূদ্রকন্যারই অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন,—

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্॥ ৫৬।"

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ত্রিবিধ দ্বিজের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিজ কোন শূদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার মতে ঐ প্রকার গ্রহণ না করিবার কারণ, পতির আত্মাই তাঁহার পত্নীগর্ভ হইতে পুত্র অথবা কন্যারূপে উৎপন্ন হন্। যাজ্ঞবল্ক্যের উহাই আপত্তির কারণ, যাজ্ঞবল্ক্যের উহাই আশঙ্কার কারণ। আমাদের মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ প্রকার আপত্তি না হওয়াই উচিত ছিল। যেহেতু ঐ প্রকার আপত্তির মূলচ্ছেদ চারিবর্ণের সৃষ্টিকালেই হইয়া গিয়াছে। যেহেতু চারিবর্ণের উৎপত্তিই ব্রহ্মা হইতে, যেহেতু চারিবর্ণই ব্রহ্মার অঙ্গজ, যেহেতু ব্রহ্মার আত্মাই চারিবর্ণরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যের যে আশঙ্কা, তাহার সূত্রপাত চারিবর্ণের সৃষ্টিকালেই হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রও যদি ব্রহ্মাঙ্গ হইতে না হইতেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রও যদি ব্রহ্মার অঙ্গজ, ব্রহ্মার আত্মজ এমন কি সেই ব্রহ্মাত্মাই যদি শূদ্ররূপে না জন্মপরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে, যাজ্ঞবল্ক্যের আপত্তির সম্মান রক্ষা হইলেও হইতে পারিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এক্ বৃক্ষেরই চারি ফল হইয়াই যে, যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের আপত্তি রক্ষা হওয়া সম্বন্ধে বিষম অন্তরায় হইয়াছে। শূদ্রও যে ব্রহ্মার অঙ্গজ এ কথা কে অস্বীকার করিবে, এ বাক্যের কেই বা

অপলাপ করিবে? ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ এ সত্যের কেই বা অপলাপ করিতে পারে? এই জ্বলন্ত সত্যের প্রতিকূলে কাহারও আপত্তি হইলে, তাঁহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তাঁহার এবং তাঁহার মতন লোকদিগের প্রলাপবাক্য আমরা অগ্রাহ্যই করিয়া থাকি। ধার্ম্মিকগণ সত্যের জয় চিরকালই ঘোষণা করিয়া থাকেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, চতুর্ব্বর্ণসম্ভূতা কন্যাগণকেই বিবাহ করিতে পারিতেন। তাঁহারা বলেন আদিপুরাণানুসারে কলিকালে কোন ব্রাহ্মণের, কোন ক্ষত্রিয়ের ও কোন বৈশ্যের অসবর্ণ বিবাহে অধিকার নাই। ঐ নিষেধবাচক আদিপুরাণের শ্লোক এই প্রকার,—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ
দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
দত্তৌরসে তবেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসিরণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং
কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি
ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।"

পরাশরসংহিতাকে কলিকালোপযোগিনী স্মৃতি বলা হইয়া থাকে। ঐ স্মৃতিতেও কলিকালে অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ নাই। যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও কলিকালে অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারিবে না বলা হয় নাই। ব্যাসসংহিতার মতেও কলিযুগের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিষ্ণুসংহিতার মতেও সর্ব্বযুগে অসবর্ণ বিবাহ হইতে

পারে। তিনিও কলিতে অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে না বলেন নাই। গৌতমসংহিতাতেও অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ আছে। তিনিও কলির ব্রাহ্মণাদির পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বলেন নাই। গৌতমসংহিতার চতুর্থ অধ্যায় মধ্যে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের এবং প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুসংহিতার চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ-কন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। বিষ্ণুর মতানুসারে চতুর্ব্বর্ণের কন্যাই প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিবাহ-যোগ্য। বিষ্ণুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াও, পতিত হন না, ঐ সকল কন্যা বিবাহ দ্বারা তাঁহাকে জাতিভ্রষ্টও হইতে হয় না। বিষ্ণুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহাকে কোন প্রকার পাপেই লিপ্ত হইতে হয় না। সেইজন্য তাঁহাকে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। বিষ্ণু-সংহিতার মতানুসারে ক্ষত্রিয়ের স্বীয় বর্ণানুক্রমে তিন পত্নী হইতে পারে। তাঁহার ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ বৈধ নহে। তিনি সবর্ণা-ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারেন। যেহেতু বিষ্ণুর মতানুসারে তাঁহার কথিত ত্রিবর্ণের কন্যা বিবাহে অপরাধী হইতে হয় না। কথিত ত্রিবর্ণের কন্যা বিবাহ জন্য তাঁহার পাতক সঞ্চিত হয় না। কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বৈশ্যকন্যা বিবাহ ও শূদ্রকন্যা বিবাহ বিষ্ণুর মতানুসারে নিষিদ্ধ নহে। তাঁহার মতানুসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবর্ণের কন্যাই ক্ষত্রিয়ের বিবাহ পক্ষে বৈধ। সেইজন্য ক্ষত্রিয় বিষ্ণুসংহিতার মতানুসারে বৈশ্য-কন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়াও জাতিভ্রষ্ট হন্ না, পতিত হন্ না, ঐ দ্বিবর্ণের কন্যা বিবাহ জন্য তাঁহার পাপ হয় না বলিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার স্মৃতিনির্দ্দেশিত প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। বিষ্ণুসংহিতার

মতানুসারে বৈশ্যও সবর্ণবিবাহ এবং অসবর্ণবিবাহ করিতে পারেন। তিনি বিষ্ণুর ব্যবস্থানুসারে বৈশ্যকন্যা বিবাহ দ্বারা সবর্ণবিবাহ করিতে পারেন এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ দ্বারা অসবর্ণবিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে যেমন সবর্ণবিবাহে অধিকার আছে তদ্রূপ অসবর্ণবিবাহেও অধিকার আছে। তাঁহার বিধিবোধিত সবর্ণবিবাহ জন্য তাঁহাতে যেমন পাতক স্পর্শ করে না তদ্রূপ তাঁহার বিধিবোধিত অসবর্ণবিবাহ জন্যও তাঁহাতে পাতক স্পর্শ করে না। সেইজন্য তাঁহাকে পতিত হইতেও হয় না, সেইজন্য তাঁহাকে জাতিভ্রষ্টও হইতে হয় না। ভগবান বিষ্ণুর এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শূদ্রের অসবর্ণ বিবাহে অধিকার নাই। তাঁহাদের মতে শূদ্রের পক্ষে সবর্ণবিবাহই প্রশস্ত। সেইজন্যই শূদ্র বৈধ সবর্ণবিবাহ পদ্ধতি দ্বারা কেবল শূদ্রকন্যা বিবাহে অধিকারী। বিষ্ণুসংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার মতানুসারে ব্রাহ্মণের যেমন অসবর্ণ ক্ষত্রিয়কন্যা, অসবর্ণ বৈশ্যকন্যা এবং অসবর্ণ শূদ্রকন্যা বিবাহে অধিকার আছে, ক্ষত্রিয়ের যেমন অসবর্ণ বৈশ্যকন্যা এবং অসবর্ণ শূদ্রকন্যা বিবাহে অধিকার আছে, বৈশ্যের যেমন অসবর্ণ শূদ্রকন্যা বিবাহে অধিকার আছে শূদ্রের তদ্রূপ অসবর্ণ নানাপ্রকার বর্ণসঙ্করগণের কন্যা বিবাহে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণও অসবর্ণ। কিন্তু কোন স্মৃতির মতানুসারেই ক্ষত্রিয় সেই অসবর্ণ ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না। অথচ মহাভারতপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ক্ষত্রিয়ের অসবর্ণ ব্রাহ্মণকন্যাও ক্ষত্রিয় বিবাহ করিতে পারেন। যেহেতু ঐ মহাভারতোক্ত মহারাজা যযাতি ক্ষত্রকুলোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণশুক্রাচার্য্যের দেবযানী নাম্নী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সেই বিবাহ শুক্রাচার্য্যের অনুমতিক্রমেই সম্পাদিত হইয়াছিল। শুক্রাচার্য্যকন্যা দেবযানীর গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয় যযাতির

ঔরসেই প্রসিদ্ধ যদুবংশের প্রবর্ত্তক যদুর জন্ম হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণও যদুবংশীয়। সেইজন্য অদ্যাপি তাঁহাকে যাদবও বলা হইয়া থাকে, অনেক পুরাণেও তাঁহাকে যাদব বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশাবলম্বনে অবতীর্ণ হইবার বৃত্তান্ত এ গ্রন্থের অন্যত্র সূচিত হইয়াছে। বৈশ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় দ্বিপ্রকার অসবর্ণ। কিন্তু কোন স্মৃতিমতেই ব্রাহ্মণকন্যার সহিত অথবা ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত বৈশ্যের বৈধ বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না। শূদ্রের পক্ষেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও ত্রিবিধ অসবর্ণ। কিন্তু কোন স্মৃতিমতেই ব্রাহ্মণকন্যার সহিত, ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত অথবা বৈশ্যকন্যার সহিত শূদ্র বিবাহিত হইতে পারেন না। ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের সবর্ণ এবং অসবর্ণবিবাহ বিষয়ক যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের পাঠজন্য এই স্থলে নির্দ্দেশিত হইতেছে,—

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। ২। দ্বে বৈশ্যস্য। ৩।"

বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বৈধ সবর্ণ এবং অসবর্ণবিবাহ নির্ণীত হইল। উক্ত শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের কেবলমাত্র 'সবর্ণ' বিবাহই নির্ণীত হইয়াছে। ব্যাসসংহিতার মতানুসারেও একজন ব্রাহ্মণ অপর গোত্রীয় ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। বেদব্যাসের মতেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহাকে পতিত হইতে হয় না। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে অব্রাহ্মণও হইতে হয় না। তাঁহাকে অব্রাহ্মণ হইতে হয় না বলায় তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতেও হয় না বলা হইয়াছে। ব্যাসসংহিতার মতানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ

করিলে তাঁহাকে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইজন্য ব্যাসের মতানুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করাই অবৈধ নহে। ব্যাসসংহিতার মতানুসারে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ দ্বারা সবর্ণবিবাহ করিতে পারেন। তিনি বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ দ্বারা অসবর্ণবিবাহাভিলাষও চরিতার্থ করিতে পারেন। তদ্দ্বারা তাঁহাতে পাতিত্যের সংস্পর্শও হইতে পারে না। তজ্জন্য তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। তজ্জন্য তাঁহার কোন প্রকার পাতক-সঞ্চয়ও হয় না। সেইজন্য পাপক্ষয়জন্য তাঁহার প্রায়শ্চিত্তবিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিবারও প্রয়োজন হয় না। ব্যাসনির্দ্দেশানুসারে বৈশ্যেরও সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহ করিবার অধিকার আছে। তিনি ব্যাসোক্ত ব্যবস্থামতে বৈধ বিবাহের রীতি অনুসরণপূর্ব্বক অসমানগোত্রা বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তিনি তদ্রূপ বিবাহ করিলে, তাঁহার সবর্ণ বিবাহ করা হইবে। তিনি বিধিপূর্ব্বক শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহার তদ্দ্বারা অসবর্ণ বিবাহই করা হইবে। ব্যাসের মতে কোন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধির অনুগত হইয়া তাঁহার অসগোত্রা কোন ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে, সে কন্যাকে 'বিপ্রবিন্না' বলা হইয়া থাকে। কোন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে কোন ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলে, সেই বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাকে 'ক্ষত্রবিন্না' বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে কোন ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে, সেই বৈশ্যকন্যাকে 'বৈশ্যবিন্না' বলা যাইতে পারে। যদি কোন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধিনির্দ্দেশানুসারে কোন শূদ্রকন্যা বিবাহ করেন, তাহা হইলে, সেই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রকন্যাকে 'শূদ্রবিন্না' বলা যাইতে পারে। বৈধবিবাহসূত্রে এক ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত যে পুত্র ব্যাসসংহিতার মতানুসারে তাহার সমস্ত সংস্কারই ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্বসংস্কারের ন্যায়ই

হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলেও, সেই ব্রাহ্মণসংশ্রবে কথিত ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভ হইতে যে সন্তানের জন্ম হইবে, তাহার সমস্ত সংস্কার ব্রাহ্মণের সমস্ত সংস্কারের মতন না হইয়া, ক্ষত্রিয়ের সমস্ত সংস্কারের ন্যায়ই হইবে। ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্যকন্যা হইতে সেই ব্রাহ্মণঔরসে যে সন্তানোৎপন্ন হইবে, তাহার সমস্ত সংস্কারই বৈশ্যের সমস্ত সংস্কারের ন্যায়ই হইবে। কোন ব্রাহ্মণপরিণীতা শূদ্রকন্যার সেই ব্রাহ্মণঔরসে যদ্যপি পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের কোন সংস্কারের মতনই তাহার কোন সংস্কার হইবে না। তবে তাহার, শূদ্রের যে সমস্ত সংস্কার হইতে পারে, তাহারও সেই সমস্ত হইবে। তাহার পিতা ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার পিতার যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছিল তাহার সে সমস্ত সংস্কার হইবে না। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যজাতীয়া যে পত্নী তাহার গর্ভজাত পুত্রের সমস্ত সংস্কারও বৈশ্যের সমস্ত সংস্কারের ন্যায় হইবে। তদ্বিষয়েও ব্যতিক্রম চলিবে না। ক্ষত্রিয়ের শূদ্রজাতীয়া ভার্য্যা হইতে সেই ক্ষত্রিয়ের পুত্রোৎপত্তি হইলে সে পুত্র তাহার ঔরসজাত হইলেও ক্ষত্রিয়ের যে সমস্ত সংস্কার হইয়া থাকে, তাহার সেই সমস্ত হইবে না। তাহার শূদ্রজাতীয় সমস্ত সংস্কারই হইবে। কোন বৈশ্য যদ্যপি বৈধ বিবাহ সূত্রে কোন শূদ্রকন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, তাঁহার সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার ঔরসে যদ্যপি পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই পুত্রের সমস্ত সংস্কারই শূদ্রজাতীয় সমস্ত সংস্কারের ন্যায় হইবে। সেই সমস্ত বৈধ সংস্কার সম্বন্ধে ব্যতিক্রম হইলে প্রত্যবায় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এই প্রকার অনেক পণ্ডিতই বলিয়া থাকেন।

অনেক স্মৃতির মতানুসারে একজন ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের অনন্যপূর্ব্বা অবিবাহিতা কন্যাই বিবাহ করিতে পারেন। তবে কোন ব্রাহ্মণই

সগোত্রীয়া কোন কন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ আপনার যে প্রবর সেই প্রবরসম্পন্ন অপর কোন ব্রাহ্মণের কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন না। তাঁহাকে অসমপ্রবর, অসমগোত্র ব্রাহ্মণকুমারীকেই বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত স্মৃতির মতানুসারেই সকল ব্রাহ্মণকেই একগোত্রীয় বলিতে হয়। যেহেতু স্মৃতি অনুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণ জাত হইয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ হইতেই বহু ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই ব্রহ্মার মুখজাত আদিব্রাহ্মণই অবশ্যই সর্ব্বব্রাহ্মণেরই আদিপুরুষ। অতএব তাঁহার গোত্রেই সর্ব্বব্রাহ্মণেরই উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। অতএব সর্ব্বব্রাহ্মণকেই তদ্গোত্রীয় বলিতে হয়। সর্ব্বব্রাহ্মণই তদ্গোত্রীয়। অতএব সর্ব্বব্রাহ্মণই একগোত্রীয়। কোন ব্যক্তি আপনি যে গোত্রীয়, সেই গোত্রীয় অপর কোন ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করিলে, তৎকর্ত্তৃক সেই কন্যার গর্ভ হইতে যে পুত্রোৎপন্ন হয়, ব্যাসসংহিতার মতানুসারে সেই পুত্রকেও একশ্রেণীর চণ্ডাল বলা যাইতে পারে। যেহেতু সেই পুত্র সগোত্রা ভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন। ব্যাসসংহিতার মতানুসারে কোন ব্যক্তি যদ্যপি সগোত্রীয়া কোন কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ঔরসে যদ্যপি ঐ কন্যার গর্ভ হইতে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, সেই পুত্রকে একশ্রেণীর চণ্ডাল বলা যায়। তদ্বিষয়ে ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায় হইতে এই প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে,—

"কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

বেদব্যাস বলিয়াছেন সগোত্রাভার্য্যাগর্ভোৎপন্ন পুত্র চাণ্ডাল হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের মধ্যে কাহাকে না সগোত্রীয় ব্যক্তির কন্যা বিবাহ না করিতে হয়? স্মার্ত্ত মতানুসারেও চারিবর্ণই একগোত্রীয়। স্মৃতি অনুসারেও ব্রহ্মার একই কায়ার চারি স্থান হইতে চারি বর্ণের

উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্যই চারি বর্ণকেই ব্রহ্মগোত্রীয় বলা যাইতে পারে। ঐ চারি বর্ণের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রে বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। কোন একজন ক্ষত্রিয় অপর একজন ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রে বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। একজন বৈশ্য অপর একজন বৈশ্যের কন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। তিনি কোন শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। একজন শূদ্র অপর একজন শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিলেও, তাঁহাকে সগোত্রা বিবাহ করিতে হয়। চারি বর্ণের মধ্যে কেহই অসগোত্রা বিবাহ করেন না। সেইজন্যই ব্যাসসংহিতার মতানুসারে চতুর্ব্বর্ণীয় সমস্ত লোককেই চণ্ডালজাতীয় বলিতে হয়। আমরা ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়ানুসারে প্রমাণ করিয়াছি যে ব্রহ্মকায়োৎপন্ন চতুর্ব্বর্ণীয় চারি পুরুষের বংশধরগণের মধ্যে প্রত্যেকেই একজাতীয় চণ্ডাল অতএব চতুর্ব্বর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সকলেই সকলের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। যাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, তিনিও বৈশ্য এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। যাঁহাকে বৈশ্য বলা হয়, তিনিও শূদ্রান্ন ভোজন করিতে পারেন।

অসবর্ণ বিবাহ—তৃতীয় প্রকরণ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বহুবিবাহও প্রচলিত ছিল। সে কালে বহু-ভার্য্যাপরিবৃত কত ব্রাহ্মণও দৃষ্টিগোচর হইত। সে কালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা দেবযানীর সহিত যযাতি মহারাজার বিবাহ হইয়াছিল। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ক্ষত্রিয় মনুর মনুকন্যার সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছিল। অনেক শাস্ত্রেই ঐ প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আছে। প্রায় সকল স্মৃতিমতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসবর্ণ বিবাহে অধিকার আছে। স্মৃতিমতে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা বিবাহে অধিকার আছে। ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রকন্যা বিবাহে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় কেবলমাত্র অসবর্ণা বৈশ্যকন্যাই বিবাহ করিতে পারেন। পুরাকালে অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা কোন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে জাতিভ্রষ্ট এবং সমাজভ্রষ্ট হইতে হয় নাই। ঐ বিষয়ে বিশেষতঃ স্মৃতির ব্যবস্থা আছে বলিয়াই পুরাকালে অনেক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ই ঐ প্রকার অসবর্ণ বিবাহে রত হইয়াছিলেন। অধুনা ঐ অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মণ সমাজেই বিশেষ প্রচলিত। সংযোগী বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন আছে।

মনু প্রভৃতি প্রধান স্মার্ত্তদিগের মতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন তাঁহাপেক্ষা নিকৃষ্ট ত্রিবর্ণের কন্যা বিবাহ করিলেও তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত না। কিন্তু ইদানী রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা বারেন্দ্র কিম্বা বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণ সামাজিক শাসনানুসারে বিবাহ করিতে সক্ষম নহেন। ঐ প্রকারে রাঢ়ীও বারেন্দ্র কিম্বা বৈদিকের কন্যা বিবাহ করিতে সক্ষম

নহেন। অধুনা নানা শ্রেণী অনুসারে এক্ ব্রাহ্মণজাতিই কত প্রকার হইয়াছেন। ঐ সকল শ্রেণীর অনেকেই পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতেও বিশেষ আপত্তি করেন। কিন্তু মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির মতে, কত বড় বড় মুনিঋষিগণও ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট হন্ নাই। পুরাকালের মহাতপস্বী, মহাযোগী মুনিঋষি অপেক্ষা এ কালের কোন ব্রাহ্মণই নহেন। অথচ ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বাচনিক সজাতিনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করা হয়।

পুরাকালে কেবল ব্রাহ্মণই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন এরূপ যেন বোধ না করা হয়। পুরাকালে চতুর্ব্বর্ণই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণানুসারে রাজা দশরথের ক্ষত্রিয়া ভার্য্যাও ছিল, বৈশ্যা ভার্য্যাও ছিল এবং শূদ্রা ভার্য্যাও ছিল। ঐ রামায়ণমতে রাজা দশরথ শব্দবেধী হইয়া যে মুনিকুমারকে বধ করিয়াছিলেন সে মুনি বৈশ্যবংশীয় ছিলেন, তাঁহার পত্নী শূদ্রবংশীয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদেরও অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল। মহাভারতানুসারে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর সহিত ক্ষত্রিয় যযাতি রাজার বিবাহ হইয়াছিল। অসবর্ণ বিবাহের আরো অন্যান্য উদাহরণ আরো অনেক শাস্ত্রে আছে।

কলিকালে অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিষেধবাক্য কোন স্মৃতিমধ্যে নাই। সেইজন্যই অনেক আধুনিক ব্রাহ্মই আপনাদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত রাখিয়াছেন। মহাভারতীয় প্রসিদ্ধ শান্তনু রাজারও অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কৈবর্ত্তপ্রতিপালিত কৈবর্ত্তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি যে কৈবর্ত্তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মৎস্যগন্ধা ছিল। পরে তিনিই সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

স্মার্ত্তমতে অসবর্ণবিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও কোন স্মৃতিতেই ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত কোন ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের অথবা শূদ্রের বিবাহ হইবার ব্যবস্থা নাই। স্মার্ত্ত মতানুসারে ঐ প্রকার বিবাহকে বৈধ বিবাহ বলা যাইতে পারে না। যে নরনারী ঐ প্রকার বিবাহসম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কিত, তাঁহাদের সংশ্রবে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে সে সন্তানকে চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণ বলা যাইতে পারে না। স্মার্ত্ত মতানুসারে সেই সন্তানকে বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ মহাভারতানুসারে শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানীর সহিত যযাতি রাজার বিবাহ হইয়াছিল। যযাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেইজন্য দেবযানীর সহিত যযাতির যে বিবাহ হইয়াছিল সেই বিবাহ অবশ্যই স্মার্ত্ত মতানুসারে সম্পন্ন হয় নাই। স্মৃতিমতানুসারে, সেই বিবাহ অবৈধাখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইবার যোগ্য। সেই অবৈধ বিবাহ সম্বন্ধ জন্য দেবযানীর গর্ভে যযাতি রাজার ঔরসে যে সকল পুত্রকন্যাগণের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বর্ণসঙ্কর হইয়াছিল। দেবযানীর গর্ভোৎপন্ন জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম যদু ছিল। সেই যদুবংশে অনেকেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ যদুবংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই স্মার্ত্তমতানুসারে বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদির মতে শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশে জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাকেও বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে। স্মার্ত্তমতানুসারে জন্মানুসারে তিনি যে বর্ণসঙ্কর ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। তবে গুণকর্ম্মানুসারে, পরমজ্ঞানানুসারে, তাঁহার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যানুসারে, তাঁহাকে মহানই বলিতে হয়। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানতা হেতু তাঁহাকে সর্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ পরমেশ্বরই বলিতে হয়।

সুবিখ্যাত স্মৃতিকর্ত্তা মনু প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যাও বিবাহ

করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন, বৈশ্যকন্যাও বিবাহ করিতে পারেন, শূদ্রকন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিলে এবং সেই বৈশ্যকন্যার গর্ভে তাঁহার ঔরসে পুত্রোৎপন্ন হইলে সে পুত্রকে 'অম্বষ্ঠ' বলা হইয়া থাকে। অম্বষ্ঠই বৈদ্য-জাতি। কোন কোন মতে বৈদ্যজাতিও এক্ প্রকার ক্ষত্রিয়। কারণ নানা শাস্ত্রানুসারে নানা প্রকার ক্ষত্রিয় আছেন। সেই সকলের মধ্যে বৈদ্য এক্ প্রকার ক্ষত্রিয়। মনুর মতে কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে সেই ব্রাহ্মণের ঔরসে সেই শূদ্রানীর সন্তান হইলে সেই সন্তানের 'নিষাদ' উপাধি হইয়া থাকে। মনুর মতে ঐ নিষাদই 'পারশব'। অম্বষ্ঠ ও নিষাদসম্বন্ধে মহাত্মা মনুর এই প্রকার শ্লোক,—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥"

পৌরাণিক মতে ব্রাহ্মণবৈশ্যাসম্ভূত পুত্র এক্ প্রকার ক্ষত্রিয় হইলে ব্রাহ্মণশূদ্রানীসম্ভূত পুত্রকেই বা এক্ প্রকার বৈশ্য বলা যাইবে না কেন? পৌরাণিক মতেই অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়। স্মার্ত্তমতে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মনুও তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলেন নাই।

ক্ষত্রিয়ের শূদ্রকন্যার সহিত পরিণয়ান্তে পরস্পর অঙ্গসঙ্গ হইলে যদ্যপি পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পুত্রকে মনুসংহিতার মতে 'উগ্র' বলা হইয়া থাকে। অধুনা সেই উগ্রকেই অনেকে উগ্রক্ষত্রিয় এবং আগুরী বলিয়া থাকেন। মনুর মতে উক্ত উগ্রের উগ্রক্ষত্রিয় আখ্যা নাই। ঐ উগ্র সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥ ৯॥"

ক্ষত্রিয় দ্বারা বিপ্র বা ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত সুতকে 'সূত' বলা হয়। দৈত্যগুরু মহামুনি শুক্রাচার্য্য নানা শাস্ত্রানুসারে পরম পবিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। মহাপুরাণ মহাভারতানুসারে তাঁহার কন্যা দেবযানীর সহিত সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় মহারাজা যযাতির বিবাহ হইয়াছিল। যযাতির ঔরসে ঐ দেবযানীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ যদুর উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকানুসারে ঐ যদুকেও 'সূত' বলিতে হয়। ঐ একাদশ শ্লোক এই প্রকার,—

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥"

উক্ত স্মৃতিনির্দ্দেশিত শ্লোকানুসারে যযাতিপুত্র যদুও যে সূত ছিলেন তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি মতে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়। সেইজন্য অবশ্য ঐ শ্রীকৃষ্ণকে সূত বলিতে হয়। সেই স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণোদিত সূত শ্রীকৃষ্ণ নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মবিষ্ণু। তিনিই গোলকনাথ হরি। ঐ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূতবংশীয় হইয়াও সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং নানা সময়ে নানা প্রকার বৈদিক ক্রিয়াকলাপেও রত হইতেন। তবে কি প্রকারে বলা হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজেরই কেবল সর্ব্ববেদাধ্যয়নে অধিকার আছে? শূদ্রের কিম্বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতির অধিকার নাই। সূতজাতিকে কোন শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের কোন বর্ণই বলা হয় নাই। নানা শাস্ত্রানুসারে সূতকে বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। অথচ সেই বর্ণসঙ্কর সূত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববেদ অধ্যয়নও করিয়াছিলেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং গীতা প্রভৃতিতে ঐ চতুর্ব্বেদসম্মত কত উপদেশও দিয়াছিলেন। প্রমাণ করা হইয়াছে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মনুর মতে কেহ

বর্ণসঙ্কর সূত জাতি বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাঁহার যোগ্যতা হইলে তিনি বেদাধ্যয়ন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত করিতে পারেন। তদ্দ্বারা তাঁহার কোন প্রত্যবায়ই হইতে পারে না।

স্মার্ত্তমতে শ্রীকৃষ্ণ সূত হইলেও মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি মতে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ই বলিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জাতিসম্বন্ধে মনুস্মৃতির সহিত উক্ত পুরাণসকলের সামঞ্জস্য করিতে হইলে ঐ উভয় মতই স্বীকার করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে সূতক্ষত্রিয় কিম্বা ক্ষত্রিয়সূতই বলিতে হয়। ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে মনুর মতানুসারে সূত বলিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়কেও সূত বলিতে হয় এবং প্রত্যেক সূতকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। অনেকের মতে বর্ত্তমান সূত্রধার বা ছুতার জাতিই সূতজাতি। মনুর মতে শ্রীকৃষ্ণকে সূত বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। বাইবেল্ মতে যিজাস্ ক্রাইষ্টের মাতা মেরীর পতিও সূত্রধার, ছুতার, সূত বা কার্পেণ্টার্ ছিলেন। সেইজন্য যিজাস্ ক্রাইষ্টকে "Son of a Carpenter"ও বলা হয়।

মনুর মতে বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভোৎপন্ন যে পুত্র তাহাকে 'মাগধ' বলা যায়। তাঁহারই মতে বৈশ্যকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন যে সন্তান তাঁহাকে বৈদেহ বলা হইয়া থাকে।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে আছে—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১২॥"

ঐ শ্লোকানুসারে শূদ্রঔরসে বৈশ্যাগর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি সেই পুত্র 'আয়োগব', শূদ্রঔরসে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত পুত্র 'ক্ষত্তা' এবং শূদ্রঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র চাণ্ডাল আখ্যায় আখ্যাত। শূদ্রের ঐ তিন প্রকার পুত্র এই তিন প্রকার বর্ণসঙ্কর।

মনুপ্রণীত—

ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।

আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যাস্তু ধিগ্বণঃ ॥ ১৫ ॥

শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণ দ্বারা উগ্রকন্যাপ্রসূত সুত 'আবৃত', অম্বষ্ঠকন্যা-প্রসূত সুত 'আভীর' ও আয়োগবকন্যাপ্রসূত সুত 'ধিগ্বণ'।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে 'পুকশ' জাতি এবং 'কুক্কুটক' জাতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কশঃ।

শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ ॥১৮॥"

ঐ শ্লোকানুসারে 'পুক্কশের' উৎপত্তি 'নিষাদ' ও শূদ্রসুতা হইতে। ঐ শ্লোকানুসারে 'কুক্কুটকের' উৎপত্তি শূদ্র ও নিষাদকন্যা হইতে।

'শ্বপাক' ও 'বেণ' জাতির উৎপত্তিবিষয়ে মনুর এই প্রকার শ্লোক আছে—

"ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে।

বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে ॥ ১৯ ॥"

ঐ শ্লোক স্বীকার করিলে ক্ষত্তা ও উগ্রকন্যা হইতে 'শ্বপাক', বৈদেহ ও অম্বষ্ঠকন্যা হইতে 'বেণ' উৎপন্ন হইয়াছেন স্বীকার করিতে হয়।

কোন দ্বিজব্রাহ্মণের সবর্ণাপত্নীগর্ভোৎপন্ন পুত্রের উপনয়ন না হইলে তাঁহাকে 'ব্রাত্য ব্রাহ্মণ' বলা যাইতে পারে। কোন দ্বিজক্ষত্রিয়ের সবর্ণাপত্নীগর্ভোৎপন্ন পুত্রের উপনয়ন না হইলে তাঁহাকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' বলা যাইতে পারে। কোন দ্বিজবৈশ্যের সবর্ণাপত্নীগর্ভোৎপন্ন পুত্রের উপনয়ন না হইলে তাঁহাকে 'ব্রাত্য বৈশ্য' বলা যাইতে পারে। ব্রাত্যগণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ ॥২০॥"

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তিন প্রকার ব্রাত্যের মধ্যে ব্রাত্যব্রাহ্মণ তাঁহার সবর্ণা-ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইলে যদি তাঁহাদের পুত্রোৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই পুত্রকে 'ভূর্জ্জকণ্টক', 'আবন্ত্য', 'বাটধান', 'পুষ্পধ' কিম্বা 'শৈখ' বলা যাইতে পারে। ঐ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥ ২১ ॥"

মনুর মতে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সবর্ণাকামিনী গর্ভসম্ভূত যে পুত্র তাহাকে 'ঝল্ল', 'মল্ল', 'নিচ্ছিবি', 'নট', 'করণ', 'খস' কিম্বা 'দ্রবিড়' বলা যাইতে পারে। সে সম্বন্ধে মনুসংহিতার এই প্রকার শ্লোক—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥ ২২ ॥"

ব্রাত্যবৈশ্য সবর্ণাকামিনীর সহিত সঙ্গত হইলে যে পুত্রোৎপন্ন হয় তাহাকে 'সুধন্বা', 'আচার্য্য', 'কারূষ', 'বিজন্মা', 'মৈত্র', কিম্বা 'সাত্বত' বলা যাইতে পারে। ঐ তত্ত্বসম্বন্ধে মনুর এই প্রকার মূল শ্লোক—

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥ ২৩ ॥"

আয়োগবজাতীয় নারীর সহিত দস্যুজাতীয় পুরুষ সঙ্গত হইলে যে সন্তান হয় সেই সন্তানকে 'সৈরিন্ধ্র' বলা হইয়া থাকে। সৈরিন্ধ্র সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

"প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরায়োগবে ॥ ৩২ ॥"

বৈদেহজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক আয়োগবজাতীয়া নারীর পুত্র হইলে সেই পুত্রকে 'মৈত্রেয়' বলা হয়। মৈত্রেয় জাতি সম্বন্ধে মনু তাঁহার সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধূকং সম্প্রসূয়তে।
নৄন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে॥"

আয়োগবজাতীয়া নারীগর্ভে নিষাদজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক সন্তান হইলে তাহাকে 'মার্গব', 'দাশ' অথবা কৈবর্ত্ত কহা যায়। ঐ জাতি সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥ ৩৪॥"

নিষাদ ও বৈদেহী সংশ্রবে 'কারাবর' জাতি। বৈদেহজাতীয় পুরুষের সহিত কারাবরজাতীয়া নারীর সংশ্রবে 'অন্ধ' জাতি। বৈদেহ-জাতীয় পুরুষ সহিত নিষাদজাতীয়া নারীর সংশ্রবে 'মেদ' জাতি। ঐ ত্রিবিধ জাতি সম্বন্ধে মনুর নির্ণয় এই প্রকার—

"কারাবরো নিষাদাৎ তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ॥ ৩৬॥"

চাণ্ডালের সহিত বৈদেহী জাতীয়া নারীর সংশ্রবে "পাণ্ডুপাক" জাতির উৎপত্তি। নিষাদবৈদেহী সংশ্রবে 'আহিণ্ডিকের' উৎপত্তি। ঐ দুই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে আছে—

"চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্ত্বক্‌সারব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে॥"

চাণ্ডালপুক্কসীর সন্তান 'সোপাক' জাতি। ঐ জাতি সম্বন্ধে মনুর নির্দ্দেশ

চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যা জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ ॥ ৩৮ ॥"

চাণ্ডালনিষাদীসম্ভূত 'অন্ত্যাবসায়ী' জাতি। ঐ অন্ত্যাবসায়ীরই অপর নাম মুর্দ্দাফরাস্ দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত জাতি সম্বন্ধে মনুর মত এই প্রকার—

"নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্ ॥ ৩৯ ॥"

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে

"শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪ ॥"

বলায় অবধারিত হইয়াছে যে 'পৌণ্ড্রক', 'ঔড্র', 'দ্রাবিড়', 'কাম্বোজ', 'যবন', 'শক', 'পারদ', 'পহ্লব', 'চীন', 'কিরাত', 'দরদ', ও 'খশ' দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়ায় এবং ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপ বিহীনতা জন্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সকল ক্ষত্রিয় যদ্যপি কেবল সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেককেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়, করণ বা কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারিত।

মনুর—

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।

ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫ ॥"

শ্লোকানুসারে মুখ, বাহু, উরু এবং পদজ বর্ণগণের স্ব স্ব বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপের লোপ হইলে তাঁহারা সকলেই বহির্জাতির মধ্যে পরিগণিত হন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ আর্য্যভাষায় কথা কহিলেও অনার্য্য দস্যুপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন্ তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিলেও সেই দস্যুই থাকেন। মনুর মতে তাঁহাদের কাহাকেও সে অবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র বলা যায় না। ইদানী ঐ প্রকার জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অনেকই বিদ্যমান। অথচ তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন! ইদানী ঐ চতুর্ব্বর্ণের কেহ দস্যু হইলেও জাতিভ্রষ্ট হন্ না। সেটী কেবল আধুনিক আর্য্যসমাজের অদ্ভূত মহিমার পরিচায়ক!

শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ত্রিবর্ণেরও অসবর্ণবিবাহে আপত্তি হইতে পারে না। কেননা ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রীয়ার উৎপত্তির কথা ত বলা হয় নাই। বৈশ্যেরই ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপত্তি, বৈশ্যার ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপত্তির কোন বিবরণই নাই। এইজন্য বলি বৈশ্যা বৈশ্য-সম্বন্ধে অসবর্ণ হইলেও বৈশ্য তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। শূদ্র ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রানীর উৎপত্তির কোন বিবরণই নাই। শূদ্রও অসবর্ণবিবাহ করেন্ প্রমাণ হইতেছে। তবে অসবর্ণবিবাহে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি বলিয়া সেই জাতির প্রতি অনেকেরই ঘৃণা কেন?

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির উল্লেখ আছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত

জাতির পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয়ই উজ্জ্বল। মূর্দ্ধাভিষিক্তের পিতা বিপ্র ও মাতা ক্ষত্রকন্যা। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। ঐ প্রকার অসবর্ণ বিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ অনেক শাস্ত্রেই আছে। বিশেষতঃ ঐ প্রকার বিবাহের উল্লেখ অনেক স্মৃতিতেই আছে। সেইজন্যই ঐ প্রকার বিবাহ দুষ্য নহে। কলিকালে ঐ প্রকার বিবাহ অপ্রচলিত হইবার প্রসঙ্গ কোন স্মৃতিতেই নাই। অতএব স্মৃতিমতে ঐ প্রকার বিবাহ চারিযুগের জন্যই। ভারতবর্ষীয় কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অদ্যাপি অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। তাঁহারা অদ্যাপি ঐ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণেও স্মৃতিমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলে অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে অসবর্ণ বিবাহের লোপ হয় নাই। চারিবর্ণের মধ্যেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলে পরস্পর সহানুভূতি থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। যেহেতু বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা বিশেষ ঘনিষ্ঠতাই হইয়া থাকে।

মহারাজা দশরথ বাল্মীকিপ্রণীত এবং অন্যান্য রামায়ণমতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল ক্ষত্রিয়কন্যাদিগকেই বিবাহ করেন নাই। তিনি কতকগুলি বৈশ্য এবং শূদ্রকন্যাদিগকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় নাই। নীচজাতীয় ললনার অঙ্গসঙ্গ করিবার সময় এরূপ কার্য্য করিতে হয় যদ্দ্বারা কতকগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোকানুসারেই জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিৎ।

পূর্ব্বযুগত্রয়ে অসবর্ণ বিবাহ এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। অতি শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যের দুহিতার সহিত ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ঐ উদাহরণানুসারে ব্রাহ্মণকন্যারও ক্ষত্রিয় সহিত বিবাহের শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাভারতানুসারে অবগত হওয়া যায় দেবযানীর ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহের পরও তিনি পিত্রালয়ে

থাকিতেন ও যাইতেন। তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ পিতাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় নাই। সমাজে তাঁহার সম্ভ্রমেরও হানি হয় নাই। তবে কোন কোন ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা এবং অপবাদ ঘোষণা করা হয় কেন? অসবর্ণ বিবাহ যদি দোষণীয় হইত তাহা হইলে অনেক প্রসিদ্ধ স্মৃতিকর্ত্তা, রামায়ণরচয়িতা বাল্মীকি এবং প্রসিদ্ধ মহাভারতকর্ত্তা তাহার ব্যবস্থা দিতেন না।

অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার করিলে, এঁকের নানাযোনিপরিভ্রমণ স্বীকার করিলে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির অন্ন না গ্রহণ করিতে পারেন?

বিষ্ণুসংহিতার মতে ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণীয়া নারীর সহিতই পরিণয় হইতে পারে। তদ্দ্বারাও তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। উক্ত সংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"ব্রাহ্মণস্য চতুর্ষু বর্ণেষু চেৎ পুত্রা ভবেয়ুস্তে পৈতৃকমৃক্থং দশধা বিভজেয়ুঃ। ১। তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোহংশানাদদ্যাৎ।২। ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্। ৩। দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ। ৪। শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্। ৫। অথ চেচ্ছূদ্রাপুত্রবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য পুত্রত্রয়ং ভবেত্তদা তদ্ধনং নবধা বিভজেয়ুঃ। ৬। বর্ণানুক্রমেণ চতুস্ত্রিদ্বিভাগীকৃতানংশানাদদ্যুঃ। ৭। বৈশ্যবর্জ্জমষ্টধাকৃতং চতুরস্ত্রীনেকঞ্চাদদ্যুঃ। ৮। ক্ষত্রিয়বর্জ্জং সপ্তধাকৃতং চতুরো দ্বাবেকঞ্চ। ৯। ব্রাহ্মণবর্জ্জং ষড়্ধাকৃতং ত্রীন্ দ্বাবেকঞ্চ। ১০।

নানা শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের একাধিক পতি করিবার ব্যবস্থা নাই। স্মার্ত্তমতে কোন স্ত্রীলোকের পতি মৃত হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহার বিবাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীলোকের বহুপতিবরণ জন্য ব্যভিচার সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইজন্য অদ্যাপি আর্য্যশাস্ত্রজ্ঞ আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ

কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই নারীর বহুবিবাহ সমর্থিত হয় না। যদিও নানা শাস্ত্রানুসারে পুরুষের পক্ষে বহুভার্য্য হওয়া দোষের কথা নহে তথাপি আমাদের বিবেচনায় পুরুষের একপত্নীক হইলেই বিশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে। এক্ ব্যক্তির বহু পত্নী থাকিলে তাঁহাকে অনেক সময়েই নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বহুভার্য্যগণকে বহু হানি স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের সর্ব্বদাই অসুখ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের কার্য্যশৃঙ্খলতা থাকে না। তাঁহারা বারম্বার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গদোষে দূষিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধেও বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। তাঁহার পত্নীগণের মধ্যেই অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে প্রায় কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎকালে একজন ব্রাহ্মণ ত্রিবর্ণীয়া বহু ভার্য্যাই গ্রহণ করিতে পারিতেন। সেই ত্রিবর্ণীয়া ভার্য্যাগণ মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাগণও ধৃত হইয়া থাকেন। নানা স্মৃতি অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে পুরাকালে অসবর্ণ বিবাহ দ্বারাও কোন ব্রাহ্মণকে, কোন ক্ষত্রিয়কে অথবা কোন বৈশ্যকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত না। বিবিধ স্মৃতি এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়কন্যা অথবা বৈশ্যকন্যা বিবাহ জন্য যদ্যপি জাতিভ্রষ্ট না হইতে হয় তাহা হইলে তাঁহার ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যান্ন গ্রহণেই বা কি দোষ হইতে পারে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাকে ঐ কন্যাগণের অধরামৃত পর্য্যন্ত পান করিতে হয়। তাঁহার কথিত কন্যাগণের অন্ন গ্রহণ করিতে কি বাকী থাকে? তাহাও কোন না কোন প্রকারে গৃহীত হইয়া থাকে।

অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা মনুসংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতিতে আছে। নানা স্মৃতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার করিতে হইলে জাতিবিভাগ স্বীকারই করা যায় না। বিশেষতঃ স্মৃতি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেহেতু অদ্যাপিও স্মৃতিমতানুসারেই আর্য্যসন্তানগণের দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি সুসম্পন্ন হইতেছে। প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের পক্ষেই স্মৃতি অলঙ্ঘনীয়। সেই স্মৃতি নির্দ্দেশানুসারেই অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতএব সেইজন্য স্মৃতি অনুসারেই জাতিবিভাগ স্বীকার করা যায় না।

জাতিতত্ত্ব।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ভগবান বিষ্ণুর মতে কোন ব্যক্তির সবর্ণা ভার্য্যাতে যে সন্তানোৎপাদিত হয়, সেই সন্তানকেই সবর্ণ সন্তান বলা যায়। সেই সন্তানই পবিত্রপরিণয়ের ফল। ঐ প্রকার সন্তান সম্বন্ধে ভগবান বিষ্ণুকথিত বিষ্ণুসংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। ১।"

কোন ব্যক্তির অনুলোমা ভার্য্যাতে যে সন্তানোৎপন্ন হয়, বিষ্ণুর মতে সেই সন্তান স্বীয় পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। তাঁহার মতে সেই সন্তানের স্বীয় মাতৃবর্ণই হইয়া থাকে। ঐ প্রকার সন্তান প্রশংসিত নহে। ঐ প্রকার সন্তান বর্ণসঙ্কর শ্রেণীরই অন্তর্গত। ঐ প্রকার বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর আবার নানাবিভাগ আছে। বিষ্ণুপ্রণোদিত বিষ্ণুসংহিতানুসারে চতুর্ব্বর্ণীয় কোন পুরুষের ঔরসে তাঁহার কোন প্রতিলোমা পত্নীর গর্ভে কোন সন্তান সম্ভূত হইলে, সেই সন্তান নিন্দাভাজনই হইয়া থাকে। উক্ত বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতায় এই প্রকার শ্লোক আছে,—

"প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ। ৩।"

প্রত্যেক প্রতিলোমাগর্ভজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত। ভগবানের অবতার প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকেও প্রসিদ্ধ স্মৃতি মনুসংহিতা এবং

বিষ্ণুকথিত বিষ্ণুসংহিতানুসারে বর্ণসঙ্করবংশীয় বলা যাইতে পারে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি মতে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়। পূর্ব্বনির্দ্দেশিত শাস্ত্রচতুষ্টয়ানুসারে মহাত্মা যদুর পিতা ক্ষত্রিয় যযাতি মহারাজা এবং তাঁহার মাতা দৈত্যগুরু ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের দুহিতা। অতএব মনু এবং বিষ্ণুর মতে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের মতানুসারে যদুকে বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর অন্তর্গত স্বতই বলিতে হয়। মনুসংহিতা এবং বিষ্ণুসংহিতার মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভোৎপন্ন যে সন্তান তাহাকেই সূত বলা হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে বিষ্ণুকথিত নিম্ননির্দ্দেশিত শ্লোকে উল্লেখ আছে,—

"চাণ্ডালবৈদেহকসূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ।৬।"

উক্ত শ্লোকানুসারে মহাত্মা যদুকেও অবশ্যই সূত বলা যাইতে পারে। যেহেতু মহাভারত প্রভৃতি মতে তাঁহারও জন্ম ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণী হইতে। পূর্ব্বে মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতানুসারে স্পষ্টই প্রমাণ করা হইয়াছে যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণী হইতে সূত জাতির উৎপত্তি। যদুরও ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণী হইতে উৎপত্তি। অতএব সেইজন্য যদুকেও সূত জাতির অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। স্মৃতিমতে যদু সূতজাতির অন্তর্গত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও সূত বলিতে হয়। তিনি মহাত্মা অর্জ্জুনের সারথি হইয়াও নিজের সূতত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ স্মৃতি মতেই সূতজাতীয় ব্যক্তিগণই সারথি হইয়া থাকেন। ঐ বিষয়ে বিষ্ণু-সংহিতার ষোড়শোঽধ্যায়ে এই প্রকার বিষ্ণুবাক্য আছে,—

"অশ্বসারথ্যং সূতানাম্। ১৩।"

সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি মতে শ্রীকৃষ্ণকে সূতবংশীয় বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। স্মৃতি মতে সূত এক্ প্রকার বর্ণসঙ্কর। স্মার্ত্ত প্রমাণানুসারে

শ্রীকৃষ্ণ সূতবংশীয়। সূতবংশীয় যিনি, তিনিও অবশ্যই সূত। শ্রীকৃষ্ণও সূতবংশীয় ছিলেন। অতএব তাঁহাকেও সূত বলিতে হয়। পূর্ব্বেই স্মৃত্যানুসারে সূতের বর্ণসঙ্করতা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণও সূত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও বর্ণসঙ্কর বলিতে হয়। কিন্তু তিনি বর্ণসঙ্করবংশীয় বর্ণসঙ্করপুত্র বর্ণসঙ্কর হইলেও সমস্ত প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বর্ণসঙ্করগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত, ভগবান বলিয়া স্বীকৃত এবং পূজিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য উপাসকাপেক্ষা জগতে তাঁহার উপাসকই অধিক। অধুনা অনেক ইংরাজ এবং ইউরোপীয় অন্যান্য অনেক জাতির অনেক ধর্ম্মাত্মাই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তাঁহার New Dispensation নামক ধর্ম্মপত্রিকার কোন সংখ্যায় সে সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ আছে। তিনি উক্ত ধর্ম্মপত্রিকায় স্পষ্টাক্ষরে শ্রীকৃষ্ণকে "God the Father" বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই বলি শাস্ত্রানুসারেও কোন নীচকুলে কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইলে, তিনি শাস্ত্রানুসারেই মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত, সম্মানিত, আদৃত এবং পূজিত হইতে পারেন। তাহা স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নীচকুলোদ্ভব হইয়া মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতানুসারে কৃষ্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুরুদেব মহাত্মা ঈশ্বরপুরীও আর্য্য-বর্ণবিভাগানুসারে অতিনীচকুলোদ্ভব ছিলেন বলিতে হয় এবং তাঁহার নিজবাক্যেও ঐ প্রকার প্রকাশ আছে। তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু সকাশে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন,—

"বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

এই শ্রীধাম নবদ্বীপে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবিশ্বম্ভরদেব বা শ্রীনিমাইপণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের, শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের বা শ্রীনিমাইপণ্ডিতের দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীই প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবতানুসারে "শূদ্রাধম" ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরপুরী "শূদ্রাধম" হইয়াও বিবিধ প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসারে প্রমাণিত পরমেশ্বরাবতার সদ্‌ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। যে চৈতন্যমহাপ্রভুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে, যে চৈতন্যমহাপ্রভুর অমানষী প্রতিভাবলে কেশবকাশ্মীরীর ন্যায় অদ্ভুত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও পরাস্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও "শূদ্রাধম" শব্দে অভিহিত যে ঈশ্বরপুরীকে স্বয়ং প্রার্থনা দ্বারা গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, সে ঈশ্বরপুরীর কিরূপ শ্রেষ্ঠতা, কিরূপ মহিমা তাহা প্রত্যেক জ্ঞানভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অবশ্যই মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরী অপেক্ষা গুরু করিবার যোগ্য অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রাপ্ত হন নাই। সেইজন্যই তিনি, স্বয়ং অদ্বৈতের নিকটে আপনাকে যিনি "শূদ্রাধম" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই ত্রাণকর্ত্তা গুরুর আসনে উপবেশন করাইয়া গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুরুকরণদৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিলে জাতীয়গৌরবাপেক্ষা, বংশমর্য্যাদাপেক্ষা গুণকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই অবধারিত হয়,. দিব্যজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি এবং পরমপ্রেমেরই শ্রেষ্ঠতা অবধারিত হয়। ঐ সকলেরই মহীয়সী শক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হয়। যে পরমেশ্বরের অবতার শ্রীকৃষ্ণকে স্মৃতি মতানুসারে সূত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের সূতবংশে জন্মবশতঃ তিনি সর্ব্ববর্ণ কর্ত্তৃক সম্মানিত, আদৃত, বন্দিত এবং পূজিত হন্ না। তাঁহার অদ্ভুত ঐশী শক্তি বশতই তিনি সর্ব্ববর্ণ কর্ত্তৃক

আদৃত, সম্মানিত, বন্দিত এবং পূজিত হইয়া থাকেন। ঐ কারণেই তিনি পূর্ব্বেও আদৃত, সম্মানিত, বন্দিত এবং পূজিত হইয়াছেন। ভবিষ্যকালেও তিনি ঐ কারণেই আদৃত, সম্মানিত, বন্দিত এবং পূজিত হইবেন। জাতিমর্য্যাদা, বংশমর্য্যাদা না থাকিলেও কোন ব্যক্তি যগুপি কোন অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন হয়েন তাহা হইলে তিনিও আদর, সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইবার যোগ্য। এই ভারতবর্ষেই অনেক নীচকুলে অনেক অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন অনেক মহাপুরুষই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আপনাদিগের অদ্ভুতশক্তিবলে পূজ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের রঘুনাথদাসের কায়স্থকুলে জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অগ্যাপিও গোস্বামী উপাধি দ্বারা জনসমাজে সম্মানিত হইতেছেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই তাঁহাকে গোস্বামী বলা হইয়াছে। যে কায়স্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং হইতেছেন তিনি অবশ্যই অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। যেহেতু পুরাকালে গোস্বামী উপাধি কোন সামান্য লোককে প্রদান করা হইত না। পুরাকালে ব্যাস শুকদেব প্রভৃতির গোস্বামী উপাধি ছিল। অগ্যাপিও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে গোস্বামী বলা হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতির জ্ঞান, ভক্তি এবং প্রেম দ্বারা বিশেষ শ্রেষ্ঠতা না হইলে তিনি গোস্বামী হইবার যোগ্য হন্ না। ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থানুসারে মহাত্মা শ্যামানন্দ সদ্গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরানুসারে তিনিও গোস্বামী উপাধি দ্বারা ভূষিত ছিলেন। তিনিও স্বীয় জাতিমর্য্যাদা এবং বংশমর্য্যাদানুসারে গোস্বামী উপাধি সম্পন্ন হন্ নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় অনেকে তাঁহাকে সীতানাথ অদ্বৈতপ্রভুর অবতারও বলিতেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থানুসারেও তিনি অদ্বৈতপ্রভুর অবতার। যাঁহাকে নরোত্তমঠাকুর বলা হয় তাঁহারও ব্রাহ্মণকুলে

জন্ম হয় নাই। তিনিও কায়স্থকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্ভুত প্রেমভক্তি বশতই তিনি ঠাকুর উপাধি পাইয়াছিলেন। নরোত্তম-বিলাস্ প্রভৃতিতে তিনি ঠাকুর ও ঠাকুরমহাশয় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। অদ্যাপিও বহু ভক্তিমান ব্যক্তি তাঁহাকে ঠাকুরমহাশয় বলিয়া থাকেন। অদ্যাপিও 'ঠাকুরমহাশয়' উপাধি ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব গুরুগণকেই অনেকে দিয়া থাকেন। অদ্যাপিও ঠাকুর শব্দের অর্থ দেবতা অথবা ব্রাহ্মণবাচক বলিয়া প্রচলিত আছে। শ্রেষ্ঠগুণকর্ম্মানুসারে, অনুপম প্রেম ভক্তিবলে কায়স্থকুলভূষণ মহাত্মা নরোত্তমও ঠাকুর হইয়াছিলেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের কতিপয় গ্রন্থানুসারে নরোত্তমঠাকুর পুরুষোত্তম নিত্যানন্দপ্রভুর অবতার। বর্ত্তমানকালেও অনেক ভক্ত তাঁহাকে নিত্যানন্দপ্রভুর অবতার বলিয়া থাকেন। অসাধারণ নরোত্তম ঠাকুরেরও বহু শিষ্য ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার শিষ্যবংশীয়গণের অনেকেই জীবিত আছেন। তাঁহারা অদ্যাপিও নরোত্তমপরিবারস্থ বলিয়া গৌরবান্বিত হইতেছেন। তাঁহারা কোন পরিবারের অন্তর্গত জিজ্ঞাসিত হইলে, আপনাদিগকে নরোত্তমপরিবারের অন্তর্গত বলিয়া অদ্যাপিও পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ মণিপুররাজবংশীয়গণের মধ্যে সকলেই ঐ নরোত্তম-পরিবারের অন্তর্গত। মণিপুরের রাজাও নরোত্তমপরিবারস্থ। মণিপুর-রাজ্যের অধিকাংশ লোকই নরোত্তমঠাকুরের পরিবারস্থ। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই মহাত্মা নরোত্তমঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। ইদানী অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে যে নরোত্তমচরিত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সংক্ষেপে মহাত্মা নরোত্তমসম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। সেই গ্রন্থখানি নরোত্তমসম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থাবলম্বনে রচিত। সেইজন্যই তন্মধ্যে নরোত্তমসম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্তই আছে। কথিত নরোত্তমঠাকুর ব্যতীত অন্যান্য অনেক মহাপুরুষই অনেক

অব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সকল কুল পবিত্র করিয়াছিলেন। এই নবদ্বীপধামে সিদ্ধচৈতন্যদাস নামে যে মহাপুরুষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহারও জন্ম ব্রাহ্মণকুলে হয় নাই। তিনি স্বীয় জন্ম দ্বারা বৈদ্যকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় শিষ্যগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহার মানবাকারে এই নবদ্বীপধামে অবস্থানকালে কত ব্রাহ্মণপণ্ডিতও তাঁহার চরণামৃত পান এবং প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এ বিবরণ নবদ্বীপের অনেক ভক্তই অবগত আছেন। পরমভক্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরলোকগত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহোদয়ও মহাত্মা সিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজীর কতকগুলি ব্রাহ্মণশিষ্য ব্যতীত অন্যান্যজাতীয় অনেক শিষ্যও ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার নানাজাতীয় শিষ্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধবাবাজী মহাশয়ের বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস নামে একজন ভক্তিমান শিষ্য ছিলেন। তিনি মুচীকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারও বহু সদ্বংশীয় এবং সদ্বংশীয়াগণ শিষ্য ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী অনেক সময়েই গৌরনামে উন্মত্তবৎ হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। যৎকর্ত্তৃক রামাৎ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই মহাত্মা রামানন্দের রুহিদাস বা রুইদাস নামে একজন মহা-ভক্তিসম্পন্ন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারও মুচীকুলে জন্ম-গ্রহণ হইয়াছিল। এখনো পর্য্যন্ত সেই মহাত্মা রুহিদাসের একটী সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপিও মুচীকুলোদ্ভব অনেকেই আপনাদিগকে মুচী বলিয়া পরিচিত না করিয়া, 'রুহিদাস' বা 'রুইদাস' বলিয়া পরিচিত করেন। তাঁহারা আপনাদিগের কুলগৌরববৃদ্ধি জন্যই ঐ প্রকার পরিচয় দিয়া থাকেন। রুহিদাসের ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা এক শিষ্যা ছিলেন।

তিনি উত্তরবাহিনীগঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কাশীনগরীর অধীশ্বরী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে অনেকেই 'রাণী' বলিত। তাঁহার নাম কালী ছিল বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে 'কালীরাণী' বলিতেন। সেই কাশীধামের 'কালীরাণী' মহাভক্তিমতী ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে তাঁহার পরম প্রীতি ছিল। তিনি সাক্ষাৎ শান্তিমূর্ত্তী ছিলেন। তিনি এবং কাশীধামের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই তাঁহার গুরুদেব শ্রীরুহিদাস মহাত্মাকে রামচন্দ্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উক্ত রুহিদাস মহাত্মার গলে স্বর্ণোপবীত লম্বিত দেখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচর হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রুহিদাস সম্বন্ধে প্রামাণ্য অনেক কথা বলিবারই আছে। প্রবন্ধ-বৃদ্ধিভয়ে সে সমস্ত এই স্থলে বলা হইল না। প্রসিদ্ধ ভক্তমালগ্রন্থে রুহিদাস সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্তই নিহিত আছে। উদাহৃত রুহিদাস ব্যতীত এই ভারতবর্ষে অনেক মহাত্মা ভক্তই মুচীকুলে জন্মপরিগ্রহ দ্বারা সেই নীচকুলকেও সুপবিত্র করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও মুচীকুলে এবং অন্যান্য অনেক বর্ণসঙ্করকুলে অনেক ভক্ত আছেন। এই নবদ্বীপেই কত নীচ-কুলে কত ভক্ত আছেন। মুচীকুলোদ্ভব ভুবন বা ভুব্‌নোকে এই নবদ্বীপের অনেকেই জানেন। অনেক হরিভক্তের বিবেচনায় সে ব্যক্তিও হরিভক্তিসম্পন্ন। আমরাও সে ব্যক্তিতে ভগবজ্জনোচিত ভক্তির অনেক লক্ষণ দেখিয়াছি। আমরা সময়ে সময়ে ভুবনকে হরিনামশ্রবণে বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি, হরিসঙ্কীর্ত্তনে পুলকিত হইতে দেখিয়াছি। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণে ও বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় অধ্যাত্ম-রামায়ণে গুহরাজার বৃত্তান্ত আছে। ঐ গুহরাজাকেই (তাঁহার চণ্ডাল-কুলে জন্ম জন্য) গুহকচণ্ডাল বলা হইয়া থাকে। ঐ গুহকচণ্ডালের সহিত শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা ছিল। ভগবানের সহিত

যে চণ্ডালের মিত্রতা তিনি কত মহান, তিনি কত ভক্তিমান তাহা বর্ণনায় বর্ণনা করা যায় না। কোন নরের সঙ্গেই তাঁহার উপমা হয় না। নানাশাস্ত্রানুসারে ভগবদ্ভক্তের উপমাই কোন নর, কোন নারী কিম্বা অন্য কোন জীবের সহিত হয় না। তবে যে ব্যক্তি ভগবানের সখা, তাঁহার তুলনা জাগতিক কোন জীবের সহিত দিব? যিনি চণ্ডাল-বংশীয় হইয়াও পরমেশ্বরের সখা হইয়াছেন তিনি যে জগতের সমস্ত পবিত্র জাতীয়গণ অপেক্ষা পবিত্র, তিনি যে জগতের সমস্ত পবিত্র বংশীয়-গণাপেক্ষা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যাসসংহিতার মতানুসারে সগোত্রা ভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন যে সন্তান, তাহাকেও এক্ প্রকার চণ্ডাল বলা যায়। তাঁহার মতে ত্রিবিধ চণ্ডাল। তিনি বারাণসীক্ষেত্রে ত্রিবিধ চণ্ডাল সম্বন্ধে, তাঁহার স্মৃতিবিষয়ক উপদেশ-সকল শ্রবণেচ্ছু মুনিগণকে এই প্রকার কহিয়াছিলেন,—

"কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ ৯।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে স্বায়ম্ভুবমনুর সহোদরা শতরূপা ছিলেন। সেই জন্যই বলিতে হয় স্বায়ম্ভুব মনুর যে গোত্রে জন্ম হইয়াছিল শতরূপারও সেই গোত্রে জন্ম হইয়াছিল। অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে মনুর সহিত শতরূপার বিবাহ হইয়াছিল, এ বৃত্তান্তও অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে মনু ও শতরূপার এক্ কন্যার সহিত শাণ্ডিল্যের পিতার বিবাহ হইয়াছিল। অতএব শাণ্ডিল্যের ব্রাহ্মণঔরসে জন্ম হইয়া থাকিলেও, তাঁহার মাতা ক্ষত্রিয়কন্যা হইলেও ব্যাস-

সংহিতানুসারে তাঁহাকেও এক্ প্রকার চণ্ডাল বলিতে হয়। যেহেতু তাঁহার পিতার এবং মাতার এক্ গোত্রে, এক্ বংশে, এক্ পিতা হইতে জন্ম হইয়াছিল। ব্যাসসংহিতার মতে কোন ব্যক্তির মাতাপিতার সমানগোত্রে জন্ম হইয়া থাকিলে, সেই ব্যক্তিকেও এক্ প্রকার চণ্ডাল বলা যায়। ঐ বিষয়ের প্রমাণ দিবার জন্য পূর্ব্বেই ব্যাসসংহিতার প্রথমোঽধ্যায়োক্ত নবম শ্লোকের কিয়দংশ এবং দশম শ্লোকের কিয়দংশ, উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ব্যাসসংহিতানুসারে অসামান্য শাণ্ডিল্যকেও এক্ প্রকার চণ্ডাল বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহার বংশাবলীকেই বা কি প্রকারে অচণ্ডাল বলা যাইবে? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ প্রকার প্রধান গোত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। কথিত শাণ্ডিল্যের নামানুসারে ঐ প্রসিদ্ধ পুরাণ মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রেরও নির্দ্দেশ আছে। ভারতবর্ষের যে সকল ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, ব্যাসসংহিতানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেককেও অবশ্যই চণ্ডাল বলা যাইতে পারে কিন্তু মহাভারতে আছে,—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।"

অতএব শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কোন ব্যক্তি যদ্যপি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন্ মহাভারতানুসারে তাঁহাকে কখনই চণ্ডাল বলা যাইবে না। মহাভারতানুসারে তাঁহাকে মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে শাণ্ডিল্যগোত্রোৎপন্ন যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন, মহাভারতানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকেও 'মুনিশ্রেষ্ঠ' ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? ভবিষ্যকালেও সুপ্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্যগোত্রে যে সমস্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিবেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতানুসারে নিশ্চয়ই সুধীগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রত্যেকেও 'মুনিশ্রেষ্ঠ' বলিয়া পরিগণিত হইবেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শাণ্ডিল্যও অভক্ত ছিলেন না। তাঁহার

উচ্ছ্বসিত পরাভক্তির পরিচয় 'শাণ্ডিল্যসূত্র' নামক ভক্তিমীমাংসা সম্বন্ধীয় পরম গ্রন্থই দিতেছেন। অতএব মহাপুরাণ শ্রীমহাভারতানুসারে পরমভক্ত মহাপুরুষ শাণ্ডিল্যকেও মুনিশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে এবং বলাও উচিৎ। প্রসিদ্ধ ব্যাসসংহিতানুসারে, প্রসিদ্ধ মহাভারতানুসারে অতি সংক্ষেপে শাণ্ডিল্য এবং শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহাশয়গণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অনন্তর ভগবান কপিলদেব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে কপিলও শ্রীভগবানের এক্ অবতার। তাঁহার বৃত্তান্ত অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই আছে। মহাকবি বাল্মীকিপ্রণীত বিখ্যাত রামায়ণেও তাঁহার বৃত্তান্ত আছে। ঐ রামায়ণানুসারে কপিলের কোপেই সগরবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মঙ্গলময় বলিয়া, তাঁহার কোপও জগতের পরমমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। যেহেতু সগর-সন্তানগণ তাঁহার কোপে ধ্বংশ না হইলে, সেই ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মবারিকে, স্বর্গের সুরধুনীকে আমরা অদ্যাপি এই ভূলোকে দর্শন স্পর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতাম না। তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া অতিপাতকী, মহাপাতকী, পাতকী এবং উপপাতকীও উদ্ধার হইত না। সুরধুনী গঙ্গা যে পতিতপাবনী, স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডানুসারে তিনিই যে 'বিষ্ণুপদী', ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে তিনিই যে 'রাধাকৃষ্ণদ্রবোদ্ভবা', মানসতন্ত্রানুসারে তিনিই যে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর এক্প্রকার বিকাশ। অতএব সেই জন্য তিনিই ত শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও একপ্রকার বিকাশ। সেইজন্য তাঁহাকে আমরা বারম্বার প্রণাম করি। তাঁহার মহিমা স্বয়ং শিবই জানেন। সেইজন্যই বিশ্বেশ্বর শিব সেই বিশ্বেশ্বরী গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্যই বিশ্বেশ্বর শিব শঙ্করাচার্য্যরূপে সেই বিশ্বেশ্বরীর স্তব করিয়াছিলেন। আমরাও অদ্য সেই স্তব দ্বারা সেই হরমৌলি-নিবাসিনী পরমাজননীর স্তব করিতেছি,—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণী বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥ ১।
ভাগিরথি সুখদায়িনি মাত-
স্তবজলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং,
পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥ ২।
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিনি গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং,
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্॥ ৩।
তব জলমমলং যেন নিপীতং,
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ সক্তঃ॥ ৪।
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥ ৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে

পারাবারবিহারিণি গঙ্গে,
বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬।
তব চেন্মাতঃ স্রোতঃস্নাতঃ,
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭।
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে,
সুখদে শুভদে সেবকশরণ্যে ॥ ৮।
রোগং শোকং তাপং পাপং,
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥ ৯।
অলকানন্দে পরমানন্দে,
কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ,
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০।
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীন
স্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে,
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং,
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্॥ ১২।
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গা-ভক্তি-
স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ,
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥ ১৩।
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং,
বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং,
পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তঃ॥ ১৪।

কথিত স্তব দ্বারা কেবল শঙ্করাচার্য্যই গঙ্গামহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এরূপ নহে। সেই স্তব অদ্যাপিও কত গঙ্গাভক্তের গঙ্গার্চ্চনাসম্বন্ধে অবলম্বন হইতেছে। মহাত্মা দরাফ্ খাঁ মুসল্মান্‌বংশীয় হইয়াও সুপবিত্র সংস্কৃত ভাষায় যে গঙ্গাস্তব করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তদ্দ্বারা অদ্যাপি অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতও গঙ্গাস্তব করিয়া থাকেন। গঙ্গার মহিমার তুলনা নাই। গঙ্গা অনুপমা। কৃপাময়ী গঙ্গাদেবী রাজর্ষি ভগীরথের তপস্যায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন, কপিলাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সগরসন্তানগণকে উদ্ধার করিয়া অদ্যাপি সেই কপিলাশ্রমসন্নিহিত সাগরসঙ্গতা রহিয়াছেন। কপিলাশ্রম-সান্নিধ্যে সাগরের সহিত গঙ্গার যে সম্মিলনস্থান, সেই স্থানকে অদ্যাবধি 'গঙ্গাসাগর' বলা হইয়া থাকে। সেই গঙ্গাসাগরমাহাত্ম্য অনেক গ্রন্থেই

আছে। বিশেষতঃ পদ্মপুরাণে সেই মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপেই বর্ণিত আছে। অদ্যাবধি প্রতি বৎসরে পৌষ মাসের শেষাংশে সাগরদ্বীপে কত লোক বাস করিয়া থাকেন, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান, তত্তীরে দান এবং ভগবান কপিলদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তীর্থশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বহু পুণ্যজনক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পৌষী সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান প্রভৃতি করিয়া ভগবান কপিলদেবকে দর্শন ও পূজা প্রভৃতি করিয়া আপনাদিগের বাসস্থানে প্রত্যাগত হন্। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে গঙ্গা, গঙ্গাসাগর এবং কপিলাশ্রম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইল। ঐ সমস্ত ভগবান কপিলদেবের মাহাত্ম্যসূচক বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কপিলদেবের মাহাত্ম্যের শেষ নাই। তবে সামান্য এই প্রবন্ধে তাহার কি প্রকারে শেষ হইবে। কপিলদেবের পিতার নাম কর্দ্দম। দক্ষপ্রজাপতির ন্যায় তিনিও একজন প্রজাপতি ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতানু-সারে তাঁহাকেও মুনি বলা হইত। যদিও তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি অসবর্ণবিবাহ প্রথানুসারে উদারভাবে ক্ষত্রিয় মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুর দেবহূতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্যাস-সংহিতানুসারে তাঁহার ঔরসে ক্ষত্রিয়মনুকন্যা দেবহূতীর গর্ভে যে কপিলদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহাকেও এক্ শ্রেণীর চণ্ডাল বলা যাইতে পারে। যেহেতু ঐ ব্যাসসংহিতানুসারে দেবহূতী স্বয়ং চণ্ডালী ছিলেন। সেই চণ্ডালীগর্ভে তাঁহার উৎপত্তি জন্য তাঁহাকেও চণ্ডাল বলিতে হয়। কারণ অনেক স্মৃতি মতানুসারেই চণ্ডালীগর্ভোৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণের ঔরসজাত হইলেও তাঁহাকে স্বীয় মাতৃবর্ণ পাইতে হয়। কপিলের মাতা চণ্ডালী ছিলেন। অতএব তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও স্মার্ত্তমতানুসারে তাঁহাকে চণ্ডাল বলিয়াই পরিগণিত করিতে হয়। তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্মসকল দ্বারা, তাঁহার বিষয় বিচার করিতে হইলে,

তাঁহাকে শ্রেষ্ঠই বলিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে তিনি শ্রীভগবানের এক্ অবতার। অতএব সেইজন্য তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু ভগবানাপেক্ষা অন্য কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন। অন্য প্রবন্ধে মনুসংহিতা এবং বিষ্ণুসংহিতানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও সূত-জাতীয় বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য কি তাঁহার অসাধারণ মাহাত্ম্যের লোপ হইতে পারে? সেজন্য কি তিনি অভগবান হইতে পারেন? তাহা কখনই হইতে পারেন না। তিনি কিশোরবয়সের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত গোপান্ন ভক্ষণ করিয়াও কোন শাস্ত্রানুসারেই তিনি অভগবান বলিয়া প্রতিপন্ন হন্ নাই। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতির মতানুসারে তাঁহাকে ক্ষত্রকুলোদ্ভব ক্ষত্রই বলিতে হয়। ঐ সকল প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসারে তিনি ক্ষত্রকুলভব ক্ষত্র বলিয়া প্রমাণিত এবং পরিগণিত হইলেও তিনি কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূজ্য নহেন্? নানা শাস্ত্রানুসারে তিনি যে ব্রহ্মণ্যদেব। সেইজন্যই তাঁহাকে

> "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
> জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণীয় ভক্তগণও প্রণাম করিয়া থাকেন। সেইজন্য আমরাও তাঁহাকে

> "কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
> প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বারম্বার প্রণাম করিতেছি। উজ্জ্বল রামচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেও তাঁহাকেও অভগবান বলা যায় না। তিনিও ক্ষত্রিয় দশরথ রাজার ঔরসজাত পুত্র হইয়াও, সেইজন্য তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়াও কত ঋষি, কত মহর্ষি এবং কত মুনি

মহামুনিগণ কর্ত্তৃকও পূজিত ও বন্দিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহাকে কোন্ শ্রেষ্ঠবর্ণীয় আস্তিক্যসম্পন্ন ভক্তগণ না পূজা করিয়া থাকেন? তাঁহার অদ্ভুতমহিমাগীতির তুলনা নাই। মহাকাব্য শ্রীরামায়ণের স্তরে স্তরে ঐ গীতিমাধুরী বিলসিত রহিয়াছে। ভগবান বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সুমধুর রামচরিত্র নিহিত রহিয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণে সেই ক্ষত্রিয় দশরথরাজার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে স্পষ্টাক্ষরে শ্রীবিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে। অদ্ভুত-রামায়ণানুসারেও ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর এক্ অবতার। বাল্মীকি-মতে তিনি শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণাবতার নহেন। বাল্মীকি তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণুর অর্দ্ধাংশের অবতার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতিও তাঁহার উত্তররামচরিত নামক গ্রন্থে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন কবিই নিজ নিজ কাব্যে রামমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা তুলসীদাস প্রণীত রামায়ণও ভগবান রামচন্দ্রের গুণমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। কোন অধম-কুলোদ্ভব ব্যক্তিতে ভক্তিলক্ষণসকল প্রকাশিত হইলেও ভগবান রাম-চন্দ্রের তিনি প্রিয়। যেহেতু তিনি নিষাদবংশীয় ভক্ত গুহরাজার সহিতও সখ্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণানুসারে চণ্ডালবংশীয়া ভক্তিমতী শ্রবণা শবরীরও উচ্ছিষ্ট ফলমূলসকল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রকৃত চণ্ডালবংশীয় হইলেও মহাভারত এবং সৌরপুরাণ প্রভৃতিতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠবর্ণীয় বলিয়াই পরিগণিত। এই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই তাঁহার মাতা শ্রীশচীদেবীর প্রতি কপিলাবেশে বলিয়াছিলেন,—

> "চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
> দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎ পথে চলে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ে অনেক নীচকুলেও কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীঈশ্বরপুরীও অব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আপনাকে শূদ্রাধম বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিকট পরিচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার পরিচয়ের বিবরণ শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে আছে। এই গ্রন্থের অন্য কোন স্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। হরিদাসঠাকুর যাঁহাকে বলা হয়, বড়হরিদাস যাঁহাকে বলা হয়, যবনহরিদাস যাঁহাকে বলা হয় তিনিও নীচবংশীয় ছিলেন। গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের অনেক প্রধান গ্রন্থানুসারেই তাঁহার যবন বা মুশলমান কুলে জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্যই তাঁহাকে যবনহরিদাস বলা হইত এবং অদ্যাপিও বলা হইয়া থাকে। তাঁহার যবনকুলে জন্ম হইয়া থাকিলেও গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের যে সকল গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত আছে, সেই সকল গ্রন্থেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতীয় আদিখণ্ডের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তৎসম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা আছে,—

"অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচজাতি নাম॥

হরিদাসস্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন ॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলে হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসারবন্ধন ॥
শতবর্ষে শতমুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥
উঁহার মহিমা কিছু আইল মুখেতে।

সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥”

ঐ প্রকার হরিদাসমাহাত্ম্য অনেক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। হরিদাস গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের ব্রহ্মা। কোন কোন গ্রন্থানুসারে তিনি মহাত্মা প্রহ্লাদের অবতার। প্রসিদ্ধ কবিকর্ণপুররচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে তিনি প্রহ্লাদ এবং ব্রহ্মা উভয়েরই অবতার। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে অপণ্ডিত অল্পই ছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে মহামহোপাধ্যায়ই অনেকে ছিলেন। অতএব হরিদাস অতি-নীচজাতীয় হইলেও তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা এবং প্রহ্লাদ বলা হইত বলিয়া তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেনই বলিতে হয়। আর যবনকুলে হরিদাসরূপে স্বয়ং ব্রহ্মা অবতীর্ণ হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রহ্লাদের সমাবেশ থাকিলেও থাকিতে পারে।

যেহেতু ভগবান বিষ্ণু নিজেই মৎস্যকূর্ম্মবরাহ প্রভৃতি জন্তুরূপও ধারণ করিয়াছিলেন। কোন শাস্ত্রানুসারেই ত মৎস্যকূর্ম্মবরাহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতীয় বলা হয় নাই। কোন শাস্ত্রে ঐ সকল জানোয়ারদের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রবর্ণীয়ও বলা হয় নাই। উহাদিগকে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করজাতীয়ও বলা হয় নাই। অনেক শাস্ত্রানুসারেই উহারা অতি নীচ জন্তু। অতএব অবশ্যই অব্রাহ্মণ। ঐ সকল অতিনীচজন্তু হইলেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু ঐ সকল জন্তুর রূপ ধারণও করিয়াছিলেন। ব্যাসসংহিতার মতানুসারে ভগবতী দুর্গাসতীও চণ্ডালীকন্যা হইয়াছিলেন বলিতে হয়। যেহেতু দুর্গাসতীর পিতা দক্ষপ্রজাপতি ক্ষত্রিয় মনুর এক্ জামাতা ছিলেন। ক্ষত্রিয় মনুর প্রসূতি নাম্নী কন্যার সহিতই দক্ষপ্রজাপতির বিবাহ হইয়াছিল, ইহা অনেক শাস্ত্রেরই মত। ব্যাস-সংহিতার মতানুসারে সেই প্রসূতিকে চণ্ডালীই বলিতে হয়। যেহেতু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে প্রসূতির মাতা শতরূপার যে গোত্রে উৎপত্তি হইয়াছিল, প্রসূতির পিতা স্বায়ম্ভুব মনুরও সেই গোত্রে উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে প্রসূতির মাতা শতরূপা উক্ত মনুর সহোদরাও ছিলেন। অতএব ব্যাসসংহিতোক্ত

> "কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ॥
> ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

উপদেশানুসারে ভগবতী দাক্ষায়ণী সতীকেও চণ্ডালীকন্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকথিত ব্যাসসংহিতা নাম্নী স্মৃতি অনুসারে ভগবতী দাক্ষায়ণীকেও চণ্ডালীকন্যা বলিতে হইলেও কোন ক্রমেই নানা শাস্ত্রানুসারেই ঐ মহাদেবীর মাহাত্ম্যের হ্রাস করিবার উপায় নাই। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসারেই ভগবান শিবের

শক্তি। সেইজন্যই তিনি ভগবতী। তাঁহার মাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, বৃহৎনন্দীকেশ্বরপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং মুণ্ডমালাতন্ত্র প্রভৃতি পরিপূর্ণ। তিনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন শ্রেষ্ঠবর্ণ কর্ত্তৃক না পূজিত হইয়া থাকেন্? তাঁহার প্রসাদ কোন্ শ্রেষ্ঠবর্ণ না ভক্ষণ করিয়া থাকেন্? উৎকলখণ্ডানুসারে তিনিই ত উৎকলীয় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিমলা। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই ত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদের অদ্ভুত মাহাত্ম্য। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের মহাপ্রসাদ সমস্ত বর্ণসঙ্করের সহিত একত্রে, সর্ব্ববর্ণ একত্রে ভোজন করিলেও শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট জাতিদিগকেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। ঐ প্রকারে প্রসাদভক্ষণ জন্য তাঁহাদের কোন স্মৃতি অনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কোন স্মৃতিতে ঐ প্রকারে প্রসাদভক্ষণ জন্য কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও নাই। দুর্গাসতীর আশ্চর্য্য মহিমা, দুর্গাসতীর অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁহার ক্ষমতাবলে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে সকল জাতি, সকল বর্ণ একত্রে, এক পাত্রে ভোজন করিলেও শাস্ত্রনির্দ্দেশিত কোন শ্রেষ্ঠ বর্ণ বা জাতিকেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। জগজ্জননী শ্রীদুর্গাসতীর সকল সন্তানই যে সমান, তাঁহার সকল সন্তানই যে তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র, তাঁহার সকল সন্তানই একত্রে এক পাত্রে ভোজন করিলেও যে কোন ক্ষতি হয় না, তাহা তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে সকলজাতীয়গণকে একত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর প্রসাদ ভোজন করাইয়াই প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদ লাভ হইলে, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইলে যে জাতিবিচার থাকে না শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অজ্ঞান জীবকে তিনি প্রত্যহই তাহা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কে বলিল ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই? ক্ষত্রিয়বংশীয় রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্ন বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে বাল্মিকীয় রামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রমাণ আছে। মহারাজা দশরথ যে মুনিকুমারকে কোন সময়ে রাত্র শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শব্দবেধী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন সে মুনিকুমারের নিজ বাক্যানুসারেই তিনি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অথচ বাল্মিকীয় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডানুসারে তাঁহার পিতৃবাক্যানুসারে জানা যায় তিনি নানা শাস্ত্র এবং বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মবাদী হইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন হন্ নাই, সেইজন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তিনি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হন্ নাই। সেইজন্য তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায় না। তিনি বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন হন্ নাই। সেইজন্য তাঁহাকে বৈশ্যও বলা যায় না। তাঁহার জন্মানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, ক্ষত্রিয় বলা যায় না, বৈশ্য বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার জন্মানুসারে তিনি ত্রিবিধ দ্বিজের কোন দ্বিজই নন্। অথচ তিনি সুপ্রসিদ্ধ বাল্মিকীরচিত রামায়ণ মতে নানা শাস্ত্র এবং বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ রামায়ণ মতে তিনি ব্রহ্মবাদী হইয়াছিলেন। ঐ রামায়ণ মতে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রকেও ব্রহ্মবাদী বলা হয়। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবাদী ছিলেন বলিয়া ব্রহ্মর্ষি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

কোন কোন শাস্ত্র মতে পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা ক্ষত্রিয়া যে পুত্রের তাঁহাকে মাহিষ্য বলা যাইতে পারে। পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা বৈশ্যা হইলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে অম্বষ্ঠ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রানুসারে

অম্বষ্ঠও এক্ প্রকার ক্ষত্রিয়। বাল্মিকীয় রামায়ণে যে বৈশ্যবংশীয় মুনিপুত্রের বিষয় আছে শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে মাহিষ্যও বলা যায় না। কারণ তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন না। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে অম্বষ্ঠক্ষত্রিয়ও বলা যায় না। কারণ তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যা ছিলেন না। শাস্ত্রানুসারে পিতামাতার সমবর্ণ হইলে সন্তান পিতামাতার বর্ণবিশিষ্ট হন্। কিন্তু দশরথকর্ত্তৃক শব্দবেধী বাণ দ্বারা নিহত মুনিপুত্রের পিতামাতা এক্জাতীয় ছিলেন না বলিয়া তাঁহার পিতার জাতি প্রাপ্তও হইতে পারে না, তাঁহার মাতার জাতি প্রাপ্তও হইতে পারে না। শাস্ত্রানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের কোন বর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার জন্মানুসারে তাঁহাকে বর্ণসঙ্কর বা সামান্য বর্ণই বলিতে হয়। অথচ বাল্মিকীয় রামায়ণানুসারে তাঁহার বেদে অধিকার হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি বেদাধ্যয়ন, করিয়া বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন তাহা ঐ বাল্মিকীরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে স্পষ্টই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই বৈশ্যবংশসম্ভূত সিন্ধুমুনির বর্ণসঙ্কর তনয়ের যদি সর্ব্ববেদে অধিকার হইয়া থাকে তাহা হইলে জানিতে হইবে ঐ রামায়ণানুসারে বর্ণসঙ্কর উপযুক্ত হইলে তিনি বেদাধ্যায়ী বেদবিৎ হইতে পারেন, তাঁহারও বেদে অধিকার হইতে পারে, তিনিও বেদবাদী হইতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ব্রাহ্মণের পুত্র নন্, রাম কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নন্। অধ্যাত্মরামায়ণ অনুসারে রাম শ্রবণাশবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপান্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের অদ্ভুত

শক্তির জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণই তাঁহাদের ভগবান বলিয়া পূজা করেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করেন্। যে কোন জাতীয় যে কোন ব্যক্তি দিব্যজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইলে, সচ্চরিত্র, নানাসৎক্রিয়াশীল ও নানাসদ্‌গুণবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাকে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠবর্ণীয় মনুষ্যও মান্য করিতে পারেন ও মান্য করা উচিৎ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্যতত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে তিনি অনেক সময়ে বৈষ্ণবের নিন্দা করিতেন। শ্রীক্ষেত্রের রাজা প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী রায়রামানন্দের বিশেষ বৈষ্ণবতা ছিল। সময়ে সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার বৈষ্ণবতারও নিন্দা করিতেন। পরে তাঁহার সে ভ্রম অপনিত হইয়াছিল। তিনি সেই রায়রামানন্দের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন

"রায়রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্যভক্তিরস দুয়ের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে ইবে জানিল তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত মধ্যম লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদানুসারে অবগত হওয়া হইয়াছে শূদ্রবিষয়ীর ভক্তি থাকিলে তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যের মতন একজন সন্ন্যাসী হইলেও উপেক্ষণীয় নহেন। সেইজন্যই বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন

"রায়রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তিনি বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা॥"

বলিয়া বলা হইয়াছে

"তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহোঁ এক জন।"

তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গের যোগ্য কেন তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে

"পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্যভক্তিরস দুয়ের তিহোঁ সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥"

শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে বিদুরের ভগবান বেদব্যাসের ঔরসে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার মাতাকে ক্ষত্রিয় বিচিত্রবীর্য্য পত্নীস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতা বিচিত্রবীর্য্যের দাসী ছিলেন। বিদুর ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম হইবার পূর্ব্বে যম ছিলেন। মাণ্ডব্যমুনির অভিসম্পাতবশতঃ তাঁহাকে বিচিত্রবীর্য্যের দাসীগর্ভজ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত রহিত। শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের ভক্ত বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি ভগবানের অনুমোদিত-

ভক্ত ছিলেন। যিনি ভগবানের অনুমোদিত ভক্ত তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

ঐ শ্লোকানুসারে কেবল ব্রাহ্মণসুদুরাচার অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিলেই তাঁহাকেই কেবল সাধু বলিয়া গণনা করা যাইবে এরূপ বুঝিবার কোন কারণই নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে সর্ব্বজাতীয় সুদুরাচারেরই অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবার অধিকার আছে, উক্ত শ্লোকানুসারে যে কোন জাতীয় সুদুরাচার অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবেন তিনিই সাধু বলিয়া অবধারিত হইবেন। ঐ শ্লোকে বলা হয় নাই অনন্যকৃষ্ণভজনশীল সুদুরাচার ব্রাহ্মণসাধুর সহিত অন্যান্য নীচজাতীয় অনন্যভজনশীল সাধুগণের সহিত সাধুতা ঘটিত কোন পার্থক্য আছে। উক্ত শ্লোকানুসারে যে কোন জাতীয় যে কোন ব্যক্তি অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবেন তাঁহাকেই সাধু বলা হইবে। তবে তিনি অবশ্যই আর নীচ বলিয়া গণ্য হইবেন না। কারণ সাধুকে নীচ কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই সাধু নরোত্তম। সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই সাধু পুরুষোত্তম। নানা ভক্তিশাস্ত্রানুসারে ভক্তও সাধু। পঞ্চমবেদ বা মহাপুরাণ মহাভারত মতে,—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।"

সুতরাং ভক্ত সাধু যে কোন জাতীয় হইলেও তাঁকে মুনীন্দ্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ঐ প্রকার ভাবের শ্লোক বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে, পদ্মপুরাণে এবং সৌরপুরাণ প্রভৃতিতেও আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনেকের মতে শূদ্রের যেমন বেদে অধিকার নাই তদ্রূপ কোন জাতীয়া স্ত্রীলোকেরও বেদে অধিকার নাই। তাঁহাদের মতে অতি শুদ্ধ ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও তাঁহার বেদে অধিকার হয় না। তবে কি তাঁহাদের মতে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণকন্যা একশ্রেণীর? নানা শাস্ত্রানুসারে শূদ্রেরও উপনয়ন হয় না ব্রাহ্মণীরও উপনয়ন নাই। উপনয়ন বিষয়ে উভয়েই ত একপ্রকারই দেখিতেছি। প্রসিদ্ধ মহাত্মা রামানন্দের শিষ্য মহাত্মা কবির বলিয়াছেন,—

"মাইকো গল্‌মে সূত নহি পুত্‌ কহারে পাঢ়ে।
বিবি ফতেমাকি ছুন্নাৎ নাহি কাজি বামন্‌ দোনো
ভাঁড়ে॥"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ব্রাহ্মণবংশীয় কোন পুরুষ উপনয়নসংস্কার বিহীন হইলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ না বলিয়া মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের শ্লোকানুসারে ব্রাত্য বলা হয়। কিন্তু কোন শাস্ত্রীয় কোন শ্লোকানুসারেই ত উপনয়ন না হওয়ার জন্য সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে বা কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে ব্রাত্যা বা পতিতা ব্রাহ্মণী বলা হয় না! শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোকানুসারে স্ত্রী এবং শূদ্রের বৈদিকী ক্রীয়ার অনুষ্ঠানাভাব এবং মূঢ়তাপ্রযুক্তই কোন বেদে অধিকার নাই। সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥
ইতি ভারতমাখ্যানাং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্‌॥"

স্ত্রী এবং শূদ্র যদ্যপি বৈদিকী ক্রীয়াকলাপের অনুষ্ঠান না করার জন্য,

যদি ঐ উভয়ের মূঢ়তাজন্য বেদে অধিকার না থাকে ; উহারা ঐ সকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলে অবশ্যই উহাদের উভয়েরই বেদে অধিকার হইতে পারে। বাল্মীকিরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডানুসারে মহারাজা দশরথ শব্দবেধী হইয়া যে মুনিকুমারকে নাশ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা বৈশ্যজাতীয় এবং তাঁহার মাতা শূদ্রজাতীয়া ছিলেন তথাপি তাঁহার সর্ব্ববেদে অধিকার হইয়াছিল। তিনি অত্যুগ্র তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মবাদী মুনিও হইয়াছিলেন। ঐ দৃষ্টান্তানুসারে কোন বর্ণসঙ্কর উপযুক্ত হইলে তাঁহারও সর্ব্ববেদে অধিকার হইতে পারে। শূদ্র নানা শাস্ত্রানুসারে নানা শ্রেণীর বর্ণসঙ্কর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য শূদ্র উপযুক্ত হইলে তাঁহার অবশ্যই সর্ব্ববেদে অধিকার হইতে পারে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ মতে শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার আছে। উক্ত উপনিষদানুসারে শূদ্র "পৌত্রায়ণে"র বেদবিদ্যাবিচারে অধিকার হইয়াছিল।

শ্রুতি, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র অপরাপর কয়েকখানি শাস্ত্র মতে শূদ্রের সন্ন্যাসে পর্য্যন্ত অধিকার আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়কলেবরেও মুনি হওয়া যায়। এই ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় মহারাজা তাঁহার জীবনের শেষাংশে তিনি রাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনি হইয়াছিলেন। সেইজন্য মুনি কেবল ব্রাহ্মণই হইতে পারিতেন এ কথা বলা যায় না। বাল্মীকীয় রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডানুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে বৈশ্যও মুনি হইতে পারেন। সেই বৃত্তান্ত এই পুস্তকের অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে আর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল না।

বাল্মীকিকৃত রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠিতম সর্গে মহাতপস্বী নিশাকর নামক সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। ঐ ঋষিকে উক্ত ষষ্ঠিতম সর্গে মহর্ষি, ভগবান ও মুনি বলা হইয়াছে। ঐ ঋষি মহর্ষির ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে ত্রিষষ্ঠিতম সর্গে রাজর্ষিও বলা হইয়াছে। নানা শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা অবগত হওয়া যায় পুরাকালে ব্রাহ্মণেরই সাধনা, গুণ, কর্ম্ম ও প্রভাবানুসারে ঋষি এবং মহর্ষি উপাধি হইত। এক্ষণে অবগত হওয়া যাইতেছে রাজর্ষি নিশাকর ঋষি এবং মহর্ষি উভয়ই। বাল্মীকিরামায়ণের কোন স্থলেই বলা হয় নাই নিশাকর রাজর্ষি হইবার পরে ঋষি এবং মহর্ষি কোন প্রকার সাধনা দ্বারা বা কতকগুলি সাধনা দ্বারা হইয়াছিলেন। ঐ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠিতম সর্গে ঐ নিশাকরকে ঋষি এবং মহর্ষি বলার পরে অন্য স্থলে তাঁহাকে রাজর্ষি বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে তিনি যখন ঋষি মহর্ষি ছিলেন তখনি তাঁহাকে রাজর্ষি বলা হইয়াছিল বলিয়া তখনি তিনি রাজর্ষিও ছিলেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র একসঙ্গে ঋষি মহর্ষি, রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি ছিলেন না। তিনি প্রথম সাধনা দ্বারা রাজর্ষি হইয়া ঋষি হইয়াছিলেন। ঋষি হওয়ার পরে তিনি সাধনা দ্বারা মহর্ষি হইয়াছিলেন। মহর্ষি হওয়ার পর তিনি সাধনা দ্বারা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। নিশাকরকে প্রথমত ঋষি এবং মহর্ষি এই দুই উপাধি দ্বারা অভিহিত করার পরে তাঁহাকে ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র রাজর্ষি বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে যখন ঋষি ও মহর্ষি বলা হইয়াছিল তখনও তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। কারণ রাজর্ষি বলিলে ব্রাহ্মণ বুঝিবার কোন কারণই উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত কোন শাস্ত্রে কোন ব্রাহ্মণকেই রাজর্ষি বলা হয় নাই। এমন কি সুবিখ্যাত ভার্গববংশীয় ভগবান পরশুরাম ক্ষত্রধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও

তাঁহাকে রাজর্ষি বলা হয় নাই। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও রাজর্ষি আখ্যায় আখ্যাত হন্ নাই। সেইজন্যই বলিতে হয় ক্ষত্রিয় নিশাকর ঋষি মহর্ষি আখ্যায় আখ্যাত হইবার পরেও তিনি রাজর্ষি আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিতে হয়। আর ঐ বাল্মিকীরামায়ণানুসারে ইহাও বুঝিতে হয় যে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলে তিনি রাজর্ষি উপাধিও পাইতে পারেন, ঋষি উপাধিও পাইতে পারেন এবং মহর্ষি উপাধিও পাইতে পারেন। সুতরাং ঋষি মহর্ষি উপাধি কেবল ব্রাহ্মণই পাইবার যোগ্য ইহা যেন অবধারণ করা না হয়। ঐ নিশাকরের আশ্রম দক্ষিণসমুদ্রের তীরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচলসন্নিহিত কোন ভূভাগে ছিল। কোন সময়ে খগেন্দ্রপুত্র সম্পাতি নিজপ্রয়োজনবশতঃ উক্ত পুণ্যাশ্রমে গমন করিয়া তথায় ভগবান নিশাকর মহর্ষিকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার দর্শনকামনায় প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে ভগবান নিশাকরকে অতি দূরে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "অনন্তর, আমি দেখিলাম যে, অতি দূরে প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ সেই মহর্ষি নিশাকর কৃতস্নান হইয়া উত্তরমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যেমন প্রতিগ্রহণার্থী প্রাণীগণ দাতাকে বেষ্টন করিয়া গমন করে, তদ্রূপ ঋক্ষ, সৃমর, ব্যাঘ্র, সিংহ, নাগ ও সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণীসকল সেই ঋষিকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতেছে। পরে তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে যেমন নরপতি নিজভবনপ্রবিষ্ট হইলে অমাত্য সহ সৈনিকগণ নির্গত হয়, তদ্রূপ সেই প্রাণীগণ প্রতিগমন করিল।" উক্ত বিবরণ দ্বারা ভগবান নিশাকরের প্রভাবের পরিচয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত বিবরণে জ্ঞাত হওয়া হইল অত্যন্ত হিংস্র বনজন্তুগণও তাঁহার অভ্যর্থনা করিত, তাঁহার বশীভূত ছিল এবং তাঁহাকে সমোচিত সম্মান ও

শ্রদ্ধা করিত। কোন কোন যোগশাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে হিংসা পরিত্যাগে সিদ্ধ হইলে তবে সমস্ত হিংস্রগণও অনুগত হইয়া থাকে। ঐ ঘটনা দ্বারা উক্ত নিশাকর মহর্ষিকে সিদ্ধযোগীও বলিতে হয়। বাল্মিকী-রামায়ণের দ্বিষষ্ঠিতম সর্গে তপোবলে যে সর্ব্বজ্ঞত্ব হয় তাঁহাতে যে তাহাও ছিল তাহার নিদর্শনও পাওয়া হইয়াছে। ঐ সর্গানুসারে মহর্ষি নিশাকর কর্ত্তৃক সম্পাতিকে বলা হইয়াছিল "একটী সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে ইহা পুরাণে শুনিয়া বিদিত হইয়াছি এবং তপোবলেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ইক্ষাকু-কুলবর্দ্ধন দশরথ নামে কোন রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। মহাতেজস্বী রাম নামে তাঁহার এক্ পুত্র হইবেন। সেই সত্যবিক্রম রাম পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া বনগমন করিবেন। দেব ও দানব-দিগের অবধ্য রাক্ষসপতি রাবণ জনস্থানে তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিবে। সেই দুঃখমগ্না যশস্বিনী মহাভাগা মৈথিলী ভোক্ষ্য-ভোজ্য প্রভৃতি কাম্য-বস্তু দ্বারা রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রলোভিতা হইয়াও কিছুমাত্র ভোজন করিবেন না। পরে সুরপতি ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়া বৈদেহীকে পরমান্ন প্রদান করিবেন, যাহা অমৃততুল্য ও সুরদিগেরও দুর্ল্ভ, মৈথিলী ঐ অন্ন ইন্দ্র হইতে আসিয়াছে জানিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে তদীয় অগ্রভাগ উত্তোলন পূর্ব্বক "আমার ভর্ত্তা ও দেবরলক্ষ্মণ যদি জীবিত থাকেন, অথবা লোকান্তরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তথাপি এই অগ্রভাগ তাঁহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত হউক" এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণোদ্দেশে ভূতলে প্রদান করিবেন। পরে লঙ্কায় প্রেরিত হইয়া রামের দূতগণ এই স্থানে আসিবেন। হে বিহঙ্গম! রাম-মহিষীর বিষয় তাহাদিগকে বলিও।" কথিত তত্ত্বদর্শী মহর্ষি নিশাকর বাক্যসিদ্ধও হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত কালে সূর্য্যকিরণ দ্বারা গরুড়পুত্র সম্পাতির যে পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়াছিল তাঁহারই বাক্যে তাহা পুনর্ব্বার

হইয়াছিল। তাঁহার বাক্যানুসারে সম্পাতির যৌবনকালে যেরূপ পরাক্রম ও পৌরুষ ছিল তদুভয়ও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষিরই বাক্যে সম্পাতি পূর্ব্ববৎ নিজ গতিশক্তিও পাইয়াছিলেন। অতএব সেইজন্যই ভগবান নিশাকর মহর্ষিকে অবশ্যই বাক্যসিদ্ধ বলিতে হয়। তৎকর্ত্তৃক আরো কত আশ্চর্য্য কর্ম্মসকলও সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রদর্শিত ভগবান নিশাকর ক্ষত্রবংশসম্ভূত ঋষি মহর্ষি মুনি প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট রাজর্ষি ছিলেন। তথাপি তাঁহার অতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণঋষি, ব্রাহ্মণমহর্ষি এবং ব্রাহ্মণ-মুনির ন্যায়ই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণঋষি, ব্রাহ্মণমহর্ষি ও ব্রাহ্মণমুনির ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন হইলে তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় অবশ্যই পূজিত হইবার যোগ্য। তখন তিনি অবশ্যই গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল লাভ করিলে বৈশ্য ও শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। সে সম্বন্ধে পঞ্চমবেদ বা মহাপুরাণ মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে ও অন্যান্য কতিপয় শাস্ত্রে প্রমাণ আছে।

সপ্তম অধ্যায়।

কোন পুরাণানুসারে কোন প্রজাপতিই অব্রাহ্মণ নহেন্। নানা পুরাণানুসারে প্রত্যেক প্রজাপতিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্রহ্মার নন্দন। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের আদিপুরুষ কুশরাজাও প্রজাপতিপুত্র। সেই কুশরাজার পুত্র কুশনাভ, কুশনাভের পুত্র গাধি। সেই গাধির পুত্র সুবিখ্যাত বিশ্বামিত্র। সুতরাং সেই প্রজাপতিবংশীয় বিশ্বামিত্রকে অব্রাহ্মণবংশীয় বলা যায় না। তবে তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল রাজধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যদি গুণকর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে সে বিষয়ে কোন না কোন শাস্ত্রে

উল্লেখ থাকিত। তবে তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজ্যপালন এবং রাজধর্ম্মপালন জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হন তাহা হইলে যে পরশুরামকে ব্রাহ্মণবংশীয় অবতার বলা হয় সেই পরশুরামই বা ক্ষত্রিয়তা প্রদর্শন করাতেও তাঁহাকে কেন ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত করা হয় নাই? তাহা হইলে কুশমহারাজা হইতে বিশ্বামিত্র পর্য্যন্ত কয়েকজন মহারাজাকে ক্ষত্রিয় বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে মহাত্মা পরশুরামকেই মহাক্ষত্রিয় বলা উচিত ছিল। অনেক প্রাচীন শাস্ত্রাবলীতে দেখা যায় অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় রাজাকেই সেকালে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত করা হইত। বিষ্ণুর অবতার রাম এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাগুলিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিগণিত করা হইয়াছে।

সে যাহা হউক দৃঢ়সঙ্কল্প প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র অদ্ভুত তপস্যা দ্বারা রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়উপাধিবিশিষ্ট শরীর পরিত্যাগ না করিয়াও তিনি অত্যদ্ভুত সাধনাপ্রভাবে বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্তও হইয়াছিলেন। দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে আত্মজ্ঞান দ্বারা জীবও উপনিষৎ এবং বেদান্তানুসারে ব্রহ্ম হইতে পারে। সে তুলনায় ব্রহ্মর্ষি সে ত হইতেই পারে। সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মা হইতে বিকশিত ব্রহ্মা হইতে ত রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি। উপনিষৎ বেদান্তানুসারে দেহত্যাগ না করিয়া জীব সেই ব্রহ্মই হইতে পারে। তবে ঐ সকলও সে দেহত্যাগ না করিয়া তপস্যা এবং অন্যান্য সাধনা দ্বারা অবশ্যই হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? ব্রহ্ম অপেক্ষা রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি বা ব্রহ্মর্ষি ত শ্রেষ্ঠ নহেন।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শনেই 'জাত্যন্তরপরিণাম' স্বীকৃত হইয়াছে। যে প্রকারে বীজ বৃক্ষ হয় সেই প্রকারেই একজাতি অপরজাতি হয়। যে প্রণালী অবলম্বনে বীজ বৃক্ষ হয় সেই প্রণালী অবলম্বিত না হইলে বীজ কখনই বৃক্ষ হইতে পারে না। বীজে ফলোৎপন্ন হয় না। বৃক্ষেই ফলোৎপন্ন হয়। যে প্রণালীক্রমে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তিনি, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। যে প্রণালীক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, তিনি, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেই ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। যে প্রণালীক্রমে শূদ্র বৈশ্য হইতে পারেন, তিনি, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেই বৈশ্য হইতে পারেন।

দুই প্রকার ব্রাহ্মণ। স্বভাবজ ও অভ্যাসজ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম হইলেও যদি সে ব্যক্তিতে সমস্তই শূদ্রলক্ষণ দেখি, তাহা হইলে, পূর্ব্বজন্মে সে ব্যক্তি শূদ্র ছিল বুঝিতে হইবে। সুতরাং সে অবস্থাতে তাঁহাকে

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"

শ্লোকানুসারে শূদ্রের আচরণীয় ধর্ম্মই পালন করিতে হইবে। তাহা না করিলে, তাঁহার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হইবে।

গীতায় আছে,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

তাহা হইলে যাঁহার জন্মান্তে যে গুণ দেখিব তাঁহার সেই গুণানুসারে জাতিনির্ব্বাচন হইবে। জন্ম হইতে কোন ব্রাহ্মণকুলোৎপন্নকে শূদ্রগুণান্বিত দেখিলে তাঁহাকে অবশ্যই শূদ্র বলা হইতে পারিবে এবং তাঁহার শূদ্রের ধর্ম্মও আচরণীয় হইবে।

পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে কোন শূদ্রপুত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণসকল থাকিলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা কর্ত্তব্য হইবে এবং তাঁহার আচরণীয় ধর্ম্মও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হইবে।

মহাভারতানুসারে কোন মৎস্তীগর্ভ হইতে একটী মানব ও একটী মানবীর উৎপত্তি হইয়াছিল। গোগর্ভ হইতে মানব শৃঙ্গীর উৎপত্তি হইয়াছিল। হরিণীগর্ভ হইতে ঋষ্যশৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। মৎস্তী-গর্ভ হইতে যদ্যপি মানবীমানবের উৎপত্তিও হইতে পারে, যদ্যপি গোগর্ভ হইতে মানবের উৎপত্তিও হইতে পারে, যদ্যপি হরিণীগর্ভ হইতেও মানবের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী যাঁহাকে বলা হয় তাঁহার গর্ভ হইতেও শূদ্রস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? ক্ষত্রিয়া যাঁহাকে বলা হয়, তাঁহার গর্ভ হইতেও শূদ্রস্বভাব-বিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? বৈশ্যা যাঁহাকে বলা হয় তাঁহার গর্ভ হইতেও শূদ্রস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? ব্রাহ্মণী যাঁহাকে বলা হয়, তাঁহার গর্ভ হইতেও ক্ষত্রিয়স্বভাব-বিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? তাঁহার গর্ভ হইতে বৈশ্যস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? ক্ষত্রিয়া যাঁহাকে বলা হয়, তাঁহার গর্ভ হইতে বৈশ্যস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? শূদ্রাণী যাঁহাকে বলা হয়, তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? তাঁহার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়স্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা অসম্ভাবনা কি আছে? তাঁহার গর্ভ হইতে বৈশ্যস্বভাববিশিষ্ট মানবোৎপত্তিরই বা কি অসম্ভাবনা আছে?

ভগবান যখনি কবিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তখনি তিনি কবি সৃষ্টি করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু কবির বংশেই ত কেবল কবি হইতে

দেখি না। কত অকবিও ত কবিত্ব লাভ করিয়া কবি হইতেছে। ভগবান যখনি ব্রাহ্মণতা সৃজন করিয়াছেন তখনি ব্রাহ্মণ সৃজনও করিয়াছেনও বুঝিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারেই কি কত অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হন্ নাই? শাস্ত্রানুসারে সুপ্রসিদ্ধ সামবেদ ও মনুসংহিতার ভাষ্যকর্ত্তা ক্ষত্রিয় মেধাতিথিও কি ব্রাহ্মণ হন্ নাই? মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে ক্ষত্রিয় সম্রাট্ ঋষভদেবের কয়েকজন পুত্র কি ব্রাহ্মণ হন্ নাই? প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি মহাত্মা বিশ্বামিত্র কি বাল্মীকীয় রামায়ণানুসারে ব্রাহ্মণ, ঋষি, মহর্ষি এবং অবশেষে বশিষ্ঠদেবের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত হন্ নাই? শূদ্রও ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মশীল হইলে শূদ্রজন্ম পরিত্যাগ ব্যতীত সেই শূদ্রোৎপন্ন দেহেই কি প্রসিদ্ধ নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না? এবং হন্ না কি? ব্রাহ্মণের গুণ, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের লক্ষণসকল এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞান লাভে কোন অব্রাহ্মণ শূদ্র ব্রাহ্মণ হইলে নূতন ব্রাহ্মণ সৃজিত হইল বলিবে কি না অন্য কিছু বলিবে? যদি বল ভগবান পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল, লক্ষণসকল এবং জ্ঞান পূর্ব্বেই সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকলসম্পন্ন শূদ্র হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ হন্, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ চারি বর্ণ আমা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে গীতাতে স্পষ্ট বলিয়া থাকিলেও শূদ্রপ্রভৃতিও ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্ম এবং লক্ষণসকল এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে অবশ্যই স্বীকার করা যাইতে পারে। আর নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইতে পারে এবং হয়ও শাস্ত্রানুসারেই বলা যায়। কারণ মহাভারত এবং মনুসংহিতা নামক স্মৃতি অনুসারে অব্রাহ্মণ শূদ্রের ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মসকল লাভ হইলে তিনি ব্রাহ্মণ হন্ যখন তখন অবশ্যই তাঁহাকে নূতন ব্রাহ্মণও বলা যাইতে পারে। কারণ তিনি ত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সুতরাং তিনি নূতন ব্রাহ্মণই বটে। অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়সম্রাট্ ঋষভদেবের যে পুত্রগুলি ব্রাহ্মণ হইয়া-

ছিলেন ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা অবশ্যই অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের নূতন ব্রাহ্মণ বলিলেও কোন দোষ হইতে পারিত না। বাস্তবিক তখন তাঁহারা নূতন ব্রাহ্মণই হইয়াছিলেন। অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মহারাজা বিশ্বামিত্র যখন তপপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তখন অবশ্যই তিনি নূতন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সামবেদের ভাষ্যকর্ত্তা সুবিখ্যাত মেধাতিথি যখন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তখন অবশ্যই তিনিও নূতন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তবে কেহ কেহ নূতন ব্রাহ্মণ আর হইতে পারে না কি প্রকারে বলিয়া থাকেন? শাস্ত্রানুসারে অনেক নূতন ব্রাহ্মণেরই ত উদাহরণ দেওয়া হইল। আরো কত দেওয়া যাইতেও পারে। প্রসঙ্গবৃদ্ধি আশঙ্কায় সে সমস্তের নামোল্লেখ করা হইল না। প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্ম জানাতি য স ব্রাহ্মণ হইলে, ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ তাহা হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানী। এখনকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের ত ব্রহ্মজ্ঞান দেখা যায় না। তবে তাঁহারা কিসে ব্রাহ্মণ? বৈদিক মতের ব্রাহ্মণদের আচরণ ত তাঁহাদের অনেকেরই দেখা যায় না, সে মত অনুযায়িক তাঁহাদের অনেকের লক্ষণসকলও নাই। অথচ ব্রাহ্মণ বেদমতে ব্রহ্মজ্ঞানীর আখ্যা।

গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতি সৃষ্টি হইয়াছে, গুণকর্ম্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হইয়াছে সত্য বুঝিতেছি। অনেক ক্ষত্রিয় আছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন ক্ষত্রিয়কে ভগবান বলা হয় না। যে সমস্ত কার্য্য

ভগবান ভিন্ন অপর কেহ সম্পন্ন করিতে পারে না সে সমস্ত রামকৃষ্ণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এইজন্য রামকৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়। ভগবানের যে সমস্ত গুণ ও লক্ষণ সে সমস্ত রামকৃষ্ণে পরিলক্ষিত হইয়াছে এইজন্য রামকৃষ্ণ ভগবান। গুণকর্ম্ম অনুসারে রামকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হইলেও ভগবান। শাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, সে সমস্ত কার্য্য যদি কোন নীচজাতিকে করিতে দেখ তাহাকেই বা ব্রাহ্মণ বলিবে না কেন? প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে সমস্ত লক্ষণ ও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত লক্ষণ ও গুণ যদি তুমি যাঁহাদের নীচজাতি বল তাঁহাদের মধ্যে কাহারো দেখ তাঁহাকেই বা ব্রাহ্মণ বলিবে না কেন?

দশম অধ্যায়।

যিনি ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাকে যদি ব্রাহ্মণ বল, যিনি ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাকে যদি ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত বলিতে হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কখনো অব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। ব্রহ্মার মুখ থেকে জাত হইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে যদি ব্রাহ্মণ-জাতি বলিতে হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখনো জাতিভ্রষ্ট হন না, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখনো অব্রাহ্মণ হন্ না। ঐ ব্যক্তি যাঁহার ঔরষে জাত হইয়াছেন তাঁহাকে কি কোন কারণে তিনি যাঁহার ঔরষ-জাত তাঁহার ঔরষজাত নহেন তিনি বলিতে পার? গুণকর্ম্ম অনুসারে যদি জাতি সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সকল গুণ থাকার জন্য ব্রাহ্মণ বলা হয়, যে সকল কর্ম্ম করার জন্য ব্রাহ্মণ বলা হয় সে সকলের অভাব হইলেই যাঁহার সেই সকল গুণ থাকার জন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা যাইবে না, তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বলা যাইবে।

কোন ব্রাহ্মণ দণ্ডী হইলে অব্রাহ্মণ হন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ দণ্ডী হন্। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট অব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণকর্ম্ম অনুসারে উৎকৃষ্ট অব্রাহ্মণ হন্।

যে সকল গুণকর্ম্মের স্ফূরণে এক্ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, যে সকল গুণকর্ম্মের অধিকারে এক্ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা হয় সে সকলের ব্যতিক্রম দেখিলে আর তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় না, সে সকল গুণকর্ম্ম তাঁহা থেকে স্ফূরিত না হইলে তিনি অব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হন। তিনি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণকর্ম্মশালী হইলে তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা হয় না, তিনি জন্মমৃত্যু জাতির অতীত সন্ন্যাসী হন্। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন নীচজাতির গুণকর্ম্ম-সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে যে জাতীয় গুণকর্ম্মশীল দেখিবে তাঁহাকে সেই জাতিই বিবেচনা করিবে।

একাদশ অধ্যায়।

কতকগুলি আর্য্যশাস্ত্রমতে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সমস্তই হইয়াছেন, অপর কতকগুলি আর্য্যশাস্ত্রমতে ঐ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সমস্তই সৃজন করিয়াছেন। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সমস্তই হইয়াছেন যদি স্বীকার কর তাহা হইলেও সেই সমস্তের মধ্যে কোন বস্তুকেই মন্দ বলিতে পার না। আর তিনিই সমস্তই সৃজন করিয়াছেন যদি স্বীকার কর তাহা হইলেও সেই সমস্তের মধ্যে কোন বস্তুই মন্দ অথবা নিকৃষ্ট বলিতে পার না। কারণ যিনি পরমোত্তম তাঁহার সৃজিত কিছুই অধম হইতে পারে না।

ব্রহ্ম হইতে সমস্ত বিকাশিত বলিয়া সেই সমস্তের কিছুরই জাতি নাই। সেই সমস্ত ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া সেই সমস্তই শ্রুতি অনুসারেও ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম জাত নহেন। সেইজন্য ব্রহ্মের কোন জাতিও নাই। ব্রহ্ম হইতে যে সমস্ত বিকাশিত সে সমস্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু অবশ্যই নহে। সুতরাং সে সমস্ত ব্রহ্ম হইতে জাত নহে বলিয়া সে সমস্তেরও জাতি নাই।

বেদান্তের মতে আত্মার জন্মই নাই, সেইজন্য আত্মার কোন জাতিও নাই।

আছেন যিনি, ছিলেন যিনি, থাকিবেন যিনি তাঁহার উৎপন্ন হইবার প্রয়োজন হয় না।

তোমার উৎপত্তি হইয়াছে যদ্যপি স্বীকার কর তথাপি তুমি ছিলে না পূর্ব্বে ইহা বলিতে পার না। তোমার উৎপত্তির কারণ আছে অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। তোমার উৎপত্তির কারণ তোমার পিতামাতা। সেই পিতামাতাতে তুমি অব্যক্তভাবে ছিলে। তোমার পিতামাতা অব্যক্তভাবে তাঁহাদের পিতামাতাতে ছিলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের ঊর্দ্ধতম পুরুষগণের পর্য্যায়ক্রমে উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়া অবশেষে এক্ পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই তোমাদের সকল পুরুষেরই আদিকারণ। সেইজন্য তাঁহাকেই মহাকারণ বলিতে হয়। তোমরা অন্য প্রকারে ছিলে বলিয়া তোমরাও নিত্য। সেইজন্য তোমাদের সত্ত্বা যাহা তাহার বিনাশ হয় না। তাহা নিয়তই থাকে। সেই সত্ত্বাই তোমাদের স্বরূপ। তবে তোমাদের রূপাদির নাশ হয় বটে। বা কাহারো কাহারো মতে রূপান্তর হয় বটে।

কতকগুলি উপনিষদের মতে, বেদান্তদর্শনের মতে এবং বেদান্ত-প্রতিপাদক গ্রন্থাবলী মতে আত্মার জাতি নাই, আত্মা অজাত। যাহা নিত্য নহে, তাহাই জাত। নানা উপনিষৎ, বেদান্ত, নানা স্মৃতি,

নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র এবং আরো কতকগুলি শাস্ত্রানুসারে আত্মা নিত্য। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থানুসারেই আত্মার জাতি নাই, আত্মা জাত নহেন নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে।

অবধূতগীতা।

বেদা ন লোকা ন সুরা ন যজ্ঞা
বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ।
মহদাদি জগৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
ব্রহ্মৈব কেবলং সর্ব্বং কথং বর্ণাশ্রমস্থিতিঃ॥ ৪৫॥
ত্বমহং নহি হন্ত কদাচিদপি
কুলজাতিবিচারমসত্যমিতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি
অভিবাদনমত্র করোমি কথম্॥ ১২॥

সর্ব্ববর্ণই অবর্ণ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বর্ণাভাবই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বর্ণবিভাগ অবিদ্যাকল্পিতই বলিতে হয়। তাহা হইলে চারি বর্ণই এক্ প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইলে সেই এক্ কেবলাত্মাই স্বীকার করিতে হয়। সেই কেবলাত্মা বেদবেদান্ত-স্মৃতিপুরাণতন্ত্রানুসারে জাত নহেন। অতএব তাঁহার জাতি অবশ্যই নাই শ্রুতিবেদান্তানুসারে আত্মা লইয়া বিচার করিলে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনেক আত্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষদের মতে, বেদান্তদর্শন এবং বেদান্তদর্শনপ্রতিপাদক অনেক গ্রন্থমতেই আত্মার জাতি নাই।

তন্ত্র এবং বেদান্তের সাহায্যে আত্মা জাত নহেন, তাঁহার জাতি নাই তাহা অনেকেই স্পষ্ট বুঝিয়াছেন।

দণ্ডাশ্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। বেদান্ত অনুসারে, নানা উপনিষৎ অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছ, স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য জাতির আত্মা যদি এক বল তাহা হইলে দণ্ডাশ্রমে কোন্ জাতির না অধিকার আছে ?

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে যে কাল পর্য্যন্ত আপনার কোন বর্ণ বা জাতি আছে বোধ থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত আপনাকে কোন কুলজ বলিয়া বোধ থাকে সে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানে অধিকারই হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীই সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিত। ঐ বিষয়ে জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রের ৫৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ॥

ঐ শ্লোকানুসারে এই প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে। "যতদিন পর্য্যন্ত কুল এবং বর্ণ বা জাতি সকলের অস্তিত্ব বোধ হইয়া থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানোদয় হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদ অবগত হইলে আপনাকে সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিত বলিয়াই বোধ করিতে হয়।" ঐ শ্লোকানুসারে স্পষ্টই বুঝিতে হয় ভ্রান্তিবিলসিত অজ্ঞান বশতই সর্ব্ববর্ণ এবং কুলের বিদ্যমানতা বোধ হইয়া থাকে। ঐ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয় অজ্ঞান অপসারিত হইলে আর কোন বর্ণের, কোন কুলেরই বিদ্যমানতা বোধ করিতে হয় না। যাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও অজ্ঞানবশতই যাহার অস্তিত্ব আছে বোধ হয় তাহা হইতে মানব যত দূরে অবস্থান করিতে পারেন ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল। মানব কুল-বর্ণবোধবারক ব্রহ্মজ্ঞান যত শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, ততই তাঁহার মঙ্গল।

জাতিতত্ত্ব।

বিবিধ।

জীব ছিল না। জীব হইয়াছে। পরেও থাকিবে না। জীব অনিত্য, জীবের জ্ঞানও অনিত্য। জীবও মায়াসম্ভূত, জীবের জ্ঞানও মায়াসম্ভূত। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব সৃষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব পালিত হইতেছে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীবের নাশ হইয়া থাকে। জীব জড় নয়। জীব বারম্বার জড়দেহবিশিষ্ট হয়। জীব যতবার নবকলেবরবিশিষ্ট হয় ততবার জীবের জন্ম ধরা হয়। জীবের প্রত্যেক বার দেহত্যাগকে জীবের মৃত্যু বলা হয়।

তোমার পুনঃজন্ম নাই। তোমার একবারই জন্ম হইয়াছে। যাহা নাশ হয়, তাহা আর হয় না। মৃত্যু অর্থে নাশ নয়। মৃত্যু অর্থে নাশ স্বীকার করিলে, এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে থাকে না, সুতরাং সে আর হয় না। এক ব্যক্তির মৃত্যু দেহত্যাগ, অতএব এক ব্যক্তি মৃত্যুতে থাকে এবং কর্ম্মানুসারে স্বর্গ কিম্বা নরকে যায় কিম্বা অপর কোন লোকে যায় অথবা কোন নূতন দেহবিশিষ্ট হয়। কর্ম্মানুসারে বারে বারে অনেক নূতন দেহবিশিষ্ট হয়। অথবা মৃত্যু অর্থে দেহত্যাগ এবং মহানিদ্রা। যে মহানিদ্রায় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাহা স্থায়ী হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছামতে তাহা ভঙ্গ হয়।

বারে বারে মরিয়া কেহ বারে বারে জন্মাইতে পারে না। যদি মৃত্যু মানে নাশ স্বীকার কর তাহা হইলে যে মরে সে আর জন্মায় না।

অথবা মৃত্যু মানে নাশ স্বীকার না করিয়া কেবল দেহত্যাগ ও মহানিদ্রা স্বীকার কর তাহা হইলেও একবার যে জন্মিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম স্বীকার করা হইতে পারে না। বাইবেলে পুনঃজন্ম নাই ঐ প্রকারে বলা হইয়াছে।

একটা বৃক্ষ পোড়ায়ে ভস্ম করিলে, আর তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হয় না। তুমি কোন দেহ পোড়ায়ে ভস্ম করিলে সেই ভস্মরাশি আর সেইরূপ দেহ হয় না। তুমি বিনষ্ট হইলে তবে আর তোমার পুনঃজন্ম কি প্রকারে হইবে?

মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত শুষ্ক কাষ্ঠ মৃত্তিকা হইলে সেই মৃত্তিকা কখনই পুনর্ব্বার সেই শুষ্ক কাষ্ঠ হয় না। তুমি বিনষ্ট হইলে আবার তোমার পুনর্জন্ম কি প্রকারে হইবে তাহা বুঝিতেই পারি না।

জাতিনির্ণয় নানাপ্রকারে হইয়া থাকে। আকারের পার্থক্য দ্বারাও জাতিনির্ণয় হইয়া থাকে। অশ্বের এবং হস্তীর আকার এক প্রকার নহে বলিয়া তাহারা একজাতীয় নহে। তাহাদের জাতিগত বিভিন্নতা আছে। ঐ প্রকারে সকল বৃক্ষও একজাতীয় নহে। ঐ প্রকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও একজাতীয় নহে। উহাদিগের জাতিগত বিভিন্নতা আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়। বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য। শূদ্রের পুত্র শূদ্র। ঐ প্রকারে জন্মানুসারে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যেরূপ অশ্বের সন্তান মনুষ্য নহে তদ্রূপ ব্রাহ্মণের সন্তান ক্ষত্রীয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র নহে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের সন্তানও ক্ষত্রীয়। বৈশ্যের সন্তানও বৈশ্য। শূদ্রের সন্তানও শূদ্র। নানা-প্রকার বর্ণসঙ্করের সন্তানও বর্ণসঙ্কর। অশ্বের সন্তান জীবিতাবস্থায় যেমন অন্য কিছু হইতে পারে না তদ্রূপ ব্রাহ্মণসন্তানও জীবিতাবস্থায় অন্য কিছু হইতে পারে না। তিনি জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মণই থাকেন। দৈববল

ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কারণে অশ্ব হস্তী হইতে পারে না। দৈববল ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে না।

জন্মানুসারে জাতিনির্ণয় হইতে পারে। গুণকর্ম্মানুসারে জাতি-নির্ণয় হইতে পারে। পরমজ্ঞান দ্বারা জাতিনির্ণয় হইতে পারে। পরাভক্তি দ্বারা জাতিনির্ণয় হইতে পারে। নিকৃষ্ট জাতি জ্ঞানলাভ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতি হইতে পারে। নিকৃষ্ট জাতি পরাভক্তিলাভ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতি হইতে পারে।

অসাধু সাধুত্বলাভে সাধু হইতে পারে। মূর্খসকল পাণ্ডিত্যলাভ দ্বারা পণ্ডিত হইতে পারে।

সূত্র স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণীয়। স্বরূপে সর্ব্বজীবই ব্রহ্ম। একই শ্বেত-বর্ণীয় সূত্র যেরূপ নানাবর্ণীয় হইতে পারে তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মও নানাবর্ণীয় হইতে পারেন। শ্বেতবর্ণীয় সূত্র পীতবর্ণীয় হইতে পারে। শ্বেতবর্ণীয় সূত্রই কৃষ্ণবর্ণীয় হইতে পারে। শ্বেত সূত্রই নীলবর্ণীয় হইতে পারে। একই শ্বেত বর্ণের সূত্র যে প্রকারে নানাবর্ণীয় হইতে পারে সেই প্রকারে একই জীব নানাবর্ণীয় হইতে পারে।

সূত্রের লোপ হইলে যেমন তাহাকে আর কোন বর্ণীয় হইতে হয় না তদ্রূপ জীবের লোপ হইলেও তাহাকে আর কোন বর্ণীয় হইতে হয় না।

মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। কোন শাস্ত্র মতেই ব্রহ্মার মুখ হইতে শিব এবং বিষ্ণুর উৎপত্তি নহে। সেইজন্য শিব এবং বিষ্ণু উভয়েই ব্রাহ্মণ নহেন। ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষের মুখ হইতেও শিব এবং বিষ্ণুর উৎপত্তি নহে। ঋগ্বেদানুসারেও শিব এবং বিষ্ণু ব্রাহ্মণ নহেন।

কোন কোন পুরাণ এবং মনুসংহিতার ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার মুখ হইতে

উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থমতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার মুখ হইতে হন নাই। ঐ সকল গ্রন্থমতে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু হইতে হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ার উৎপত্তির বিবরণ নাই। ঐ সকল গ্রন্থমতে বৈশ্য ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু উরু হইতে বৈশ্যার উৎপত্তির কোন উল্লেখ নাই। ঐ সকল গ্রন্থমতে শূদ্র ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রানীর উৎপত্তির কোন শাস্ত্রে কোন উল্লেখই নাই।

ব্রাহ্মণীর ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহার ব্রহ্ম অঙ্গের কোন অংশ হইতেই উৎপত্তি হয় নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহার গর্ভের সন্তানও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। শাস্ত্রানুসারে তিনি নিজ মাতাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠবর্ণের অন্তর্গত হইতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার মাতা যে কোন বর্ণের অন্তর্গত হইতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার মাতা যে কোন বর্ণের অন্তর্গত তাহাও নির্ণয় করা অসাধ্য। তাহা হইলে, তাঁহাকে কোন্ বর্ণ বলা হইবে, তাহার কোন স্থির করিতেই পারা গেল না।

প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ব্রাহ্মণও নরজাতির অন্তর্গত, ক্ষত্রিয়ও নরজাতির অন্তর্গত, বৈশ্যও নরজাতির অন্তর্গত, শূদ্রও নরজাতির অন্তর্গত, ম্লেচ্ছও নরজাতির অন্তর্গত, যবনও নরজাতির অন্তর্গত, চণ্ডালও নরজাতির অন্তর্গত, আরো অন্যান্য কত লোক আছেন, যাঁহারা ঐ সকল শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন। তাঁহারাও নরজাতির অন্তর্গত। তাঁহাদের মধ্যে যিনি দিব্যজ্ঞানী হইবেন, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ভক্ত হইবেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ হইলে তাঁহাদের মধ্যে যিনি দিব্যপ্রেমিক হইবেন, তিনিও সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে নানা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, নানা সদ্‌গুণে ভূষিত থাকিবেন,

তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ হইবেন। তাঁহারাই সম্ভ্রম পাইবার যোগ্য হইবেন, তাঁহারাই শ্রদ্ধাভক্তিপূজা পাইবার যোগ্য হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অসৎ হইবেন, নানা অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কোন অসৎ গুণের বিকাশ হইবে, তাঁহারাই অশ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হইবেন। তাঁহারা সম্ভ্রমশ্রদ্ধাভক্তিপূজাও পাইবেন না।

আদিব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখজ বটেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণের সমস্ত লক্ষণও ছিল। তিনি শ্রদ্ধেয়ও বটেন, পূজ্যও বটেন এবং ভক্তিভাজনও বটেন। তোমাদের মধ্যে কেহই ত ব্রহ্মার মুখজ নহ। তোমাদের মধ্যে কেহই ত নিজ পিতারও মুখজ নহ। ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র প্রভৃতি যেমন জরায়ুজ মনুষ্য তদ্রূপ তোমরাও জরায়ুজ মনুষ্য। তাঁহারা যে অশুদ্ধ অতি নিকৃষ্ট পথ দিয়া বহির্গত হন, তোমরাও সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়াছ। তবে তোমরা ঐ ত্রিবর্ণের পূজ্যই বা হইবে কেন? তবে ঐ ত্রিবর্ণ তোমাদেরই বা ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে কেন? তোমাদের মধ্যে কিম্বা ঐ ত্রিবর্ণের মধ্যে কিম্বা জগতের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে গুণকর্ম্মে যিনি শ্রেষ্ঠ হইবেন, জ্ঞান-ভক্তিদিব্যপ্রেমে যিনি শ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনিই ঐ সকল বিষয়ে নিকৃষ্টগণের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। তিনিই তাঁহাপেক্ষা নিকৃষ্টগণ হইতে শ্রদ্ধাভক্তি পাইবার যোগ্য।

সমস্তই ভগবান সৃজন করিয়াছেন। চতুর্বর্ণও তিনি সৃজন করিয়াছেন।

গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতির সৃজন তাহা পদ্মপুরাণ পড়িলেও জানিতে পারা যায়। পদ্মপুরাণে আছে—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ"

চণ্ডালও যদ্যপি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয় তাহা হইলে তাহাকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ বলা যায়।

ব্রাহ্মণবংশে জন্ম ব্যতীতও দ্বিজ হওয়া যায়। অনেক আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রীয় ও বৈশ্যও দ্বিজ।

মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন বৈদ্য ছিলেন অথচ তিনিও নিজের অনেক গীতে আপনাকে দ্বিজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায় অনুসারে শূদ্র যদ্যপি ব্রাহ্মণোচিত গুণ-ক্রিয়াসম্পন্ন হন তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই জ্ঞানবান হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি মহা অজ্ঞান, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি অব্রাহ্মণের কার্য্যসকল করেন।

যে সকল ব্রাহ্মণবংশীয়ের ব্রাহ্মণের কোন গুণ নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নন্ কোন প্রকৃত শূদ্রই তাঁহাদের দাস নন্। কারণ তাঁহারা মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব এবং মনুসংহিতার মতে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইদানী ব্রাহ্মণবংশে শূদ্রের ন্যায় গুণসম্পন্ন, শূদ্রের ন্যায় কার্য্যশীল অনেক অব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ বলিতেন না। তাঁহার মতেও গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎ পথে চলে"

কাশীখণ্ডের মতে যে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হন তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণকুমার বিবাহ করেন তিনি শূদ্রবর্ণমধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইদানী এরূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে যে ঐ প্রকার দোষজনক বিবাহ বহুল পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইতেছে। অথচ যে সকল

ব্রাহ্মণ ঐ প্রকার বিবাহ করার জন্য পতিত হইতেন তাঁহারা কত শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত অন্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতেছেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা কোন সামান্য-জাতিও যদ্যপি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন্ তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতে হইবে।

সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতিকেই তান্ত্রিক সামান্যবর্ণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে!

বাক্যনিঃসারণের পথ মুখ। পায়ু হইতে কখনো কাহারো বাক্য নিঃসারিত হয় না। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি মুখ হইতেই হইয়া থাকে। শারীরিক কোন কদর্য্য স্থান হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি স্থান মুখ।

সাধুতার পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই সাধু হওয়া যায় না। কেবল উপবীত ধারণ করিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কেবল উপবীতে ব্রাহ্মণ হইলে অনেকেই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন।

যাহা তৃষ্ণা নিবারণ করে না তাহা জল নহে। যে সকল গুণে ব্রাহ্মণ সে সকল গুণ যাঁহার নাই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যে সকল গুণে শূদ্র সে সকল গুণ যাঁহার নাই তিনি শূদ্র নহেন।

চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসক না হইলে তাঁহাকে চিকিৎসক বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণের পুত্রের ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ অসাধু নন্। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত।

অনেক সাধনার বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায়। নিরালম্বোপনিষদের মতে ব্রহ্মবিৎকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিৎ সহজে কে হইতে পারে?

পুরাকালে যাঁহারা ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন।

বাল্মীকিরামায়ণের মতে ব্রহ্মর্ষিকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। সে ব্রহ্মর্ষিব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্ত্বগুণী। প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বভাব নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবত। তৃতীয় স্কন্ধ। ১৫শ অধ্যায়।

ভগবান হরি সনকাদি মুনিগণের প্রতি—("ঐ দুই দ্বারপাল যে ভগবানের অনুচর, সেই ভগবানই তাহাদের অপেক্ষাও ঐ মুনিগণ হইতে অধিক ভয় ভাবনা করিতেছিলেন, সুতরাং তাহাদের ভয়ে ভীত হওয়া বিচিত্র কি ?")

১৬ অধ্যায়—"—, হে বিপ্রবৃন্দ! আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করি; তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতেছি, অপরাধ লইও না। এ বিষয়ে যদিও আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরাধ নাই সত্য, তথাপি মদীয় ভৃত্যেরা যে তোমাদের তিরস্কার করিয়াছে, তাহা আমারই কৃত জ্ঞান হইতেছে, কেননা জয় বিজয় যদি আমার ভৃত্য না হইত এবং আমি যদি উহাদের প্রতি প্রীতিপ্রসন্ন না হইতাম; তবে এ অপরাধ আমার হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু এক্ষণে আত্মকৃতই বলিতে হইবে।"

"যাঁহাদের সেবা করিয়া আমার চরণপদ্মে অখিল লোকের পাপহারী পবিত্ররেণু হইয়াছে, তাহাতে আমি স্বয়ং এতাদৃশী শীলতা লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষলেশ লাভ করিবার নিমিত্ত নানা নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্তও ত্যাগ করেন না; সেই ভুবনপূজ্য ব্রাহ্মণের

প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে সে কখনও আমার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না, আমি তাহাকে হনন করি। হে দ্বিজগণ! আমি যজ্ঞেতে অগ্নিরূপ মুখদ্বারা যজমানের হবি আহার করি সত্য; কিন্তু যে সকল পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ নিষ্কামভাবে আমাতেই সমুদায় কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, প্রতি গ্রাসে রসাস্বাদ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত পায়সাদি ভোজন করেন, তাঁহাদের মুখে আমার যেমন ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্নিমুখ দ্বারা তেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয় না। আমার যোগমায়ার পরিচ্ছেদ নাই এবং কোথাও তাহার ব্যাঘাত হয় না। আমার পদজলে শশিশেখর শিব সহ লোকপালগণ সদ্য পবিত্রীকৃত হয়েন; এইহেতু আমি পরমেশ্বর এবং পরমপাবন; কিন্তু আমি এইরূপ হইয়াও যাঁহাদের নির্ম্মল চরণরেণু আপনার মস্তকস্থ কিরীটের দ্বারা সদা বহন করিতেছি, সেই ব্রাহ্মণগণ অপকার করিলেও, তাহা কে না সহ্য করিবে? ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী, এই তিনটাই আমার শরীর। যে সকল ব্যক্তি এই তিনকে ভেদদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে, তাহাদের দৃষ্টি পাপে বিনষ্ট হইয়াছে। আমার অধিকৃত দণ্ডনায়ক যমের গৃধ্ররূপী দূতগণ সর্পবৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া, চঞ্চু দ্বারা তাহাদের চক্ষুসকল ছেদন করিবে, সন্দেহ নাই।"

"ব্রাহ্মণেরা কর্কশ কথা প্রয়োগ করিলেও, যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বাসুদেব জ্ঞানে অর্চ্চনা করেন এবং সন্তুষ্ট মনে হাস্য করিতে করিতে পুত্রবৎ সস্নেহ বাক্য দ্বারা আমি যেমন তোমাদিগকে সম্বোধন করি এইরূপে আহ্বান করেন, আমি তাঁহাদের বশীভূত হইয়া থাকি।"

ভগবানের প্রতি সনকাদি—"তুমি ব্রাহ্মণহিতকারী, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ তোমার পরম দেবতা সত্য কিন্তু বস্তুতঃ ব্রাহ্মণসকল দেবপূজ্য হইলেও তুমি তাঁহাদের আত্মা এবং তুমিই তাঁহাদের দেবতা।"

ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইবা মাত্র ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। প্রথমতঃ দ্বিজ হইতে হয়, তৎপরে বিপ্র হইতে হয়, তৎপরে ব্রাহ্মণ হইতে হয়। দ্বিজ না হইলে বিপ্র হওয়া যায় না। কারণ দ্বিজ না হইলে, শাস্ত্রানুসারে বেদে অধিকারই হয় না।

ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণরূপে বেদাচারী হওয়া কর্ত্তব্য। বেদাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে পদে পদে অপরাধী হইতে হয়।

ব্রাহ্মণবংশীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্যসকল করেন না, ব্রাহ্মণবংশীয় যে সকল ব্যক্তির ব্রাহ্মণের গুণ নাই, তাঁহারা মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মতে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ানুসারেও তাঁহারা অব্রাহ্মণ শূদ্র।

গুণকর্ম্মানুসারে কখন কখন অব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পুত্র অব্রাহ্মণ হইতে পারেন। যেমন কবির পুত্র অকবি হইতে দেখা যায়। যেমন চিকিৎসকের পুত্রও অচিকিৎসক হইতে দেখা যায়।

বেদসম্মতব্রাহ্মণ বৈদিক ব্রাহ্মণ, স্মৃতিসম্মতব্রাহ্মণ স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ, পুরাণসম্মতব্রাহ্মণ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ, তন্ত্রসম্মতব্রাহ্মণ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মার মুখ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন নহেন। বৈদিক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি পুরুষের মুখ হইতে হইয়াছে। স্মার্ত্তব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখজ সংহিতানুসারে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কতকগুলি পৌরাণিক ব্রাহ্মণও ব্রহ্মার মুখজ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতিকেও ধরা হইয়াছে।

নানা শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান। প্রকৃত ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বগুণী। ক্ষমা তাঁহার প্রধান ভূষণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অমোঘ।

ব্রাহ্মণ আধুনিক নহেন। বেদেও ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। নিরালম্বোপনিষদে ব্রহ্মবিদকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

জগতস্থ সকল লোকই এক্ মানবজাতির অন্তর্গত। সেই মানব জাতির অন্তর্গত কোন লোক্‌কে তুমি অমানব বলিলে তিনি অমানব হইবেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে কেহ অব্রাহ্মণ বলিলে তিনি অব্রাহ্মণও হইতে পারেন না।

এ জন্মে সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাকে মনুষ্য করিয়াছেন, তিনি যাহাদের যবন, ম্লেচ্ছ, মেথর, চণ্ডাল প্রভৃতি বলা হয়, তাঁহাদের অন্ন ভোজন করিলেও এ জন্মে তিনি অমনুষ্য হইবেন না। সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে যদ্যপি ব্রাহ্মণজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকিত তাহা হইলে, এ জন্মে ব্রাহ্মণ কখনই অব্রাহ্মণ হইত না। গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণজাতি। এইজন্যই ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্মের ব্যতিক্রম হইলেই অব্রাহ্মণ হন্।

মুখ হইতে কত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নির্গত হয়, মুখ হইতে কত ভক্তিপ্রেমের উদ্দীপক উপদেশ নির্গত হয় আর সেই মুখ হইতেই থুতুগয়ার নির্গত হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সমস্ত দিব্যজ্ঞানীর, ভক্তের এবং দিব্যপ্রেমিকের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারাই পূজ্য এবং তাঁহারাই ভক্তিভাজন। আর থুতুগয়ারের মতন যাঁহারা তাঁহারা পরিত্যজ্য, তাঁহারা হেয় এবং তাঁহারা ঘৃণিত। তাঁহারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্ভ্রম এবং পূজা পাইবার যোগ্য নহেন্।

সন্ন্যাসীর বেদান্তমত। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণের পৌরাণিক মত। উভয়ই বেদব্যাসকৃত। অথচ বেদব্যাস প্রকৃত জাতিব্রাহ্মণও নহেন। ধীবরী মৎস্যগন্ধার গর্ভে পরাশরব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহার উৎপত্তি। কিন্তু শিবের অবতার শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার বন্দনা করিয়াছিলেন। গুণেই শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।

রাজার অধিক ধন এবং ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রম, সেইজন্যই তাঁহার সকলের উপর প্রাধান্য আছে। যে ব্রাহ্মণ পরমধনের অধিকারী তিনি তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়রাজা এবং অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রম এবং প্রাধান্য পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহা অপেক্ষা সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের আক্ষেপ করা উচিত নহে।

অধিক ধন যাঁহার আছে তাঁহারই কত সম্ভ্রম, অধিক বিদ্যা যাঁহার আছে তাঁহারই কত সম্ভ্রম। যিনি পুরাকালে দিব্যজ্ঞান, শুদ্ধভক্তি প্রভৃতি কত অমূল্য ধনের অধিকারী, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নানা-সদ্‌গুণমণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি যে তাঁহার নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রম এবং প্রাধান্য পাইয়াছেন তাঁহার তাহা পাওয়া অসঙ্গত হয় নাই।

পুরাকালে যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বলা হইত।

গীতানুসারে ব্রাহ্মণকে সাধনা দ্বারা তপস্বী হইতে হয় না। সে মতে ব্রাহ্মণ স্বভাবতই তপস্বী।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতানুসারে ব্রাহ্মণ স্বভাবতই তপস্বী। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতানুসারে তপস্যাবিহীন ব্রাহ্মণই নাই। স্বভাবতঃ যিনি তপস্বী তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কয়েকটী কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার তপস্যাও একটী কর্ম্ম। সেই তপস্যা ত্রিধাবিভক্ত।

ব্রাহ্মণ শারীরীতপস্যা বিহীন নহেন, ব্রাহ্মণ বাঙ্ময়ীতপস্যা বিহীন নহেন, ব্রাহ্মণ মানসীতপস্যা বিহীন নহেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ঐ ত্রিবিধ তপস্যাই করিয়া থাকেন। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেই ব্রাহ্মণের

তপস্যাও একটী স্বভাবজ কর্ম্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং সেইজন্য তপস্যার অন্তর্গত সকল প্রকার তপস্যাই ধরিতে হয়।

সশক্তিক গুরুস্তোত্রানুসারে গুরু নিজ শক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যেকেরই দেহাভ্যন্তরস্থ সপ্তকমলে বিরাজিত রহিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মণেই তিনি নানারূপে আছেন, এরূপ নহে।

গুরুগীতা প্রভৃতির মতে সহস্রারকমলের পরমশিবই গুরু। গুরু-গীতার কোন স্থলে এরূপ নির্দ্দেশ নাই যে সেই গুরু কেবল ব্রাহ্মণের মস্তকস্থ সহস্রারকমলেই আছেন। সেই গুরু সর্ব্বজীবের মস্তকে আছেন। সেইজন্য প্রকৃত কোন ভক্তই কাহারও মস্তকে চরণ দিবেন না। কেহ তাঁহার চরণে মস্তক দিয়া প্রণাম করিলে আপত্তি করিবেন।

বর্ত্তমান চতুর্বর্ণের প্রত্যেক বর্ণে যে সকল গুণের অনেক গুলিই অবশিষ্ট বর্ণত্রয়ে আছে, সেইজন্যই প্রত্যেক বর্ণই অসম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। অতএব সেইজন্য সকল বর্ণই একবর্ণ। বর্ত্তমান চতুর্বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ যে সকল কর্ম্ম করেন সে সকল কর্ম্মের অনেক কর্ম্মই অবশিষ্ট বর্ণত্রয় করিয়া থাকেন। সেইজন্যই প্রত্যেক বর্ণই অসম্পূর্ণব্রাহ্মণ, অসম্পূর্ণক্ষত্রিয়, অসম্পূর্ণবৈশ্য এবং অসম্পূর্ণশূদ্র। অতএব সেইজন্য সকল বর্ণই একবর্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে যে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে চতুর্বর্ণ অদ্যাপি বর্ত্তমান নহেন।

কোন মহাত্মার মতে ভগবান "সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং শম, দম, তপস্যাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন।" কিন্তু এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁহাদের ব্রাহ্মণের কোন লক্ষণ নাই অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন্। সেরূপ

লোকদের ঐ মহাত্মার বাক্য অনুসারে এবং গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ অনুসারে কখনই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া স্রষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

মনুসংহিতায় কিম্বা কোন পুরাণের কোন স্থলেই বলা হয় নাই বর্ত্তমান কালের কোন ব্রাহ্মণের ঔরষে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হইবেন তিনিও সেই ব্রহ্মার মুখজ পবিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা এবং সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপত্তির জন্যই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য স্পষ্টই মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের কোন ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার কোন নিকৃষ্ট অঙ্গ হইতে পর্য্যন্ত উৎপন্ন হন্ না। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তোমরা যে মানবীকে ব্রাহ্মণী বল, তাঁহার অতি জঘন্য অঙ্গ হইতেই উৎপত্তি হয়। অতএব সেইজন্য ঐ প্রকারে উৎপন্ন কোন ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার পবিত্র মুখজ ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হইতে পারেন না এবং তাঁহার ন্যায় তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধাও করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার যে সেবাশুশ্রূষা করা হইয়াছে, তাঁহাদের সেই প্রকার সেবাশুশ্রূষাও করা অকর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় কোন কুলীন ব্রাহ্মণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ কাশীখণ্ডমতে যে ব্রাহ্মণ-কন্যার ঋতু হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন, তিনিও শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। বঙ্গীয় কৌলিন্যপ্রথানুসারে বঙ্গীয় অধিকাংশ কুলীনব্রাহ্মণকন্যারই ঋতু হইতে আরম্ভ হইবার অনেক পরে বিবাহ হয়। সুতরাং সেইজন্য সেই সকল কন্যা শূদ্রাণীও হয়। তাঁহাদের যে সকল ব্রাহ্মণ পতি হন, তাঁহারাও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত শূদ্রই হন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের সহিত একত্রে ভোজনে এবং অন্যান্য প্রকারে

তাঁহাদের সহিত সংস্রব রাখা প্রযুক্ত তাঁহারাও শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গে এমন মৌলিক ব্রাহ্মণই নাই, যাঁহাদের কোন না কোন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত সংস্রব আছেই। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সহিত মৌলিক ব্রাহ্মণদিগের একত্রে ভোজন এবং বিবাহ প্রভৃতি সংস্রব বশতঃ তাঁহারাও শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় কৌলিন্যপ্রভাবে বঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্মণই শূদ্র হইয়াছেন। তাঁহারা শূদ্র হইয়াছেন বলিয়া শূদ্রান্ন ভোজনও করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ শূদ্রতা প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইবার কোন উপায় স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত হয় নাই।

দ্রৌপদীর প্রথম ঋতুর অনেক পরে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথচ তিনি রন্ধন করিলে, কত মহামুনি ও মহর্ষিগণও ভোজন করিতেন। শূদ্রান্নভোজনে তাঁহাদের মধ্যে কেহই জাতিভ্রষ্ট হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ। বিশ্বে যত মুখ আছে, সে সমস্ত মুখ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন। কেবল ব্রাহ্মণের মুখেই তিনি ভোজন করেন বলিতে পার না।

ব্রাহ্মণের মুখে নারায়ণের ভোজন হইলে, কোন ব্রাহ্মণই দণ্ডী-নারায়ণকে ভোজন করাইতেন না।

নারায়ণ যদ্যপি কেবল ব্রাহ্মণের মুখে খাইতেন, তাহা হইলে, কোন ব্রাহ্মণই তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভোগ দিতেন না। প্রত্যেক ভক্ষ্য নিজে আহার করিলেই নারায়ণের ভোগ হইত। তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণ ভোজন পর্য্যন্ত করাইতেন না।

মনুসংহিতা প্রভৃতি অনুশীলনে জানা যায় ব্রাহ্মণই প্রথম বর্ণ। অদ্বৈতমতে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসগ্রহণে দণ্ডী হইলে তাঁহাকে আর কোন বর্ণের

অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য করা হয় না। তখন তিনি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্মই করেন না এবং তখন তাঁহার ব্রাহ্মণের রক্ষণীয় কোন চিহ্নও থাকে না। তখন তিনি অবর্ণ, অজাত এবং অব্রাহ্মণ হন্। তখন তিনি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরও পূজ্য হন্।

নিকৃষ্টতা হইতে উৎকৃষ্টতা লাভের চেষ্টা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। সেই-জন্যই শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণতা পরিত্যাগে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট আশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও ব্রাহ্মণতা হইতে উৎকৃষ্টাশ্রম দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণতা পরিত্যাগে সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণতা হইতে তদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাশ্রমী সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যবস্থা আছে (দেহত্যাগ ব্যতীত) তাহা হইলে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বুঝিবার কোন কারণই নাই।

তুমি দণ্ডী হইয়াছ বলিয়া তোমার শূদ্র সম্মুখে থাকিলে, আহার করিতে নাই বলিতেছ। তুমি অপেক্ষা কি তোমার খাদ্য উৎকৃষ্ট? তুমি নিজে কি প্রকারে শূদ্র দর্শন কর? তোমাকে কি প্রকারে শূদ্র দর্শন করে? কৈ তাহাতে ত তোমার প্রত্যবায় হয় না।

শূদ্র ভোজনদর্শন করিলে যে দণ্ডীর ভোজন নষ্ট হয় তিনি অদ্যাবধি জাতীয় সীমার পরপারে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দণ্ডাশ্রমের বিধান অনুসারে দণ্ডীর জাতি নাই। যাঁহার জাতি নাই তাঁহার জাতিভ্রষ্ট হওনেরও ভয় নাই। কোন শ্রেষ্ঠজাতি নিকৃষ্টজাতির অন্ন খাইলে তাঁহার জাতি যাইতে পারে বটে। কিন্তু জাতিবিহীন অদ্বৈতজ্ঞানী দণ্ডীর তাহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে।

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানীর জাতি নাই। তিনি নির্ব্বিকার, তিনি সকল

জাতির অন্নই ভক্ষণ করিতে পারেন। তিনি ব্রাহ্মণচণ্ডালে কোন ভেদ দেখেন না। তিনি অধো ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্রে এক্ আত্মা পরিপূর্ণ জানেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাঁহারই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রকৃত দ্বৈতজ্ঞানবিহীন সন্ন্যাসীর ভোজনসম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন—

"বিপ্রান্নং শপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা চান্নমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥"

দণ্ডীকে অদ্বৈতজ্ঞানী বলা হয় অথচ তিনি ব্রাহ্মণের অন্ন ব্যতীত অপর কোন জাতির অন্ন ভক্ষণ করেন না। তাঁহার এতদূর দ্বৈত-জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায় যে শূদ্র তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিলে তাঁহার ভোজন নষ্ট হয়। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ প্রকৃত তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর জীবনেই প্রতিফলিত ও বিকাশিত দেখা যায়।

ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণ আর শূদ্র নহেন। উনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে অবধূত হইয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে উনি এক্ষণে নারায়ণ। ঐ নারায়ণের বেদে অনধিকার বলিতে কি প্রকারে সাহসী হইয়াছ?

মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে ব্রাহ্মণ অবধূত হইলেও যাহা হন্ শূদ্র অবধূত হইলেও তাহা হন্। সেইজন্য শূদ্র অবধূত হইয়া সামবেদীয় মহাবাক্য উচ্চারণে অন্যকে সন্ন্যাস দিলেও দোষ হয় না। অবধূত হইলে শূদ্রও সামবেদে অধিকারী হন্ মহানির্ব্বাণতন্ত্রানুসারে স্পষ্টই বোঝা যায়।

অদ্বৈতমতে আত্মজ্ঞানীর কোন জাতি নাই, সুতরাং সে মতে অতি-নীচবংশীয় কোন আত্মজ্ঞানী হইলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

যুগী যাহাদের বলা হয়, তাহাদের বংশে এক ব্যক্তি যোগী হইয়া-ছিলেন। যুগীরা অত্যন্ত নীচজাতি ছিল। তাহারা সেই ব্যক্তি হইতে যোগী বা যুগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। ২. মুচীবংশে রুহিদাস জন্মে-

ছিলেন। তিনি মহাভক্ত হইয়াছিলেন এইজন্য আধুনিক মুচিরা গৌরব করিয়া মুচী বলিয়া পরিচয় না দিয়া রুইদাস বলিয়া পরিচয় দেয়—!

প্রণব শব্দ ব্রহ্মপ্রতিপাদক। সে শব্দ উচ্চারণে সর্ব্বোপাধিবিশিষ্ট আত্মারই অধিকার আছে।

বেদান্তানুসারে আত্মার জাতি নাই। অতএব আত্মাকে শূদ্রও বলা যায় না। তবে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই বলা হয় কেন?

স্মৃতিপুরাণতন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রমতে বেদই সর্ব্বশাস্ত্রের আদি, বেদেরই সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে প্রাধান্য। সেই বেদে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সেবক বলা হয় নাই। সেবাশুশ্রূষাই যদি শূদ্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, বেদেও সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, শূদ্রের বেদপাঠ করা অকর্ত্তব্য, শূদ্রের প্রণবোচ্চারণে প্রত্যবায় আছে চতুর্ব্বেদের কোন বেদেই তাহা বলা হয় নাই।

ঋগ্বেদের মতে শূদ্রও ব্রাহ্মণের সেবক নহেন। ঋগ্বেদে শূদ্রকে ব্রাহ্মণের সেবা করিতে কোন স্থলেই বলা হয় নাই।

ব্রাহ্মণের পদ হইতে ত শূদ্রের উৎপত্তি নহে। তবে শূদ্র ব্রাহ্মণেরই বা সেবাশুশ্রূষা করিবে কেন? শূদ্র যাহার পদ হইতে উৎপন্ন তাহাকে পাইলে, শূদ্রের তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য বটে।

ঋগ্বেদের মতে পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, পুরুষের উরু হইতে বৈশ্য এবং পুরুষের পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন। মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মার শরীরের ঐ কয় অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র উৎপন্ন। তুমি ঋগ্বেদ বিশ্বাস করিবে না মনুসংহিতা বিশ্বাস করিবে?

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র উৎপন্ন বলা হয় নাই। তাহাতে বলা হইয়াছে মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ঐ চার উৎপন্ন।

ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের দশম খণ্ডের ৯০ সূক্তানুসারে পুরুষের দুই চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। ঋগ্বেদের মতে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ। চরণের মুখের সেবা করা উচিৎ নহে। এইজন্য শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবক নহে। ঋগ্বেদের মতেও শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবক নহে।

ঋগ্বেদের মতে যিনি পুরুষ তিনিই মনুসংহিতার ব্রহ্মা নহেন। ঋগ্বেদীয় পুরুষকে ঋগ্বেদের কোন স্থলেই ব্রহ্মা বলা হয় নাই।

বাল্মিকীয় রামায়ণের আদিকাণ্ডমতে ব্রহ্মার বংশে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামের উৎপত্তি। সেই বংশে ব্রাহ্মণ কশ্যপেরও উৎপত্তি। বাল্মিকী-রামায়ণানুসারে রামকেও কশ্যপবংশীয় বলা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণ-কশ্যপের বংশে যাঁহার জন্ম তাঁহাকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ বলা উচিৎ। ব্রাহ্মণের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বংশে রামের উৎপত্তি হইলেও রামকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, ব্রাহ্মণমরীচি ব্রাহ্মণকশ্যপ প্রভৃতির বংশে রামের জন্ম হইলেও তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়।

কোন ব্রাহ্মণবংশে ক্ষত্রিয় হইলে অবশ্য জন্মানুসারে সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় নহেন। তবে গুণকর্ম্মানুসারে তিনি ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায় বটে। রামের কোন পূর্ব্ব পুরুষের অথবা রামের গুণকর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় হইবার বৃত্তান্ত বাল্মিকীয় রামায়ণের কোন স্থানেই নাই, অধ্যাত্ম-রামায়ণেরও কোন স্থানে নাই। তবে রামের সর্ব্ব পুরুষকে এবং রামকে কেন ক্ষত্রিয় বলা হয় বুঝিতে পারা যায় না।

কোন স্মৃতিতেই কোন নাগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা হয় নাই। কোন বেদেও কোন ব্রাহ্মণের সহিত কোন নাগকন্যার বিবাহ হইবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "জরৎকারুও বেদবিধানানুসারে বিবাহবিহিত সংস্কারকর্ম্ম করিয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।" মহাভারতা-

নুসারে জরৎকারু ব্রাহ্মণকুমার। তাঁহার 'যাযাবর' নামক ঋষিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। তিনি নাগকুলোদ্ভবা 'জরৎকারুকে' বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ নাগকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব জরৎকারুর ঔরসে সুবিখ্যাত আস্তিকের জন্ম হইয়াছিল। আস্তিকের মাতাকেই কোন মতে 'মনসা' বলা হইয়াছে। আস্তিককে মহাভারতে বেদবেদাঙ্গবিশারদ, তপস্বী, মহানুভব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও পিতৃমাতৃকুলের ভয়নাশক বলা হইয়াছে।

মহাভারত। আদিপর্ব্ব।

আস্তিক ভুজঙ্গীগর্ভসম্ভূত হইলেও তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ব্রহ্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে "ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু নামক ঋষি জরৎকারুনাম্নী যে ভুজঙ্গভগিনীকে বিবাহ করিবেক, তাহার গর্ভে এক শ্রীমান ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়া সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিবেক।"

উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণী অর্থাৎ গিরিদরীতে পতিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্য জন্মিলেন।"

গৌতমের রেতঃ শরস্তম্বে পতিত হইয়া দ্বিধাভূত হওয়াতে অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে মহাবল অশ্বত্থামা জন্মিলেন।"

মহাভারত প্রভৃতি মতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষত্রিয় এবং দ্রৌপদীকৃষ্ণা ক্ষত্রিয়া বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই কোন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম হয় নাই, কোন ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্ম হয় নাই। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে এইরূপ বিবরণ আছে, "সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য —তেজস্বী বীর্য্যবান বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞকালে হুতাশন হইতে দ্রোণ-বিনাশার্থ ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিলেন, এবং সেই যজ্ঞবেদীতে

তেজস্বিনী শুভলক্ষণা দেদীপ্যমানশরীরসম্পন্না নিরুপমরূপবতী কৃষ্ণা জন্মিলেন।"

রামায়ণের শুক্রাচার্য্যের শিষ্য দণ্ডরাজা শুক্রাচার্য্যের অনোপস্থিতিতে তাঁহার পুষ্পবাটিকাতে তাঁহার বয়স্থা যুবতী অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যা অজ্জাতে রমণ করেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভ হয়। উক্ত স্ত্রী পূর্ব্বে অন্য কাহারো দ্বারা কৃতসম্ভোগা হন নাই। এইজন্য দণ্ডর স্ত্রী হইলেন যেন।

অজ্জা দেবজানী ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ভর্ত্তা ছিলেন।

পরাশর যে অনূঢ়া ধীবরীতে গমন করিয়া ব্যাসের জন্ম দিয়াছিলেন, তাহার পরে আবার সেই ধীবরীকে ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনু বিবাহ করিয়াছিলেন।

শুক্লপক্ষে গগনমণ্ডলে যে চন্দ্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন আর্য্যদিগের নানা শাস্ত্রানুসারে সেই নিশানাথ চন্দ্রের সপ্তবিংশতিসংখ্যক বনিতা। সেই সকলের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশীরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদী, উত্তরভাদ্রপদী ও রেবতী।

কোন আর্য্যমহিলা একবার মাত্র ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত হইলেও তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধিত করিয়া তাঁহার পতি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ প্রকার নারীর পক্ষে প্রাজাপত্যব্রতই প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। তবে ঐ নারী যতদিন না রজমতী হইবে ততদিন তাহার শুদ্ধি হইবে না। ঐ বিষয়ে অত্রি বলিয়াছেন,—

"সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্ব্বা পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু॥ ১৯৭"

একজনের ক্ষেত্রে অন্যে সন্তানোৎপাদন করিলে, সেই সন্তান, যাহার

ক্ষেত্র তাহারই যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে, সে সন্তানকে বেজন্মাও বলা উচিৎ নয়।

তুমি একজনের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, সেই বীজে বৃক্ষ হইয়া সেই বৃক্ষে ফল হইলে, সে ফল যাহার ক্ষেত্র তাহারই বলিতে হইবে। একজনের পত্নীতে অন্যের ঔরসে সন্তান হইলে যাহার সেই পত্নী, তাহারই সন্তান বলিতে হইবে।

নলের উদ্দেশ পাইবার জন্য দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর হইবার ঘোষণা-পত্র ঋতুপর্ণ রাজাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সে সংবাদে দময়ন্তী যে স্থানে আসিয়াছিলেন। ইহাতে বোঝা যায় নলদময়ন্তীর সময়েও স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার রীতি ছিল। তাহা না থাকিলে, দময়ন্তী ঐ প্রকার ঘোষণা করিতে পারিতেন না এবং তাহা হইলে, তাঁহার ঘোষণায় বিশ্বাস করিয়া, ঋতুপর্ণ তাঁহাকে বিবাহ করিবার আশায় তিনি যথা ছিলেন, তথা আসিতেন না।

সধবা শব্দের 'স' অর্থে তিনি, আর ধবা অর্থে পতিবিশিষ্টা। তিনি পতি যাঁহার তিনিই সধবা। আর্য্য অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক গ্রন্থনিচয়ে 'স' শব্দ ব্রহ্মবাচক। সে মতের সোঽহং মানে 'তিনিই আমি'। 'সধবা' অর্থে ব্রহ্ম যাঁহার পতি। আদ্যাশক্তির পতিই ব্রহ্ম। সধবা মানে আদ্যাশক্তি। যাঁহারা সেই সধবা পূজা করেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত সধবা-পূজা করা হয়।

মনুসংহিতায় কোন সধবা ব্রাহ্মণীকে পূজা করিবারও বিধি নাই এবং তাঁহাকে ভোজন করাইবারও ব্যবস্থা নাই। অথচ নিষেধবিধি সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতই মনুর দোহাই দিয়া থাকেন্।

কলের চিনি এবং লবণ গোরুর পোড়ান হাড়্ দিয়া, পরিষ্কার করা হয়। অধিকাংশ ঘৃতে চর্ব্বি মিশান থাকে। কাশীতে চামড়ার মোসকে

তৈল বিক্রীত হয়। কলিকাতায় অনেক দোকানদারের ঘরে বড় বড় চাম্ড়ার কূপোর মধ্যে তৈল ও ঘৃত থাকে। অনেক ব্যবসায়ী চর্ম্মাধারে গুড় রাখেন্। তবে আর্ হিন্দুর জাতিরক্ষা কি প্রকারে হইবে? কাশীতেই চামড়ার কূপোয় তৈল বিক্রীত হয়, তবে আর অন্য স্থানের কথা কি কহিব? সেই চাম্ড়ার্ কূপোর তৈলের ব্যঞ্জন নারায়ণেরও ভোগ হইতেছে, নিরামিষ্যভোজী অতি শুদ্ধাচারী দণ্ডী, ব্রাহ্মণ ও বিধবারাও খাইতেছেন্। কলিতে জাতিরক্ষা হওয়া দুষ্কর।

কাশীখণ্ডের মতে কোন ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণকন্যা রজস্বলা হইয়া থাকেন, তাঁহাকে যদ্যপি বিবাহ করেন তাহা হইলে, সেই ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ শূদ্র হন্। বঙ্গে কৌলিন্যের অনুরোধে অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদিগেরই রজস্বলা হইবার বহু দিবস পরে বিবাহ হয়। তাঁহাদের যে সকল ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন, তাঁহারাও শূদ্র হন্। সেই সকল ব্রাহ্মণবংশীয় শূদ্র কত অশূদ্র ব্রাহ্মণবংশীয়দিগের সঙ্গে এক সঙ্গে অন্নভোজন করেন এবং সময়ে সময়ে অন্ন পরিবেশনও করেন। সুতরাং এই প্রকারে বঙ্গে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কলিকালে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

গৃহস্থও মনুষ্য অগৃহস্থও মনুষ্য। ব্রাহ্মণও মনুষ্য, জগতের অন্যান্য-জাতীয় যাঁহারা তাঁহারাও মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত তাঁহারা সকলেই মনুবংশসম্ভূত। অতএব তাঁহারা সকলেই একজাতি। মনু-সংহিতার দশমাধ্যায়ানুসারে গুণকর্ম্মানুসারে যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিবিধ জাতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগতে ব্রাহ্মণউপাধিধারী এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের ব্রাহ্মণের কোন গুণই নাই। মনু অনুসারে তাঁহারা যে বর্ণের যোগ্য তাঁহাদের সেই বর্ণের অন্তর্গতই করা উচিৎ। মনুসংহিতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রসিদ্ধ

মতানুযায়ী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। কোন কোন শাস্ত্রানুসারে সঙ্কর-জাতি, যবন এবং ম্লেচ্ছ গুণকর্ম্মানুসারেও ঐ চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত হইতে পারেন না। ইদানী অনেক বর্ণসঙ্করকেও শূদ্র বলা হয়, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে তাহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতি নাই, ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতি নাই, বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত বৈশ্য ভিন্ন অপর জাতি নাই। শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত শূদ্র ভিন্ন অন্যান্য জাতি নাই আর্য্যদিগের নানা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় অথচ বঙ্গে শূদ্রবর্ণের মধ্যে সমস্ত বর্ণসঙ্করকেই পরিগণিত করা হয়।

শূদ্রবর্ণের যে নানা বিভাগ আছে এ কথা প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতেও নাই, বামনপুরাণেও নাই, অদ্ভুতরামায়ণেও নাই, ঋগ্বেদসংহিতাতেও নাই।

শূদ্রবর্ণের নানা শ্রেণী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। তবে কায়স্থকে শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত কোন একটী শ্রেণী বল কি প্রমাণে?

কায়স্থ, গোপ, সদ্গোপ, তেলী, মালী প্রভৃতি যদ্যপি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে কোন না কোন পুরাণে উল্লেখ থাকিত।

ভাগবতের মতে গোপ বৈশ্য। ব্যোমসংহিতা এবং ব্রহ্মপুরাণমতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

কোন বেদেও কায়স্থকে শূদ্র বলা হয় নাই, মনুসংহিতাতেও কায়স্থকে শূদ্র বলা হয় নাই, কোন পুরাণমতেও কায়স্থ শূদ্র নহেন, কোন তন্ত্রমতেও কায়স্থ শূদ্র নহেন এবং দেবীবর ঘটকের কুল-কারিকানুসারেও কায়স্থকে শূদ্র বলা যায় না।

ঋগ্বেদকে আদি বেদ বলা হয়। সেই ঋগ্বেদমতে পুরুষের পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব বটে। কিন্তু ঋগ্বেদের কোন স্থলে কায়স্থকে শূদ্র বলা হয়

নাই। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকানুসারেও ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি। কিন্তু সেই মনুসংহিতার কোন স্থলেও কায়স্থকে শূদ্র বলা হয় নাই।

কোন কোন শাস্ত্রমতে শূদ্রেরই প্রণব উচ্চারণে অধিকার নাই। কোন শাস্ত্রমতেই কায়স্থ শূদ্র নহেন। সেইজন্য কায়স্থেরও প্রণব উচ্চারণে অধিকার আছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মার বক্ষজ কায়স্থক্ষত্রিয়ের উপবীত গ্রহণ করিবার কোন উল্লেখ নাই। সেইজন্য কোন কায়স্থেরই উপবীত নাই। ব্যোম-সংহিতায়ও ব্রহ্মার বক্ষজ কায়স্থক্ষত্রিয়ের উপবীত হইবার কোন উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ব্যোমসংহিতার মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়। সেইজন্য মহাত্মা রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদ করায় কোন দোষ হয় নাই।

ক্ষত্র হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইযাছিলেন।

ভগবান ঋষভদেব রাজর্ষি নাভির পুত্র। তাঁহার রাজর্ষি নাভির ঔরষে মেরুদেবীর গর্ভাশ্রয়ে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার দেবরাজ ইন্দ্রের জয়ন্তীনাম্নী কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। জয়ন্তীর সংশ্রবে ভগবান ঋষভদেবের একশত পুত্রোৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার সেই সমস্ত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই যাজ্ঞিক এবং বিশুদ্ধকর্ম্মসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই অবিনয়ী ছিলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই দেবতত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রকুলোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কোন স্মৃতিতেই ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কোন ব্রাহ্মণের উৎপত্তিবিবরণ নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে ক্ষত্রিয়পুত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। সেইজন্যই ক্ষত্রিয় নাভি মহারাজার একাশীতি জন পৌত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়ের অন্ন ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য নহে। মহাভারতানুসারে যে অন্ন ক্ষত্রিয়া দ্রৌপদী রন্ধন করিতেন তাহা কত প্রসিদ্ধ মুনিঋষিও ভক্ষণ করিতেন।

বঙ্গদেশে শূদ্রের অন্তর্গত নানা জাতি আছে। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করেন্ না। বঙ্গে যে কয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করেন না।

ভারতবর্ষের বাহিরে যাইলেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় কে তোমাকে বলিল? ভারতবর্ষের বাহিরে যাইলে যথার্থই যদি জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত তাহা হইলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইত না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে যিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সকল তীর্থে অবগাহন করেন তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। সেই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর আর তাঁহার বারম্বার জন্ম হয় না। মূল শ্লোক এই প্রকার,—

"যঃ স্নাতি সর্ব্বতীর্থেষু ভুবি কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
স চ নির্ব্বাণতাং যাতি ন তজ্জন্ম ভবেদ্ভুবি ॥১১৩॥" ২৭অ

মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে জরৎকারু ঋষির "সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ" বৃত্তান্ত আছে।

ঋগ্বেদীয় জায়মান শব্দের অর্থ জাত।

ঋগ্বেদসংহিতার ২য় অষ্টকের ১ম অধ্যায়ে ১০ম ঋকে পণি অর্থে বণিক। বৈশ্য জাতি নহে।

মনুসংহিতার মধ্যে ম্লেচ্ছ যবনের উৎপত্তিবিবরণ নাই। মনুর মতে ঐ দুয়ের কোনটীকেই কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর বলাও যায় না।

মনুবংশাবলীর প্রত্যেককেই মানব বলা হয়। ব্রাহ্মণও মানব,

ক্ষত্রিয়ও মানব, বৈশ্যও মানব, শূদ্রও মানব, মোশলমানও মানব, খৃষ্টানও মানব এবং চণ্ডাল প্রভৃতিও মানব।

কেবল প্রকৃতি হইতে জগৎ নহে। পুরুষপ্রকৃতিযোগে জগৎ।

মনুষ্যের উৎপত্তি ঈশ্বর হইতে। সেইজন্য প্রত্যেক মনুষ্যই ঈশ্বরের পুত্র।

তোমার মতে একাত্মা। সেই একাত্মা তুমি নিজেও বট, তোমার পত্নীও বটেন এবং সেই একাত্মা প্রত্যেক দেহমধ্যস্থও বটেন। তোমার মতে তুমি যে আত্মা তোমার পত্নীও সেই আত্মা। অথচ তুমি আপনাকে পুরুষ বোধ কর এবং তোমার পত্নী আপনাকে প্রকৃতি বোধ করেন। ঐ প্রকারে একই আত্মা কোন আধারে আপনাকে ব্রাহ্মণ বোধ করেন, কোন আধারে তিনি আপনাকে ক্ষত্রিয় বোধ করেন, কোন আধারে তিনি আপনাকে বৈশ্য বোধ করেন, কোন আধারে তিনি আপনাকে বর্ণসঙ্কর বোধ করেন, কোন আধারে তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছ বোধ করেন।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু জাতিবিচার করিয়া অবতীর্ণ হন্ না। তাহা হইলে তিনি কেবল ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে তিনি মৎস্যাবতারও হইতেন না, তাহা হইলে তিনি কূর্ম্মাবতারও হইতেন না, তাহা হইলে তিনি বরাহ অবতারও হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ গোপান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণা শবরীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন। অথচ তাঁহাদের প্রসাদ খাইতে অতি শুদ্ধাচারী দ্বিজেন্দ্রেরও আপত্তি হয় না। রামকৃষ্ণেরই জাতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণের জাতিসম্বন্ধীয় অভিমান ছিল না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জাতিসম্বন্ধে অভিমান ছিল না, কবির নানক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মহাত্মা-গণেরও জাতিসম্বন্ধীয় অভিমান ছিল না।

নারদ আদি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তাঁহারা গোপকন্যা রাধিকার প্রসাদ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছেন। অথচ সেজন্য তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট হন নাই।

ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি চণ্ডাল যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতির অন্ন ভক্ষণ করিলেও অব্রাহ্মণ হন্ না। আম্রবৃক্ষ হইতে যে ফলের উৎপত্তি, তাহা নিম্ববৃক্ষ হইতে যে ফল হয় সে ফল হইবে কি প্রকারে?

যিনি কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত হইবার জন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তিনি যবন, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট জাতির অন্ন ভক্ষণ করিলে, অব্রাহ্মণ হইবেন কেন? কোন তেজস্বী পুরুষের শাপে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পাপকর্ম্ম করার জন্যই বা তাঁহাকে অন্য জাতি হইতে হইবে কেন?

তুমি যদি নিজের পিতাকে পিতা না বলিয়া অন্যকে পিতা বল, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কি তোমার পিতা হয়? জাতি নষ্ট হয় না।

এক্ প্রকার বিভিন্ন জঘন্য স্থান হইতে সকলের উৎপত্তি। এক্ ব্যক্তি হইতেও চতুর্বর্ণের বিকাশ দেখিতেছ না।

বিখ্যাত ষড়দর্শনে কোন বর্ণেরই উল্লেখ নাই। ষড়দর্শনের কোন দর্শনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই।

ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্তই একজন ঋষির রচিত নয়। কেবল দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের নারায়ণ ঋষির মতে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য এবং চরণদ্বয় হইতে শূদ্রোৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ঋকের ঋষি ভিন্ন অন্য কোন ঋকের ঋষিই বর্ণবিভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। নারায়ণ ঋষির পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ যদ্যপি বর্ণবিভাগ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে, বর্ণবিভাগ স্বীকার্য্য হইত।

সেকালে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুণে লোক ব্রাহ্মণ হইত, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণে ক্ষত্রীয় হইত, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণে বৈশ্য হইত, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণে শূদ্র হইত। কিন্তু এখন গুণে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হউক আর নাই হউক সে ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত হইলেই সে ব্রাহ্মণ। এই প্রকারে জাতিব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ অতি অল্প-সংখ্যকই এখনো নানা জাতির মধ্যে বিগুমান আছে তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত নন্।

বৈষ্ণব যিনি তিনি প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় এক্ বৈষ্ণবজাতিও হইয়াছে, সেই জাতির মধ্যে আবার নানা শ্রেণী আছে। প্রকৃত গিরি, পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্যাগী উদাসীন বৈরাগীই হন্, কিন্তু ইদানী অনেক গিরিপুরি প্রকৃতসন্ন্যাসভ্রষ্ট হইয়া পুত্রকলত্রবান হওয়ায় তাঁহারাও এক্ একটী পৃথক্ জাতি হইয়াছেন্। এত অধোপতনেও তাঁহাদের গিরিপুরি অহঙ্কার যায় নাই।

ইদানী বঙ্গে কৌলিন্যপ্রথায় যত অনিষ্ট হইতেছে তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট বর্ণবিভাগে হইতেছে।

জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন।

জাতিতত্ত্ব।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্যদিগের বহু প্রকার শাস্ত্র। সেই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে চতুর্ব্বেদই সর্ব্বপ্রধান। বেদের পরেই স্মৃতির সম্মান। বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বিংশতি স্মৃতির অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে। কোন কোন মতে সেই বিংশতি স্মৃতির পরবর্ত্তী ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকখানি পুরাণও আছে। সেগুলির মর্য্যাদাও স্মৃতিসকলের পরবর্ত্তী বলিয়া অবধারণ করা হইয়া থাকে। পুরাণসকলের পরবর্ত্তী বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ উপপুরাণ। ভগবান বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতিরেকে অন্যান্য উপপুরাণ সকলও আছে। পূর্ব্বকথিত বেদচতুষ্টয়, স্মৃতিনিচয়, পুরাণসমূহ এবং উপপুরাণসকলের মতেও বর্ণবিভাগের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি

অনেকেই স্মার্ত্তবিধির অনুসরণ করিয়া থাকেন। হারীতসংহিতাও স্মৃতি। ঐ সংহিতার উপদেষ্টা মহাত্মা হারীত। তাঁহার মতে প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। তাঁহার মতে বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। তাঁহার মতে ব্রহ্মার ঊরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি। তাঁহার মতানুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রোৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুরাকালে অনেক মহর্ষিবৃন্দের প্রার্থনানুসারে মহাত্মা হারীত কহিয়াছেন,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ॥
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ॥"

ভগবান শ্রীবিষ্ণু কথিত স্মৃতিমতেও চারি বর্ণ। তাঁহার মতেও ব্রাহ্মণকে প্রথম বর্ণ বলা হইয়াছে। তাঁহার মতানুসারে ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় বর্ণ। তাঁহার মতে বৈশ্য তৃতীয় বর্ণ। তিনি শূদ্রকেই চতুর্থ বর্ণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণও দ্বিজ, ক্ষত্রিয়ও দ্বিজ এবং বৈশ্যও দ্বিজ। তবে তাঁহার মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে একপ্রকার দ্বিজ বলা যাইতে পারে না। তাঁহার মতানুসারে ব্রাহ্মণই উত্তম দ্বিজ, ক্ষত্রিয় মধ্যম দ্বিজ এবং বৈশ্যই অধম দ্বিজ। সকল স্মৃতিকর্ত্তার মতেই শূদ্র অদ্বিজ। তবে মহাভারত প্রভৃতির মতে শূদ্রও গুণকর্ম্মানুসারে দ্বিজত্ব পাইতে পারে। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র বিনয় দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতেও তিনি গুণকর্ম্মানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভগবান বিষ্ণুর মতে সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভত্যাগ,

দেবব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়াত্যাগ উপযোগী হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে বিষ্ণুকথিত মূল শ্লোকদ্বয় লিখিত হইতেছে,—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥"

বিষ্ণুর মতে ———"ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনম্। ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা। বৈশ্যস্য পশুপালনম্। শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা। দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে। অথৈতেষাং বৃত্তয়ঃ ব্রাহ্মণস্য যাজনপ্রতিগ্রহৌ। ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণম্। কৃষিগোরক্ষ-বাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য। শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অত্রিসংহিতার মতে মহর্ষি অত্রিকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। সে মতে তিনি বৈদিকশ্রেষ্ঠ। স্মৃতিশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ অত্রিসংহিতা তাঁহারই রচনা। তিনিও চতুর্ব্বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সেই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তিবিবরণ কহেন নাই। তাঁহার মতেও সেই চতুর্ব্বর্ণের প্রথম বর্ণকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। তাঁহার মতেও দ্বিতীয় বর্ণকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। তাঁহার মতেও তৃতীয় বর্ণকে বৈশ্য বলা হইয়াছে। তাঁহার মতেও চতুর্থ বর্ণই শূদ্র নামে অভিহিত।

মহাত্মা অত্রির মতে সর্ব্ববর্ণের জন্যই নানাপ্রকার সৎকর্ম্মসকলের নির্দ্দেশ আছে। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণের ষড়্‌বিধ কর্ম্ম। সেই সমস্ত

কর্ম্মের মধ্যে যজন নামে যে কর্ম্ম তাহা একপ্রকার তপস্যা। সেই সমস্তের অন্তর্গত অধ্যয়নকর্ম্মও তপস্যা। যজন, দান এবং অধ্যয়ন পরস্পর একপ্রকার নহে বলিয়া ঐ তিনই একপ্রকার তপস্যা নহে। সেইজন্য ঐ তিন তিনপ্রকার তপস্যা। কথিত ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন এবং যাজনকে তপস্যা বলা হয় নাই। অত্রিসংহিতানুসারে ঐ তিন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহের তিনপ্রকার উপায়মাত্র। অথবা ঐ তিনটীর প্রত্যেকটিকেই ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা কহা যায়। নির্দ্দেশিত বিষয়ের এই প্রকার মূলশ্লোক আছে,—

"কর্ম্ম বিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥"

প্রসিদ্ধ অত্রিসংহিতায় ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরও পঞ্চ প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের মধ্যে ত্রিবিধ তপস্যা উদাহৃত হইয়াছে। যজন, দান এবং অধ্যয়নই ক্ষত্রিয়ের ত্রিবিধ তপস্যা; অস্ত্রব্যবহার এবং প্রাণিরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের জীবিকানির্ব্বাহের দ্বিপ্রকার প্রধান উপায়। উক্ত বিষয়ের অত্রিসংহিতোক্ত মূলশ্লোক লিখিত হইতেছে,—

"ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥"

অত্রিসংহিতানুসারে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরও তপস্যায় অধিকার আছে। সে মতে বৈশ্যেরও যজন, দান এবং অধ্যয়ন নামক তপস্যায় অধিকার আছে। কথিত সংহিতানুসারে বৈশ্যেরও ঐ ত্রিবিধ তপশ্চরণ করা ব্যবস্থেয়। বার্ত্তাই বৈশ্যের জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায়;

বার্ত্তার অন্তর্গত কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুসীদ। অত্রির মতে দ্বিজসেবাও শূদ্রের পক্ষে তপস্যা। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের মতে এবং বেদব্যাসপ্রণীত কূর্ম্মপুরাণের মতে এই কলিকালে শূদ্রগণের সর্ব্বপ্রকার তপস্যাতেই অধিকার আছে। প্রসিদ্ধ অত্রির মতে শিল্পকর্ম্মই শূদ্রের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। বৈশ্য এবং শূদ্রবিষয়ক মূলশ্লোক এই প্রকার,—

"দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ।
শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উত্তম, মধ্যম এবং অধমক্রমে তিন প্রকার দ্বিজ। ব্রাহ্মণই উত্তম দ্বিজ। মধ্যম দ্বিজ ক্ষত্রিয়। শাস্ত্রানুসারে বৈশ্যকে অধম দ্বিজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ দ্বিজের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ঐ তিনেরই বেদান্তাদি মতে সমতা হইয়া থাকে।

ভগবান মনুর মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যই দ্বিজ। অনেক শাস্ত্রানুসারে ঐ ত্রিবর্ণই একপ্রকার দ্বিজ নহেন। গুণকর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের পরস্পর পার্থক্য আছে। মনুর মতেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ দ্বিজ। তাঁহার মতেও ক্ষত্রিয় মধ্যম দ্বিজ। তাঁহার মতেও বৈশ্য অধম বা নিকৃষ্ট দ্বিজ। মনুর মতেও শূদ্র অদ্বিজ। কিন্তু মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য কতিপয় শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের দ্বিজোচিত জ্ঞান লাভ হইলে দ্বিজত্ব হইতে পারে। মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

মহাত্মা মনুর ঐ শ্লোকানুসারে শূদ্র ব্যতীত অপর বর্ণ নাই। তাঁহার মতে শূদ্রই শেষ বা চতুর্থ বর্ণ। তাঁহার মতানুসারে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করকেই কোন প্রকার বর্ণ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। কিন্তু সদাশিবকথিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শূদ্র ব্যতীত অপর একটী বর্ণের উল্লেখ আছে। ঐ তন্ত্রে সেই বর্ণকে সামান্যবর্ণ বলা হইয়াছে, তবে ঐ তন্ত্রানুসারে কাহারা সামান্যবর্ণের অন্তর্গত তাহা বিশেষরূপে বুঝিবার উপায় নাই। তবে কোন কোন পণ্ডিতের মতে সর্ব্বপ্রকার বর্ণসঙ্কর-গণকেই সামান্যবর্ণের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্বিষয়ে অন্যান্য কয়েকজন মহাত্মার আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন যে শাস্ত্রোক্ত নানাপ্রকার বর্ণসঙ্করকে একমাত্র সামান্যবর্ণের অন্তর্গত বলা সঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রানুসারে নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর যদ্যপি একশ্রেণীর অন্তর্গত হইত তাহা হইলে গুণকর্ম্মানুসারে তাহাদিগের নানাত্ব থাকিত না। তাহা হইলে তাহাদিগের সকলেরই একপ্রকার স্বভাব প্রকাশিত থাকিত। আমাদের মতে তাহাদের সকলকে এক বর্ণের অন্তর্গত না বলিয়া স্বরূপে তাহাদিগকে এক বলাই সঙ্গত। যেহেতু শ্রুতিবেদান্ত প্রভৃতি মতে স্বরূপতত্ত্বে সকল বর্ণেরই একত্ব আছে। একই ব্রহ্মা হইতে, একই ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া স্বরূপতঃ চারি বর্ণের একত্ব আছে। সেই চারি বর্ণ হইতে বর্ণসঙ্করসকলের উৎপত্তি বলিয়া সে সকলেরও স্বরূপতঃ একত্ব আছে। তবে গুণকর্ম্মানুসারে তাহাদের সকলেরই পরস্পর পার্থক্য আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্মৃতিকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলা হয়—

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥"

বলা হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের মধ্যে প্রত্যেকেই বর্ণবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের মতেই প্রত্যেক বর্ণের আচরণীয় কতকগুলি ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অধুনা ধর্ম্মবিশৃঙ্খলাবশতঃ আর্য্যসমাজে তাঁহাদের মতসকল সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মবিশৃঙ্খলার বিশেষ কারণ আর্য্যদিগের সহিত অনার্য্যদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সেইজন্য আর্য্য-সন্তানদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মবেত্তা ঋষিসকলের প্রতিও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহার প্রতি অবিশ্বাস হয়, তাঁহার কথাতেও অবিশ্বাস হয়। সেইজন্য যাহারা ধর্ম্মবেত্তা ঋষিসকলকে অবিশ্বাস করে, তাহারা সেই ধর্ম্মবেত্তা প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিদিগের অমূল্য উপদেশবাক্য সকলেও অবিশ্বাস করে। সেইজন্য তাহারা তাঁহাদিগের উপদিষ্ট নিয়মসকল পালন করিবার ইচ্ছাও করে না। যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, তাহার নিকটেই মদ্যের আদর। যাঁহারা মদিরাকে বিষতুল্য বোধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট মদিরার আদর নাই। সেইজন্য তাঁহাদের মদিরাতে আসক্তিও হয় না। যাহারা ভ্রষ্টাচারী—তাহাদিগের ভ্রষ্টাচারে রতি, তাহাদের ভ্রষ্টাচারে মতি। সেইজন্য তাহাদিগের নিকট ভ্রষ্টাচারেরই অধিক আদর। সেইজন্য তাহারা

ভ্রষ্টাচারের যাহাতে লোপ না হয়, সেই প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা আপনারা ভ্রষ্টাচারী বলিয়া তাহাদের অন্যান্য ভ্রষ্টাচারীদিগের ভ্রষ্টাচারেও সহানুভূতি আছে। যাহারা আর্য্যাচারবিহীন, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মীগণ তাহাদিগকেই ভ্রষ্টাচারী কহিয়া থাকেন। আর্য্যাচারবিহীন ভ্রষ্টাচারীগণের সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সহিত কোন সংস্রব নাই। সেইজন্য তাহাদিগের সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগও নাই। তাহাদিগের সনাতন আর্য্যধর্ম্মে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই বলিয়া, তাহা-দিগের পুরাতন আর্য্য ঋষিমহর্ষিগণের প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি নাই। তজ্জন্য তাহারা জীবন্মুক্ত ঋষিমহর্ষিগণের উপদেশবাক্য সকলের প্রতিও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা জীবন্মুক্ত ঋষিমহর্ষিগণের উপদেশবাক্য সকলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল আর্য্যসন্তানের ভ্রষ্টাচারে রতি নাই, তাঁহারা অতি মহৎ। তাঁহারা ভ্রষ্টাচাররূপ মদিরা দ্বারা মত্ত নহেন। তাঁহাদের ঐ প্রকার মদিরাতে আসক্তিও নাই। তাঁহাদের ভ্রষ্টাচার বা অনার্য্যাচার মদিরাতে সম্যক বিরতি। তাঁহারা কোনও ক্রমে অনার্য্যদিগের সহিত সংস্রব পর্য্যন্ত রাখিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা কোন অনার্য্যকে আপনাদিগের দাসোপযোগী পর্য্যন্ত বিবেচনা করেন না। তাঁহারা জানেন, অনার্য্যসংস্রবে আর্য্যত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা আছে। দুগ্ধে কোন প্রকার অম্লরসের সংস্রব হইলে, দুগ্ধের দুগ্ধত্বের হানি হইয়া থাকে। কোন আর্য্যসন্তানের যে কাল পর্য্যন্ত আত্মানুভূতি না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অনার্য্যসংস্রব বৈধ নহে। সে কাল পর্য্যন্ত তিনি দুগ্ধের ন্যায়, সে কাল পর্য্যন্ত অনার্য্যসংস্রবও তাঁহার পক্ষে অম্লরসের ন্যায় বিকৃতিজনক। সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অনার্য্যত্বরূপ বিকৃতি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

আত্মানুভূতি হইলে, অদ্বৈতানুভূতি হইয়া থাকে। অদ্বৈতানুভূতি

হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই প্রকার বোধে বর্ণাবর্ণ সমান হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই প্রকার বোধে আর্য্যানার্য্য সমান হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই প্রকার বোধে জাতিনাশেরও আশঙ্কা থাকে না। সেই প্রকার বোধে আপনাকে অজাত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। অতএব সেই প্রকার বোধে আপনার জাতি বলিয়াও বোধ হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে 'আত্মা' বলিয়া বোধ হইলে, আপনার জাতি আছে বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্বানুসারে আত্মা 'অজ'। সর্ব্বশাস্ত্রীয় আত্মতত্ত্বানুসারে আত্মা 'অজ' বলিয়া আত্মা অজাত। অজাত যাহা, তাহার অবশ্যই জাতি নাই। শাস্ত্রানুসারে যাহা জাত, তাহারই জাতি আছে। অনেক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বিবিধ বর্ণসঙ্করগণ জাত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য সেই সকল শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নানাপ্রকার বর্ণসঙ্করগণেরও জাতি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বাহু হইতে বা বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ঊরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক শাস্ত্র মতে যেরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে জাহ্নবী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার শ্রীপাদপদ্ম হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। তবে সেই সকল শাস্ত্রানুসারে নানাপ্রকার বর্ণসঙ্করগণ ব্রহ্মকায়ার কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে উৎপন্ন নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু এবং বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়। উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রোৎপন্ন হইয়াছিল, আর তাঁহার শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে অন্যান্যের উৎপত্তি হয় নাই এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে স্রষ্টা ব্রহ্মার পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি, ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে পরমশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার এবং অষ্ট বসুর উৎপত্তি, ব্রহ্মার মানস হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমারের উৎপত্তি, ব্রহ্মার মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার পত্নী শতরূপার আবির্ভাব, ব্রহ্মার ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব। তাঁহাদের নাম কালাগ্নিরুদ্র, মহান্, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি এবং শুচি। ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্যের উৎপত্তি। ব্রহ্মার বাম কর্ণ হইতে পুলহের উৎপত্তি। ব্রহ্মার দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রির উৎপত্তি। ব্রহ্মার বাম নেত্র হইতে ক্রতুর উৎপত্তি। ব্রহ্মার নাসিকা হইতে অরুণীর উৎপত্তি। ব্রহ্মার মুখ হইতে অঙ্গিরার উৎপত্তি। ব্রহ্মার বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগুর উৎপত্তি। ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষের উৎপত্তি। ব্রহ্মার ছায়া হইতে কর্দ্দম মুনির উৎপত্তি। ব্রহ্মার নাভি হইতে পঞ্চশিখের উৎপত্তি। ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে বোঢ়ুর উৎপত্তি। ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে নারদের উৎপত্তি। ব্রহ্মার স্কন্ধ হইতে মরীচির উৎপত্তি। ব্রহ্মার গলদেশ হইতে অপান্তরতমের উৎপত্তি। ব্রহ্মার রসনাগ্র হইতে বশিষ্ঠের উৎপত্তি। ব্রহ্মার অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতার উৎপত্তি। ব্রহ্মার বাম কুক্ষি হইতে হংসীর উৎপত্তি। ব্রহ্মার দক্ষিণ

কুক্ষি হইতে যতির উৎপত্তি। সেইজন্য কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বলিতে পার না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে ব্রহ্মার শরীরের অন্যান্য অনেক অংশ হইতেও কত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সকলের মধ্যে পঞ্চ জনই প্রধান। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নামানুসারেই পঞ্চ গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মার ওষ্ঠ ও মুখজ ব্রাহ্মণের বংশাবলী ব্যতীত ব্রহ্মার শরীরের নানা অংশোৎপন্ন পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলীও বিদ্যমান আছেন। এই ভারতবর্ষের অনেক স্থলে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণই দৃষ্টিগোচর করা যায়। সেই সকল গোত্রের নাম কথিত হইতেছে। বাৎস্যগোত্র, শাণ্ডিল্যগোত্র, সাবর্ণিগোত্র, কাশ্যপগোত্র এবং ভরদ্বাজ-গোত্র। কথিত পঞ্চ গোত্রের প্রত্যেক গোত্রেই অনেক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণই বিদ্যমান আছেন। কথিত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী ব্যতীত ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণেরও বংশাবলী বর্ত্তমান আছেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার গোত্রবিহীন বলিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে আমরা ঐ কথা স্বীকার করি না। আমাদের মতে ঐ সকল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মগোত্রীয় বলা যাইতে পারে। যে পঞ্চগোত্রপ্রবর্ত্তক পঞ্চ ঋষির বংশ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণে আছে, সেই ঋষিপঞ্চকেরও ব্রহ্মার বংশে জন্ম, সেইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেককেও ব্রহ্মগোত্রজ বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণের বংশাবলী গোত্রবিহীন হইয়া দেশবিদেশে রহিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন কথিত পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণবংশাবলীর কোন সংস্রবই নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে বহু ব্রাহ্মণজাতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋগ্বেদসংহিতার মতে কেবল পুরুষের মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। সে মতে ব্রহ্মার শরীরের মুখ ব্যতীত অন্য কোন অংশ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি নহে। সেইজন্য কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে ব্রহ্মার মুখ ব্যতীত তাঁহার শরীরের আরো কয়েক অংশ হইতেও কয়েক জন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণকর্ণজ পুলস্ত্য, তাঁহার বামকর্ণজ পুলহ, তাঁহার দক্ষিণনেত্র হইতে অত্রি, তাঁহার বামনেত্র হইতে ক্রতু, তাঁহার নাসিকা হইতে অরুণী, তাঁহার মুখ হইতে অঙ্গিরা, তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে ভৃগু, তাঁহার দক্ষিণপার্শ হইতে দক্ষ, তাঁহার ছায়া হইতে কর্দ্দম, তাঁহার নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষঃস্থল হইতে বোঢ়ু, কণ্ঠদেশ হইতে নারদ, তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরতম, রসনাগ্র হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা, তাঁহার বামকুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণকুক্ষি হইতে যতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার স্কন্ধোৎপন্ন মরীচির মানস হইতে কশ্যপের উৎপত্তি। সেই কশ্যপ হইতে কাশ্যপ। অদ্যাপি ঐ কাশ্যপগোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মার অধরোষ্ঠসম্ভূত প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের উৎপত্তি। গৌতমের পুত্র সাবর্ণি। মনুকন্যা আকূতির সহিত রুচির বিবাহ হইয়াছিল। রুচির ঔরসে শাণ্ডিল্যের জন্ম। এখনও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। বঙ্গের বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় সমস্ত-ব্রাহ্মণেরই শাণ্ডিল্যগোত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মার বামকর্ণোৎপন্ন পুলহের পুত্র বাৎস্য। অদ্যাপি বাৎস্যগোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার অঙ্গজ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। ঐ ভরদ্বাজগোত্রে বঙ্গের

সুবিখ্যাত মহাত্মা বিষ্ণুঠাকুরের জন্ম। অদ্যাপি ঐ ভরদ্বাজগোত্রীয় অন্যান্য ব্রাহ্মণসকলও আছেন। মুখোপাধ্যায়বংশীয় সকলেই ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। তীর্থরাজ প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রম ছিল। ভরদ্বাজসম্বন্ধীয় অনেক কথাই বাল্মিকীপ্রণীত রামায়ণে ও বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত রামহৃদয় বা অধ্যাত্মরামায়ণে নিহিত আছে।

সপ্তম অধ্যায়।

মনুর মতে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট কর্ম্ম বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট কর্ম্ম প্রজাপালন, বৈশ্যের বিশিষ্ট কর্ম্ম গো-মহিষ প্রভৃতি পশুর রক্ষণ। ঐ সকল বিষয়ে স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন,—

"বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥ ৮০"

ব্রাহ্মণের স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহিকা বৃত্তি দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত না হইলে তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে রক্ষী-বৃত্তি অবলম্বনে আপনার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৮১ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥"

ব্রাহ্মণ যখন আপনার এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকাহরণে অক্ষম হইবেন তখন তাঁহার পক্ষে বৈশ্যবৃত্তিই আলম্বন হইবার যোগ্য। তখন

তিনি বৈশ্যের ন্যায় কৃষিগোরক্ষাকর্ম্মে রত হইতে পারেন। সে বিষয়ে মনুর মত,—

"উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥ ৮২"

ঐ ৮২ শ্লোকে ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা ব্যবস্থেয় বলা হইয়াছে তৎপরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে তাহার ব্যতিক্রম করিতে বলা হইয়াছে,—

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ ৮৩
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥ ৮৪"

ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ত্রিবিধ কর্ম্ম। অধ্যাপন, যাজন এবং বিশুদ্ধপ্রতিগ্রহই সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম। প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজোত্তমগণ ঐ ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট কর্ম্ম করেন না। ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন,—

"ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥ ৭৬"

———

অষ্টম অধ্যায়।

অনেক সময়েই বঙ্গে অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেই দান করা হইয়া থাকে। মনুসংহিতার মতে অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান নিষিদ্ধ। মনুর মতে অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কেবলমাত্র জল দান করিলেও প্রত্যবায় হইয়া থাকে। সেইজন্য মনুর মতে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ প্রকৃত দানের পাত্র নহেন। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥"*

মহাভারতের বনপর্ব্বের ২০০ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকানুসারে যে দ্বিজ সর্ব্বাগমবিৎ এবং দাতাকে ও আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ তিনি দানের সুপাত্র। ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তস্মিন্ দেয়ং দ্বিজে দানং সর্ব্বাগমবিজানতে।
প্রদাতারং তথাত্মানং তারয়েদ্ যঃ স শক্তিমান্ ॥"

দত্তাত্রেয়সংহিতার তৃতীয়োধ্যায়ের ২৭ শ্লোকানুসারে অবিধিপূর্ব্বক অপাত্রে দান নিষিদ্ধ। সে সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

"বিধিহীনং তথাঽপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং হি তদ্দ্রব্যং শেষমপ্যশ্য নশ্যতি ॥"

উপনয়নসম্পন্ন বেদপারগ আর্য্যব্রাহ্মণই সর্ব্বোত্তম দানের পাত্র। যেহেতু তিনি সর্ব্বগুণান্বিত। উপনীত আর্য্যব্রাহ্মণগণ সর্ব্বসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত।

---

* এই শ্লোক মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯২ সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে।

নবম অধ্যায়।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥ ৬৯"

ঐ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয় যে কোন আর্য্য দ্বারা কোন আর্য্যার যদ্যপি সন্তান হয় তাহা হইলে সেই সন্তানের উপনয়ন প্রভৃতি সকল সংস্কারই হইতে পারে। কোন কোন স্মার্ত্তমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যই আর্য্য। সেইজন্য ব্রাহ্মণীকেও আর্য্যা বলা যায়, ক্ষত্রিয়াকেও আর্য্যা বলা যায় এবং বৈশ্যাকেও আর্য্যা বলা যায়।

অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তিও আর্য্য ও আর্য্যা কর্ত্তৃক, সেইজন্যই অম্বষ্ঠেরও উপনয়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যা সংযোগে অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণও আর্য্য বৈশ্যাও আর্য্যা। সুতরাং ঐ উভয় সংযোগে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বলিয়া অম্বষ্ঠেরও উপনয়ন প্রভৃতিতে অধিকার আছে।

দশম অধ্যায়।

ভগবান ব্রহ্মার সন্তানসন্ততিগণ হইলে তাঁহার অনুমতিপ্রাপ্ত তাঁহার কতকগুলি সন্তান পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মরীচি নামক বিখ্যাত পুত্রের মানস হইতে সুবিখ্যাত কশ্যপ প্রজাপতির জন্ম। মহাত্মা অত্রির নেত্রমল হইতে সুধাকর চন্দ্রমা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের উৎপত্তি। সেই গৌতম হইতে প্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনের সৃষ্টি। পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের

উদ্ভব। মনুশতরূপা হইতে আকূতি, দেবহূতি, প্রসূতি, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের জন্ম।

মনুবংশবিবরণ।

মনুপুত্র উত্তানপাদের বিষ্ণুপরায়ণ এক সুপুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ধ্রুব। ধ্রুববংশবিবরণ অন্যত্রে বর্ণিত হইবে। মনুপুত্রী আকূতি রুচিপত্নী হইয়াছিলেন। মনুপুত্রী প্রসূতির সহিত দক্ষের বিবাহ হইয়াছিল। মনুর দেবহূতিনাম্নী কন্যার পতি কর্দ্দমমুনি হইয়াছিলেন। কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভ হইতে কপিলমুনির উৎপত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতমতে তিনি ভগবানের এক অবতার।

প্রসূতিদক্ষ হইতে ষষ্ঠি কন্যার উৎপত্তি। সেই সকল কন্যার মধ্যে আট্‌টীর সহিত ধর্ম্মের বিবাহ হইয়াছিল। একাদশটীর সহিত রুদ্রদেবের বিবাহ হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শিবের সহিত পরমাপ্রকৃতি সতী মহাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। মরীচিতনয় কশ্যপের সহিত তাঁহার ত্রয়োদশ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ঐ ত্রয়োদশ কন্যা ব্যতীত যে সপ্তবিংশতি কন্যা ছিলেন তাঁহাদের সহিত চন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল।

এক্ষণে ধর্ম্মের অষ্ট পত্নীর নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি. তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি এবং স্মৃতি তাঁহাদের নাম। ধর্ম্মপত্নী শান্তির গর্ভো'ৎপন্ন সন্তোষ। পুষ্টিগর্ভোৎপন্ন মহান্। ধৃতি গর্ভোৎপন্ন ধৈর্য্য। তুষ্টিগর্ভোৎপন্ন হর্ষ ও দর্প। ক্ষমাগর্ভোৎপন্ন সহিষ্ণু। শ্রদ্ধাগর্ভোৎপন্ন ধার্ম্মিক। মতিগর্ভোৎপন্ন জ্ঞান। স্মৃতিগর্ভোৎপন্ন জাতিস্মর। ঐ অষ্ট দাক্ষায়ণীর সহিত ধর্ম্মের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তির সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তির গর্ভ হইতে ধর্ম্মের ঔরসে নর এবং নারায়ণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

অধুনা রুদ্রপত্নীগণের নামোল্লেখ করা যাইবে। রুদ্রের প্রথমা পত্নীর নাম কলা। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম কলাবতী। তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর নাম কাষ্ঠা। তাঁহার চতুর্থী পত্নীর নাম কালিকা। তাঁহার পঞ্চমী পত্নীর নাম কলহপ্রিয়া। তাঁহার ষষ্ঠী পত্নীর নাম কন্দলী। তাঁহার সপ্তমী পত্নীর নাম ভীষণা। তাঁহার অষ্টমী পত্নীর নাম রাস্না। তাঁহার নবমী পত্নীর নাম প্রম্লোচা। তাঁহার দশমী পত্নীর নাম ভূষণা। তাঁহার একাদশী পত্নীর নাম শুকী। ইঁহাদের অনেক পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের সকল পুত্রই শিবানুগত হইয়াছিলেন। শিব দক্ষের একটী কন্যা মাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কন্যার নাম সতী। ঐ সতী অতি পতিব্রতা ছিলেন। তিনি দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দাশ্রবণে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গিরিরাজ এবং মেনকার কন্যা হইয়া শিবের সহিতই বিবাহসূত্রে সঙ্গত হইয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞের বিবরণ এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে এইজন্যই প্রকাশ করা হইল না। প্রসিদ্ধ দক্ষযজ্ঞের বিবরণ অনেক শাস্ত্রেই আছে।

সংক্ষেপতঃ দাক্ষায়ণী সতীর বৃত্তান্ত বলা হইল। আপাততঃ কশ্যপ-পত্নীগণের বিষয় বিবৃত হইবে। কশ্যপের যে পত্নী দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন তাঁহাকে অদিতি বলা হইত। কশ্যপের যে পত্নী দৈত্যগণের জননী তিনি দিতি নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার যে পত্নী হইতে সর্পগণের উৎপত্তি তিনিই কদ্রু। তাঁহার যে পত্নীর নাম বিনতা তিনিই সম্পাতি, গরুড় এবং অন্যান্য পক্ষীকুলের মাতা। তাঁহার সুরভীপত্নীই গোকুলের এবং মহিষ প্রভৃতির জননী। তাঁহার দনুনামে যে পত্নী ছিলেন তাঁহা হইতেই দানবগণের উদ্ভব। কশ্যপপত্নী সরমার গর্ভসম্ভূত সন্তানগণ সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণ। কশ্যপের যে সকল পত্নীর বিষয় বলা হইল সে সকল ব্যতীত তাঁহার আরও

অনেক পত্নী ছিলেন। সেই সকলের গর্ভে আরও কতপ্রকার কত জাতীয় কত জীব সৃষ্ট হইয়াছিল। সে সকলের বিবরণ অতি বিস্তৃত বলিয়া এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

একাদশ অধ্যায়।

কশ্যপপ্রজাপতির অনেক পত্নী। তাঁহার সেই সকল পত্নীর গর্ভজ সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত নহেন। তাঁহার অদিতিনাম্নী পত্নীর গর্ভে দেবতাগণের উৎপত্তি। তাঁহার দিতিনাম্নী পত্নীর গর্ভে দৈত্যগণের উৎপত্তি। তাঁহার কদ্রুনাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্পগণের উৎপত্তি। তাঁহার বিনতানাম্নী পত্নীর গর্ভে পক্ষীগণের উৎপত্তি। তাঁহার সুরভীনাম্নী পত্নীর গর্ভে গোমহিষ প্রভৃতির উৎপত্তি। তাঁহার সরমানাম্নী পত্নীর গর্ভে সারমেয়াদি চতুষ্পদ জন্তুগণের উৎপত্তি। তাঁহার দনুনাম্নী পত্নীর গর্ভে দানবগণের উৎপত্তি। তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণের অন্যান্য সন্তানগণ আছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে,—

"কশ্যপস্য প্রিয়াণাঞ্চ নামানি শৃণু ধার্ম্মিক।
অদিতির্দেবমাতা যা দৈত্যমাতা দিতিস্তথা॥
সর্পমাতা তথা কদ্রুর্বিনতা পক্ষিসূস্তথা।
সুরভিশ্চ গবাং মাতা মহিষাণাঞ্চ নিশ্চিতম্॥
সারমেয়াদিজন্তূনাং সরমা সূশ্চতুষ্পদাম্।
দনুঃ প্রসূর্দ্দানবানামন্যাশ্চেত্যেবমাদিকাঃ॥"

দ্বাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কশ্যপপত্নীগণের বিবরণ কহা গিয়াছে। এই প্রবন্ধে তাঁহার বংশবিবরণ কহা যাইতেছে।

কশ্যপঅদিতিসংযোগে সর্ব্বদেবের উৎপত্তি। সেই সকলের মধ্যে ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও উপেন্দ্র প্রভৃতিকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত করা যায়। ইন্দ্রের অপর নাম সুরেন্দ্র। তিনি সুরগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াই ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় মহান সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পৌলমী শচীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই শচীগর্ভে দেবরাজ ইন্দ্রের জয়ন্ত নামে পুত্র হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মাসুতা সবর্ণা সংযোগে আদিত্যের দুই পুত্র এবং এক কন্যা লাভ হইয়াছিল। শনৈশ্চর এবং যমই সেই পুত্রদ্বয়। কালিন্দী যমুনা আদিত্যকন্যা। আদিত্যেরই এক নাম কলিন্দ। কলিন্দ শব্দ হইতে কালিন্দী শব্দের উৎপত্তি। কালিন্দী যমুনার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহার তরঙ্গময়ী সলিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালিকাগণ সমভিব্যাহারে কতই জলকেলি করিয়াছেন। সেই কৃষ্ণাঙ্গবিধৌত পূতপ্রবাহিনী অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের পক্ষে তাহা সুরশৈবলিনী জাহ্নবীর ন্যায় অতি পবিত্র। হরমৌলিবিনিঃসৃতা পতিতপাবনী জাহ্নবীর ন্যায় শ্রীযমুনাতেও পতিতপাবনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

পৃথিবী ও উপেন্দ্রের পুত্র মঙ্গল। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে ধরিত্রী সেই শ্রীবিষ্ণুর তেজধারণে অসমর্থা হইয়া তাহা কোন প্রবালের আকরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত অমোঘ তেজঃ মঙ্গলরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। সেইজন্য সেই আকর হইতে

মঙ্গলেরও প্রকাশ হইয়াছিল। বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে যে প্রকারে অযোনিসম্ভবা বলা যাইতে পারে সেই প্রকারে মঙ্গলদেবকেও অযোনি-সম্ভব বলা যাইতে পারে। প্রবালখনিমধ্যে মঙ্গলের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম খনিজ বলা হইয়া থাকে। উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মঙ্গলের ঔরসে মঙ্গলপত্নী মেধাদেবীর গর্ভ হইতে তেজস্বী ঘণ্টেশ্বরের উৎপত্তি। অনেকের মতে সেই ঘণ্টেশ্বরকেই ঘণ্টাকর্ণ বলা হইয়া থাকে। এই বঙ্গদেশে অনেকেই সেই ঘণ্টেশ্বর দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। প্রচলিত ভাষায় সেই ঘণ্টাকর্ণকেই ঘেঁটু বলা হইয়া থাকে।

অনন্তর দিতিবংশবৃত্তান্ত কথিত হইতেছে। কশ্যপ ও দিতি হইতে মহাবীর হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও সিংহিকা বা নির্ঋতির উৎপত্তি। সিংহিকার পুত্র রাহু। সিংহিকার এক নাম নির্ঋতি বলিয়া তাঁহার পুত্র রাহুরও এক নাম নৈর্ঋত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে হিরণ্যাক্ষ নিঃসন্তান। কিন্তু বামনপুরাণানুসারে হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধকাসুর। সেই অন্ধকাসুরই ভগবান মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপা লাভ করিয়া মায়িক দেহাবসানে ভৃঙ্গী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। শিবপ্রসাদে তাঁহার অচলা শিবভক্তি লাভ হইয়াছিল।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। তাঁহার প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণও ছিলেন। প্রহ্লাদের পুত্রের নাম বিরোচন। বলি বিরোচন-পুত্র। বলিপুত্র বাণ। বাণ নাম হইতেই বাণেশ্বর শিব। অদ্যাপি বারাণসী ক্ষেত্রে সেই বাণ প্রতিষ্ঠিত শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বহুকাল হইতে তাঁহাকেই বিশ্বেশ্বর বলিয়া পূজা করা হইতেছে। ঐ প্রসিদ্ধ বাণরাজার সহিতই এক সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে বাণরাজা বিপদগ্রস্ত হইলে ভক্তরক্ষাহেতু ভগবান মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভক্তরক্ষাহেতু ভগবান অনেক অসম্ভব কার্য্যও করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরক্ষাহেতু স্ফটিকস্তম্ভ হইতেও প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পরমভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তই ভগবানের প্রকৃত আশ্রিত ও শরণাগত। মহারাজ বাণ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে শিবের আশ্রিত ও শরণাগত বলা যায়। তাঁহাকে যোগিগণের অগ্রগণ্য বলা হইত। তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়াও সিদ্ধযোগী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহধর্ম্মিণীও গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়াও যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া পরমা যোগিনী হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে তাঁহার সমাধিতে দেহত্যাগ হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে তিনি সুমতি নামে অভিনন্দিত হইতেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে কশ্যপবংশাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। আপাততঃ কদ্রু-বংশাবলি বর্ণিত হইবে।

কদ্রুর অনেক পুত্র। সেই সকলের মধ্যে অনন্ত, বাসুকি, কালিয়, ধনঞ্জয়, কর্কোটক, তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত, মহাপদ্ম, শঙ্কু, শঙ্খ, সম্বরণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, দুর্মুখ, বল, গোক্ষ, গোকামুক ও বিরূপই প্রধান। অন্যান্য সর্পসকল এই সকল নাগেরই বংশাবলি। ঐ সকল নাগ ব্যতীত কদ্রুদেবী একটী সুকুমারীও প্রসব করিয়াছিলেন। সেই সুকুমারীর নাম মনসা। তিনি কমলার অংশ। সেইজন্যই নারায়ণের অংশ জরৎকারু মুনির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ মহাভারত-পুরাণে মনসাদেবীবিষয়িণী অনেক কথাই আছে। ভারতবর্ষের যে সকল

প্রদেশে বিশেষ সর্পভয় আছে, সেই সকল প্রদেশবাসী অনেক ভক্তিমানই মনসাদেবীর নানা উপচারে পূজা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুসারে মনসাপূজা করিলে সর্পভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। সেইজন্য জহ্নুদ্বীপান্তর্গত জহ্নুনগরে বা জাননগরে বিশেষতঃ শ্রাবণী সংক্রান্তিতে অনেকেই অতি সমারোহের সহিত মনসাপূজা করিয়া থাকেন। ঐ নগরে অদ্যাপিও মনসাদেবী ব্রাহ্মণী নামে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ঐ মনসাদেবীর ন্যায় তাঁহার ভ্রাতা অনন্তদেবেরও বিশেষ মহিমা আছে। অনন্তদেবই বৈকুণ্ঠের সঙ্কর্ষণ। অনন্তদেবই রামানুজ লক্ষ্মণ। সেই অনন্তদেবই প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ। অনন্তের অনন্ত মহিমা। সেই অনন্তদেবই শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব। সেই অনন্তদেবই ধরণীধর। তিনিই আবশ্যকমতে শ্রীবিষ্ণুর সহিত ধরাভার হরণ করিয়া থাকেন। অধম পতিতের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা। তিনি নাগলোকের অধীশ্বর। কৃষ্ণাবতারে তিনিই বলরাম হইয়াছিলেন। পদ্মাবতীপতি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মতে তিনিও শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার। তিনি যেমন শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার তদ্রূপ তাঁহার ভগ্নী মনসাও কমলার অংশাবতার। মহাতেজস্বী আস্তিক নামক মহামুনিই সেই মনসা এবং জরৎকারুপুত্র। আস্তিকের মহিমা অনেকেই অবগত আছেন। মহাপুরাণ মহাভারতে তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তিবিষয়িণী অনেক বর্ণনাই রহিয়াছে। যাঁহারা মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞবিষয়ক প্রবন্ধসকল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই আস্তিকের মহতী মহিমার পরিচয় পাইয়াছেন।

কদ্রুবংশাবলী কীর্ত্তিত হইল। অধুনা বিনতাবংশ কীর্ত্তিত হইবে।

পরাক্রান্ত অরুণ এবং গরুড়ই বিনতার দুই সন্তান। শাস্ত্রানুসারে অরুণ এবং গরুড়ও দ্বিজ। অভিধানানুসারে প্রত্যেক পক্ষীকেও দ্বিজ বলা

যাইতে পারে। অভিধানানুসারে আকাশের চন্দ্রমাও দ্বিজ। অনেক কাব্যে চন্দ্রমাকে দ্বিজরাজ বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রানুসারে অরুণ এবং গরুড় হইতেই সমস্ত পক্ষীজাতি। শাস্ত্রানুসারে অরুণই ভগবান সূর্য্যদেবের সারথি। গরুড় বিষ্ণুর বাহন। ভবিষ্যপুরাণানুসারে গরুড়কেও শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার বলা যাইতে পারে। জীবগণকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান অংশে গরুড়রূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

গোমহিষ প্রভৃতি সুরভী হইতে উৎপন্ন। সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণই সরমাসম্ভূত। স্মার্ত্তমতে সারমেয় অতি অপবিত্র জন্তু। কিন্তু কাশীখণ্ড প্রভৃতি মতে কালভৈরব প্রভৃতি ভৈরবগণের সারমেয় বাহন। সেইজন্য কাশীতে অনেক ভৈরবভক্ত শ্রদ্ধার সহিত সারমেয়দিগকে গোধূমচূর্ণনির্ম্মিত পিষ্টকাদি অতি আদরের সহিত প্রদান করিয়া থাকেন। অঘোরীদিগের নিকট সারমেয়কুলের বিশেষ আদর। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ কশ্যপের পুত্র বলিয়া সারমেয়বংশসম্ভূতগণকেও অনেকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

দনুই দানবগণের মাতা, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক প্রকার জীবগণও মহামুনি কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সংক্ষেপে কশ্যপবংশবিবরণ কথিত হইয়াছে। পরাধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভৃগুবংশবিবরণ বর্ণিত হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহর্ষি ভৃগুর দুই পুত্র। একের নাম চ্যবন অন্যের নাম শুক্র। পরে ভৃগুপুত্র শুক্রই অসাধারণ বিদ্যাবলে শুক্রাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পুরাকালে সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহার অধিকার হইত তিনিই

আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। সে কালে সাধারণ কোন ব্যক্তি আচার্য্যাখ্যায় আখ্যাত হইতে পারিত না। অনেক গ্রন্থে অনেক আচার্য্যের বিষয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সায়ন নামক মহাত্মাই প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অদ্যাপি তাঁহাকে সায়নাচার্য্য বলা হইয়া থাকে। শিবগুরুপুত্র মহাত্মা শঙ্করও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইয়াছিলেন। সেইজন্য অদ্যাপিও তিনি শঙ্করাচার্য্য নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শিবাবতার শ্রীমৎ অদ্বৈতপ্রভুও মানবীলীলাকালে এই শ্রীধাম নবদ্বীপে সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই অদ্যাবধি তাঁহাকে অদ্বৈতাচার্য্য বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক যখন কোন ব্যক্তির সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখনই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের এক অদ্বৈত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। তখন আর তাঁহাকে বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় রত হইতে হয় না। সে অবস্থায় তাঁহার অদ্বৈততত্ত্ব-পরিজ্ঞানই হইয়া থাকে। আচার্য্যপ্রবর শুক্রাচার্য্যেরও শিবকৃপায় অদ্বৈততত্ত্বপরিজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি শিবপ্রসাদে শাম্ভবীবিদ্যাবলে শাম্ভবযোগ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতিপুত্র মহাত্মা কচও তাঁহার নিকট হইতে সেই মহতী বিদ্যা লাভ করিয়া দেবকুলের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি বিশেষ যশস্বীও হইয়াছিলেন।

পুরাকালে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ মহাভারত মতে ক্ষত্রিয় যযাতিরাজা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের জামাতা হইয়াছিলেন। পুরাকালে ঐ প্রকার বিবাহ দ্বারা পাতকী হইতে হইত না। অনেক স্মৃতিতেও অসবর্ণবিবাহের ব্যবস্থা আছে। তবে কলিকালে আদি-পুরাণের ব্যবস্থানুসারে অসবর্ণবিবাহসম্বন্ধে নিষেধ আছে।

যযাতিভার্য্যা শুক্রকন্যার নাম দেবযানী ছিল। দেবযানীযযাতি হইতেই মহাত্মা যদু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদুবংশের বিস্তৃত বিবরণ হরিবংশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলে আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ভৃগুবংশেই ভগবান পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই পরমপবিত্র শ্রীভগবানের অসাধারণ ক্ষমতাবলেই দুরন্ত ক্ষত্রিয়গণ শান্তভাবাবলম্বন করিয়াছিল। তিনি তিনসপ্তবার পাপপরায়ণ দুর্ম্মতি দুর্বিনীত ক্ষত্রিয়গণকে নিধন করিয়া জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক অন্যান্য দুষ্টগণ শাসিত হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। শ্রীপরশুরাম যেমন শ্রীভগবানের এক অবতার ছিলেন তদ্রূপ শাস্ত্রানুসারে ভৃগুদেবও শ্রীভগবানের এক অবতার ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

অতি সংক্ষেপে ভৃগুবংশবিষয়িণী বর্ণনা সমাপ্ত হইল। অতঃপর সংক্ষেপে মহাত্মা ক্রতুসম্বন্ধীয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ক্রতুভার্য্যা ক্রিয়াদেবী। ক্রিয়াদেবী এবং ক্রতু হইতে বালখিল্য মুনিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

মহাত্মা অঙ্গিরার ঔরসে সুরগুরু বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সম্বরের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি। শক্তির পুত্র মহাত্মা পরাশর। বঙ্গে কায়স্থকুলোদ্ভব দত্তবংশীয় অনেকেরই পরাশরগোত্র। পুরাকালে ঐ

পরাশরগোত্রে অনেক মহাশয়ব্যক্তিরই জন্মপরিগ্রহ হইয়াছিল। পরাশরের পুত্র ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-হরির শুক নামে পরমজ্ঞানী এক পুত্র হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই শুককেই শুকদেবগোস্বামী বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে শুকদেবগোস্বামীও একজন অবধূত ছিলেন। ঐ শুকদেবগোস্বামী কর্ত্তৃকই ভক্তিমান পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাগ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে সেই শুককে বা শুকদেবকে ভগবান মৃত্যুঞ্জয় শিবের অংশাবতার বলা যাইতে পারে। পারমহংসীবৃত্তিসম্পন্ন অবধূত শুকদেব অনেক সময়ে অদ্বৈতভাবে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পরাভক্তি দ্বারা সর্ব্বদাই শ্রীভগবানকে সম্ভোগ করিতেন। তিনি নিদ্রিতাবস্থাতেও যোগানন্দে মগ্ন রহিতেন।

পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা। ব্রহ্মশাপবশতঃ ধনাধিপতি কুবের বৈশ্রবণ নাম ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন। ধনেশ বৈশ্রবণ ব্যতীত বিশ্রবার অপর তিন পুত্র হইয়াছিলেন। সেই তিন পুত্রের মধ্যে লঙ্কেশ্বর রাক্ষস রাবণই জ্যেষ্ঠ, রাক্ষস কুম্ভকর্ণ মধ্যম এবং পরমধার্ম্মিক রাক্ষস বিভীষণই কনিষ্ঠ।

পুলহের পুত্র বাৎস্য। মহাত্মা বাৎস্য হইতেও তাঁহার নামানুসারে একটী গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই গোত্রকে বাৎস্যগোত্র বলা হইয়া থাকে। মহর্ষি রুচির পুত্র শাণ্ডিল্য। ভক্তিবিষয়ক কোন দর্শনশাস্ত্র ঐ শাণ্ডিল্য কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছিল। সেই দর্শনশাস্ত্র জগতে শাণ্ডিল্যসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। সেই দর্শনশাস্ত্রে ভক্তিবিষয়িনী মীমাংসাসকল আছে। নারদসূত্রে ভক্তিজিজ্ঞাসা আছে।

মহাত্মা গৌতমের ঔরসে সাবর্ণির জন্ম। সাবর্ণি হইতেও একটী

গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সাবর্ণি হইতে যে গোত্র সেই গোত্রকেই সাবর্ণিগোত্র বলা হইয়া থাকে। সাবর্ণিগোত্রেও ভারতবর্ষীয় অনেক হিন্দুসন্তানগণের জন্ম হইয়াছে।

পূর্ব্বে কশ্যপবংশাবলীসম্বন্ধে অনেক বিবরণ কহা গিয়াছে। পূর্ব্বে কশ্যপের যে সকল পত্নীর বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সন্তান কাশ্যপ নহেন। সম্ভবতঃ তিনি কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণের মধ্যে কাহারও সন্তান। কাশ্যপের নামানুসারেও একটী গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কাশ্যপের নামানুসারে যে গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই গোত্রকেই কাশ্যপগোত্র বলা হইয়া থাকে। কাশ্যপগোত্রে অনেক হিন্দুসন্তানেরই জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে। বঙ্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণও কাশ্যপগোত্রীয়।

দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজের উৎপত্তি। ঐ ভরদ্বাজ হইতেও একটী গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। সেই গোত্রের নাম ভরদ্বাজগোত্র। তদ্বিষয়ক কিঞ্চিদ্বিবরণ পূর্ব্বেই কহা হইয়াছে। যোগসিদ্ধ ভরদ্বাজের মহিমা অনেক শাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ভরদ্বাজের উৎপত্তি পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাত্যসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কহা যাইতেছে।

অনেকে ব্রাত্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ব্রাত্য শব্দের অর্থ শূদ্রও নহে, বর্ণসঙ্করও নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য উপনয়ন-বিহীন হইলেই শাস্ত্রানুসারে ব্রাত্য শব্দে অভিহিত হন। নানা স্মৃতিতে তিন প্রকার ব্রাত্যের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই তিন প্রকার

ব্রাত্যই শূদ্র এবং বর্ণসঙ্করগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিন প্রকার ব্রাত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণব্রাত্যই অন্য দুই প্রকার ব্রাত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণব্রাত্যের পরে ক্ষত্রিয়ব্রাত্য। ক্ষত্রিয়ব্রাত্যের পরে বৈশ্যব্রাত্য। ভগবান মনু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা মহাত্মাগণের মতে জগতের কোন প্রদেশেই শূদ্রব্রাত্য নাই।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ব্রাহ্মণব্রাত্যকে ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ বলা হইয়াছে।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকানুসারে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস বা দ্রবিড়কেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ শ্লোকানুসারে সুধন্বা, আচার্য্য, কারুষ বিজন্মা, মৈত্র এবং সাত্বতকেই ব্রাত্যবৈশ্য বলা যায়।

ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার নাই। ত্রিবিধ দ্বিজেরই ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার আছে। ত্রিবিধ দ্বিজই উপনীত না হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। দ্বিজগণের উপনয়নান্তে গুরুনিকেতনে বাসই ব্যবস্থেয়। গুরুকুলের উপকার জন্যই যেন তাঁহাদের কর্ম্ম, মন এবং বাক্যের ব্যবহার হয়। তাঁহাদের গুরুনিকেতনে অবস্থিতিকালে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক পালনই প্রধান কর্ত্তব্য। তৎকালে কোনক্রমে ব্রহ্মচর্য্যের অপালন হইলে মহা প্রত্যবায় হইয়া থাকে। সেইজন্য দ্বিজগণের গুরুনিকেতনে অবস্থানকালে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীই ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই অগ্ন্যুপাসনা করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রহ্মচারী নিজগুরুর ব্যবহার জন্য পবিত্র কুম্ভ দ্বারা জল আনয়ন করিবেন। তাঁহার জন্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠাহরণ করিবেন। গ্রাসদান প্রভৃতি দ্বারা গোসেবা করিতে হইবে। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর বেদাধ্যয়ন

করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বিধির অনুসরণ না করিলে, তিনি সেই বেদাধ্যয়ন জনিত ফল প্রাপ্ত হন না। বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যজনিত শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। বেদসম্মত ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বাধ্যায়সিদ্ধিসম্বন্ধে আনুকূল্য হইয়া থাকে। আচার্য্য বা গুরু বিবিধ শৌচ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তজ্জন্য ব্রহ্মচারী স্বীয় আচার্য্য বা গুরু কর্ত্তৃক শৌচানুষ্ঠানসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মচারী ভিক্ষান্ন ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন। সেইজন্য শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচারী স্বীয় ইচ্ছানুসারে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে ভিক্ষাচরণ করিতে পারেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্নানীয় আচমনান্তে দন্তধাবন নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারী কোন প্রকার মৈথুনে রত হইবেন না। মৈথুন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে। সেইজন্যই নানা যোগশাস্ত্র এবং স্মৃতিমতে ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৈথুন নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারী কোন প্রকার পাদুকা, গন্ধমাল্য প্রভৃতি এবং ছত্র ব্যবহার করিবেন না। ব্রহ্মচারী ভ্রমেও অধর্ম্মবিষয়ক নৃত্যগীত এবং বৃথালাপে রত হইবেন না। ব্রহ্মচারীর সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী কোন প্রকার পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিবেন না। বিশেষতঃ তাঁহার অশ্ব এবং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্রতাবলম্বিত নিয়মী ব্রহ্মচারী সুনিয়মে সান্ধ্যোপাসনাতৎপর হইবেন। ব্রহ্মচারী সান্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিলে তাঁহার ব্রহ্মতেজের হানি হইয়া থাকে। সেইজন্য শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত কোন কারণ ব্যতীত ব্রহ্মচারী সন্ধ্যার্চ্চনা হইতে বিরত হইবেন না।

বৈদিকী সন্ধ্যাকার্য্যে উপনীত ব্রাহ্মণের যে প্রকার অধিকার আছে তদ্রূপ উপনীত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও অধিকার আছে। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় উপনীত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকেও দ্বিজ বলা

যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ উত্তম দ্বিজ। উপনীত ক্ষত্রিয় মধ্যম দ্বিজ। বৈশ্যকেই অধম দ্বিজ বলা যাইতে পারে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ত্রিবিধ দ্বিজের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানসম্বন্ধে বলা হইয়াছে। অতঃপর ক্ষত্রিয়গণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

অনেক স্মৃতি, অনেক পুরাণ এবং অনেক তন্ত্রানুসারেই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহুজ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মার বক্ষস্থল হইতে উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥"

তবে ব্যোমসংহিতা এবং ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি মতে যে এক প্রকার ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে, তাঁহার উৎপত্তি ব্রহ্মার বক্ষ হইতে। ঐ সকল গ্রন্থে কায়স্থকেই ব্রহ্মার বক্ষজ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত বক্ষজ ক্ষত্রিয়কেও কায়স্থ বলিতে হয়।

বক্ষজ ক্ষত্রিয়ের কায়াতে অবস্থিতি। কোন মহাত্মার মতে সেই-জন্যই তিনি কায়স্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে কায়াই ক্ষেত্র। সেইজন্যই ঐ বক্ষজ ক্ষত্রিয়ও কায়স্থ।

অনেকে বলেন কায়াতে অবস্থিতি জন্য যদ্যপি বক্ষজ ক্ষত্রিয়কে কায়স্থ বলিতে হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে, বাহুজ ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্যকে, শূদ্রকে, নানাপ্রকার বর্ণসঙ্করাদিকেই বা কায়স্থ বলা হয় না কেন? তাঁহারা বলেন ঐ সকল ব্যক্তির ত কায়াতে অবস্থিতি। প্রসিদ্ধ জ্ঞানসঙ্কলিনী-

তন্ত্রানুসারে ঐ প্রকার প্রশ্নের সদুত্তর দিবার সুবিধা হইবে। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

কিন্তু বাস্তবিক স্বতন্ত্র গৃহ কি নাই? অবশ্যই আছে। ঐ তন্ত্রানুসারে যেমন কেবল গৃহিণীকেই গৃহ বলা হইয়াছে তদ্রূপ শাস্ত্রে কেবলমাত্র বক্ষজ ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থ বলা হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "পবনাত্মজ হনুমান কত সময়ে কত গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই তাঁহাকে গিরিধারী বলা হয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াই গিরিধারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তৎসম্বন্ধীয় অনেক শাস্ত্রেই তাঁহাকে গিরিধারী বলা হইয়াছে।" জগতের প্রত্যেক লোকই কায়াতে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই কায়স্থ বলা হয় না। শাস্ত্রানুসারে কেবলমাত্র বক্ষজ ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থ বলা হয়।

কায়স্থক্ষত্রিয় ব্যতীত নানা শাস্ত্রে অন্যান্য নানা প্রকার ক্ষত্রিয়গণেরও উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য এবং মনু হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ব্রহ্মার বাহু হইতেও এক প্রকার ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই ক্ষত্রিয়কে শাস্ত্রানুসারে বাহুজ ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। বিখ্যাত বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে বক্ষজ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুরাণ এবং ব্যোমসংহিতানুসারে উক্ত বক্ষজ ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থ বলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বক্ষজ ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় বাহুজ ক্ষত্রিয়গণের বিষয়ও নানা শাস্ত্রে আছে। বাল্মিকীয় রামায়ণ প্রভৃতি মতে ভগবান

রামচন্দ্রও বাহুজ ক্ষত্রিয় ছিলেন। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ মতে ভগবান রামচন্দ্র জীবদিগকে আদর্শ গৃহীর ভাব শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ গৃহীর ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার লব কুশ নামে দুই ভুবনবিখ্যাত বীরপুত্র হইয়াছিলেন।

অনেকের মতে বীরশ্রেষ্ঠ লবই রামের জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের মতে লব রামের জ্যেষ্ঠপুত্র নহেন। সে মতে বীরেন্দ্র কুশই রামের জ্যেষ্ঠপুত্র। সে মতে লব তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র। কিন্তু ঐ দুই ভ্রাতা যমজ বটে। ঐ দুই ভ্রাতাকেই ভগবান রামচন্দ্র রাজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের দুইটী পৃথক রাজ্য ছিল। তাঁহারা উভয়ে এক রাজ্যের অধীশ্বর হন নাই।

ভগবান রামচন্দ্রের যেমন দুইটী পুত্র ছিল তদ্রূপ মহাত্মা ভরতেরও দুইটী পুত্র ছিল। বাল্মীকীয় রামায়ণ মতে অনন্তদেবের অবতার ভগবান লক্ষ্মণেরও দুইটী পুত্র হইয়াছিল। সে মতে লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্নেরও দুইটী পুত্র লাভ হইয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নানাপ্রকার ক্ষত্রসম্বন্ধে আভাসে বলা হইয়াছে। আপাততঃ বৈশ্যবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে,—

"বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে॥
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ॥

ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥
মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ্যবলাবলম্॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যানাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥
ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধা বাতিষ্ঠেৎ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ॥"

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার মতানুসারে বৈশ্যের লক্ষণসকল এবং কর্ত্তব্যসকল বলা হইল। মনুর মতে বৈশ্যসম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কথাও আছে। প্রয়োজনানুসারে সে সমস্ত বলা যাইবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ-অধ্যায়মতে কৃষি, গোরক্ষণ এবং বাণিজ্যই বৈশ্যজাতির স্বভাবজ কর্ম্ম। উক্ত গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।"

অনেকেই জানেন নিজস্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বভাবের বশবর্ত্তী। স্বীয়স্বভাবসঙ্গত কর্ম্ম করিয়া অনেকেই বিপন্ন হইয়াছেন, স্বীয়স্বভাবসঙ্গত কর্ম্ম করিয়া অনেকেরই

অনেক সময়ে অনিষ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা নিজ নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই। মনুষ্য বহুকালের অভ্যাসই সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না, তবে সে নিজস্বভাব কি প্রকারে সহজে পরিত্যাগ করিবে? সেইজন্যই বৈশ্য নিজস্বভাব সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সেইজন্য শূদ্রও নিজস্বভাব সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৪শ শ্লোকের শেষ চরণানুসারে—

"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

উক্ত শ্লোকার্দ্ধানুশীলনে স্পষ্টই অনুভব করা যাইতে পারে যে শূদ্রের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম স্বভাবজ বলিয়া শূদ্র তাঁহার সেই স্বভাবজ পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহাকে কেহ পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিতে বলিলেও তিনি পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিতে হইলে যাঁহার দুঃখ বোধ হয়, তিনিই প্রকৃত শূদ্র। শূদ্রের পরিচর্য্যা স্বভাবজ কর্ম্ম বলিয়া শূদ্র সেই পরিচর্য্যা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার সেই পরিচর্য্যা বা সেবাবৃত্তি পরিত্যাগে সহজে অভিলাষ হয় না। তাঁহার সেই পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মই বিশেষ সুখজনক বলিয়া বোধ হয় না।

যখন মানবের দিব্যদাস্যভাব লাভ হয় তখন তিনি কোন ক্রমেই সেই ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তখন তাঁহার বিনীত শূদ্রের ন্যায় সেই দিব্যভাবের নিষ্ঠা হয়। তখন তাঁহার ভক্ত এবং ভগবানের পরিচর্য্যাতেই রতিমতি হইয়া থাকে। তখন তিনি অহঙ্কারপরিশূন্য দীনভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া বোধ করিতে থাকেন। তখন তিনি এক ভগবানকেই কর্ত্তা বলিয়া বোধ করেন। তখন তাঁহার

সেই ভগবানের সেবাতেই আনন্দ বোধ হয়। তখন তিনি সেই ভগবানের ভজনারূপ ক্রিয়াযোগাবলম্বনে যোগী হইয়া অপ্রাকৃত যোগানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। তখন তাঁহার সেই পরমপ্রেমাস্পদ ভগবচ্চরণেই চিত্তার্পিত রহে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাদশাধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা সৎশূদ্রগণের এবং নানা প্রকার বর্ণসঙ্করগণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে চন্দ্রস্থর্য্যমনু হইতেই অনেক ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। চন্দ্রস্থর্য্যমনু হইতে অনেক ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি জন্য চন্দ্রস্থর্য্যমনুকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। স্থর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমার। সেইজন্য অশ্বিনীকুমারকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। সেই অশ্বিনীকুমারের সহিত কোন ব্রাহ্মণভার্য্যার সংশ্রবে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, সে জাতিকে ভগবান মনুর মতানুসারে সূত বলিতে হয়। ভগবান মনুর মতে ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণীসংশ্রবে যে জাতির উৎপত্তি, সেই জাতিকেই সূত বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে সেই জাতিকে বৈদ্য বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে কোন ব্রাহ্মণপত্নীর ক্ষত্রিয়সংশ্রবে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। যে সময়ে অদ্ভুতরামায়ণ প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়েও ধরণীতে বৈদ্যজাতি বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত রামায়ণে বৈদ্যসম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—

"তত্রৈব মালবো নাম বৈদ্যো বিষ্ণুপরায়ণঃ।
দীপমালাং হরের্নিত্যং করোতি প্রীতমানসঃ॥"

উক্ত বৈদ্যজাতিসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ স্কন্দপুরাণেও উল্লেখ আছে।

বৈশ্যজাতীয় পুরুষের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে অনেক পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা অনেক শূদ্রাতে বহু পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সকল পুত্রের প্রত্যেকেই ব্যালগ্রাহী বা সাপুড়ে হইয়াছিল। শাস্ত্রানুসারে ব্যালগ্রাহী বা সাপুড়েকেও এক প্রকার বর্ণসঙ্কর বলা যায়। বর্ণসঙ্কর-গণকে চতুর্ব্বর্ণের কোন বর্ণের মধ্যেই গণ্য করা যায় না।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে উত্তম-সঙ্করজাতি সকল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রত্যেক উত্তমসঙ্করজাতির সহিত অপর কোন জাতির সংস্রবে প্রত্যেক মধ্যমসঙ্করজাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক প্রতিলোমসঙ্করজাতি হইতে প্রত্যেক অধমসঙ্করজাতি। চণ্ডাল প্রভৃতিকেও অধমসঙ্করজাতি বলা হয়। শাকদ্বীপী দেবলব্রাহ্মণ হইতে গণকজাতির উদ্ভব। প্রথমতঃ গরুড় কর্ত্তৃক শাকদ্বীপ হইতে কোন দেবলব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। সেই দেবলব্রাহ্মণ হইতেই গণকজাতি।

নাস্তিকপ্রধান বেণরাজার অঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি। উক্ত ম্লেচ্ছজাতি হইতে অন্যান্য অনেক প্রকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই সকলের মধ্যে পুলিন্দ, পুক্কশ, খস বা খাসিয়া, যবন, সৌহ্ম, কাম্বোজ, শবর ও ক্ষরই প্রধান। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ম্লেচ্ছ নামে পরিগণিত। ম্লেচ্ছের কথিত পুত্রসকল ব্যতীত তাহার আরও কতকগুলি পুত্র আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে স্বায়ম্ভুবমনুবংশে বেণরাজার উৎপত্তি হইয়াছিল। বেণ অঙ্গরাজার পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুনীথা। বেণরাজার সময়ে বেণরাজার প্রযত্নে নানা প্রকার বর্ণসঙ্কর-জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে তাঁহার সময়ে কোন বৈশ্যের ঔরসে কোন শূদ্রার গর্ভে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গন্ধবণিক, কাংস্যবণিক, এবং শঙ্খবণিকের উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ঔরসে শূদ্রাগর্ভে উগ্রক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়-ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে রজপুতজাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ভার্য্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে কুম্ভকার ও তন্তুবায়ের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রভার্য্যার গর্ভে কর্ম্মকার ও দাসের উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ভার্য্যার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে মাগধ জাতির এবং গোপ জাতির উৎপত্তি। শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ-সুতার গর্ভে নাপিত এবং মোদক জাতির উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রকন্যার গর্ভে বারজীবী জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে সূত জাতির উৎপত্তি। বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রতনয়ার গর্ভে মালাকার, তাম্বুলী এবং তৈলিক জাতির উৎপত্তি। যে বিংশতি প্রকার সঙ্করজাতির বিষয় কীর্ত্তিত হইল তাহাদের প্রত্যেকেই উত্তমসঙ্করজাতি বলিয়া পরিগণিত।

বৈশ্যা ও করণ হইতে তক্ষা ও রজক জাতির উদ্ভব। অম্বষ্ঠ জাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভ হইতে স্বর্ণকার এবং সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি। গোপের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আভীর ও তৈলকারক জাতির উদ্ভব। গোপ কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভ হইতে ধীবর ও শৌণ্ডিক জাতির উৎপত্তি। শূদ্রভার্য্যা ও মালাকার হইতে নট ও শাবক জাতির উদ্ভব। শূদ্রা ও মাগধ হইতে শেখর জাতি ও জালিক জাতির উৎপত্তি। যে সকল জাতির বিষয় বলা হইল তাহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই মধ্যমসঙ্করজাতি বলা যাইতে পারে।

স্বর্ণকার কর্ত্তৃক বৈদ্যভার্য্যার গর্ভে গৃহী জাতির উৎপত্তি। সুবর্ণ-বণিক কর্ত্তৃক বৈদ্যপত্নীর গর্ভ হইতে কুড়ব জাতির উৎপত্তি। শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণভার্য্যার গর্ভে জত্তাল জাতির উদ্ভব। আভীর হইতে গোপকন্যার

গর্ভে বড়ুর জাতির উৎপত্তি। তক্ষ জাতি কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যার গর্ভ হইতে শিল্পবৃত্ত চর্ম্মকার জাতির উদ্ভব। বৈশ্যা ও বরপক্ষ জাতি হইতে ঘট্টজীবী জাতির উৎপত্তি। তৈলকার জাতি কর্ত্তৃক বৈশ্যার গর্ভে দোলাবাহী জাতির উৎপত্তি। শূদ্রাধীবর সংযোগে মত্ত জাতির উৎপত্তি। অন্ত্যজ সঙ্করজাতিগণের বিষয় বর্ণিত হইল। ঐ সকল জাতির বর্ণধর্ম্মে এবং আশ্রমধর্ম্মে অধিকার নাই।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে উত্তম, মধ্যম এবং অন্ত্যজ সঙ্করজাতিগণের বিভাগ ছত্রিশ প্রকার। প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে উত্তম, মধ্যম এবং অন্ত্যজ সঙ্করজাতি সম্বন্ধে বিভাগসকল নির্ণীত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদি মতে বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অনেক প্রকার সৎশূদ্র এবং অনেক প্রকার বর্ণসঙ্করের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই সৎশূদ্রগণের বিষয় বলা হইয়াছে। এক্ষণে বর্ণসঙ্করদিগের বিষয় বলা যাইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকারের উৎপত্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ঐ সকলকে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে। তবে ঐ পুরাণে তাঁহাদের প্রত্যেককেই শিল্প-নিপুণ বলা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এক পিতা এবং এক মাতার সন্তান। তাঁহাদের পিতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অবতার। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-

পুরাণানুসারে তাঁহাদের মাতা শূদ্রকন্যা। তাঁহাদের মাতা শূদ্রকন্যা হইবার পূর্ব্বে ঘৃতাচী নাম্নী স্বর্গবিদ্যাধরী ছিলেন। তাঁহাদের মাতা বিশ্বকর্ম্মার শাপে স্বর্গবিদ্যাধরী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মাতার শাপেও বিশ্বকর্ম্মাকে মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর শাপগ্রস্ত কি জন্য হইয়াছিলেন সে বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডের দশম-অধ্যায়ে আছে।

বেশ্যাশূদ্রার গর্ভে চিত্রকারের ঔরসে অট্টালিকাকার জাতির উৎপত্তি।

কুম্ভকারজায়ার গর্ভে অট্টালিকাকারের ঔরসে কোটক জাতির উৎপত্তি। কোটকজায়াতে কুম্ভকারঔরসে তৈলকার জাতির উৎপত্তি।

ক্ষত্রিয় ও রাজপুতজাতির পত্নী হইতে তীবর জাতির উৎপত্তি। তীবরের তৈলকারজায়ার সহিত সংশ্রব বশতঃ লেট বা দস্যু জাতির উৎপত্তি।

লেটজাতীয় পুরুষের সহিত তীবরকন্যার সংশ্রবে মল্ল, মন্ত্র, মাতর, ভড়, কোড় এবং কলন্দের উৎপত্তি। শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জাতির উৎপত্তি সেই জাতিকেই চণ্ডাল বলা হইত। বঙ্গদেশে সেই জাতিকেই প্রচলিত ভাষায় চাঁড়াল বলা হয়। চাঁড়ালদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে নমশূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বোধ হয় ব্রাহ্মণীগর্ভে তাঁহাদিগের জন্ম হওয়ার জন্যই ঐ প্রকার পরিচয় দিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

তীবরজাতীয় পুরুষের সহিত চণ্ডালিনীর সংশ্রব বশতঃ চর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি। চণ্ডাল হইতে চর্ম্মকারজাতীয়া নারীর গর্ভে মাংসচ্ছেদ জাতির উৎপত্তি। প্রচলিত ভাষায় মাংসচ্ছেদ জাতিকেই কসাই বলা হইয়া থাকে। তীবরজাতীয় পুরুষের ঔরসে মাংসচ্ছেদ-

জাতীয়া নারীর গর্ভে কোঁচ জাতির উৎপত্তি। অনেক জাতিতত্ত্ববিদের মতে কোঁচবিহারকেই কোঁচদিগের প্রধান বাসস্থান বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ঐ কোঁচবিহার ভগবান মহাদেবের একটী প্রধান বিহারস্থান ছিল। কোঁচদিগের প্রতি নাকি মহাদেবের বড়ই অনুগ্রহ ছিল। অনেক ভক্তিমতী কোঁচবিহারিণী মহাদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণা হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের সদানন্দ শ্রীশঙ্করের প্রতি দিব্যমধুরভাবও ছিল। দিব্যমধুর-ভাবসম্পন্না গোপিকাগণের ন্যায় তাঁহারাও অনন্যভাবে শ্রীমহাদেবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। কৈবর্ত্তের ঔরসে কোঁচজাতীয়া নারীর গর্ভে কর্ত্তার জাতির উৎপত্তি। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কর্ত্তার জাতিকেই কাওরা বলা হয়।

লেটজাতীয় পুরুষের ঔরসে চণ্ডালতনয়ার গর্ভে দ্বিপ্রকার জাতির উৎপত্তি। সেই দ্বিপ্রকার জাতির মধ্যে এক প্রকারের নাম হড্ডি বা হাড়ী, অন্য প্রকারের নাম ডম। চণ্ডাল ও হড্ডিকন্যা হইতে পঞ্চ প্রকার জাতির উৎপত্তি। গঙ্গাসান্নিধ্যে গঙ্গাপুত্র জাতির উৎপত্তি। গঙ্গাপুত্র জাতির পিতা লেটজাতীয় পুরুষ। তাহার মাতা তীবরকন্যা। গঙ্গাপুত্র জাতিকেই মুর্দ্দাফরাস বলা হইয়া থাকে। গঙ্গাপুত্র জাতির মধ্যে যাহারা ধনসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেবের সহিত সমকক্ষ বিবেচনা করে। কিন্তু তদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ নাই। শ্রীভীষ্মদেবের ন্যায় তাহাদিগের আদি-পুরুষের গঙ্গাগর্ভ হইতে জন্ম পর্য্যন্ত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাহাদিগের আদিপুরুষের পিতা লেটজাতীয় এবং তাহাদিগের আদি-পুরুষের মাতা তীবরজাতীয়া।

বেশধারী হইতে গঙ্গাপুত্রজাতীয়া রমণীর গর্ভে যুঙ্গি জাতির উৎপত্তি।

যুঙ্গি জাতিকেই অপভ্রংশ ভাষায় যুগী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন বিদ্বান যুগীর মতে তাঁহারা যোগীবংশীয়। কিন্তু শাস্ত্রে সে সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ প্রমাণ নাই। বৈশ্যতীবরকন্যা সংযোগে শুণ্ডী বা শুঁড়ী জাতির উৎপত্তি। ইদানী মদ্যবিক্রয়ের দ্বারা এবং অন্যান্য অনেক প্রকার ব্যবসায় দ্বারায় শুঁড়ীদিগের মধ্যে অনেকেই ধনাঢ্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বেশের পারিপাট্যবশতঃ তাঁহাদিগকে হঠাৎ দেখিলে অনেকের তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। সুরাদেবীর কৃপায় লক্ষ্মীদেবীরও তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা।

ক্ষত্রজাতীয় পুরুষের ঔরসে করণকন্যাসংযোগে রাজপুত্র জাতির উৎপত্তি। বৈশ্য হইতে শুণ্ডীপত্নীগর্ভে শৌণ্ডক জাতির উৎপত্তি। আগুরী জাতির উৎপত্তির কারণ করণ এবং রাজপুত্রপত্নী। ক্ষত্রিয়-ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি। এই কলিকালে অনেক কৈবর্ত্ত তীবরসংশ্রবে ধীবর জাতির অন্তর্গত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে কেহ কেহ জালিক কৈবর্ত্ত বা জেলে কৈবর্ত্ত বলেন। ধীবর হইতে তীবরীর গর্ভে রজক জাতির উৎপত্তি। রজকীতীবরসংসর্গে কোরালি জাতির উৎপত্তি। সর্ব্বস্বী জাতির উৎপত্তির কারণ নাপিত এবং গোপকন্যা। ক্ষত্রিয়সর্ব্বস্বীপত্নী সংশ্রবে ব্যাধ জাতির উৎপত্তি। তীবরের ঔরসে শুণ্ডিকাগর্ভে সপ্ত পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাহারা হড্ডিসহবাসে দস্যুবৃত্তি পরায়ণ হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মণীর ঋতুর প্রথম দিনে কোন ঋষির ঔরসে যে সন্তান হইয়াছিলেন তিনি কুদর জাতি বলিয়া বিখ্যাত। বঙ্গের অনেক স্থলে উক্ত জাতীয় আদিপুরুষ অনেক সাঁওতাল কর্ত্তৃক কুঁদরু নামে পূজিত হইয়া থাকেন। অনেক বন্যজাতি তাহাদিগের বড়াম দেবতার ন্যায় কুঁদরুকেও পূজা করিয়া থাকে।

ইদানী কুদর জাতি কোটিক জাতির সংশ্রবে অতি অধম বলিয়া পরিগণিত।

কোন বৈশ্যার ঋতুর প্রথম দিনে কোন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বাগতীত জাতির উৎপত্তি। অধুনা বঙ্গদেশে যে জাতিকে বাগ্দী বলা হইয়া থাকে, পুরাকালে সেই জাতিকে বাগতীত বলা হইত।

কোন শূদ্রার ঋতুর পূর্ব্বদিনে কোন ক্ষত্রিয়তেজে অনেক ম্লেচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছিল। কুবিন্দজাতীয়া রমণীর গর্ভে ম্লেচ্ছজাতীয় পুরুষ কর্তৃক জোলা জাতির উৎপত্তি। কুবিন্দসুতার জোলার সহিত সহবাস বশতঃ সরাক জাতির উৎপত্তি। উক্ত বর্ণসঙ্কর জাতি সকল ব্যতীত এই জগতে আরও কত প্রকার বর্ণসঙ্কর আছেন!

প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ শ্লোক মতে বুঝিতে হয় চারি বর্ণের কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ ব্যভিচারদোষে দুষিত হইলে তাঁহাকে বর্ণসঙ্কর হইতে হয়। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

অধুনা ব্যভিচার বহুল পরিমাণে চারি বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত রহিয়াছে। অথচ তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভ্রষ্ট হইয়া কেহই বর্ণসঙ্কর হন না! সে সম্বন্ধে আধুনিক জাতীয় কোন সমাজই কোন প্রকার সুব্যবস্থা করেন না। উক্ত ভয়ানক দোষ নিবারণের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহই কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ করেন না! অধুনা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনেকেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মসকলের সম্যক অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত করেন না! অথচ তজ্জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই স্বজাতিভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হন না! ইদানী স্বগোত্রে অনেকে বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন! অথচ

তাঁহাদিগকেও কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর হইতে হয় না! ইদানী জাতীয় সমাজসকলের নেতা বলিয়া যাঁহারা পরিগণিত সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের ধর্ম্মাভাব জন্যই ঐ প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে! পুরাকালে যাঁহারা সমাজবিষয়ক নেতা হইতেন তাঁহাদের সকলকেই স্বধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইত। সেইজন্য তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মানুসারে সমাজশাসনও হইতে পারিত।

জাতিতত্ত্ব।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধানুসারে কোন সময়ে ব্রহ্মার একই মূর্ত্তি দ্বিখণ্ড হইয়াছিল। ঐ দ্বিখণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড পুরুষাকার এবং অপর খণ্ড স্ত্রীর আকার হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মাই ঐ দ্বিবিধ আকার দ্বারা স্ত্রীপুরুষ হইয়াছিলেন। পুরুষাকারসম্পন্ন ব্রহ্মাই স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর আকারসম্পন্ন ব্রহ্মাই শতরূপা। শতরূপা মনুর পত্নী হইয়াছিলেন। মনু এবং শতরূপা কর্ত্তৃক দুইটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। মনুশতরূপার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম প্রিয়ব্রত এবং অপর জনের নাম উত্তানপাদ। আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতিই মনুশতরূপার তিন কন্যা ছিলেন। আকূতির সহিত রুচির বিবাহ হইয়াছিল। দেবহূতি কর্দ্দমের পত্নী হইয়াছিলেন। যাঁহার নাম প্রসূতি ছিল, তিনিই দক্ষ-প্রজাপতির পত্নী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশাধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মনুকে আদিরাজ, রাজর্ষি ও সম্রাট্ বলা হইয়াছে। ঐ অধ্যায় অনুসারে তিনি ব্রহ্মার পুত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! মনু (স্বায়ম্ভুব মনু) স্বীয় পত্নীর সম্মতি-ক্রমে জ্যেষ্ঠকন্যা আকূতিকে পুত্রিকাধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাপতি রুচির

হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে কৌরব্য! পুত্র না থাকিলে পুত্রত্ব-সিদ্ধি-কামনায় পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে কন্যা-সম্প্রদান করা হইয়া থাকে। 'আমার এই কন্যা ভ্রাতৃহীনা; ইহাকে সালঙ্কারে সম্প্রদান করিতেছি; ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আমার', এইরূপ ভাষা বন্ধন পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদানই পুত্রিকা-ধর্ম্ম। সুতরাং অপুত্র ব্যক্তির পুত্রিকা-সাধনই শাস্ত্রসিদ্ধ কিন্তু মনু পুত্রবান্ হইলেও অধিক পুত্র কামনায় ভ্রাতৃমতী দুহিতাকেও পুত্রিকা করিয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তদীয় জামাতা প্রজাপতি রুচি, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ছিলেন। আকূতিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। সাক্ষাৎ বিষ্ণু যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাও লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা। সুতরাং ইঁহাদের উভয়ের পরস্পরের বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় নাই! বৎস! রুচির ঐ কন্যার নাম দক্ষিণা। মনু যখন শুনিলেন যে, তদীয় কন্যা আকূতি যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই বিষ্ণুস্বরূপ যজ্ঞপুত্রকে স্বীয় ভবনে লইয়া আসিলেন।" দক্ষিণা পিতামাতার নিকটেই রহিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে দক্ষিণা স্বীয় ভ্রাতা যজ্ঞপুরুষকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। তদনুসারে তাঁহাদের উভয়ের পাণিবন্ধন সম্পন্ন হইল। ভগবান যজ্ঞ স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া সেই মনোমত ভার্য্যাতে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ১—৬। ঐ দ্বাদশ-পুত্র-সন্তানের নাম;—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন। বৎস বিদুর! প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটী দৌহিত্রই স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন। হে বিদুর! প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও ভগবান বিষ্ণুর অংশাবতার এই ছয়

প্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু, তুষিত দেবতা, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, যজ্ঞপুরুষ ভগবানের অংশাবতার, তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—এই দুই মহাতেজস্বী রাজা মনুপুত্র। মহাবীর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—ইঁহারা উভয়েই পৃথিবী-পালক। ইঁহাদেরই বংশ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া এই মন্বন্তরকে পালন করিয়াছিলেন।

মরীচিও ব্রহ্মার পুত্র, অত্রিও ব্রহ্মার পুত্র, অঙ্গিরাও ব্রহ্মার পুত্র, পুলস্ত্যও ব্রহ্মার পুত্র, পুলহও ব্রহ্মার পুত্র, ক্রতুও ব্রহ্মার পুত্র, ভৃগুও ব্রহ্মার পুত্র, বসিষ্ঠও ব্রহ্মার পুত্র, দক্ষও ব্রহ্মার পুত্র এবং নারদও ব্রহ্মার পুত্র। নারদের উৎপত্তি ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে, দক্ষের উৎপত্তি ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে, বসিষ্ঠের উৎপত্তি ব্রহ্মার প্রাণ হইতে, ভৃগুর উৎপত্তি ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে, পুলস্ত্যের উৎপত্তি ব্রহ্মার কর্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরার উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে, অত্রির উৎপত্তি ব্রহ্মার চক্ষুদ্বয় হইতে, মরীচির উৎপত্তি ব্রহ্মার মন হইতে। ব্রহ্মার মুখ হইতে বাক্যের উৎপত্তি। ব্রহ্মার ছায়া হইতে কর্দ্দম মুনির উৎপত্তি। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতমতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রহ্মার হস্ত হইতে ক্ষত্রিয় নহেন, ব্রহ্মার ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য নহেন, ব্রহ্মার পদদ্বয় হইতে শূদ্র নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ানুসারে বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি অন্য ত্রিবর্ণের পূর্ব্বে হইয়াছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণ বর্ণকেই ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে প্রথম বর্ণ বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ানুসারে বিরাট্‌পুরুষের

মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বিরাট্‌পুরুষের হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, বিরাট্‌পুরুষের উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি এবং সেই বিরাট্‌পুরুষের পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। উক্তাধ্যায়ে শুশ্রূষাকে শূদ্রবৃত্তি বলা হইয়াছে। শুশ্রূষারও উৎপত্তি বিরাট্‌পুরুষের পাদদ্বয় হইতে। উক্ত অধ্যায়ানুসারে শূদ্র দ্বিজশুশ্রূষা করিলে ভগবান্ আহ্লাদিত হন্।

তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় মতে ভগবানই বর্ণচতুষ্টয়ের জনক, ভগবানই বর্ণচতুষ্টয়ের গুরু। তাঁহার আরাধনা দ্বারাই পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরমহংস শুকদেব গোস্বামীর মতে আদিতে এক্ বর্ণের অন্তর্গতই সমস্ত মনুষ্য ছিলেন। সে কালে এক্ বর্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বর্ণ বিদ্যমান ছিল না। তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে,—

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥"

'পুরাকালে চতুর্ব্বেদ ছিল না। তৎকালে কেবলমাত্র একই বেদ বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে সর্ব্ববাক্যময় প্রণব বা ওঙ্কারও বিদ্যমান্ ছিল। তৎকালে এক্ নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা ছিলেন না। তৎকালে বহু প্রকার অগ্নিও ছিলেন না। তৎকালে কেবলমাত্র এক্ প্রকার অগ্নিই বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে 'এক্‌বর্ণ' ব্যতীত অপর কোন বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না।' সেই এক্‌বর্ণের কি আখ্যা ছিল

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকানুসারে, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকানুসারে আদিতে কেবলমাত্র এক্ মানবজাতিই ছিলেন। তখন সমস্তমানবজাতিই এক্-বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। সেই এক্বর্ণের কি নাম ছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ঐ শ্লোকে তাহার নির্দ্দেশ নাই বলিয়া, সেই আদি বর্ণকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। অতএব তৎকালে ব্রাহ্মণবর্ণও বিদ্যমান ছিলেন স্বীকার করা যায় না। তবে তৎকালে কোন বর্ণ বিদ্যমান ছিলেন বটে। সেই বর্ণ ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য কি শূদ্র তাহার নির্ণয় করা কঠিন। তবে কোন স্মৃতিতেই পুরাকালে কেবলমাত্র একই বর্ণ ছিল বলা হয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুরাকালে এই ভারতবর্ষে ঊনবিংশতি জন স্মৃতিকর্ত্তা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু যে স্মৃতি কহিয়াছিলেন সেই স্মৃতির নাম বিষ্ণুসংহিতা। মনুরচিত স্মৃতির নাম মনুসংহিতা। অত্রিরচিত স্মৃতির নাম অত্রি-সংহিতা। হারীতরচিত সংহিতার নাম হারীত-সংহিতা। যাজ্ঞবল্ক্যরচিত স্মৃতির নাম যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। উশনঃরচিত স্মৃতির নাম উশনঃ-সংহিতা। কাত্যায়নরচিত স্মৃতির নাম কাত্যায়ন-সংহিতা। বৃহস্পতিরচিত স্মৃতির নাম বৃহস্পতি-সংহিতা। পরাশররচিত স্মৃতির নাম পরাশর-সংহিতা। অঙ্গিরা রচিত স্মৃতির নাম অঙ্গিরঃ-সংহিতা। যমরচিত স্মৃতির নাম যম-সংহিতা। আপস্তম্ব-রচিত স্মৃতির নাম আপস্তম্ব-সংহিতা। সম্বর্ত্তরচিত স্মৃতির নাম সম্বর্ত্ত-

সংহিতা। ব্যাসরচিত স্মৃতির নাম ব্যাস-সংহিতা। শঙ্খরচিত স্মৃতির নাম শঙ্খ-সংহিতা। লিখিতরচিত স্মৃতির নাম লিখিত-সংহিতা। দক্ষ-রচিত স্মৃতির নাম দক্ষ-সংহিতা। গৌতমরচিত স্মৃতির নাম গৌতম-সংহিতা। শাতাতপরচিত স্মৃতির নাম শাতাতপ-সংহিতা। বসিষ্ঠ-রচিত স্মৃতির নাম বসিষ্ঠ-সংহিতা। কথিত সমস্ত স্মৃতিরচয়িতার মতেই বর্ণবিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে কোন ধর্ম্মই অবজ্ঞেয় নহে। ঐ প্রকার মহাত্মার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞানই আছে। প্রসিদ্ধ ভৃগুকুলসম্ভূত মহাত্মা হারীতের সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞান ছিল। সেইজন্য তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বলা হইত। তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তকও বলা হইত। তিনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অবগত ছিলেন। তাঁহার মতেও প্রধান চারি বর্ণ। তাঁহার মতেও পদ্মযোনি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। তিনি দ্বিজসত্তমগণকে কহিয়াছিলেন,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্মুখতোঽসৃজৎ ॥"

তাঁহার মতেও বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি, তাঁহার মতেও ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণের উৎপত্তি, তাঁহার মতেও পদ হইতে শূদ্র-গণের উৎপত্তি। হারীতসংহিতানুসারে তিনি নিজেই এই প্রকার কহিয়াছিলেন,—

"অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ ॥
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।"

হারীত কথিত বর্ণচতুষ্টয়ের জীবনযাপনোপযোগী কর্ম্মসকলও নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণগণের জীবনযাপনোপযোগী ষড়্‌বিধ কর্ম্ম। সেই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম হারীত-সংহিতার প্রথমোঽধ্যায় হইতে উল্লেখ করা যাইতেছে,—

"অধ্যাপনং চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্‌কর্ম্মাণীতি চোচ্যতে॥"

কথিত ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে অধ্যাপন এক্ প্রকার কর্ম্ম। হারীতোক্ত স্মৃতিতে ঐ অধ্যাপন তিন কারণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথম ধর্ম্ম জন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ধনলাভ জন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তৃতীয় শুশ্রূষাপ্রাপ্তি জন্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভগবান হারীতের মূল শ্লোকে উক্ত অধ্যাপনের এই প্রকারে ত্রৈবিধ্য নির্ণীত হইয়াছে,—

"অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্ম্মার্থমৃক্‌থকারণাৎ।
শুশ্রূষাকরণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

পঞ্চম অধ্যায়।

নানা শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের পুরুষের বা ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপত্তি। নানা শাস্ত্রানুসারে কোন শূদ্রেরই ব্রহ্মার শরীরের অন্য কোন অংশ হইতে উৎপত্তি নহে। শাস্ত্রানুসারে সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হন্ নাই। তাঁহার শরীরের অন্যান্য অংশ হইতেও কত ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য জন্মানুসারেও বহুপ্রকার ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

স্মৃতিমতে কেবল ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বিংশ

স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতিতেই ব্রহ্মার মুখ ব্যতীত তাঁহার দেহের অন্য কোন অংশ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তিবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেদের মতেও পুরুষের মুখ ব্যতীত তাঁহার অঙ্গের অন্য কোন স্থান হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তিবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য বেদ এবং স্মৃতিমতানুসারে পুরুষ অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সকল পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণের জন্ম হয় নাই, বেদ এবং স্মৃতিমতানুসারে তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই অব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। যেহেতু বেদ এবং স্মৃতিমতে পুরুষ এবং ব্রহ্মার দেহের অন্য কোন অংশ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি নহে। বেদ এবং স্মৃতিমতানুসারে যাঁহারা অব্রাহ্মণ, কোন কোন পুরাণানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও বেদোক্ত ব্রাহ্মণদিগের, স্মৃত্যুক্ত ব্রাহ্মণদিগের যে সকল অনুষ্ঠানে অধিকার আছে, তাঁহাদিগের সে সমস্তে অধিকার নাই। বেদোক্ত ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, স্মৃত্যুক্ত ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাঁহাদের সম্মান হওয়াও উচিৎ নহে। তাঁহারা বেদ এবং স্মৃত্যনুসারে ক্ষত্রিয়ও নহেন, বৈশ্যও নহেন, শূদ্রও নহেন এবং কোন প্রকার বর্ণসঙ্করও নহেন। যেহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই ব্রহ্মার বাহু হইতে, ঊরু হইতে, পদ হইতে অথবা তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিরই স্মৃত্যনুসারে যে পদ্ধতিক্রমে বিবিধ বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই সে পদ্ধতিক্রমে উৎপত্তি হয় নাই, সেজন্য স্মৃত্যনুসারে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেও স্মৃতিসম্মত কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর পর্য্যন্ত বলা যায় না। সেইজন্য তাঁহারা স্মৃতিমতানুসারে যাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা বৈশ্য, যাঁহারা শূদ্র এবং যাঁহারা নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর, তাঁহাদিগের নিকট হইতে পর্য্যন্ত সম্মান পাইবার যোগ্য নহেন। তাঁহারা বেদোক্ত ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে, বৈশ্যদিগের নিকট হইতে এবং শূদ্রদিগের নিকট হইতে পর্য্যন্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য

নহেন। যেহেতু তাঁহাদের বেদোক্ত ঐ সকল বর্ণের সহিত সমতাও নাই। পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে বুঝিতে হইবে তাঁহারা বেদোক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণাপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাঁহারা স্মৃত্যুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বিবিধ বর্ণসঙ্করাপেক্ষাও নিকৃষ্ট। যেহেতু স্মৃতি অনুসারে তাঁহাদের সকল বর্ণের সহিতও সমতা নাই। তাঁহাদের স্মৃত্যুক্ত ব্রাহ্মণের সহিত সমতা নাই বলিয়া তাঁহারা স্মৃত্যুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর সকলাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ নহেন। যুক্তিমতে তাহারাই বরঞ্চ তাঁ'দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। যেহেতু তাহারা বেদ এবং স্মৃতিসম্মত বর্ণ। বেদ এবং স্মৃতিমতে যাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, অনেকের মতে, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত করা যায় না। কিন্তু আমরা পুরাণানুসারে তাঁহাদের পুরাণসম্মত বিবিধ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বঙ্গে যে সমস্ত ব্রাহ্মণবংশীয়গণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই স্মার্ত্তব্রাহ্মণ নহেন। স্মৃতি অনুসারেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে। কিন্তু বঙ্গের কোন ব্রাহ্মণই স্মার্ত্তমুখজ ব্রাহ্মণের বংশ সম্ভূত নহেন। বঙ্গীয় সমস্ত ব্রাহ্মণই পৌরাণিক পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী। ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও আছে। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চ গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই মুখজ ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া, স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপেও তাঁহাদিগের অধিকার নাই। যেহেতু স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ-দিগের জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই স্মৃত্যুক্ত ব্রহ্মার

মুখজ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই আচরণীয়। সে সমস্ত ব্রহ্মার অমুখজ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের জন্য ব্যবস্থাপিত হয় নাই। পুরাণোক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের জন্য নানা পুরাণে যে সমস্ত ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহাদের পক্ষে সেই সমস্ত ক্রিয়াই বৈধ। পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণবৃন্দের কোন বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকার নাই। যেহেতু সে সমস্ত বেদোক্ত ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপযোগী। ঋগ্বেদসংহিতার মতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি পুরুষের মুখ হইতে। কিন্তু ঐ ঋগ্বেদানুসারে সেই পুরুষকেই ব্রহ্মা বলিয়া অবধারণ করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু ঋগ্বেদানুসারে সেই পুরুষই ব্রহ্মা নহেন। অতএব ব্রহ্মার মুখজ স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের যে প্রধান পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ আছে সে পঞ্চ গোত্রের বিষয় অত্রিসংহিতাতেও নাই, বিষ্ণুসংহিতাতেও নাই, হারীতসংহিতাতেও নাই, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও নাই, উশনঃসংহিতাতেও নাই, কাত্যায়নসংহিতাতেও নাই, বৃহস্পতিসংহিতাতেও নাই, পরাশরসংহিতাতেও নাই, অঙ্গিরঃসংহিতাতেও নাই, যমসংহিতাতেও নাই, আপস্তম্বসংহিতাতেও নাই, সম্বর্ত্তসংহিতাতেও নাই, ব্যাসসংহিতাতেও নাই, শঙ্খসংহিতাতেও নাই, লিখিতসংহিতাতেও নাই, দক্ষসংহিতাতেও নাই, গৌতমসংহিতাতেও নাই, শাতাতপসংহিতাতেও নাই, বশিষ্ঠসংহিতাতেও নাই এবং মনুসংহিতাতেও নাই। অথচ বঙ্গীয় অনেক ব্রাহ্মণই বলিয়া থাকেন তাঁহারা স্মৃতিসম্মত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী। তাঁহাদের মতে সমস্ত পুরাণ এবং উপপুরাণাপেক্ষা স্মৃতি

সকলেরই প্রাধান্য। তাঁহারা বলিয়া থাকেন স্মৃতির মধ্যে যে ব্যবস্থা নাই তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। স্মৃতির মতে ত শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই। তবে তাঁহারা ঐ পঞ্চ গোত্র স্বীকার করেন কি প্রকারে? তবে তাঁহারা আপনাদিগকে ঐ পঞ্চ গোত্রের অন্তর্গত বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিয়া থাকেন? শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি কতিপয় পুরাণেই আছে। ঐ সকল গ্রন্থানুসারে শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ব্রহ্মার মুখজ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী নহেন। সমস্ত স্মৃতিমতের ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার মুখজ। কোন স্মৃতি মতেই কোন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মার মুখ ব্যতীত তাঁহার শরীরের অন্য কোন স্থল হইতে উৎপত্তি হয় নাই। শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণই স্মৃতিসম্মত ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহারা পুরাণসম্মত ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই, সামবেদ-সংহিতাতেও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই, যজুর্ব্বেদ-সংহিতাতেও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই, অথর্ব্ববেদ-সংহিতাতেও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ নাই। অতএব শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্র বৈদিক নহেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি। তিনি সস্ত্রীক ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রীর নাম শতরূপা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ঐ মনুকে ক্ষত্রিয়গণের মূল কারণ বলা হইয়াছে। ঐ পুরাণে মনুপত্নী শতরূপাকে লক্ষ্মীর অংশ বলা হইয়াছে। মনু শতরূপার দুই পুত্র ও কয়েকটী কন্যা। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদই

তাঁহার পুত্রদ্বয়। তাঁহার কন্যাত্রয়ের নাম কথিত হইতেছে। আকূতি, দেবহুতি এবং প্রসূতি। ক্ষত্রিয়মনুকন্যা আকূতির সহিত রুচিমুনির বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়জা প্রসূতির সহিত দক্ষের বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়মনুকন্যা দেবহুতির সহিত কর্দ্দমমুনির বিবাহ হইয়াছিল। কর্দ্দমমুনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত।

এই গ্রন্থের অন্যত্রে বলা হইয়াছে ক্ষত্রিয়মনুকন্যা আকূতির সহিত ব্রাহ্মণ রুচিমুনির বিবাহ হইয়াছিল। আকূতির গর্ভে রুচির ঔরসে শাণ্ডিল্যের জন্ম। সুতরাং অনেকের মতে শাণ্ডিল্যকে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলা যায় না। কারণ শাস্ত্রানুসারে তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া পরিগণিত নহেন। কারণ তাঁহার মাতা ক্ষত্রিয়মনুপুত্রী। শাণ্ডিল্য ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য যাঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ তাঁহাদের আদিপুরুষ শাণ্ডিল্যও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। কোন কোন শাস্ত্রানুসারে শাণ্ডিল্যকে মাহিষ্যও বলা যাইতে পারে। কারণ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রকন্যার গর্ভে মাহিষ্যের উৎপত্তি। মাহিষ্য শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। শাস্ত্রানুসারে শাণ্ডিল্যকে মাহিষ্য জাতীয় বলিতে হইলে তাঁহার বংশাবলীকেও অবশ্যই মাহিষ্য বলিতে হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ভরদ্বাজের অদ্ভুত ক্ষমতার বিবরণ বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন। তিনি কোন সময়ে তপঃপ্রভাবে ভগবান রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারী সৈন্যগণকে পর্য্যন্ত রাজভোগ উপভোগ করাইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলা যায় না। যেহেতু তাঁহার পিতা বৃহস্পতির পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহার পিতার ভ্রাতৃজায়া মমতা ছিলেন। তাঁহার পিতা মমতার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাতে উপগত হইয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার পিতা দেবগুরু বৃহস্পতি যে সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া মমতাতে উপগত হইয়াছিলেন, সে সময়ে মমতার গর্ভে সেই বৃহস্পতির ভ্রাতার ঔরসপুত্র ছিলেন। সেইজন্য মমতার গর্ভাশয়ে বৃহস্পতির বীর্য্য দিবার স্থান হয় নাই। অতএব তাহা ভূতলে পতিত হইয়াছিল। বৃহস্পতির বীর্য্য অমোঘ বলিয়া, তাহা ভূমিতে পতিত হইয়াও বিনষ্ট হয় নাই। ভূতলেই তাহা একটী পুত্রসন্তানরূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই পুত্রসন্তানই মহর্ষি ভরদ্বাজ নামে অদ্যাপি জগতে বিখ্যাত।

নবম অধ্যায়।

মনুর মতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে 'করণ' জাতির উৎপত্তি। সুতরাং সেইজন্য করণকেও উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। মনুসংহিতানুসারে করণ শূদ্র, বা কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর নহেন। এক বর্ণীয় পুরুষের অপর বর্ণীয়া নারীর সহিত সংশ্রববশতঃ যে সন্তান হয় তাহাকেই বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে। করণের ঐ পদ্ধতিক্রমে জন্ম নয়। সেইজন্য করণ বর্ণসঙ্করও নহেন। কোন কোন অভিধান মতে করণ শব্দের অর্থ কায়স্থও হয়। কোন কোন শাস্ত্রমতেও করণই কায়স্থ। ঐ সকল মত স্বীকার করিলেও কোন ক্রমেই কায়স্থকেই শূদ্র বলা যায় না। ঐ সকল মত স্বীকার করিলে কায়স্থ জাতিকে বরঞ্চ ব্রাত্য বা উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয়ই বলা যাইতে পারে। কারণ প্রসিদ্ধ স্মৃতিকর্ত্তা মনুর মতেও করণ বা কায়স্থ যে শূদ্র কিম্বা বর্ণসঙ্কর নহে তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। মনুর মতে করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই প্রমাণ করা যায়। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

ঐ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয় প্রকৃত ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর কোন সন্তানের উপনয়ন না হইলে তাঁহাকে ব্রাত্য বলা যায়, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়ার কোন সন্তানের উপনয়ন না হইলে তাঁহাকেও ব্রাত্য বলা যায়, প্রকৃত বৈশ্যবৈশ্যার কোন সন্তানের উপনয়ন না হইলে তাঁহাকেও ব্রাত্য বলা যায়। কিন্তু ঐ কথিত ব্রাত্যগণ একজাতীয় নহেন তাহা বুঝিতে হইবে। ২১ শ্লোকানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর কোন পুত্র ব্রাত্য হইলে সেই ব্রাত্যব্রাহ্মণের সবর্ণাকন্যার গর্ভজাত যে সন্তান তাহাকে 'ভূর্জ্জকণ্টক', 'আবন্ত্য', 'বাটধান', 'পুষ্পধ' বা 'শৈখ' বলা হইয়া থাকে। ঐ ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ বা শৈখর পিতার পিতা প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া, তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণীর মাতা-পিতা প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী বলিয়া, তাঁহাদের পিতামাতার পিতামাতারও জন্মে কোন দোষ নাই বলিয়া, তাঁহার পিতামাতা প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া তাঁহাকেও অব্রাহ্মণবংশীয় বলা যায় না। তবে তাঁহার পিতা মাত্র উপনয়নবিহীন বা সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট বলিয়াই তাঁহার পিতার কেবল ব্রাহ্মণ উপাধি না হইয়া ব্রাত্যব্রাহ্মণ উপাধি। তিনিও সেই ব্রাত্যব্রাহ্মণের ঔরসজ বলিয়া তাঁহাকেও ব্রাত্যব্রাহ্মণ বলা যায়। ঐ নিয়মানুসারেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের পুত্রকেও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। কারণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের পত্নী ত ক্ষত্রিয়জাতীয়া ব্যতীত অপর কোন জাতীয়া নহেন। সেইজন্যই সেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত যে সন্তান তিনিও অবশ্যই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সেইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ঔরসজ করণও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সেইজন্য

করণ বা কায়স্থকেও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যায়। কিন্তু শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর কোন ক্রমেই বলা যায় না।

উপনয়নবর্জ্জিত হওয়ার জন্য কোন ক্ষত্রিয়তনয় যদ্যপি ব্রাত্য হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিবাহ যদি কোন ক্ষত্রিয়ার সঙ্গে হইয়া থাকে। ঐ উভয়ের সহযোগে যদি কন্যা হইয়া থাকে। সেই কন্যার সহিত অপর কোন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের বিবাহ হইয়া থাকে এবং সেই উভয়ের সংশ্রবেই যদি করণের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলেও করণ অব্রাত্যক্ষত্রিয় নহেন। কারণ তাহা হইলেও করণের মাতাপিতা উভয়েই ক্ষত্রবংশীয় বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়বংশীয় এবং করণও ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়ার বংশীয় বলিয়া অবশ্যই তাঁহাকেও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। সেইজন্য বলি ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াবংশীয় যে করণ সেও অবশ্যই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুরাণ বা ব্যোমসংহিতামতে করণ বা কায়স্থ সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়। ঐ দুই গ্রন্থানুসারে কায়স্থ বা করণ ব্রহ্মার বক্ষজ ক্ষত্রিয়। ঐ দুই গ্রন্থমতে ব্রহ্মার বক্ষ হইতে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণেও ক্ষত্রিয় বক্ষজ। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥"

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে করণজাতির উল্লেখ আছে তাহার সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় করণজাতির সঙ্গে কোন সংশ্রবই নাই। মনুকথিত করণজাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সে করণজাতির উৎপত্তি ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়াসংশ্রবে। তবে সে করণের উপনয়নসংস্কার নাই বলিয়া মনুর মতে তিনি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত করণজাতির উৎপত্তি বৈশ্যশূদ্রাণীসংশ্রবে। বাল্মিকীরামায়ণনির্দ্দেশিত

সিন্ধুমুনির পুত্র সেই করণজাতীয় বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কারণ তাঁহার পিতা সেই সিন্ধুমুনি বৈশ্য এবং তাঁহার পত্নী শূদ্রা ছিলেন। সেইজন্যই তাঁহাকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় করণ বলা যাইতে পারে। বাল্মিকী-রামায়ণানুসারে ত্রেতাযুগেও সেই দশরথনিহত প্রসিদ্ধ সিন্ধুমুনির পুত্র ঋষি, মহর্ষি, তপস্বী এবং ব্রহ্মবাদী মুনি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাল্মীকী-রামায়ণের উক্ত উদাহরণানুসারে অবগত হওয়া যায় ত্রেতাযুগে বৈশ্য-শূদ্রানীপুত্রকরণেরও সর্ব্ববেদে, অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রে এবং তপস্যায় অধিকার হইয়াছিল। বাল্মীকীরামায়ণানুসারে বৈশ্য-শূদ্রাকরণের সর্ব্বশাস্ত্রে তপস্যায় অধিকার হইয়াছিল বলিয়া, তিনি ঋষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মবাদী মুনি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মতন প্রত্যেক করণেরই অবশ্য ঐ সকলে অধিকার আছে। তাঁহাদেরও সর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার আছে, তাঁহারাও ঋষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মবাদী মুনি পর্য্যন্ত হইতে পারেন। নানা শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য ও শূদ্রাপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে করণের ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়ার সংযোগে উৎপত্তি তাঁহারা অবশ্যই বৈশ্য-শূদ্রাসম্ভূত করণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য বলিতে হয় তাঁহাদেরও অবশ্যই সর্ব্ববেদে, অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার আছে, তাঁহারাও ঋষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মবাদী মুনি হইতে পারেন। কারণ তাঁহাদের নিকৃষ্ট করণের ঐ সকলে অধিকার থাকিলে তাঁহাদেরও অবশ্যই ঐ সকলে অধিকার আছে এবং ঐ সকল অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের তাহা হইলে তাহা হইবারও অধিকার আছে।

দশম অধ্যায়।

কোন মহাত্মার মতে দুই প্রকার সূতের ন্যায় কায়স্থ দুই প্রকার। এক্ প্রকার ব্রহ্মপুরাণ, ব্যোমসংহিতা এবং বিষ্ণুপুরাণানুসারে কায়স্থ

অপর প্রকার ব্যাসসংহিতানুসারে। কোন কোন ব্যক্তির মতে করণজাতিও কায়স্থ। করণজাতি যে শ্রেণীর কায়স্থ ব্রহ্মপুরাণের ব্যোমসংহিতার এবং বিষ্ণুপুরাণের কায়স্থ সেই শ্রেণীর কায়স্থ নহেন। মনুর মতে করণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুরাণীয়, ব্যোমসংহিতার ও বিষ্ণুপুরাণের বক্ষজ ক্ষত্রিয় নহে। ঐ প্রকার করণ কায়স্থের উৎপত্তি বাহুজক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে হইয়াছিল। তবে তাঁহার উপনয়ন হয় নাই বলিয়াই তাঁহাকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা করণজাতি বলিয়া পরিগণিত করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অন্য এক্ প্রকার করণের উল্লেখ আছে। সে করণকে ব্রাত্যক্ষত্রিয়করণ বলা যায় না। বৈশ্যপুরুষের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে সেই করণের উৎপত্তি। মহারাজা দশরথ হস্তীজ্ঞানে যে মুনিকুমারকে নিহত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে তাঁহাকেও এক্ প্রকার করণজাতি বলা যায়।

কোন কোন শাব্দিকের মতে করণার্থে কায়স্থও হয়। যেমন হরি শব্দের অর্থ সিংহও হয়, হরিণও হয়, এক্ ঐ হরি শব্দের অন্যান্য অর্থও আছে তদ্রূপ করণার্থে কায়স্থ। অনেকে বলেন বৃষলী অর্থে শূদ্রী। কিন্তু যমসংহিতানুসারে একই বৃষলী শব্দের নানাপ্রকার অর্থ। যমের মতে বৃষলী অর্থে বন্ধ্যা, বৃষলী অর্থে মৃতবৎসা, বৃষলী অর্থে শূদ্রপত্নী, বৃষলী অর্থে রজস্বলা কুমারী, বৃষলী অর্থে যে নারী স্বীয় পতিকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অপর কোন পুরুষের অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য অভিলাষিণী হন্। একই বৃষলী শব্দের অত প্রকার অর্থ। ঐ প্রকারে এক্ করণ শব্দেরও বহু অর্থ আছে। সেই বহু অর্থের মধ্যে করণ শব্দের একটী অর্থ কায়স্থ হইলেও করণের উৎপত্তির ন্যায় কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু কোন শাস্ত্রেই করণের উৎপত্তির ন্যায় কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, বলা হয় নাই। সেইজন্যই করণ-

জাতিই ব্রহ্মপুরাণ ও ব্যোমসংহিতোক্ত বক্ষজ কায়স্থ নহেন বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্রানুসারে চিত্রগুপ্তকে শূদ্র বলা যায় না। যাঁহারা চিত্রগুপ্তের বিবরণ জানে না, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ ছিলেন শ্রবণ করিয়া, সেই চিত্রগুপ্তকেও শূদ্র বলিতে কুণ্ঠিত হন্ না। যেহেতু তাঁহারা প্রচলিত প্রবাদবাক্যানুসারে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাস্তবিক কোন শাস্ত্রানুসারেই চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ শূদ্র নহেন। বরঞ্চ ব্রহ্মপুরাণ এবং ব্যোমসংহিতা প্রভৃতি মতে কায়স্থকে বক্ষজক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। বক্ষজ কায়স্থক্ষত্রিয়কে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ও বলা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার কায়স্থক্ষত্রিয়কেই মসিজীবী ক্ষত্রিয় বলা হইয়া থাকে।

পরশুরাম তিনসপ্তবার ব্রহ্মার বাহুজ অনেক ক্ষত্রিয়কেই বিনাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মার বক্ষজ কোন কায়স্থক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিবার বিবরণই কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তিনি ব্রহ্মার বক্ষজ কোন কায়স্থক্ষত্রিয়কেই বিনাশ করেন নাই। শাস্ত্রানুসারে তিনি ব্রহ্মার মুখজ ক্ষত্রিয়বংশাবলীর মধ্যেও কাহাকেও বিনাশ করেন নাই।

মহাভারত পড়িলে স্পষ্টই জানা যায় কত মহামান্য মুনিঋষিও দ্রৌপদীর রাঁধা অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কোন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কায়স্থের দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে কায়স্থ শূদ্র। তাঁহারা যে কোন শাস্ত্রমতে কায়স্থকে শূদ্র বলেন তাহা বোঝা অতি দুষ্কর। কোন শাস্ত্রেই ত কায়স্থকে শূদ্র বলা হয় নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ব্যোমসংহিতায় কায়স্থকে স্পষ্ট ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। যে শাস্ত্রপ্রমাণে যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ সে শাস্ত্রপ্রমাণেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে—বিষ্ণুপুরাণ, বৃহৎপরাশরস্মৃতি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, মিতাক্ষরা, বৃহৎবিষ্ণু-স্মৃতি, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ।

একাদশ অধ্যায়।

কেহ কেহ কহেন বণিকই বৈশ্যবর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় দশমাধ্যায়মতে বণিক্ সৎশূদ্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ঐ দশমাধ্যায়ানুসারে অনেকগুলি সৎশূদ্র। সেগুলির উল্লেখ অন্যত্র করা হইয়াছে। বঙ্গে বহু প্রকার বণিক্ দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গে দুই শ্রেণীর বণিকই প্রসিদ্ধ। ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে এক্ শ্রেণীকে গন্ধবণিক্ বলা হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীকে সুবর্ণবণিক্ বলা হইয়া থাকে। ঐ দুই শ্রেণীর বণিকদিগের মধ্যে সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যেই অনেক ধনাঢ্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত।

অনেকের মতেই চণ্ডাল অপকৃষ্ট। কিন্তু চণ্ডালের মাতা ব্রাহ্মণী বলিয়া চণ্ডালকেও অপকৃষ্ট বলিতে পার না। মনুসংহিতার ৭০ শ্লোকানুসারে অনেক পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল ক্ষেত্রেরই প্রশংসা করেন। সেইজন্যই ব্রাহ্মণীগর্ভে শূদ্রঔরসে যে চণ্ডালের জন্ম সে চণ্ডালের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্ম বলিয়া তাঁহারও উৎকৃষ্টতা আছে। মনুর ৭০ শ্লোক এই প্রকার,—

“বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতিঃ॥”

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে শাপবশতঃ স্বর্গীয়া ঘৃতাচী প্রয়াগে কোন গোপের কন্যা হইয়াছিলেন। তিনি অতি শুদ্ধাচারিণী তপস্বিনী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবশিল্পী সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকর্ম্মার অবতার কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে তন্তুবায় জাতির উৎপত্তি। সেইজন্য প্রত্যেক তন্তুবায়েরই উপনয়নসংস্কারে অধিকার আছে বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহাদের সহিত অম্বষ্ঠজাতির সমতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি। অম্বষ্ঠের পিতা যেমন ব্রাহ্মণ তদ্রূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণানুসারে তন্তুবায়ের পিতাও ব্রাহ্মণ। অম্বষ্ঠের মাতা যেমন বৈশ্যকন্যা তদ্রূপ তন্তুবায় জাতির মাতাও বৈশ্যকন্যা। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের মতে গোপজাতি যে বৈশ্য এ কথা কোন প্রকৃত পণ্ডিত না জানেন। তন্তুবায়ের মাতা গোপকন্যা। সুতরাং তিনিও সেই শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে বৈশ্যকন্যা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে। এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক তন্তুবায়ই এত কাল উপনয়ন না হওয়ার জন্য তাঁহাদের যে প্রত্যবায় হইয়াছে শাস্ত্রানুসারে সে সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই অম্বষ্ঠজাতির ন্যায় তাঁহাদেরও শাস্ত্রীয় উপনয়ন হইতে পারিবে। আমি যখন ইংরাজি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা সহরে ছিলাম সে সময় তদ্দেশ-নিবাসী অনেক যুবক, পৌঢ় এবং বৃদ্ধ অম্বষ্ঠকেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে দেখিয়াছি।

ঐ প্রমাণানুসারে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তবিধ্যনুসারে প্রত্যেক যুবক পৌঢ় এবং বৃদ্ধ তন্তুবায়ও উপনয়ন দ্বারা উপবীতসম্পন্ন হইতে পারেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অম্বষ্ঠ যেমন ব্রাহ্মণপুত্র তদ্রূপ নিষাদ বা পারশবও ব্রাহ্মণপুত্র। তবে অম্বষ্ঠের মাতা বৈশ্যকন্যা। নিষাদের মাতা বৈশ্যকন্যা নহে। নিষাদের মাতা শূদ্রকন্যা। বেদমতে, মনু প্রভৃতির মতে, নানা পুরাণ-তন্ত্রমতে বৈশ্যবর্ণের পরবর্ত্তী শূদ্রবর্ণ। সেইজন্য বলিতে হয় ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাসম্ভূত যে জাতি সেই জাতির পরবর্ত্তী জাতি ব্রাহ্মণশূদ্রাসংসর্গে যে জাতি। ব্রাহ্মণবৈশ্যাজাত জাতির উপনয়ন দ্বারা উপবীতধারণে অধিকার আছে স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণশূদ্রোৎপন্ন জাতি সে জাতিরও উপনয়নসংস্কার দ্বারা উপবীতধারণে অধিকার হইতে পারেই বা স্বীকার করা হইবে না কেন? ঋষ্যশৃঙ্গের মাতা ত ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণী ছিলেন না। তাঁহার মাতা হরিণী পশু ছিলেন তথাপি তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বীয় পিতার জাতি প্রাপ্তি হইয়াছিল। সুতরাং সেইজন্য তাঁহার উপনয়নসংস্কার দ্বারা উপবীত হইয়াছিল। তিনি অতি প্রসিদ্ধ একজন মহর্ষিও হইয়াছিলেন। নিষাদজাতির মাতা কোন দ্বিজাতির কন্যা না হইলেও তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহারই বা উপবীত গ্রহণে এবং ধারণে অধিকার থাকিবে না কেন?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডের দশমাধ্যায়ানুসারে ব্রহ্মযজ্ঞীয় যজ্ঞকুণ্ড হইতে ধর্ম্মবক্তা সূতের উৎপত্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে তিনি অদ্ভুত পুরুষ। কিন্তু মনুসংহিতার মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে সূতজাতির উৎপত্তি।

ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণী সংযোগে যে সূতজাতি, সেই সূতজাতির পরবর্ত্তী

জাতি ক্ষত্রিয়বৈশ্যাসংযোগে যে জাতি সেই জাতি। ক্ষত্রিয়বৈশ্যা-সংসর্গজ জাতির পরবর্ত্তী জাতি ক্ষত্রিয়শূদ্রাসংযোগে যে জাতি সেই জাতি। ক্ষত্রিয়শূদ্রাসংযোগে উগ্রজাতির উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন উগ্রজাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত বলিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপনয়ন প্রভৃতিও হইতে পারে। কিন্তু মন্বাদি তাহা বলেন নাই। উগ্রজাতির উপনয়ন হইতে পারে স্বীকার করিলে তাহার অগ্রে সূতজাতির উপনয়ন হইতে পারে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ সূতের পিতাও দ্বিজবংশীয় তাঁহার মাতাও দ্বিজবংশীয়া। উগ্রের পিতাই কেবল মধ্যমদ্বিজ কিন্তু তাঁহার মাতা অদ্বিজশূদ্রবংশসম্ভূতা। উগ্রের উপবীতধারণে অধিকার আছে স্বীকার করিলে ক্ষত্রিয়বৈশ্যাসংযোগে যে জাতির উৎপত্তি সেই জাতির তদগ্রাগ্রে উপবীতধারণে অধিকার হওয়া প্রশস্ত। কারণ ঐ জাতির মাতাপিতা উভয়েরই দুই প্রকার দ্বিজবংশে জন্ম। তাঁহার পিতা ক্ষত্রিয় মাতা বৈশ্যা। মনুর মতানুসারে কথিত ত্রিবিধ জাতিরই যে উপনয়নে অধিকার আছে সে সম্বন্ধে কোন বিধিই নাই। তবে কেবল উগ্রেরই উপবীত হইতে পারে কি প্রকারে বলা যায়। কারণ তাঁহার উপবীতধারণে অধিকার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বর্ণের অধিকার হওয়া উচিৎ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় সূতজাতির পিতা কোন জাতি তাহা ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বলা হয় নাই। সেই সূতজাতির মাতা কোন জাতীয়া তাহাও ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে ব্রহ্মযজ্ঞীয় কুণ্ড হইতেই সূতের উৎপত্তি। ঐ সূতের কোন জাতীয়া নারীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহারও উল্লেখ নাই। অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণবক্তা মহর্ষি সৌতি ঐ সূতবংশীয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। সৌতি বলিয়াছেন সূত তাঁহার আদিপুরুষ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে সৌতি মহর্ষি। অথচ তাঁহার কোন জাতীয়া নারীর গর্ভে জন্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় সৌতির মতে নিজে ব্রহ্মা তাঁহার আদিপুরুষ সূতকে নানাপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে সেই ব্রহ্মযজ্ঞোদ্ভব সূতবংশীয় প্রত্যেক পুরুষই পুরাণপাঠক। সেইজন্য তিনিও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি বলিয়াছিলেন।

সূত হইতেই অপর এক্ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। সূত হইতে বৈশ্যার গর্ভে সেই জাতির উৎপত্তি। সেই জাতিকে ভট্ট বা ভাট বলা হয়। ভট্ট স্তুতিপাঠক।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ১৮শ অধ্যায়ানুসারে সূতজাতিকে বিলোমজ বর্ণসঙ্কর বলা হয়। লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা বা সূতই ভৃগুবংশীয় শৌনক প্রভৃতির নিকটে আপনার ঐ প্রকার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল বলা হইয়াছে। কল্পবৃক্ষ এবং তাহার অংশ ফল অবশ্যই অভেদ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত এবং বেদ অভেদই বলিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেই ঐ বেদাংশবেদ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা উগ্রশ্রবা নামক সূত। নানা শাস্ত্রানুসারে সূত ব্রাহ্মণও নহে, ক্ষত্রিয়ও নহে, বৈশ্যও নহে, কোন শাস্ত্রমতে সূত শূদ্রও নহে। অথচ সেই সূতকে নৈমিষারণ্যের মহামহা মুনিঋষিগণ বেদাংশবেদ শ্রীমদ্ভাগবত বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই মহাত্মাদের অনুরোধানুসারে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেনও বটে। উগ্রশ্রবার জ্ঞান ছিল বলিয়াই বেদাংশ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণকে বলিবারও অধিকার হইয়াছিল। অতি নীচ জাতি জ্ঞানী হইলে সর্ব্বোচ্চ জাতিকেও উপদেশ দিতে পারেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণমতে স্পষ্টই

জানা যায়। যে সকল শ্রেষ্ঠবর্ণের প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছে, যে সকল শ্রেষ্টবর্ণের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহাদের মতে প্রত্যেক নীচবংশীয় জ্ঞানীই বেদ পর্য্যন্ত উপদেশ দিবার যোগ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রধানতঃ শূদ্রের দুই প্রকার বিভাগ। এক্ প্রকারকে সৎ-শূদ্র বলা যাইতে পারে এবং অপর প্রকারকে অসৎ-শূদ্র বলা যাইতে পারে। গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলি, স্বর্ণকার এবং বণিক প্রভৃতির প্রত্যেকেই সৎ-শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্বর্ত্তী। তাঁহাদের প্রত্যেককেই সৎ-শূদ্র রূপে পরিগণিত করা হয়। অথচ তাঁহারা পরস্পরের অন্ন ভক্ষণ করেন না। তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক্ একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত করা হয়। তাঁহাদের সকলকেই একজাতি বলা হয় না।

গৌতমের মতে শূদ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। তাঁহাকেও শৌচসম্পন্ন হইতে হয়। অতএব তাঁহারও অশুদ্ধাচারী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় সত্যপরায়ণ হইবার প্রয়োজন। তাঁহাকেও ক্রোধ সংযত করিয়া অক্রোধী হইতে হয়। তাঁহারও আচমনে অধিকার আছে। সেইজন্য আচমন করিবার জন্য উপযোগী হইবার জন্য তাঁহাকেও হস্তচরণ প্রভৃতি ধৌত করিতে হয়। নমাজ্ করিবার সময় মোশল্মান্গণকেও ঐ প্রকার ধৌতি করিতে হয়।

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণানুসারে কলিযুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার হইবার কথা। ঐ গ্রন্থপ্রমাণে কলিতে কতকগুলি শূদ্রতপস্বীও আছেন।

মহর্ষি বাল্মীকির মতে কলিযুগে কেবল শূদ্রের তপস্যায় অধিকার আছে। তাঁহার মতে অন্য ত্রিযুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার ছিল না। সেইজন্যই ত্রেতায় রামের রাজত্বকালে বিন্ধ্যাচল সন্নিকটে কোন শূদ্র তপস্যা করার জন্য রামকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তিনি গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়া তপস্বী হইলে নিশ্চয়ই রামকর্ত্তৃক নিহত হইতেন না। কারণ গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ কেবল কলিযুগেই হওয়া যায় এরূপ নির্দ্দেশ মহাভারত ও মনুসংহিতা প্রভৃতি কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকানুসারে—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীস্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অসবর্ণভার্য্যার গর্ভ জাত পুত্রে তাঁহার পিতার জাতি না হইয়া অন্য জাতি হয়। ঐ শ্লোকানুসারে সেই পুত্র নিজের মাতার জাতি প্রাপ্তি হয় বুঝিবারও কোন কারণ নাই। বাল্মিকীয় রামায়ণের মতে হস্তিবোধে বৈশ্যবংশসম্ভূত যে মুনিকুমারের সরজুজলে কলসীপূরণের শব্দানুসারে সূর্য্যবংশীয় মহারাজা দশরথ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন সেই মুনিকুমারের মাতা অবৈশ্যা শূদ্রাণী ছিলেন। সেইজন্য কথিত মনুসংহিতার শ্লোকানুসারে তাঁহার পিতামাতা উভয়ের বর্ণই পাওয়া উচিৎ ছিল না। সুতরাং সেইজন্য বলিতে হয় তিনি নিজ পিতার বর্ণানুসারে বৈশ্য ছিলেন না। তিনি তাঁহার মাতার বর্ণানুসারে অবশ্য শূদ্রও ছিলেন না।. মনুর মতে তিনি অবশ্যই অবৈশ্য এবং অশূদ্র ছিলেন। অথচ তাঁহার জন্মানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ অথবা

ক্ষত্রিয় বলা যায় না। কিন্তু বাল্মিকীরামায়ণানুসারে তিনি ঋষি, মহর্ষি, তপস্বী এবং বাণপ্রস্থাশ্রমী ব্রহ্মবাদী মুনি ছিলেন। ঐ রামায়ণের মতে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রও ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষি হইবার পূর্ব্বে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রকার কঠোর তপস্যা ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্যই করিয়াছিলেন। বাল্মিকীরামায়ণানুসারে অবগত হওয়া যায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরও ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষি হইবার ক্ষমতা ছিল না। সেইজন্যই বিশ্বামিত্রকে অতি কঠোর তপস্যাবলম্বনে ঐ প্রকার ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষি হইতে হইয়াছিল। অথচ ঐ বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণানুসারেই বৈশ্যপিতার ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত ব্যক্তি ঋষি, মহর্ষি, বাণপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মবাদী মুনি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি রাজা দশরথসমীপে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ বলিয়াছিলেন তিনি বৈশ্যঔরসে শূদ্রাণীগর্ভজাত। ঐ প্রসঙ্গানুসারে শূদ্রাণীগর্ভজাত, বৈশ্যের ঔরসজাত পুত্রও ঋষি, মহর্ষি ও ব্রহ্মবাদী মুনি হইতে পারেন। ঐ প্রসঙ্গানুসারে অব্রাহ্মণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্য, অশূদ্রও ঋষি, মহর্ষি এবং ব্রহ্মবাদী মুনি হইতে পারেন। যে ব্যক্তি অব্রাহ্মণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্য এবং অশূদ্র তিনি অবশ্য ঐ চতুর্ব্বিধ বর্ণের অমধ্যস্থ বর্ণসঙ্কর। ঐ প্রসঙ্গানুসারে ঐ প্রকার বর্ণসঙ্করেরও ঋষি, মহর্ষি এবং বাণপ্রস্থাশ্রমী ব্রহ্মবাদী মুনি হইবারও ক্ষমতা আছে। এই কলিকালে 'শূদ্রাধম' ঈশ্বরপুরীও চতুর্থাশ্রমী বা সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসী গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বাণপ্রস্থ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি শূদ্র অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ দ্বারাই বোঝান হইয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহর্ষি বাল্মিকীর মতে যুবরাজ দশরথ সরজুজলে বারণবোধে অজ্ঞান-বশত যে মহর্ষিকে আহত এবং নিহত করিয়াছিলেন তিনি বাল্মীকী-রচিত রামায়ণানুসারে কেবল মহর্ষি ছিলেন না তপস্বী বা তাপসও ছিলেন। তিনি আর্য্যব্রতধারী পরমার্থতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে জটাকলাপ ছিল। তিনি বল্কল ও অজিন পরিধান করিতেন। তিনি বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। তিনি হিংসাপরিত্যাগে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সংসারের সহিত সংশ্রবই ছিল না। তিনি নিয়ত অরণ্যানীমধ্যে তাঁহার মহাতেজস্বী তাপসতাপসী পিতামাতার পুণ্যজনক আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ বাণপ্রস্থকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রহ্মবাদী মুনি ছিলেন। তাহা তাঁহার পিতৃবাক্যেই স্ফূরিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা যুবরাজ দশরথকে বলিয়াছিলেন "রাজন! ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী মহেন্দ্রও যদি সম্যক্ বাণপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করেন, তবে তাঁহাকেও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক, আমার পুত্রের ন্যায়, ব্রহ্মবাদী তপনিরত মুনির প্রতি শস্ত্র আঘাত করে, তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি অজ্ঞান-প্রযুক্ত এই কার্য্য করিয়াছ; এই নিমিত্তই এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ, অন্যথা তোমার কথা আর কি বলিব, এতক্ষণে রাঘবকুলই নির্ম্মূল হইত!" ঐ প্রকার বলার পরেও সেই শোকার্ত্ত মুনি মহারাজা দশরথের প্রতি এই প্রকার শাপ দিয়াছিলেন "হে রাজন্! এক্ষণ আমার যেমন পুত্র-বিয়োগ জন্য দুঃখ হইতেছে; তোমারও মৃত্যুকালে পুত্র-বিরহ-জন্য সেইরূপ শোক হইবে। হে ক্ষত্রিয়! তুমি না জানিয়া ঋষিকে বধ করিয়াছ, এই কারণে এখনই তোমাকে ব্রহ্মহত্যা গ্রাস করিতেছে না; পরন্তু হে নরপতে! যেরূপ

দাতা ব্যক্তির দক্ষিণাপ্রদানের ফল অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ অচিরকালমধ্যেই তোমারও এই কার্য্যের ফলে এইরূপ প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা অবশ্যই ঘটিবে!"

দশরথকর্ত্তৃক বিনষ্ট মুনিকুমার অব্রাহ্মণ হইয়াও বাল্মীকী প্রণীত রামায়ণানুসারে তপস্বী, অগ্নিহোত্রী, ঋষি, মহর্ষি, বাণপ্রস্থাশ্রমী ব্রহ্মবাদী মুনি পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাল্মীকীপ্রণীত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডানুসারে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসকলও অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার পিতা মহারাজাদশরথের প্রতি আক্ষেপ করিয়া এই প্রকার বলিয়াছিলেন "হা! এক্ষণ রজনীশেষে আমি আর কাহার মনোহর ও মধুর বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নধ্বনি শ্রবণ করিব!" তাঁহার জন্ম বৈশ্যশূদ্রাণীসহযোগে হইলেও তিনি নিয়মপূর্ব্বক বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র সকলও অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পরে সদ্গতিও হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে বাল্মীকীরামায়ণোক্ত অযোধ্যাকাণ্ডের চতুঃষষ্ঠি সর্গে বলা হইয়াছে "——সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনিপুত্র স্বীয় কর্ম্ম ফলে দিব্যদেহ লাভ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারূঢ় হইলেন। সেই তপোনিরত জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমার বৃদ্ধ মাতাপিতাকে মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাসিত করিয়া 'আমি আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনারাও শীঘ্রই আমার সমীপবর্ত্তী হইবেন', এই বলিয়া ইন্দ্রের সহিত দিব্য সুশোভন বিমান-দ্বারা শীঘ্রই স্বর্গে আরোহণ করিলেন।" যে মুনিকুমার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে স্মার্ত্তমতে বা পৌরাণিকমতে তাঁহাকে চারি প্রকার বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণ বলা যায় না। জন্মানুসারে তাঁহাকে এক্ প্রকার বর্ণসঙ্করই বলিতে হয়। তাঁহার বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে অপকৃষ্টই বলিতে হয়। মূল শ্লোকে মনু বলিয়াছেন—

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

কিন্তু তথাপি তিনি বেদপারগ ব্রহ্মবাদী মুনি হইয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য যে সকল শ্রেষ্ঠ উপাধি সকল পাইয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধের অন্য কোন স্থলে বলা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় যোগ্যতা হইলে বর্ণ-সঙ্করদিগেরও সর্ব্ববেদে অধিকার হইতে পারে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ উদাহরণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণসঙ্করেরই যোগ্যতানুসারে সর্ব্ববেদে অধিকার আছে প্রমাণ করা হইয়াছে। বর্ণসঙ্করসকল অপেক্ষা শূদ্র শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বর্ণসঙ্করগণের বেদে অধিকার আছে প্রমাণ করায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ শূদ্রেরও বেদে অধিকার আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব পাইতে পারেন যদ্যপি তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণকর্ম্মশালী হন্। সুতরাং তখন তাঁহার অবশ্যই বেদে অধিকার হয়।

রাজা দশরথ হস্তি-জ্ঞানে কোন রাত্রে শব্দবেধী বাণ দ্বারা নদী হইতে জলগ্রহণতৎপর যে মুনিকুমারকে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা যে মুনি ছিলেন তিনি বাল্মীকীয় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডানুসারে বৈশ্য। ঐ গ্রন্থানুসারে তাঁহার মাতা শূদ্রকন্যা। অনেকেই বলিয়া থাকেন কেবল ব্রাহ্মণই মুনি হইতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাল্মিকীয় রামায়ণানুসারে একজন বৈশ্যও মুনি হইয়াছিলেন। ঐ বৈশ্যসন্তান মুনিবরের উক্ত রামায়ণানুসারে শাপ দিবার এবং সেই প্রদত্ত শাপ সফল করিবারও ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ দশরথ মহারাজাকে পুত্রশোকে মরিবার শাপ দিয়াছিলেন। উক্ত রামায়ণানুসারে অবগত হওয়া যায় তাঁহার সেই প্রদত্ত শাপ সুসিদ্ধও হইয়াছিল। মহারাজা দশরথ তাঁহার

জ্যেষ্ঠপুত্র বনগমন করায় তাঁহার বিরহ জনিত শোকে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ বৈশ্যবংশীয় মুনির শাপে দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বলিতে হইবে ঐ মুনি বাক্যসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যোগ-শাস্ত্রমতে সিদ্ধযোগী বাক্‌সিদ্ধ। সুতরাং ঐ মুনি সিদ্ধযোগীও ছিলেন বলিতে হয়। নানা প্রকার রামায়ণানুসারে অবগত হওয়া যায় মহারাজ দশরথ ত্রেতাযুগের মনুষ্য ছিলেন। নানা আর্য্যশাস্ত্রানুসারে ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্ম ছিল। তখনও একজন বৈশ্য মুনি হইতে পারিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মণ কোন আপত্তি করেন নাই। তবে কলিতেই বা উপযুক্ত বৈশ্য বাণপ্রস্থ মুনি হইতে পারিবেন না কেন? বাল্মিকীরামায়ণানুসারে বোঝা যায় একজন বৈশ্য মুনি হইবার যোগ্য হইলে তাঁহাকেও মুনি বলিয়া গণ্য করা যায়, তিনিও মুনি হইতে পারেন। বাল্মিকীয় রামায়ণানুসারে অবগত হওয়া যায় একজন শূদ্রকন্যাও মুনিপত্নী হইবার যোগ্য। দশরথ যাঁহার পুত্রকে নদীতে শব্দবেধী বাণে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার পত্নী শূদ্রকন্যা ছিলেন। তিনি মুনি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঐ শূদ্রকন্যা পত্নীও সেইজন্য মুনিপত্নী বলিয়া গণ্য হইতে পারিয়াছিলেন। বাল্মীকীরামায়ণে তাঁহাকেও মুনিপত্নী বলা হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায় না। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল লক্ষণ যাঁহাতে আছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অত্রিসংহিতার মতানুসারে ব্রাহ্মণ বা বিপ্রবংশীয় সমস্ত ব্যক্তিকেই একশ্রেণীর বলা যাইতে

পারে না। উক্ত সংহিতার মতে বিপ্রগণ বহু শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। সেই বহু শ্রেণীর মধ্যে দেবই প্রথম শ্রেণী। মুনি দ্বিতীয় শ্রেণী; দ্বিজ তৃতীয় শ্রেণী, ক্ষত্রিয় চতুর্থ শ্রেণী; বৈশ্যই পঞ্চম শ্রেণী, শূদ্রই ষষ্ঠ শ্রেণী, নিষাদই সপ্তম শ্রেণী, পশুই অষ্টম শ্রেণী, ম্লেচ্ছই নবম শ্রেণী এবং চণ্ডালই দশম শ্রেণী। অত্রিসংহিতানুসারে দশবিধ বিপ্র। উক্ত সংহিতায় দশবিধ বিপ্রের সংজ্ঞাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দশবিধ বিপ্র সম্বন্ধীয় এই প্রকার মূল শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে,—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।

পশুম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬৩ ॥"

দেববিপ্রকে প্রতিদিন স্নান করিতে হয়। তিনি জপ, হোম এবং দেবপূজার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। সেইজন্যই ঐ ত্রিবিধ দিব্যকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ রতি আছে। প্রতিদিনই তিনি ঐ তিনের অনুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। দেববিপ্রই ভূদেব সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত হইবার যোগ্য। তিনি যে স্বীয় সদ্‌গুণ সমূহ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য-সম্পন্ন। প্রকৃত সন্ধ্যামাহাত্ম্য তাঁহারই অবিদিত নহে। তিনিই ত্রিকালে একাগ্রতার সহিত ত্রিমূর্ত্তী সন্ধ্যাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। অতিথিসেবা তাঁহার দৈনিক মহাব্রত। তিনি বৈশ্বদেবারাধনা ব্যতীত ভোজন করেন না। তিনিই প্রকৃত পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ। পৃথিবীতে দেবসংজ্ঞক বিপ্র অতি দুর্ল্লভ। মহাত্মা অত্রি দেবব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।

অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩৬৪ ॥"

অত্রির মতে

"শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥৩৬৫॥".

বলা হইল যে ব্রাহ্মণ মুনি তাঁহাকে বনবাস করিতে হয়। নগরনগরী কিম্বা গ্রাম তাঁহার পক্ষে উপযোগী নহে। যেহেতু তিনি মৌনাবলম্বী মুনিধর্ম্মী। যেহেতু তিনি ভোগবিলাসপরিশূন্য পরমবৈরাগী। সেইজন্যই তাঁহার লোকসমাজে এবং লোকালয়ে প্রয়োজন হয় না। ভোজন সম্বন্ধে তাঁহার জিহ্বা সংযত। সেইজন্য তাঁহার কেবলমাত্র জীবন-ধারণোপযোগী আহার্য্যে পরিতৃপ্তি। সেইজন্যই ভগবান অত্রির বিবেচনায় ফল, মূল, শাক এবং পত্রই তাঁহার পক্ষে উত্তম ভোজ্য। তাঁহার পক্ষে প্রাত্যহিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানই ব্যবস্থেয়। অত্রিসংহিতায় কথিত মুনিবিপ্রের পরই দ্বিজবিপ্রের উল্লেখ আছে। সেইজন্যই দ্বিজবিপ্রকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে হয়। নানা শাস্ত্রানুসারেও কোন ব্যক্তির বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ হইবামাত্রই সেই ব্যক্তি দ্বিজ হইতে পারেন না। তিনি দ্বিজ হইবার সময়ে দ্বিজ হইবার অনুষ্ঠানসকল করিলে তবে তিনি দ্বিজ হইতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় যখন অজ্ঞান অপনিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় তথনি দ্বিজত্বলাভ হইয়া থাকে। সেই প্রকার দ্বিজত্বকেই 'রিজেনারেশান্ অফ্ ইস্পিরিট্' বলা যাইতে পারে। মহর্ষি অত্রির মতানুসারে দ্বিজ হইতে হইলে, সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয়। যখন সমস্তে বিরাগ হয় তথনি প্রকৃত সর্ব্বসঙ্গ-ত্যাগী হওয়া যায়। বৈরাগ্য ব্যতীত সর্ব্বসঙ্গত্যাগই হইতে পারে না। কেবল দেহকে নিঃসঙ্গ করিলে দ্বিজত্ব হয় না। সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে নির্লিপ্ত করিতে পারিলেই যথার্থ নিঃসঙ্গ হইতে পারা যায়। সেই প্রকার নিঃসঙ্গতাই দ্বিজত্বের এক্ প্রকার লক্ষণ। প্রকৃত দ্বিজ সাংখ্যবোধসম্পন্ন।

প্রকৃত দ্বিজ যোগী এবং যোগের গূঢ়মর্ম্মজ্ঞ। তাঁহার বেদান্তপাঠে বিশেষ আগ্রহ। তিনি বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ। সেইজন্য তিনি স্বাধ্যায়স্বরূপ প্রতিদিনই বেদান্ত পাঠ করিয়া থাকেন। প্রকৃত কথায় কোন গ্রন্থের গূঢ় তাৎপর্য্য বোধ না হইলে সে গ্রন্থ পাঠ করাই হয় না। সেইজন্যই জ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ কেবলমাত্র বেদান্তভাষাপাঠী নহেন। অত্রিকথিত সংহিতার ৩৬৬ শ্লোকে দ্বিজসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে,—

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥"

অবশ্যই দেববিপ্রের দেবত্ব আছে, মুনিবিপ্রের মুনিত্ব আছে, দ্বিজবিপ্রের দ্বিজত্ব আছে, ক্ষত্রিয়বিপ্রের ক্ষত্রিয়ত্ব আছে, বৈশ্যবিপ্রের বৈশ্যত্ব আছে, শূদ্রবিপ্রের শূদ্রত্ব আছে, নিষাদবিপ্রের নিষাদত্ব আছে, পশুবিপ্রের পশুত্ব আছে, ম্লেচ্ছবিপ্রের ম্লেচ্ছত্ব আছে এবং চণ্ডালবিপ্রের চণ্ডালত্ব আছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণকেই দ্বিজোত্তম বলা হইয়া থাকে। মহর্ষি অত্রির মতে প্রতিগ্রহ দ্বারাই দ্বিজোত্তমগণের তেজ হ্রাস হইয়া থাকে। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন,

"পাবকা ইব দীপ্যন্তে জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রতিগ্রহেণ নশ্যন্তি বারিণা ইব পাবকাঃ॥১৪৩॥"

সেইজন্য দ্বিজোত্তমগণের প্রতিগ্রহ না করিলেই বিশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে। তবে যদ্যপি তাঁহাদিগকে কোন কারণে প্রতিগ্রহ করিতে হয়।

তাহা হইলে, সেই দোষ পরিহার জন্য তাঁহাদের নিয়মপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার সহিত ব্রহ্মচর্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ব্রহ্মচর্য্যব্রতী না হইয়া প্রাণায়াম করিলে, তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের সহিত প্রাণায়াম করিলে,

"তান্ প্রতিগ্রহজান্ দোষান্ প্রাণায়ামৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।
উৎসাদয়ন্তি বিদ্বাংসো বায়ুর্মেঘানিবাম্বরে ॥১৪৪॥"

যদি অধিক গমন করিতে পারার ক্ষমতাকে এবং কষ্ট সহ্য করিতে পারার ক্ষমতাকে তপস্যা বলিতে হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণাপেক্ষা ভারবাহীদিগকেই প্রত্যহ মোট মাথায় করিয়া অধিক হাঁটিতে হয়। জগন্নাথের কত যাত্রীও কত হাঁটে। ভিক্ষুকরা ভিক্ষা করিবার সময় কত হাঁটে। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে তপস্বী বলা হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতানুসারে ব্রাহ্মণকে তপস্যা করিতে হয়। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় প্রণালীক্রমে তপস্যা করিতে পারিলেই তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তিনি শাস্ত্রীয় তপস্যাপ্রণালী অতিক্রমে তপস্যা করিলে তপস্বী হন না।

বিংশ অধ্যায়।

সর্ব্ববর্ণেরই কেবল জন্মানুসারে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকিলে কোন ক্রমেই সেই জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইত না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ হইতেন না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই ক্ষত্রিয় অক্ষত্রিয় হইতেন না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই বৈশ্য অবৈশ্য হইতেন না। তাহা হইলে কোন ক্রমেই শূদ্র অশূদ্র হইতেন না। তাহা হইলে মনুর মতে

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥২৪॥"

ও বলা হইত না। উক্ত শ্লোক গুণকর্ম্মানুসারে জাতিনির্ণয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। উক্ত শ্লোকের মতে চতুর্ব্বর্ণের কোন বর্ণজ ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে তাঁহাকে বর্ণসঙ্কর হইতে হয়। তবে তাঁহাকে বহু প্রকার বর্ণসঙ্করের মধ্যে কোন প্রকার বর্ণসঙ্কর হইতে হয় তাহার উল্লেখ ঐ শ্লোকে নাই। অব্যভিচারাবস্থায় থাকাও এক প্রকার গুণ। ঐ শ্লোকানুসারে চারি বর্ণের কেহ স্বকীয় গোত্রে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেও তাঁহাকে বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হইতে হয়। তাহা হইলে ঐ প্রকার কার্য্যও এক্ প্রকার গুণ। ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন হইলেই বর্ণসঙ্কর হইতে হয়। প্রত্যেক বর্ণ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাকে বর্ণসঙ্কর হইতে হয়। এতদ্দ্বারা কর্ম্মানুসারে জাতিও প্রতিপন্ন হইল। তবে কি প্রকারে বলা যাইবে কেবল জন্মানুসারেই জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? অনেক স্মৃতিপুরাণ মতেই জন্মকর্ম্মানুসারে প্রত্যেক বর্ণ বা জাতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

একবিংশ অধ্যায়।

একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহা হইতে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। সে সন্তানের সহিত কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ একত্রে ভোজন করেন না। কোন ব্রাহ্মণ স্বগোত্রে বিবাহ করিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণ্য হানি হয়। অধুনা এক্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যাকেই বিবাহ করেন না। কোন অনূঢ়া ব্রাহ্মণকন্যাও বেশ্যা হইলে তাহাকে

কোন ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলে সেই ব্রাহ্মণকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। সুতরাং সেই বেশ্যাবিত্তিসম্পন্না ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্র হইলে সে পুত্রকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া পরিগণিত করা হয় না। সেইজন্য তাহাকে অব্রাহ্মণই বলা হইয়া থাকে। সেইজন্যই বলি কেবল ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে সন্তান হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। নানা শাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের ঔরসে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের শুদ্ধা অনূঢ়া কন্যার গর্ভ হইতে যে সন্তান হয় সেই প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের কেবল জন্মের শুদ্ধতা থাকিলেই হইবে না। সে ব্যক্তির শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও গুণকর্ম্মসকল থাকা প্রয়োজন। সেইজন্যই বলি শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাওয়াই কঠিন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সদ্‌গুণ থাকার প্রয়োজন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মনুসংহিতার দশমোঽধ্যায়ের ৯২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥"

কথিত শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ঐ ত্রিবিধ সামগ্রী বিক্রয় করিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণে পাতিত্য দোষ ঘটিলে অবশ্যই তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এই কলিকালে অনেক ব্রাহ্মণকেই ঐ তিন দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে দেখা যায়। অথচ সামাজিক বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মশাসনানুসারে তাঁহাকে পতিত হইতে দেখা যায় না।

কলিকালে অনেকেরই কেবল বাক্যে সামাজিকতা এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিপালন। ঐ শ্লোকানুসারে কোন দিন মাত্র ক্ষীর বা দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তাঁহাকে শূদ্র হইতে হয়। অধুনা দুগ্ধবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ এই ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ধন্য কলিযুগ স্মৃতি অনুসারে যদ্দারা ব্রাহ্মণকে শূদ্রত্ব লাভ করিতে হয় সে কার্য্য করিলেও তাঁহাকে স্বজাতিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র হইতে দৃষ্টিগোচর করা যায় না। কলিমাহাত্ম্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। অনেকে ইদানী নামমাত্র জাতি জাতি করিয়া গভীর নিস্বনে জাতিরক্ষা-বিষয়িণী কতই গবেষণা, কতই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত কথায় তাঁহাদের অনেকেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন। কেবল বাহিরে জাতির আঁটুনি করিলে কি হইবে?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দ্বিজাতি অর্থে দুই প্রকার জাতি। অথবা দ্বিজাতি অর্থে দুই প্রকার জাতি বিশিষ্ট যে ব্যক্তি। এক্‌বার যাঁহার জন্ম হইয়াছে পুনর্ব্বার তাঁহার জন্ম আবার কি প্রকারে হয়? তবে এক্ ব্যক্তির পূর্ব্ব স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে সত্য। বীজ বৃক্ষ হইলে তুমি কি তাহার পুনঃজন্ম বলিবে? আমাদের মতে বীজ বৃক্ষ হইলে সেই বীজের এক্ প্রকার পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। এক্‌জন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান্ হইলে তুমি কি তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের পুনঃজন্ম বলিয়া থাক? তবে তুমি ঐ প্রকার ঘটনাকে এক্ প্রকার পরিবর্ত্তন বলিতে পার বটে। এক্‌জন ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন দ্বারা এক্ প্রকার পরিবর্ত্তন স্বীকার করা যায় বটে। তবে সেই উপনয়ন গ্রহণই সেই ব্রাহ্মণকুমারের পুনঃজন্ম

স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য ব্রাহ্মণকুমারের, ক্ষত্রিয়কুমারের বা বৈশ্যকুমারের উপনয়ন হইলেই তাঁহাকে দ্বিজ বা দ্বিজাত বলা যায় না।

যে সকল স্মৃতিতে উপনয়নের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে সকল স্মৃতি মতে উপনয়নযোগ্য ব্যক্তি উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হইলে, শ্রাদ্ধের মন্ত্র ব্যতীত তাঁহার কোন প্রকার শ্রৌত অথবা স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকার হয় না। উপনয়নের পূর্ব্বে তাঁহার কোন বেদেও অধিকার হয় না। উপনয়ন দ্বারা বেদে অধিকার হইয়া থাকে। যাঁহারা দ্বিজোপযোগী স্বভাব দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছেন প্রকৃত কথায় তাঁহারাই উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবার যোগ্য। যিনি সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই সেনাপতির যোগ্য কর্ম্মসকলে অধিকার হইয়াছে। যাঁহার দ্বিজোপযোগী স্বভাব লাভ হইয়াছে, তাঁহারই উপনয়নকর্ম্মে অধিকার হইয়াছে। উপনয়নোপযুক্ত ব্যক্তি যৎকর্ত্তৃক উপনীত হন, মন্বাদির মতে তাঁহার সেই ব্যক্তি দ্বারাই বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। সেই ব্যক্তি তাঁহার আচার্য্য, সেই ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানদ পিতা। স্পষ্টই ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"বেদপ্রদানাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ॥"

দ্বিজত্বোপযোগী ব্যক্তির দেহত্যাগের পূর্ব্বে গুণকর্ম্মানুসারে তাঁহার অপর দুই জন্ম হইয়া থাকে। তাঁহার প্রথম জন্মের সহিত তাঁহার সেই দুই জন্মের গণনা করিলে তাঁহার ত্রিবিধ জন্ম হয় স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য তাঁহাকে 'ত্রিজও' বলা যাইতে পারে। দ্বিজত্বোপযোগী ব্যক্তির মাতাপিতা হইতে প্রথম জন্ম হয়। উপনয়ন দ্বারা তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম হয়। যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা তাঁহার তৃতীয় জন্ম হয়। তদ্বিষয়ে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

শাস্ত্রানুসারে ঔপনয়নিক মৌঞ্জিবন্ধনের পরে যজ্ঞদীক্ষার অধিকার হইয়া থাকে। কিন্তু অধুনা তদ্বিষয়ে বৈপরীত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। অধুনা অনুপনীত কত ইতর জাতিও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞোপলক্ষে যজ্ঞীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে। কোন প্রকার ইতর জাতির অগ্নিতে আহুতি প্রদানের বিবরণ চতুর্ব্বেদের মধ্যে কোন বেদেও নাই। অথচ বেদের 'দোহাই' দিয়া চর্ম্মকার প্রভৃতি অতি নীচ বর্ণসঙ্করগণ দ্বারাও যজ্ঞীয়াগ্নিতে 'আহুতি' প্রদান করান হইয়া থাকে। তাহা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হয় যে কোন বেদে জাতিতত্ব স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া জগতের সকল লোকেরই যজ্ঞীয় অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার আছে। কিন্তু আমরা জানি বেদেও জাতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বেদেও বর্ণবিভাগের বিবরণ আছে। যিনি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন যে, বর্ণবিভাগ ব্যাপারটীও 'অবৈদিক' নহে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে বর্ণবিভাগ বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। সেই বৈদিক মতাবলম্বী কোন ব্যক্তির বর্ণবিভাগ অস্বীকার করা উচিৎ নহে। যিনি বৈদিক বর্ণবিভাগ অস্বীকার করেন, তিনি মুখে মাত্র আপনাকে বেদাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহাকে বেদাবলম্বী না বলিয়া স্বেচ্ছাচারীই বলিতে হয়।

যিনি দ্বিজোপযুক্ত গুণকর্ম্মসকল লাভ করিয়া শাস্ত্রীয় উপনয়ন-পদ্ধতিক্রমে উপনীত হইয়া স্বীয় আচার্য্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, বিধিবোধিত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি দৈনিক যজ্ঞানুষ্ঠান কালেও যজ্ঞীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারেন।

উপনয়ন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের পূর্ব্বে দ্বিজকুলোদ্ভব অনুপনীত ব্যক্তির পর্য্যন্ত যজ্ঞীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদানের ক্ষমতা হয় না। ঔপনয়নিক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই যজ্ঞাদি সম্পাদনের অধিকার হইয়া থাকে। সেইজন্যই মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

"নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥"

চতুর্ব্বেদে যে সকল যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ আছে, সে সকলও 'ঋষিগণ' কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। কোন অঋষি দ্বারা কোন প্রকার বৈদিক যজ্ঞই সম্পন্ন হয় নাই। চর্ম্মকার প্রভৃতি বর্ণসঙ্করগণ দ্বারাও কোন প্রকার বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাই। কোন বেদে কোন প্রকার বর্ণসঙ্করের উল্লেখই নাই। বেদে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই উল্লেখ আছে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গৌতমও চারি বর্ণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে শূদ্রের ন্যায় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকেও পরিচর্য্যা করিতে হইবে। তাঁহার বিবেচনায় ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য, বৈশ্যের ক্ষত্রিয়ের পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সুতরাং বৈশ্যকে ব্রাহ্মণেরও পরিচর্য্যা করিতে হইবে। গৌতম কহিয়াছেন,—

"সর্ব্বে চোত্তরং পরিচরেয়ুরার্য্যানার্য্যয়োর্ব্ব্যতিক্ষেপে কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্।"

অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসারেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাভিদেশোৎপন্ন মহাপদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাত্মা হারীতের মতে ঐ প্রকার মহান পদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে হারীতসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"পুরা দেবো জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।
সুষ্বাপ ভোগিপর্য্যঙ্কে শয়নে তু শ্রিয়া সহ॥
তস্য সুপ্তস্য নাভৌ তু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।
পদ্মমধ্যেঽভবদ্ ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গভূষণঃ॥"

কিন্তু উক্ত স্মৃতিমধ্যে বিষ্ণুর উৎপত্তি প্রসঙ্গ নাই। ঐ স্মৃতিতে বিষ্ণু কোন বর্ণীয় বা কোন জাতীয় তাহারও নির্দ্দেশ নাই। বিষ্ণুনাভি-পদ্মোৎপন্ন সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার কোন বর্ণ বা জাতি, তাহার উল্লেখও ঐ প্রসিদ্ধ স্মৃতিতে নাই। তবে ঐ গ্রন্থে ব্রহ্মার কায়া হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে প্রসঙ্গ আছে। ঐ স্মৃতি মতে ব্রহ্মা স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয় সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উরুযুগল হইতে বৈশ্য সৃজন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় পদযুগল হইতে শূদ্র সৃজন করিয়াছিলেন। হারীতসংহিতায় আছে,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ॥
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা।"

সমস্ত স্মৃতি মতেই প্রধান চারি বর্ণ। সেই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বর্ণ ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের

পরবর্ত্তী বর্ণ বৈশ্য। বৈশ্যের পরবর্ত্তী বর্ণ শূদ্র। স্মার্ত্ত যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যই দ্বিজসংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ বা পঞ্চমবেদ মহাভারতানুসারে শূদ্রও শ্রেষ্ঠদ্বিজ ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণকর্ম্মশালী হইলে তিনিও ব্রাহ্মণদ্বিজ হইতে পারেন তদ্বিষয়ে মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বেই বিশেষ নির্দ্দেশ আছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মনুসংহিতা এবং অন্যান্য কয়েকখানি শাস্ত্রানুসারে বিজন বনে ক্ষুধিতাবস্থায় সপুত্র মহাতপস্বী ভরদ্বাজমুনিও সূত্রধর বৃধুর নিকট হইতে অনেক গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন শাস্ত্রানুসারেই তদ্দ্বারা তাঁহার পাতিত্য সংঘটিত হয় নাই। কোন শাস্ত্রানুসারেই তদ্দ্বারা তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই। ঐ বিষয়ে মূল শ্লোক এই প্রকার—

"ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষোর্মহাতপাঃ ॥ ১০৭ ॥"

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ১০৪ শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণের অন্নাভাবে মৃত্যু সম্ভাবনা হইলে যদ্যপি তিনি কোন সজাতীয়ের, অন্য কোন সজ্জাতির অন্ন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে তিনি যদি কোন নীচ জাতির অন্নও গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। তদ্দ্বারা মনুর মতে তাঁহাকে জাতিভ্রষ্টও হইতে হয় না। মনু বলিয়াছেন পঙ্ক দ্বারা আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না তদ্রূপ তিনিও পাপে লিপ্ত হন্ না। ঐ বিষয়ে মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে॥ ১০৪॥"

ঐ মনুকথিত শ্লোকে ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্নাভাবে মৃত্যু সম্ভাবনা হইলে নীচ জাতির অন্ন যদি গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে অন্য কোন সময়ে ব্রাহ্মণ কোন নীচ জাতির অন্ন গ্রহণ করিলেই বা তাঁহার প্রত্যবায় হইবে কেন, তাহা হইলেই বা কেন তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে কেন? যাহা দ্বারা জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় সর্ব্বাবস্থাতেই তাহা দ্বারা জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিত। কোন অবস্থায় নীচ জাতির অন্ন ভক্ষণে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না এবং কোন অবস্থায় ভক্ষণে হয় বলা সঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণের যাঁহাদের অন্ন ভক্ষণে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় সর্ব্বাবস্থায়ই ব্রাহ্মণের তাঁহার অন্ন ভক্ষণে জাতিভ্রষ্ট হওয়া উচিত।

উপবীতবিহীনা ব্রাহ্মণী অন্ন রন্ধন করিলে তাহা ত উপনয়নসংস্কার-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ মহাপ্রীতির সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা ত তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না? তবে কোন ক্ষত্রিয়কুমার উপনয়ন-বিহীন হইলেই বা তাঁহার অন্ন উপনয়নবিশিষ্ট অন্যান্য ক্ষত্রিয় ভক্ষণ করিতে পারিবেন না কেন? ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীগণই বা তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন না কেন? মহাভারতীয়া ক্ষত্রিয়া দ্রৌপদীর ত উপবীত ছিল না। তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার উপনয়নসংস্কারই হয় নাই অথচ সেই উপবীতবিহীনা ক্ষত্রিয়ার অন্ন কত মহর্ষি, কত মুনি ভক্ষণ করিয়াছিলেন মহাভারতাধ্যয়নে অবগত হওয়া যায়। মহাভারতের সময় সে কালের বিশেষ মনোবল, বিশেষ জ্ঞানবল, বিশেষ যোগবলসম্পন্ন মহাপ্রসিদ্ধ ঋষি, মহর্ষি মুনি এবং মহামুনিগণেরও ক্ষত্রিয়ান্নভক্ষণে আপত্য ছিল না। এ কালে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও পুরাকালীন মহাত্মা

ঋষি, মহর্ষি, মুনি মহামুনিগণের ন্যায় মনোবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, যোগবল ও তপবলসম্পন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ তাঁহাদিগেরই বাচনিক জাতীয়া নিষ্ঠা অধিক দেখা যায়। অনেক রাঢ়ীর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নাহার করেন না। অনেক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণও অনেক রাঢ়ীর শ্রেণীয়ের অন্নাহার করেন না। বৈদি শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নও ঐ দুই শ্রেণীর অনেকেই আহার করেন না। অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণও ঐ দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করেন না। কলিকালে বাহ্যাড়ম্বরটীই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

তোমার মতে ব্রাহ্মণের পুত্র যদি ব্রাহ্মণই হয়, তোমার মতে ক্ষত্রিয়ের পুত্র যদি ক্ষত্রিয়ই হয়, তোমার মতে বৈশ্যের পুত্র যদি বৈশ্যই হয়, তোমার মতে শূদ্রের পুত্র যদি শূদ্রই হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে ব্রহ্মার প্রত্যেক পুত্রও ব্রহ্মা।

প্রত্যক্ষই দর্শন করা হইয়া থাকে তুমি যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বল তাঁহারও শরীর হইতে জন্ম হয়, তুমি যাঁহাকে ক্ষত্রিয় বল তাঁহারও শরীর হইতে জন্ম হইয়া থাকে, তুমি যাঁহাকে বৈশ্য বল তাঁহারও শরীর হইতে জন্ম হইয়া থাকে। তুমি যাঁহাকে শূদ্র বল তাঁহারও শরীর হইতে জন্ম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরও ব্রহ্মার শরীর হইতে জন্ম। অতএব সেইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য ব্রহ্মার যে বর্ণ তাঁহারও সেই বর্ণ। তাহা হইলে অবশ্যই তুমি যে ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ বল না তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি যে বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ বল না তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি

যে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বল না তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায়। অথবা তোমার মতে যদি ব্রহ্মার কোন জাতি না থাকে। তাহা হইলে তাঁহা হইতে যে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি তাহা হইলে সে চতুর্ব্বর্ণেরও অবশ্যই কোন জাতি নির্দ্ধারণ করা যায় না।

এক্ ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। অতএব চারি বর্ণেরই এক্ পিতা। সেই চারি বর্ণ হইতে যাঁহাদের উৎপত্তি তাঁহাদের প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্মার বংশ সঞ্জাত বলিতে হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রহ্মবংশজ। বর্ণসঙ্করসকলের উৎপত্তিও চারি বর্ণ হইতেই হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো উৎপত্তিই অবর্ণ হইতে হয় নাই। প্রত্যেক বর্ণসঙ্করের মাতাও ব্রহ্মবংশজ, প্রত্যেক বর্ণসঙ্করের পিতাও ব্রহ্মবংশজ। সুতরাং বর্ণসঙ্করসকল ব্রহ্মবংশীয়। অতএব সেইজন্য তাহারাও অবজ্ঞেয় নহে। অবশ্য নিকৃষ্ট গুণকর্ম্মানুসারে তাঁহাকে নিকৃষ্ট বলিতে চাও বল তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নানা শাস্ত্রানুসারে বহু সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগ বিগত হইয়াছে। ঐ সকল যুগে অনেক ব্রাহ্মণও হইয়াছিলেন অবশ্য। সেই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল আদিব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম হইয়াছিল নানা শাস্ত্রানুসারে এই প্রমাণই পাওয়া যায়। সেই আদিব্রাহ্মণগণের বংশে যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ত ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন নহেন! তাঁহাদের সকলেরই ত ব্রাহ্মণী আখ্যা প্রাপ্তা কোন না কোন নারীর কোন অধম অঙ্গ হইতেই উৎপত্তি। সেই অধমাঙ্গ অপেক্ষা বাহু, বক্ষ, উরু এবং পদকে শ্রেষ্ঠই বলিতে হয়।

অদ্যাপিও যদ্যপি যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি হইত তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বলা যাইত। অথবা যদ্যপি সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশীয় কাহারো মুখ হইতে আধুনিক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি দেখিতাম তাহা হইলেও তাঁহাকে সেই আদিব্রাহ্মণের মতন কতকটাও বলিতাম। অধুনা ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত ব্রাহ্মণী আখ্যা প্রাপ্তা নারীর সংশ্রবে কতই ব্রাহ্মণনামধারীদিগকে দেখিতে পাই। তাঁহাদের কাহারো উৎপত্তি ত ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে নহে, তাঁহাদের কাহারো উৎপত্তি ত সেই ব্রহ্মমুখজ ব্রাহ্মণের অথবা তাঁহার বংশাবলীর কাহারো মুখ হইতে নহে। অধুনা ব্রাহ্মণোৎপত্তির স্বতন্ত্র পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধুনা ব্রাহ্মণোৎপত্তির স্থানও অত্যন্তাধম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর, মুশলমান এবং ম্লেচ্ছের উৎপত্তিস্থানও অত্যাধম। অধুনা সকল নরনারীরই এক্ প্রকার অধমাঙ্গ হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সেইজন্য জগতের সকল নরনারীকেই সার্ব্বভৌম একবর্ণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

কাহারো পিতার জন্ম ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়া থাকিলে তাঁহাকে ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কাহারো পিতার জন্ম ব্রহ্মার বাহু বা বক্ষ হইতে হইয়া থাকিলে তাঁহাকে আর বাহুজ বা বক্ষজ ক্ষত্রিয় বলা যায় না। কাহারো পিতার জন্ম ব্রহ্মার উরু হইতে হইয়া থাকিলে তাঁহাকে ব্রহ্ম-উরুজ বৈশ্য বলা যায় না। কাহারো পিতার জন্ম ব্রহ্মার পদ হইতে হইয়া থাকিলে তাঁহাকে ব্রহ্মার পদজ শূদ্র বলা যায় না! অধুনা মুখ হইতে ব্রাহ্মণেরও উৎপত্তি হয় না, অধুনা বাহু বা বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়েরও উৎপত্তি হয় না; অধুনা উরু হইতে বৈশ্যেরও উৎপত্তি হয় না, অধুনা পদ হইতে শূদ্রেরও উৎপত্তি হয় না। সুতরাং অধুনা

জন্মানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণও নাই, সুতরাং অধুনা জন্মানুসারে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ও নাই, সুতরাং অধুনা জন্মানুসারে প্রকৃত বৈশ্যও নাই, সুতরাং অধুনা জন্মানুসারে প্রকৃত শূদ্রও নাই। সর্ব্ববর্ণেরই জন্ম সম্বন্ধে ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া কোন বর্ণ ই বিশুদ্ধ নহে। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল তাঁহাদের কাহারো পুরুষপ্রকৃতি সংসর্গে জন্ম হয় নাই। অধুনা পুরুষপ্রকৃতি বা নরনারী সংসর্গে সকল নরনারীরই জন্ম হইয়া থাকে। অধুনা সকল নরনারীরই যে স্থান হইতে জন্ম হয় সে স্থানও অতি অপকৃষ্ট। সেইজন্য সর্ব্ব বর্ণেই সঙ্করতা আছে স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য কোন বর্ণেই শুদ্ধতা নাই স্বীকার করিতে হয়। ব্রাহ্মণবর্ণের পুরুষের সহিত, ক্ষত্রিয়বর্ণের পুরুষের সহিত, বৈশ্যবর্ণের পুরুষের সহিত বা শূদ্রবর্ণের পুরুষের সহিত কোন বর্ণের নারীর সংশ্রববশতঃ সন্তানোৎপত্তি হইলে সেই সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা হইলে একবর্ণীয় পুরুষপ্রকৃতির সংযোগে কোন অত্যধম নারীঅঙ্গ হইতে সন্তানোৎপত্তি হইলেই বা সেই সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা হইবে না? অধুনা ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীসংযোগে যে সন্তান হয় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বর্ণসঙ্করই বা কেন বলা হইবে না? অধুনা ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়াসংযোগে যে সন্তান হয় তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বর্ণসঙ্করই বা বলা হইবে না কেন? অধুনা বৈশ্যবৈশ্যাসংযোগে যে সন্তান হয় তাঁহাকে বৈশ্যবর্ণসঙ্করই বা বলা হইবে না কেন? অধুনা শূদ্রশূদ্রাসংযোগে যে সন্তান হয় তাঁহাকে শূদ্রবর্ণসঙ্করই বা বলা হইবে না কেন?

নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মার বাহুজ সন্তান, ব্রহ্মার বক্ষজ সন্তান, ব্রহ্মার উরুজ সন্তান এবং ব্রহ্মার পদজ সন্তানকে যদ্যপি সেই ব্রহ্মার মুখজ সন্তানাপেক্ষা অধম বা নিকৃষ্ট বলিতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই নরনারীর বা পুরুষপ্রকৃতির অতি অধমাঙ্গোৎপন্ন সন্তানগণ অবশ্যই

অতি অধম, অতি নিকৃষ্ট। ইদানী ব্রাহ্মণী বলিয়া যে নারীর আখ্যা নানা শাস্ত্রানুসারে তিনিও এক্ প্রকার শূদ্র। কারণ নানা শাস্ত্রানুসারে তিনি অজ্ঞান, মূঢ় এবং উপনয়নবর্জ্জিত। অতএব সেইজন্য তিনিও প্রকারান্তরে শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত। তাঁহার অতি অপকৃষ্ট বা অধম অঙ্গ হইতে যে ব্যক্তির জন্ম তাঁহাকে সেই সনাতনপুরুষ ব্রহ্মার মুখজ ব্রাহ্মণের সহিত কি প্রকারে সমতুল্য বলা যাইতে পারে? কোন কোন শাস্ত্রানুসারে স্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ অপেক্ষা তাঁহার বাহু ও বক্ষ নিকৃষ্ট স্বীকৃত হইলে, স্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ, বাহু ও বক্ষাপেক্ষা উরু নিকৃষ্ট স্বীকৃত হইলে, স্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, বক্ষ ও উরু অপেক্ষা তাঁহার পদ নিকৃষ্ট বা অধম স্বীকৃত হইলে অবশ্য নারীরও সর্ব্বাঙ্গই উত্তম নহে। অবশ্য তাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিচয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। নারীর যে অঙ্গ হইতে সকল নরনারীরই উৎপত্তি তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত অধমাঙ্গ। সুতরাং সেইজন্য সমস্ত নরনারীকেই অধমজ বলিতে হয়। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাঁহার তথা হইতে উৎপত্তি নহে। নানা শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাঁহারও তথা হইতে উৎপত্তি হয় না। নানা শাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাঁহারও তথা হইতে উৎপত্তি হয় না। নানা শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের যে অঙ্গ হইতে উৎপত্তি ইদানী তাঁহারও তথা হইতে উৎপত্তি হয় না। ইদানী সর্ব্ববর্ণই স্ব স্ব উৎপত্তিস্থান-ভ্রষ্ট। তাঁহারা সকলেই অশাস্ত্রীয় এক্ প্রকার অতি নিকৃষ্ট বা অধম স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কাহাকেও শাস্ত্রোক্ত চারি বর্ণের অন্তর্গত বলা সঙ্গত নহে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পণ্ডিতের ছেলে হইলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। পণ্ডিতের ছেলে যদি পণ্ডিত হইবার কার্য্য করেন তাহা হইলেই তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন। পণ্ডিতের ছেলে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে তিনি কখনই পণ্ডিত হইতে পারেন না। অনেক পণ্ডিতের ছেলেকেও মূর্খ হইতে দেখা গিয়াছে। আবার কোন কোন মূর্খের সন্তানও পণ্ডিত হইয়াছেন। কোন কোন প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুত্রেও শূদ্রের গুণ দেখিয়াছি আবার কোন শূদ্রপুত্রেও ব্রাহ্মণের গুণ দেখিয়াছি। তবে কি প্রকারে বলিব যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাঁহারা আজন্ম ব্রাহ্মণ? যাঁহাদের শূদ্র বলা হয় তাঁহারা আজন্ম শূদ্র?

ভগবদ্গীতার মতে গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চতুর্ব্বর্ণ হইয়াছে। সৃজনকাল হইতে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকিলে ব্রাহ্মণ যাঁহাদের বলা হয় তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা উচিৎ সে সকল থাকিত। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যাঁহাদের বলা হয় তাঁহাদের প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সকল গুণ থাকা উচিৎ সে সকল থাকিত। গীতার মতে চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত লোকসমূহ গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে সৃজিত নয়। যদ্যপি তাহা হইত তাহা হইলে যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের গুণ ও লক্ষণ সমূহ থাকিত। যাঁহাদের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা হয় তাঁহাদের প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গুণ ও লক্ষণসমূহ থাকিত। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইত না। ভগবান অগ্নি করিয়াছেন অগ্নিতে অগ্নির গুণ ব্যতীত জলের গুণ দেখি না। ভগবান জল করিয়াছেন জলে জলের গুণই আছে, কৈ জলে কখনও অগ্নির গুণ দেখি না। যিনি গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে চতুর্ব্বর্ণের

অন্তর্গত মনুষ্যসমূহ সৃজিত হইয়াছে বলেন তিনি প্রকারান্তরে গীতোক্ত ভগবদ্বাক্য অসত্য প্রমাণ করেন।

গীতার মতে চারি বর্ণ। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে পাঁচ বর্ণ। আবার অন্য কোন কোন মতে ঐ পাঁচ ছাড়া যবন ও ম্লেচ্ছ আছে। ভগবান নিজেই যদ্যপি কেবল চারি বর্ণই সৃজন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে চারি বর্ণ ছাড়া অপর কোন বর্ণ থাকিত না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে একই মনুষ্যজাতি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই চারি বিভাগকে চারি বর্ণ বলা যাইতে পারে। সে সম্বন্ধে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩।"

যেমন এক্ শরীরের নানা প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, অস্থিমাংস ও শোণিত আছে। যেমন একটী বৃক্ষে ফুল, ফল, শাখাপ্রশাখা ও পত্র প্রভৃতি নানা প্রকার অংশ আছে তদ্রূপ এক্ শ্রেণীর জীবের মধ্যেও নানা জাতি থাকিতে পারে। এক্ মনুষ্যজাতির মধ্যে নানা প্রকার স্বভাবের লোক আছে তবে গুণানুসারে জাতিভেদ মানিবে না কেন?